অজানিতের ডায়রী—প্রথম খণ্ড

প্রথমা

ব্যাধি-বিলাসী

অমলকুমার রায়

মূল্য ৩৲ তিন টাকা

অজানিতের ডায়রী

প্রথম খণ্ড

সত্যমেব জয়তু, নানৃতম্।

অজানিতের ডায়রী

সেবার কোলকাতা থেকে চাঁদপুর যাচ্ছি। গোয়ালন্দ পর্য্যন্ত যেতে হবে ট্রেনে, তারপরে ষ্টীমার। অসম্ভব ভীড়। সকাল সকাল কোরে জায়গা দখল কোরে বোসেছি ট্রেনে। তাহোলে কী হবে! লোক বেড়েই চোল্লে। পাশে লোক, সামনে লোক, পিছনে লোক, নিঃশ্বাস ফেলতে হয় লোকের গায়ে, নিঃশ্বাস টানতে লোক নাকের ভিতর ঢুকে যায়। চাপ খেতে খেতে প্রায় সরল রেখা হোয়ে যাবার উপক্রম হোয়েছি।

ট্রেন্ আর ছাড়ে না! যুগ খানেকের পর ছাড়লে। আঃ, হাড়ে তোবু একটু বাতাস লাগলে। খড়ম পায়ে দিয়ে খট্ খট্ আওয়াজ কোরতে কোরতে ছুটলে গাড়ী। খানিক ছুটে আবার গ্যালো থেমে। আবার সেই দম বন্ধ। চোলছিলে তো ভালোই ছিলে, আবার থামা ক্যানো? খানিক পরে আবার সুর্ সুর্ কোরে নোড়লে। বাঁচা গ্যালো! খানিক চোলে ফের থামা। কোথায় থামে কোথায় না, ছাখাও যায় না বোঝাও যায় না। থামলেই লোকজনের নড়াচড়া, ঠ্যালাঠেলি, গুঁতোগুঁতি। এইভাবে থামতে থামতে চোলতে চোলতে, চোলতে চোলতে থামতে থামতে, গাড়ী অবশেষে এসে পৌঁছলে গোয়ালন্দঘাটে। গোয়ালন্দ আসছে তা' আগে থেকেই টের

পাওয়া গ্যালো—কারণ, গাড়ীর গতি হোলো গদাইনস্করি, যাত্রীরা কোরতে লাগলে উস্‌খুস্ বাঁধাছাঁদা, কুলিরা উঠতে লাগলে পাদানিতে লাফিয়ে লাফিয়ে। গাড়ী থেমে আর অ্যাক সমস্যা! কে আগে নাবতে পারে! সবাই তো যাবে, তবে এ কম্পিটিশন্ ক্যানো? কার কথা কে শোনে! স্টীমারে গিয়ে আগে জায়গা দখল কোরতে হবে! ধাক্কা দিয়ে, লাথি দিয়ে নিষ্পিষ্ট কোরে জনস্রোত দরজা জানালা দিয়ে ঘুঁসোঘুঁসি কোরে বেরুতে লাগলে। আমি চিরদিনই সকলের পিছে চোলি। স্কুলের নিম্নতম শ্রেণী থেকে আরম্ভ কোরে আজ পর্য্যন্ত সে নিয়মের ব্যতিক্রম হয়নি। সবাই নাবছে, কিংবা নাববার বিপুল চেষ্টা কোরছে। আমি আর নড়ি না। শেষে যখন বাস্তবিক সবাই গ্যালো নেবে, কুলির পর কুলি এসে আমাকেই উদ্বাস্ত কোরতে লাগলে, তখন উঠলুম গা' ঝাড়া দিয়ে। বেঞ্চির নীচে স্যুট্‌কেস্। স্যুট্‌কেস্‌টা টানতে গিয়ে দেখি, এ আবার কী? এ খাতা কোত্থেকে এলো? খুলে দেখি লেখা খাতা। কারও দরকারি খাতা নিশ্চয়! হারিয়ে সে লোকটা হয়তো আকুলি বিকুলি কোরছে। অ্যাখন যদি গাড়ী ছেড়ে চোলে যাই, ও খাতাটার কী দশা হবে? একটু বোসেই যাই না, মালিক নিশ্চয় এখুনি আসবে, তা'র হাতে দিয়ে দোবো। তাই যে কুলিটি আমায় আক্রমণ কোরেছিলো তাকে অনুনয় কোরে হিন্দুস্থানিতে বোললুম, "একটু অপেক্ষা করতা হায়, হাম্ একটু পরে যাতা হায়", অর্থাৎ, "একটু অপেক্ষা

করো, আমি একটু পরে যাবো।" কুলিপুঙ্গব আপত্তিসূচক কথা বোলতে লাগলে, তার সময়ের দাম আমার সময়ের দামের চেয়ে ঢের বেশি নিশ্চয়। ভেবে দেখলুম, তাইতো, বোসে থেকেই বা কী কোরবো? হয়তো খাতাখানা কোনো পুঁটুলি বা জামার পকেট থেকে স্থানভ্রষ্ট হোয়েছে, মালিক আপাততঃ টেরই পায়নি। তা'র চেয়ে এটাকে সঙ্গে নিয়ে যাই, পরে মালিকের খোঁজ কোরে দিয়ে দোবো।

তা'র পর থেকে সেই খাতা খানিকে মাতৃপিতৃহীন শিশুর মতো সযত্নে রক্ষা কোরে এসেছি অ্যাতোদিন। কতো খোঁজ কোরেছি এর মালিকের! যা'র সঙ্গে ছাখা হোয়েছে তা'কেই বোলেছি। প্রধান প্রধান বাংলা ও ইংরিজি খবরের কাগজ গুলোতে বিজ্ঞাপন দিয়েছি, সিনেমাতে পর্য্যন্ত। শুধু ঢ্যাঁড়া পেটাতে বাকি। কিন্তু ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে কি বেশি ফল হোতো? শুনেছি, ঢ্যাঁড়া পিটিয়ে হারানো বাছুর পাওয়া গ্যাছে তিন দিন পরে, কিন্তু তা'র মা তাকে চিনলে না, দুধও দিলে না, বেচারি বাচ্চাটা না খেতে পেয়েই মোরে গ্যালো, শুধু ঢ্যাঁড়ার পয়সাটাই নষ্ট। ঢ্যাঁড়ার ফলে খাতার প্রকৃত মালিক অবহিত হোলেও পিতৃত্ব স্বীকার কোরতো কি? ঢ্যাঁড়া দিতে ক্যামন যানো লজ্জাও কোরতে লাগলো। তাই, সাত পাঁচ ভেবে ঢ্যাঁড়াটা আর দিলুম না। স্থির কোরলুম, খাতাটা মালিকের কাছে ফেরত দো'য়ার প্রকৃষ্ট উপায়,

এটাকে ছাপিয়ে প্রকাশ কোরে দো'য়া ; তা' হোলে নিশ্চয় এটা মালিকের কাছে পৌঁছবে।

সোনারদি * অ্যাকটা গ্রাম মাত্র। কিন্তু গ্রাম হোয়েও য্যানো কোলকাতা সহরকেও হার মানিয়েছে আকর্ষণী শক্তিতে। শস্যশ্যামলা বসুন্ধরা, তোমার একি রূপ! মাঠের পর মাঠ য্যানো মখমলের জামা গায়ে দিয়ে শুয়ে রোয়েছে। মাঝে মাঝে গাছ, নিজের ইচ্ছামতো বেড়ে উঠেছে। রাস্তায় পিচ্ ঢেলে ঘাসের প্রাণ সংহার করা কিংবা চার আনা বারো আনা কোরে চুল ছাঁটার মতো গাছ ছাঁটার প্রথা তো এখানে নেই! মেপেজুপে হাঁসা, কাসা, নিঃশ্বাস নেওয়া—সে বালাই এখানে নেই। আর সস্তা গণ্ডা! তরিতরকারির তো কথাই নেই, মাছ দেওয়া যায় কুকুর বেড়ালকে খেতে; পাঁচ পয়সা ছ' পয়সা দুধের সের—অ্যাকেবারে খাঁটি দুধ। আর সে দুধের স্বাদ কী মিষ্টি! বোদলি হোয়ে আসার সময় গিন্নী তো আর চোখে জল রাখতে পারেন না। "আহা, আমার

*খাতা-লেখকের হস্তাক্ষর খারাপ থাকায় অনেক জায়গায় পোড়তে কষ্ট হোয়েছে। হয়তো ঠিকমতো পড়া হয়নি। তদুপরি প্রকাশকের ভৌগোলিক জ্ঞানে গণ্ডগোল থাকায় জায়গার নামগুলি সম্ভবতঃ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই ঠিক হয়নি। অতএব জায়গার নাম নেত্রাধঃকরণ করার সময় কিছু লবণ মিশিয়ে নিতে হবে।

বাছারা একটু দুধ খেতে পায় না; ও গো, তুমি সাহেবকে বোলে আর কিছুদিন এখানে থাকার ব্যবস্থা করোনা!” “তাই কি হয়? হাইকোর্ট্ থেকে হুকুম দিয়েছে, সাহেব কী কোরবে?” গৃহিণী বোললেন, “না গো, তুমি জানোনা, সব হয়। সমরের বাবাকে যখন কাঁথি থেকে আরামবাগে বোদলি কোরলো, তখন তিনি গিয়ে জজ্ সাহেবকে বোললেন, ‘স্ত্রী আসন্নপ্রসবা, সাড়ে আট মাস; অ্যাখন নড়াচড়া অসম্ভব।’ সাহেব জোর কোরে লিখে দিলেন রেজিস্ট্রারের কাছে। সাহেবের কথা কি সাহেব ঠেলতে পারে? এ গল্প আমার সমরের মা’র কাছে নিজ মুখে শোনা।” “তুমি আমাকে সেই রকম মাছিমারা নকল কোরতে বোলছো? যোদি সাহেব সন্দেহ কোরে নার্স্ কিংবা ডাক্তার পাঠিয়ে ছায়, তখন? তখন যে চাকরিটি খতম! দুধ খাওয়া বেরুবে।” “না গো, না, অতো সহজ নয় চাকরি যাওয়া। আর না হয় অন্য অ্যাকটা কিছুই বোললে?” ভালো, অ্যাখন কী গল্পই বা ফাঁদি! গিন্নীই উদ্ধার কোরলেন, বোললেন, “বলো গে, বাড়ীতে ক্রমাগত ফিট হোচ্ছে। যোদি ডাক্তারই পাঠায়, তাতেই বা কী? ফিট তো কারু হুকুম তামিল করে না! আমার সে সময়ে ফিট হবে না। তা’তে কা’র কী? দিনের পরে দিন তো কোনো ডাক্তার এই অজ পাড়াগাঁয়ে বোসে থাকবে না! তা’কে ভালো রকম খাইয়ে দিয়ে কিছু ভেট ও ফি দিয়ে দিলেই হবে। ক্যানো, কুমরপুরে থাকতে

তোমার হরিপদ না ঐ রকম কী নামের কেরাণীটা অ্যাকদিনের ছুটি নিয়ে চোলে গ্যালো, আর ফেরেই না; কৈফিয়ত তলব করাতে চিঠি লিখে জানালো, তা'র ভীষণ সর্দ্দিকাসি হোয়েছে। মেডিক্যাল্ সার্টিফিকেট্ চাওয়াতে সিভিল্ সার্জেনের সার্টিফিকেট্ পাঠিয়ে দিলো, 'ক্রনিক ম্যালেরিয়া, তিন মাসের বিশ্রাম দরকার।' ন্যাও ঠ্যালা! তখন তা'কে খোসামোদ কোরে সদরে কাজে যোগ দিতে বলা হোলো!" গিন্নী ঠিকই বোলেছেন, ষোলো টাকার লোভে সিভিল্ সার্জেন্টা কী মিথ্যে সার্টিফিকেট্ই না দিয়েছিলো! আর, ধরবার ও উপায় নেই, কুমরপুরে যা'রা কাজ কোরেছে তা'দের একটু আধটু ম্যালেরিয়া হোয়েইছে, কোনো না কোনো সময়ে!

গৃহিণীর যুক্তিটা মন্দ নয় মনে হোলো; তাই, ঠিক কোরলাম, শেষ রাত্রের ট্রেনে সদরে চোলে যাই, পরদিন ভোরে সাহেবের সঙ্গে দ্যাখা কোরবো। স্টেশন্ মাইল চার পাঁচ দূর। পাল্কি কোরে যায়। ঠিক কোরলাম অ্যাক পাল্কি। এ অ্যাক বিভ্রাট! পাল্কি কোরে তো কেবল বিয়েই কোরতে যায় জানতাম সেকেলে বররা!

'ধাঁই কিড়ি কিড়ি' কোরতে কোরতে চোল্লো পুষ্পক রথ। স্টেশনে যখন পৌঁছুলাম তখন ট্রেন্ আসার সময় হোয়ে গিয়েছে। তাতে কিছু যায় আসে না। ট্রেন্ বরাবরই দেরি কোরে আসে। একথা ছোটো ছেলেও জানে। বেকুব লোকেরাই ঠিক সময়ে স্টেশনে এসে বোসে থেকে হা পিত্যেস করে।

পৌঁছে স্টেশন্ ঘরে গিয়ে স্টেশন্ বাবুর কাছে জিজ্ঞাসা কোরলাম, "ট্রেনের কতো দেরি।" তিনি বোললেন, "খবর নেই।" "খবর নেই" মানে ওদের টেলিফোনের লাগালের বাইরে, অ্যাক ঘণ্টাও লেট্ হোতে পারে, দু' ঘণ্টাও লেট্ হোতে পারে। আমি বাইরে বেঞ্চিটায় এসে বোসলাম। বসার মিনিট তিনেকের মধ্যেই দেখি গাড়ীর আওয়াজ। মালগাড়ী নাকি? না, সবাই ছুটোছুটি কোরে প্ল্যাট্ফর্ম্মে গিয়ে দাঁড়াচ্ছে, প্যাসেঞ্জার্ ট্রেন্ই তো! স্টেশন্ মাস্টার্টা তো আচ্ছা পাজি! আমায় বলে কিনা! বোধ হয় সবাই এসে জিজ্ঞাসা করে বোলে লোকটা এই ফন্দি বা'র কোরেছে। ছুটতে ছুটতে অ্যাক-খানা ইণ্টার্ ক্লাসের টিকিট কোরলাম। নিজের পয়সায় সেকেণ্ড্ ক্লাসে ব্যাড়াবার মতো মাইনে গভর্নমেণ্ট্ দ্যায়না। ডিস্ট্রিক্ট্ জাজের সঙ্গে দ্যাখা কোরতে যাওয়া—এটাকে তো অফিশিয়াল্ ডিউটিও বলা চলে, তাহোলে তা'র টি-এ হবে না ক্যানো? যোদি বিল্ কোরেই দি! না, তা' হয়না। শ্বশুর বাড়ী যাওয়া আর জাজের সঙ্গে দ্যাখা করা—এই দুই জার্নির জন্যে টি-এ হয় না। কাশীতে গিয়ে পরের পয়সায় খেলে পুণ্যির ব্যালাতেই শূন্যি হবে।

কম্পার্ট্মেণ্টে বেশি ভীড় ছিলে না। কিন্তু অ্যাকজন মারোয়াড়ী অ্যাতো ভ্যাদর ভ্যাদর কোরছিলো! ক'মণ চা'লে ক'মণ কাঁকড় দেওয়া চলে, ক'মণ ময়দায় ক'মণ পাথরের গুঁড়ো

বেমালুম মেশানো যায়, চা'লের কলে ছোটো কাঁকড় সাপ্লাই কোরে স্বরূপচাঁদ কী ভাবে ফেঁপে উঠলো, পশ্চিম মুলুকে থাকলে আটখানা রুটি খেলেও কিছু হয় না কিন্তু বাংলা মুলুকে দু'খানা খেলেই বদহজম হয়, এইসব গল্প।

অ্যাকটার পর অ্যাকটা স্টেশন্ যাচ্ছে পার হোয়ে। চণ্ডী-হাটে গাড়ী অনেকক্ষণ থামে, সেখানে জল ন্যায়। আমি দরজার কাছে দাঁড়িয়ে লোকজনের চলাফেরা লক্ষ্য কোরছি, অ্যামন সময় দেখি, দাদা! অনেকদিন পর দেখলাম, কিন্তু ভুল কোরবার জো নেই। সেই বিরাট বপু, খোঁচা খোঁচা চুল, বড়ো বড়ো গোঁফ, অ্যাকটা ছোট্টো সুট্‌কেস্ হাতে কোরে দাদা এই দিকেই এগিয়ে আসছেন। "কিহে, ভায়া যে! জজের সঙ্গে ছাখা কোরতে যাচ্ছো বুঝি?" বোলতে বোলতে এসে উঠলেন।

দাদার সঙ্গে আমার প্রথম আলাপ বছর কয়েক আগে, সিরাজগঞ্জ থেকে যেতে স্টীমারে। সেকেণ্ড্ ক্লাসের ডেকে বোসে; কারো সঙ্গে কারো পরিচয় নেই। কিন্তু মালের গায়ের ল্যাবেল্ মালিকের প্রকৃষ্ট পরিচয় দিচ্ছে। আমিও উস্‌খুস্ কোরছিলাম, কিন্তু দাদাই প্রথম সুরু কোরলেন। বৌদি সঙ্গে ছিলেন, পরিচয় কোরিয়ে দিলেন। সুন্দর বটে বৌদির চেহারা! অ্যামন যে সুন্দর তা' নয়, তবে ক্যামন য্যানো চোখ আকর্ষণ করে। তাঁর চোখের ভিতর অ্যাকটা মদের আমেজ, অ্যাকটা আপনাছাড়া ভাব। বৌদি বিশেষ

কথা বোললেন না, কিন্তু দাদা কোরে গেলেন অনেক গল্প। “আর যা’ করো করো, শরীরটি বাঁচিয়ো ভায়া।” দাদা যে অন্ততঃ শরীরটি বাঁচিয়েছেন সেটা প্রত্যক্ষ দেখছিলাম। “খেটে খেটে কোর্ট্ তুলিয়ে দেওয়া দেখিছি, disposal এর race দেখিছি; কিন্তু অ্যাকবার ডায়াবিটিস্ ধোরুক, ছুটি চাও, তোখুনি বুঝবে। জজেরা আছে ছ্যাকড়া গাড়ীর গাড়োয়ান, লাগাও চাবুক, ঘোড়া মোরলো কি বাঁচলো তা’ কে ছাখে? তা’দেরই বা দোষ দিই কী কোরে?” দাদা সুর ঘোরালেন। “হাইকোর্টের য্যামোন রুল্! তাদেরও তো কাজ ছাখাতে হবে! য্যামোন ধরো. পুলিশকে মাসে অ্যাতোগুলো petty case দিতে হবে। তা’ সে হোক বা না হোক, দিতেই হবে। তখন, ছু’চারটে মিথ্যে তৈরি না কোরে উপায় কী? জজেরা যোদি ছুই অ্যাকজনের বিরুদ্ধে না লেখে, তাহোলে তা’রা যে কাজ কোরছে তা’ প্রমাণ কোরবে কী কোরে? Bullock সাহেব ছিলো Scot। সে অ্যাকদিন আমায় খোলাখুলিই বোললো, ‘Don’t worry Babu; আমাকে তো চাকরি বাঁচাতে হবে।’ চাকরি য্যামোন বাঁচাতে হবে, তেম্নি প্রাণটিও বাঁচাতে হবে। না, বাড়াবাড়ি ভালো নয়।” আহারের পর বিলের টাকা দিতে গিয়েছি তো দাদা মারমূর্ত্তি! “তোমরা এই রকমই হোয়েছো বটে আজকাল! আমরাও না হয় আজকাল পেরে উঠিনে। আমাদের সার্ভিসের ট্র্যাডিশন্ ভুললে চোলবে না। সিতাবগঞ্জে থাকতে ছু’মাসের ওপর আমি পরেশদা’র গেস্ট্;

আমার ফ্যামিলি তখন ফ্যামিলিওয়েতে বাপের বাড়ী। খরচার টাকা দেবার কথা মুখে আনতে সাহস পাইনি।" বিল্‌টা অবশ্য দাদাই দিয়ে দিলেন। এর কিছুদিন পরে ফুলপুরে মাস চারেক অ্যাক জায়গায় ছিলাম, এবং সদ্য পরিণীতা সরলা সাংসারিক বিষয়ে বৌদির কাছে কিছু তালিম পেয়েছিলো।

কেষ্টপুকুরে দাদা নেমে গেলেন। আর কয়েকটা স্টেশন্ মোটে বাকি। পরের স্টেশন্‌টা বড়ো, গাড়ী থামতেই নামলাম, একটু ওয়েটিং রুমের দিকে যা'বার জন্য। ভাবলাম, দর্পণে চেহারাটা একটু দেখে নি, টাই-টা ঠিক আছে কি দেখি। সাহেবের সঙ্গে দ্যাখা কোরতে গেলে টাই ঠিক থাকা বিশেষ দরকার। ইংরেজ রাজত্বের প্রথমের দিকে অ্যাকজন মুন্‌সেফ্ ডিউই নামে জাজের সঙ্গে দ্যাখা কোরতে গিয়েছে; টাইটা তা'র ঠিক বাঁধা হয়নি, ঢলঢোলে হোয়ে ঝুলছে। সাহেব নাকি দেখে হেঁসেই খুন। রসিকতা কোরে ঝোলা অংশটা ধোরে যেই মেরেছে অ্যাক টান জোরে, ওম্নি ফাঁস আটকে মুন্‌সেফ্ বাবু তো যা'বার দাখিল! সাহেব অবশ্য তখুনি তা'র সেবা শুশ্রূষা কোরে বাহাল তবিয়তে বাড়ী ফেরত পাঠালো, এবং তা'র প্রোমোশনের ব্যবস্থা কোরে দিলো। এ গল্প আমার ধীরেন বাবু ডেপুটির মুখে শোনা; তবে, তা'র কথায় গয়লার দুধের মতো জল থাকে।

ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই গন্তব্য স্টেশনে পেঁাছুলাম। অ্যাকটা ঘোড়ার গাড়ী ভাড়া কোরে চোললাম কুঠির দিকে।

যতোক্ষণ ট্রেনে আসছিলাম, ছিলাম ভালো, কিন্তু যাত্রার শেষ যতোই ঘোনিয়ে আসছে, মনও হোচ্ছে ততোই খারাপ। সাহেব সুবোর সঙ্গে দ্যাখা কোরতে বুকের ভিতর ক্যামন য্যানো ঢিপ ঢিপ করে। কী বোলবো, কী শুনবো, কী উত্তর দেবো! ভালো কোরতে হয়তো মোন্দ হবে। মৃৎপাত্রর কাংস্য পাত্র থেকে দূরে থাকাই ভালো। যাক্, অ্যাখন আর উপায় নেই। কুঠির গেটে গাড়ী থামতে, গেট্ খুলে ভেতরে ঢুকে আবার গেট্টা বন্ধ কোরে দিয়ে সন্তর্পণে এগিয়ে চোললাম। মূল বাড়ীটার কাছে আসতেই সাহেবের কুকুরটা ঘেউ ঘেউ কোরে এলো। এ আর অ্যাক বিপদ! সঙ্গে সঙ্গে চাপরাশি এসে সেটাকে সোরিয়ে দিয়ে কার্ড্ চাইলো। কার্ড্ বার কোরে অ্যাকবার চোখ বুলিয়ে নিয়ে চাপরাশির হাতে দিলাম। সুন্দর বাঁকা বাঁকা ইংরাজী অক্ষরে ছাপানো উত্তম পুরুষ অ্যাকবচনের নাম, এম্ এ, বি এল্, বি সি এস্ (জুডিশিয়াল্) অক্ষরালঙ্কারে বিভূষিত—গর্ব্বে বুকখানা দু' হাত ফুলে উঠলো। মিনিট্ চারেক পরেই চাপরাশি প্রবেশের অনুমতি বহন কোরে আনলো।

আমার যা' বক্তব্য, তা' অবশ্য সারা পথ মুখস্থ কোরতে কোরতে এসেছি। দাদার সঙ্গে ট্রেনে দ্যাখা হোতে তাঁকেও অবশ্য বোললাম। শুনে, তিনি প্রথমে অল্প হেঁসে, গম্ভীর হোলেন। বোললেন, "না, এটা ঠিক হবেনা। আমাদের সার্ভিসের ট্র্যাডিশন্ হোচ্ছে অনেস্‌টি। বোদলি তো অ্যাকদিন

হোতেই হবে ; তুই অ্যাকদিন এদিক ওদিকে কী যায় আসে ? সেই পচা ট্র্যাডিশনের কথা ! তোমার মনের মতলব আমি বুঝেছি। বার্ক্‌না কে বোলেছে, 'অপরের প্রকৃত কষ্টে আমরা সুখ পাই।' আমি সেই রকম বোলি, 'অপরের প্রকৃত সুখে মানুষ দুঃখীই হয়।' আমার যাতে একটু ভাল হয়, তা' তুমি চাইবে কেনো ? বাইরে কিছু প্রকাশ কোরলাম না, একটু আমতা আমতা কোরে দিলাম।

দাদার কথাটা মন থেকে ঝেড়ে ফ্যালার চেষ্টা কোরলেও ক্যামন য্যানো চিন্তাসূত্রের মধ্যে সেই অবধি জোড়িয়ে রইলো। সাহেবের ঘরে ঢুকতেই সাহেব কংগ্র্যাচুলেশন্ কোরে বসালো, আমি নাকি ভালো জায়গায় বোদলি হোয়েছি। তার পরে এ কথা ও কথা। আমি আমার মুখস্থ বক্তব্য মনের কুঠুরিতে কুঠুরিতে খুঁজতে লাগলাম। কী হোলো ? খালি মনে পড়ে, ওয়াইফ্ অ্যাড্‌ভান্‌স্‌ট্ প্রেগ্‌ন্যান্সি। কিন্তু তা' তো নয় ! আমি ঘামতে লাগলাম, ভেতরে ভেতরে অস্থির হোয়ে উঠলাম। কিন্তু যতোই অস্থির হোই, 'চিচিং ফাঁক'টি আর মনে আসে না। হঠাৎ দেখি সাহেব "অল্ রাইট্" বোলে হাত বাড়ালো। ঘর থেকে বেড়িয়ে এসে দু' মিনিটের মধ্যে মনে পোড়ে গ্যালো, স্ত্রীর তো ফিট হয়। অ্যাখন আমি তাকে গিয়ে কী বোলবো ?

মনটা হোয়ে গ্যালো বড়োই খারাপ। সদরে এলে, অন্য মুন্‌সেফ্ না হোক, অন্ততঃ সাব্‌জাজ্ বাবুদের সঙ্গে দ্যাখা কোরতেই হয়। কারণ, সাব্‌জাজ্ বাবুরাও অ্যাপেলেট্ অফি-

সার্। 'গড়া ডিঙিয়ে ঘাস খাওয়া! জাজের সঙ্গে দেখা করা হোলো, আর আমাদের গেরাহ্বির মধ্যেই আনা হোলো না!' ফল হবে অ্যাপীল্ এলাউড্। অ্যাপীলের ফল খারাপ। দাও কৈফিয়ত। সেই জন্যে সব বুদ্ধিমান্ লোকেরাই সাব্জাজ্দের সঙ্গে ছাখা করে। আর সদরে মুন্সেফ্ এসে ছাখা না কোরে চোলে গিয়েছে, একথা সাবজাজ্ বাবুদের কাণে তোলার লোক আছে। এই কথা মনে কোরে অ্যাকবার পূর্ণ বাবু সাব্জাজের বাড়ীর দিকে পা বাড়ালাম। কিন্তু মনটা অ্যাতোই খারাপ লাগতে লাগলো যে, খানিকটা গিয়ে আবার ঘোরালাম পা স্টেশনের দিকে।

সেদিন অস্নাত অভুক্ত অবস্থায় ব্যালা প্রায় সাড়ে তিনটের রৌদ্রে যখন বাড়ী ফিরলাম, তখন দেখি গৃহিণী আরামে পালঙ্কের ওপর নিদ্রা যাচ্ছেন। আমি যে লোকটা সারাদিন না খাওয়া না দাওয়া, আর তুমি বেশ নেয়ে খেয়ে—! আর তোমারই জেদে আমার এই পোড়ানি! হয়তো আমার জুতোর শব্দে, কিংবা গলা ঝাড়া দেওয়ায়, অথবা সুষুপ্তির অবসানে, বা সুখস্বপ্নের শেষে—গৃহিণীর তন্দ্রা ভাঙলো, তিনি চোখ মেললেন। "কী হোলো ? হোলো ?" তোমার নিকুচি কোরেছে! "হবে আর কী ছাই ?" "ক্যানো, সাহেব কথা রাখলো না ?" "তুমিও যেমন! আমার কথা শুনেই দ্বিধা না কোরে বোললো, 'তা, তোমার রুগ্ন স্ত্রীটিকে সেকেণ্ড্হ্যাণ্ড্ বাজারে বিক্রি কোরে আর একটি নতুন জোগাড় করো। এই দ্যাখনা, আমি

আমার পুরোনো ডেম্‌লার্‌টা বিক্রি কোরে দিয়ে ক্যামন সুন্দর অ্যাকটা নতুন বুইক্‌ কিনেছি।' বোলেই, হিড়্‌ হিড়্‌ কোরে টেনে নিয়ে যায় আর কি আমায় গ্যারেজের দিকে!" "কী যে বলো, মানুষ কখনো ঐ কথা বোলতে পারে? হয়তো বোলতেই পারোনি, যা' মুখচোরা তুমি!" "আমি মুখচোরা! যাওনা, নিজে গিয়ে অ্যাকবার বোলে এসোনা! আমায় ঐ কথা বোলেছে, তোমায় কী বলে শোনোগে। ওরা আবার মানুষ! দিন দশেক আগে কাগজে দেখছিলাম, লিস্টার্‌শায়ারের অ্যাক গ্রামে টম্‌ ডিক্‌ হ্যারি নামে তিন জন লোক ডিভোর্স্‌ কোরলো, দিন পনের পরে ওলোট পালোট কোরে এ ওর বউকে বিয়ে কোরলো। ব্যাস! ওরা হোলো বাঁদরের জাত।" গৃহিণী নিরস্ত হোলেন। অ্যাক ল্যাঠা চুকলো।

কিন্তু অন্য ল্যাঠা। অ্যাক জায়গা থেকে অন্য জায়গায় যেতে হোলেই আমার মেজাজ খারাপ হয়। বাঁধা ছাঁদা এটা, ওটা, সেটা, বড়ো জ্বালাতন লাগে। কাঁচের ও চিনে-মাটিব জিনিষগুলো কী ভাবে নেওয়া যায়? টেবিল চেয়ার গুলোর পায়া না ভাঙ্গে, চূরমার না হোয়ে যায়! খাট খোলো, ঠিক মতো প্যাক্‌ করো। হার্মোনিয়াম্‌, ড্রেসিং টেব্‌ল্‌ নিয়েও হাঙ্গামা। তবু ভাগ্যি পিওনদের সাহায্য পাওয়া যায়। নাজি-রের সাহায্য পাওয়া যায়! তা' আবার আজকাল দু' চার জন বেঁকে বোসতে আরম্ভ কোরেছেন। "গভর্ন্‌মেণ্টের কাজ ছাড়া অন্য কাজ কোরবো না।" তোমাদের ঘাড় কোরবে। আমাদের

তদ্বির তল্লাস করাটাও গভর্ন্‌মেণ্টের কাজ। আমরা কি এখানে হাওয়া খেতে এসেছি? এসেছি গভর্ন্‌মেণ্টেরই কাজে, গভর্ন্‌-মেণ্টেরই হুকুমে। আমাদের নিজের দেশে বোসে কাজ কোরতে দিক, কারো সাহায্য চাইবোনা, নিজের লোক দিয়ে সব করাবো। কিংবা দিক কোলকাতায়! পয়সা ফেল-লেই কুলি পাওয়া যাবে। কিন্তু এই ভুতুরে পাড়াগাঁয়ে আমি লোক পাই কোথায়? কোরবেন না! আর, তোমরা যে উভয় হস্তে পয়সা লুঠছো, সেটা যে আমরা দেখেও দেখছিনা কীসের প্রত্যাশায়? বেগমপুরে সরিৎ বাবু নাজিরের চাকরি খেয়ে দিতে পারতাম না? জমি দখল দিতে গেলেন, ফিরে এসে রিপোর্ট্‌ দিলেন, "সরজমিনে ডিক্রিদারের লোক উপ-স্থিত না থাকায় দখল দিতে পারিলাম না, হুজুরে ফেরত দিলাম।" প্রকাশ্য আদালতে ডিক্রিদারের উকিল রোহিণীবাবু অভিযোগ কোরলেন যে, সরিৎবাবু দশ টাকা চেয়েছিলেন, কিন্তু তাঁর মক্কেল পাঁচ টাকার বেশী দিতে রাজি না হওয়ায় এই মিথ্যা রিপোর্ট্‌। কিন্তু আমি কী কোরলাম? ডাকলাম অ্যাকবার সরিৎবাবুকে চেম্বারে। "কী, ব্যাপার কী?" "কিছুই না, হুজুর, সবই মিথ্যে।" ডাকলাম রোহিণীবাবুকে। রোহিণীবাবুরও ত্যামন গরজ নেই। ধামা চাপা পোড়লো। একি আমার দোষ? আমি যোদি রুদ্রমূর্ত্তিতে কিছু কোরে বোসি, তখন আমার কী দশা হবে? অপরিচিত মফঃস্বলে নাজিরই আমাদের অন্ধের যষ্টি। তাঁকে হারিয়ে কী উপায়

হবে ? হাইকোর্ট্ কি গভর্ণ্মেণ্ট্ আমায় রক্ষা কোরবে ? বোলবে, "তোমার প্রিডিসেসরের আমলে তো কোনো গোল-মাল হয়নি। তুমি ট্যাক্ট্লেস্, তোমারই দোষ।" অভিজ্ঞ সহকর্ম্মীদের কাছে এসব বহুৎ শোনা আছে। বুড়ো শালিককে আর শেখাতে হবেনা।

চোলতি পথে অ্যাকবার সবারই সঙ্গে দ্যাখা কোরে যেতে হয়। সার্কেল্ অফিসার্ সাব্রেজিস্ট্রার্, স্পেশাল্ অফিসার্, পুলিশ-ইন্স্পেক্টার্, এঁরা সব আছেন। সার্কেল্ অফিসারের বাড়ী আমার বাড়ীর কাছেই। তাঁর বাড়ীটা ওখানকার পয়সা-ওয়ালা লোক মনস্থুর আলির, কলেক্টর্ ভাড়া নিয়েছে সার্কেল্ অফিসারের হোয়ে, পঁচিশ টাকা হাউস্ অ্যালাওয়ান্স্ ভাড়া হিসাবে যাবে ঠিক আছে। সার্কেল্ অফিসারের মনে মনে হয়তো একটু খুঁত খুঁত আছে যে সে অন্য ছোটো বাড়ী কম ভাড়ায় নিয়ে হাউস্ অ্যালাওয়ান্সের কিছু টাকা বাঁচাতে পারতো। যাই হোক, আমার মতো পি ডব্লিউ ডির বাড়ী না হোয়ে তো সে অন্ততঃ বেঁচেছে। বাড়ী সারিয়ে দেবেনা, লিখতে লিখতে হয়রান। শোয়ার ঘরের, রান্নাঘরের ছাদ ফুটো হোয়ে জল পোড়ছে। "আকাশে মেঘ থাকলে জল পোড়েই থাকে! তা'র জন্যে কি পি ডব্লিউ ডি দায়ী ? পি ডবলিউ ডি তো জলকে দুধ কোরতে পারেনা!" কিন্তু মাসে মাসে ভাড়া কাটার সময় ট্রেজারি অফিসার্ ঠিক আছে। বেগমপুরের বাড়ীতে দুটি বছর জলে ভিজে চোলে এলাম। বছর তিনেক পরে যখন হরিশ্চন্দ্রগ্রামে, তখন অ্যাক স্লিপ্

এসে উপস্থিত, বেগমপুরের বাড়ীর ভাড়া পঞ্চাশ টাকা কম দেওয়া হোয়েছে! যতো পরিষ্কার কোরেই লিখি যে টাকাটা দেওয়া হোয়েছে, দাবি ততোই অচল অটল। দিতেই হোলো ছবার কোরে, কারণ ট্রেজারি অফিসার্ নিলেন কেটে। 'পাব্-লিক্ ওয়েস্ট্ ডিপার্ট্মেণ্টের বাড়ীতে না থেকে আপনি ভালোই আছেন সত্যবাবু!" কিন্তু তোবুও সত্যবাবুর য্যানো ঠিক মনঃপূত হোলোনা। সার্ক্ল্ অফিসার্ সত্য বাবুর বয়স অল্প, খুব বেশিদিন বিয়ে করেন নি। মাঝে, যখন তাঁর স্ত্রী এখানে ছিলেন না কিছুদিনের জন্য, তিনি তাঁর স্ত্রীর চিঠি দ্যাখাতেন। অ্যাকটা চিঠিতে তাঁর স্ত্রী লিখছেন, "তুমি মা'কে চিঠি অল্প লেখো, আমাকে বেশি লেখো; মা দুঃখিত হন। তুমি বোঝোনা ক্যানো, মা'কেও লিখো।" "মা" অর্থে সত্যবাবুর মা। ......যা'বার মুখে কিছু সুখ দুঃখের কথা হোলো। সত্যবাবু অভিযোগ কোরলেন, মাসে বিশ দিন টুর্ কোরতে হবে, বাইরে মফঃসলে থাকতে হবে, তাঁর অল্প বয়স্কা স্ত্রীই বা অ্যাকা থাকেন ক্যামন কোরে, এবং সর্ব্বোপরি, "আমিই বা থাকি ক্যাম্নে কন্ দি?" ঠিকই কথা। টুরিং অফিসার্দের এ অভিযোগ সঙ্গত। এঁদের পরিচর্য্যার জন্য প্রত্যেক প্রেসিডেণ্টের বাড়ীতে নারী সঙ্গিনীর ব্যবস্থা কোরে দেওয়া হোক, কেউ আপত্তি কোরবেনা। ক্যানো, গভর্ন্মেণ্ট্ কি সৈন্যদের উপভোগের জন্য নারীর ব্যবস্থা করে না? তবে লজ্জা কিসের? নৈলে স্ত্রী সঙ্গে নিয়ে টুর্ করার ব্যবস্থা করো। গত্যন্তর না দেখেই তো

অনেক টুরিং অফিসারকে বেআইনি পথে চোলতে হয় মানুষের সাধারণ প্রবৃত্তিকে অস্বীকার কোরলে কী কোরে চোলবে ? আমি সহানুভূতির সুরে উত্তর দিলাম, "আপনি ঠিকই বোলেছেন। কিন্তু অল্পদিন চাকরিতে ঢুকেছেন বোলে আটঘাট বুঝতে পারেন নি। কাগজে কলমে কুড়ি দিন টুর্ দ্যাখাতে হয় বোলে কি কেউ সত্যি কুড়ি দিন টুর্ করে নাকি ? ঐ দশদিন কোরলো তো খুব বেশি ! আমি সার্কল্ অফিসার্ মহম্মদ মিয়াকে দেখিছি—আপনি চেনেন কি না জানিনা—দিব্যি বাড়ীতে বোসে থাকতেন। কেউ ডাকতে এলে, 'বাড়ী নেই'। টুর্ ডায়রী কিন্তু ঠিক তৈরী হোয়ে যাচ্ছে।" সত্য-বাবু হাঁ কোরে শুনছেন। "অবাক হবার কিছু নেই। ইনি অবশ্য একটু বেশি যেতেন ; কারণ, এঁর তিনটি স্ত্রীর রক্ষণাবেক্ষণ কোরতে হোতো। তিন জায়গা থেকে তিন স্ত্রী জোগাড় কোরেছেন। এবং ওখানে, মানে বেগমপুরে, একটি হিন্দু প্রেসিডেণ্টের বিধবা কিঞ্চিৎ শিক্ষিতা মেয়েকে বিয়ে করার জন্যে আকুল। সেকেণ্ড্ অফিসারকে চুপি চুপি বোলেছেন, 'এই বিয়ে করাটা আমার অ্যাকমাত্র বিলাস।' ঠিকই ! এই কোরেই তো মুসলমানদের বংশ বাড়ে, আর হিন্দুদের কমে। Increase and multiply, এই তো হোলো ভগবানের আদেশ আদমের ওপর। না মানলে চোলবে ক্যোনো ভাই ?" সত্যবাবুর মুখটা যেন আধা-হাসি আধা-নারাজ ভাবের হোলো। য্যানো বোলতে চান, "তাই কি হয় ? অ্যাক

স্ত্রীর প্রেমে যা'র মন পূর্ণ, সে কি অন্য স্ত্রী বিয়ে করার কথা ভাবতে পারে?" আমি কথার মোড় ঘুরিয়ে বোললাম, "তবে, এঁর কিছু বাড়াবাড়ি ছিলো। অতোদূর না গেলেও চলে। যে সব অফিসার্‌দের খাটিয়ে বোলে নাম, তাঁরা ঠিক অতোটা করেন না। হয়তো যেতে হবে কালোকাঠিতে অ্যাকটা এন্‌কোয়ারিতে; কালোকাঠি যাওয়া শক্ত, এবং গেলে রাত্রিবাস কোরতে হবে সেখানে; সোনারপাড়া পর্য্যন্ত যাও, এবং কালোকাঠির লোকজনদের সোনারপাড়ায় হাজির থাকতে বলো। কাগজে কলমে অ্যামন ভাবে লেখা হোলো, য্যানো সবই কালোকাঠিতে বোসেই হোচ্ছে। ধরে কা'র সাধ্যি? ডায়রীতে দেখিয়ে দিলো, ১৪ই তারিখে কালোকাঠিতে এন্‌কোয়ারী এবং কালোকাঠিতে রাত্রিবাস। দিব্যি! তবে, হ্যাঁ, মানুষকে চটাবেন না; মানুষ মানে, প্রেসিডেণ্ট্, টাউট্ বা ঐ জাতীয় গাঁয়ের মাতব্বরদের। চটাবেন না মানে, তা'রা যোদি প্রতিবেশীর জমির একটুখানি চেপে দখল কোরে ন্যায়, কি, কোনো সরকারি কর্ম্মচারীকে ভোজ দেবার উপলক্ষ্যে চাঁদা তুলে কিছু টাকা নিজেরা রাখে—এগুলোতে কেয়ার কোরবেন না। তা'দেরই বা চলে কী কোরে? এই দেখুন, আপনারা সব টুরিং অফিসার্ যাবেন, আপনাদের খাওয়া থাকা পরিচর্য্যার সমস্ত ব্যবস্থা কোরতে হবে ইউনিয়ন্ বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট্‌কে, গাঁটের পয়সা খরচা কোরে। এ জন্য কি গভর্ণমেণ্ট্ তা'দের কিছু পয়সা ভ্যায়?" এবার সত্যবাবু চোটেছেন মনে হোলো।

"আমি আমার খাবার লগে লইয়া জাই!" "আপনি আপনার খাবার লগে নিয়ে যেতে পারেন, কিন্তু অধিকাংশ অফিসার্ই যান না। তা' ছাড়া, থাকার ব্যবস্থা? সেটা কে করে? দিক না গভর্ণমেণ্ট্ আপনাদের থাকার ব্যবস্থা কোরে, ডাক-বাংলো তৈরি কোরে গ্রামে গ্রামে! দুদিনে ফোতুর হোয়ে যেতে হবে। তবে, ঐ যা! মানুষ চটাবেন না। সেবার কানাইবাবু সার্ক্ল্ অফিসার্কে ফাঁসিতলায় মুস্কিলে পোড়তে হোয়েছিলো। বেনামা চিঠি গ্যালো, 'তিনি ওমুক জায়গায় না গিয়ে মিথ্যে রিপোর্ট্ দিয়েছেন।' এস্ ডি ও কে এন্-কোয়ারিতে পাঠালেন কলেক্টর্। এস্ ডি ও ব্যাপারটি নিয়ে না ঘাঁটিয়ে—কারণ, তিনিও টুরিং অফিসার্—কানাইবাবুকে ডেকে বোললেন, 'আপনি ওখানে গিয়েছিলেন, একথা যোদি কেউ বোলতে পারেন, তো তাঁ'কে দিয়ে বলান!' সাব্-রেজিস্ট্রারকে দিয়ে বলানো হোলো যে, হ্যাঁ, কানাইবাবু বাস্তবিকই সেখানে গিয়েছিলেন। ব্যাপারটা মিটে গ্যালো। কে না বোঝে? কলেক্টর্ কি বুঝলেন না? তিনি কি টুর্ করেন না? The wearer only knows where the shoe pinches!"

সার্ক্ল্ অফিসারের ওখান থেকে ফিরে এসে খেতে সেদিন বেশ ব্যালাই হোলো। রাঁধুনি বামুনটা কী সব ছাই পাঁস রেঁধেছে! Tasteless, colourless, odourless! নিজে রাঁধতে পারোনা, তো, একটু কাছেও বোসতে পারোনা?

গৃহিণী বাঁধাছাঁদা তদারক কোরতেই ব্যস্ত! যোগেশদা'র শুনতাম, খাওয়ার পর তামাক খাবেন এবং সে সময়ে বৌদির কাছে বোসে পাখা করা চাই ; নইলে প্রলয়। আমার কথা, খাওয়ার সময় অন্ততঃ একটু কাছে বোসো। "ডাল খেলেনা, ভালো হয়নি বুঝি?" অ্যাক ফাঁকে গৃহিণী এসে এই কুশল প্রশ্ন কোরলেন। আমি চুপ কোরে রইলাম। হয়তো, গৃহিণী ব্যাপারটার আভাস বুঝে, দাঁড়ালেন। আমি তথাপি নীরব। গৃহিণী বোসলেন। কোনো কোনো রোগের শ্রেষ্ঠ ঔষধ য্যামন উপবাস, তেমনি অনেক প্রশ্নের সেরা উত্তর নিরুত্তর থাকা। অবশ্য তরুণী বিবাহিতারা এ আর্ট্ ভালো কোরেই জানেন, শেখাতে হয় না। গলা একটু নরম কোরে বোললেন, "পিওনগুলো, দেখিয়ে না দিলে, কিছুই ঠিকমতো বাঁধতে পারে না।" "ঠিক কথা, কিন্তু তাই বোলে কি একটুও বসা যায় না?" নিরর্থক প্রশ্ন ; তবে, অভীষ্টলাভ হোলো।

খেয়ে উঠে ইজি চেয়ারে শরীরটাকে এলিয়ে দেওয়া গ্যালো একটু আরাম কোরে। ছেড়ে চোললাম সোনারদি। কতো কথাই মনে পড়ে। বছর তিনেক এখানে থেকে অ্যাকটা মায়া বোসে গিয়েছিলো। সব চেনাশুনো, কতো আলাপ মিলাপ। দৈনন্দিন কতো ঘটনাই না চোখে ভাসে? রামনাথ উকিলের কাণ্ড! অ্যাকটা overruled ruling দিলেন চালিয়ে ; তিনিই ওখানকার সব চেয়ে বড়ো উকিল ; অপরপক্ষ কোনো জবাব দিতে পারলো না ; স্বয়ং পাঁজিপুঁথি ঘেঁটে কারসাজি ধোরে

ফেল্লাম। খুবই রাগ হোলো; ড'াহা ওভার্‌রুল্‌ড রুলিং দিয়ে তুমি আমায় ধাপ্পা দিতে এসেছিলে? এতে কি চিটিং কেস্ চলেনা? মনে পোড়লো, জগবন্ধু বাবুর বিরাট বপু। অতি ধূর্ত্ত তুমি! মনে অ্যাক, মুখে আর। সাক্‌সেসার্ এর জন্য কন্‌ফিডেন্‌শিয়াল্ রেখে যাওয়ার প্রথা আমাদের নেই, তা' নইলে তোমার সম্বন্ধে আমি লিখে রেখে যেতাম। মনে পোড়লো সেই কেস্‌টার কথা—দী কেস্! মামলা বটে! বহুত মামলা কোরেছি; কিন্তু অ্যামন মজা পাইনি কোনোটাতে। ছাগলের মামলা—এবং তা'র এই পরিণতি! এখানকার খাজনাও অ্যামন অদ্ভুত—দশ সের কাঠ, অ্যাক সের দুধ, আধ সের চাঁছি—ব্যাগার গাড়ী, ব্যাগার মুনিষ, ব্যাগার বামুন পূজোর জন্যে। সর্ব্বোপরি, পাঁঠা ছাগল। বার্ষিক খাজনা একটি পাঁঠা ছাগল। এই ধরণের বহু মামলা অ্যাক তরফা হোয়ে গিয়েছে, কেউ টুঁ শব্দটি করে নি—অ্যাক তরফাতে হাতী উট‌ও ছুঁচের ছ্যাঁদার ভেতর দিয়ে পিছলে যেতে পারে। এ মামলাটিও অ্যাক তরফা হোয়ে গিয়েছিল প্রথমে, কিন্তু ছানির সাহায্যে resurrection করানো হোয়েছে। অ্যাখন উভয় পক্ষে ভীষণ অজাযুদ্ধ। বাদিপক্ষে উকিল ব্যাচারাম ভট্টাচার্য্য এবং বিবাদিপক্ষে শালগ্রাম সিংহ। বিবাদীর কথা এই যে, একটি পাঁঠা বার্ষিক খাজনা বটে জমিটার, কিন্তু তা'র অর্থ এই নয় যে পাঁঠাটিকে অ্যাকেবারে সম্প্রদান কোরে দিতে হবে। বাদীর ছাগীর গর্ভসঞ্চারের জন্যে একটি ছাগের কিছুক্ষণের সঙ্গ

দান—এইটুকু মাত্র। জটিল প্রশ্ন! দুইপক্ষে বহু সাক্ষী; বিরাট জেরা। বাদীর সাক্ষী বল্লভ বোললেন, ৪০ সালে বিবাদী বাদীকে যে পাঁঠা দিয়েছিলো, সে পাঁঠার মাংস তিনি খেয়েছিলেন, নেমন্তন্ন পেয়ে। শালগ্রামবাবু জেরা কোরতে উঠে প্রথমেই প্রশ্ন কোরলেন, বল্লভ পেটুক এবং পেটরোগা কিনা। এ প্রশ্নে বল্লভ ক্রুদ্ধ হোয়ে জবাব দিলেন, "আপনার মতো নই।" শালগ্রাম বাবু অবমানিত বোধকোরে সাক্ষীকে শাস্তি দেবার প্রার্থনা জানালেন। কারণ, তিনি সাক্ষীকে পেটুক বোললে, সাক্ষী তাঁকে পেটুক বোলবে ক্যানো? চোললো এই ভাবে সাক্ষীর পর সাক্ষী। তার পরে এলো বিবাদীর সাক্ষী। বিবাদীর প্রথম সাক্ষী বাঞ্ছারাম বোললেন, যে, তিনি ৪৩ সালের ২রা আষাঢ় তারিখে বাদীর ছাগী ও বিবাদীর ছাগকে একত্র গোয়াল ঘরের অন্ধকারে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখেছেন। ব্যাচারাম বাবু জেরাতে জিজ্ঞাসা কোরলেন, "আপনি আর কিছু দেখেছেন?" বাস্তবিক এটি সঙ্গত প্রশ্ন। স্ত্রী ও পুরুষ অ্যাকজায়গায় থাকলেই যে কিছু অনুমান কোরতে হবে, একি স্ত্রী জাতির অপমান নয়? সুবর্ণময় অতীতে স্ত্রীর গর্ভজাত প্রত্যেক সন্তানকে তাঁর স্বামীর ঔরসজাত বোলে ধরা হোতো। স্বামী যোদি অ্যামন প্রমাণও দিতেন যে, গর্ভসঞ্চারের সময় তিনি ছিলেন পিপিংএ এবং তাঁর স্ত্রী ছিলেন লণ্ডনে, তা'ও অগ্রাহ্য করা হোতো। স্ত্রী-সতীত্বের সম্মানের সেই চরম আদর্শ থেকে অবশ্য বর্ত্তমান যুগে আমরা অনেক

স্খলিত হোয়েছি। কিন্তু তাই বোলে অ্যাতো দূর? নির্জন অন্ধকার আড়ালে যোদি অ্যাক জোড়া যুবক যুবতী আকাশের তারা গোণে, তাহোলেও সন্দেহ কোরতে হবে? সাক্ষী স্বীকার কোরলেন যে, গোশালার অন্ধকার তাঁর দৃষ্টিশক্তি ব্যাহত কোরেছিলো। পরের সাক্ষীর জবানবন্দি কিন্তু বিবাদী পক্ষের সম্পূর্ণ অনুকূলে গ্যালো। এইভাবে তিনদিন সাক্ষীর জবানবন্দি হ'বার পরে, উকিল বাবুরা সাত দিনের সময় চাইলেন আর্গুমেণ্ট্ করার জন্য; কারণ, বহু রুলিং ছ্যাখাতে হবে দেশ বিদেশের। আমি প্রমাদ গোণলাম। আবার রুলিং! এরকম মামলা কি হামেশা হোয়ে থাকে নাকি! হোতেও পারে। সেকালের বড়োলোকেরা তো জানোয়ারের বিয়ে টিয়ে দিতো, হোতেও পারে সেই উপলক্ষ্যে মামলা হোয়ে গিয়েছে। কাজেই আমি বেশি হাঙ্গামা অ্যাড়াবার জন্যে গ্যাঁট হোয়ে বোসে থাকলাম, আর্গুমেণ্ট্ অ্যাখনই কোরতে হবে, বহুৎ সময় নষ্ট হোয়েছে, ওপরওয়ালারা রেকর্ড্টা দেখলে বোলবে কী? তখন নিরুপায় হোয়ে শালগ্রাম বাবু বিতর্ক কোরতে উঠলেন। তাঁর সাক্ষীরা বিবাদীর কথা সম্পূর্ণ প্রমাণ কোরে দিয়েছে, বাদীর সাক্ষীরা সকলেই মিথ্যাবাদী, বাদীর ১নং সাক্ষী তা'র পড়শী, ২নং সাক্ষী তা'র সম্বন্ধীর বেহাইয়ের ভাগ্নে, ইত্যাদি, কাজেই তাদের মিথ্যা বলার যথেষ্ট কারণ রোয়েছে; তারপরে, আইনের দিক্ দিয়েও মামলাটা অচল—এধরণের চুক্তি হোয়ে থাকলেও, সেটা void for uncertainty, কতো বড়ো ছাগল, কতো ওজনের, কতো

বয়সের ইত্যাদি কিছু স্থির না থাকায় চুক্তিটা অকার্যকর। প্রত্যুত্তরে ব্যাচারাম বাবুও বাচনিক কসরৎ ছ্যাখালেন। "পাঁঠা বোলতে আমাদের চোখের সামনে কীসের ছোবি ভেসে ওঠে," তিনি প্রশ্ন কোরলেন, "জিভকে রসালায়মান সুগন্ধ মাংস নয় কি ? অবশ্য, তৃতীয় পক্ষের অসাক্ষাতে তা'কে কখনও কখনও 'সে একটি আস্ত পাঁঠা' এভাবে সম্ভাষণ করা হোয়েও থাকে ; কিন্তু সেটা কদাচিৎ। পাঁঠার আসল কাজ মাংস দেওয়া। জনন ক্রিয়ার জন্য লিন্‌লিথ্‌গো সাহেবের ষাঁড়ের কথা আমরা জানি ; কিন্তু ষাঁড় তো পাঁঠা নয় ; তা'যোদি হোতো, তা'হোলে পাঁঠাকে লাঙ্গলে জুতে দেওয়া চোলতো," ইত্যাদি অকাট্য যুক্তি বন্যার স্রোতের মতো আসতে লাগলো। কী বিপদেই না পোড়লাম ! এর আবার রায় লিখতে হবে ! শেষে অ্যাক ফন্দি আঁটলাম। আপোষ ! আপোষ করাতেই হবে। আপোষ করানোর ফন্দি যেসব বিচারপতি জানে, তা'রাই সুখে থাকে ও দীর্ঘজীবী হয়। দুই পক্ষকে পর্য্যায়ক্রমে চেম্বারে ডেকে আনা ও গোপনে ভয় ছ্যাখানো, যে সে হারবেই নির্ঘাত, কারণ, তা'র প্লীডিংএ গলদ রোয়েছে ; নতুবা উকিলদের খোসামোদ করা ; নইলে তারিখের পর তারিখ ফ্যালা—পক্ষরা দিনের পর দিন সাক্ষী নিয়ে আসতে আসতে শোষিত হয়ে নরম হবে। সায়েস্তা খাঁর আমলে উভয় পক্ষকে নাকি জেলে পুরে রাখা হতো, যতদিন না তা'রা আপোষ করে। আপোষ করানোর এ সহজ উপায়টা ইংরেজ আমলে দৈবক্রমে বাতিল হোয়ে গিয়েছে ; কিন্তু আর সব

উপায়ই আছে। তা'র সদ্ব্যবহার যে না করে সে মূর্খ। রাম শ্যামের জমি দু'হাত জোর কোরে দখল কোরে নিয়েছে, আচ্ছা, আপোষ কোরে অ্যাক হাত অ্যাক হাত কোরে আধা-আধি ভাগ কোরে দাও। "কিছুটা যোদি না ছাড়লে তো আপোষ কী হোলো," রামের শুভাকাঙ্খী শ্যামকে বোঝালেন। উকিল বাবুদেরও পরিশ্রম বাঁচে; জেরা করো, বকো, কী দরকার? তাই, ভেবে চিন্তে উকিলদের ডাকালাম চেম্বারে। "এই সামান্য ব্যাপার নিয়ে ঝগড়ার কী দরকার—আপোষ কোরিয়েই দিন।" কিন্তু আপোষ তো করানো যায়না; ভিতরের ঝগড়া তো ছাগ ছাগী নিয়ে নয়, যুবক যুবতী নিয়ে। "কী রকম?" হঠাৎ য্যানো অ্যাকটা পটপরিবর্ত্তন হোলো, আমার মনে হোলো। বাদীর বিধবা মেয়ের সঙ্গে বিবাদীর ছেলের প্রেমের কথা নাকি হঠাৎ ধরা পোড়েছে; এই নিয়ে উভয় পক্ষে মন কসাকসি। "কিন্তু এতে মন কসাকসি হবার কী আছে? সুবেশং পুরুষং দৃষ্ট্বা—" আমি বোললাম। "কিন্তু উচ্চবংশের ব্রাহ্মণ, তার বংশে—"। "আরে রাখুন মশায় ব্রাহ্মণ। Scratch a Russian, and you find a Tartar। গায়ের রক্ত পরীক্ষা কোরিয়ে দেখুন, কোন বংশে কোন অনার্য্য চাকরের রক্ত ঢুকে গিয়েছে; মানুষের জন্ম পরিচয় ঠিক ঠিক ভাবে কেবল মেয়ে লাইন দিয়ে দেওয়া যায়, পুরুষ লাইন দিয়ে নয়। গ্যাছেন কখনও নারায়ণগঞ্জে বা শ্রীরামপুরে বা বাঁকুড়ায়? দেখেছেন সেখানে দু' অ্যাকটা পরিবারে ইউরোপীয়

রক্তের সুস্পষ্ট নিদর্শন ভদ্রপরিবারেও ?" ব্যাচারাম ভট্টাচার্য্য চোটলেন মনে মনে, কিন্তু রাগ প্রকাশ কোরলেন না, কারণ, হাকিম চোটিয়ে ওকালতি করা যায় না। যাই হোক, শেষ পর্য্যন্ত উকিল বাবুরা প্রতিশ্রুত হোলেন, আপোষের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করার। উকিল বাবুরা চেষ্টা কোরলে আপোষ হয়না, অ্যামন কম মামলাই আছে। মনে পড়ে, দিগদারপুরের দিগ্‌গজ বাবু আপোষে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। ত'ার যন্ত্রণায় contested outturn ছ্যাখানো দায় হোয়ে উঠলো। তুই অ্যাকটা কোরে সাক্ষী দলিল নেই অ্যামন ধারা টাইটল্ ছেড়ে দে কন্‌টেস্ট্‌এর জন্যে ? তা'ও নয়। ছ্যাও এক্‌স্‌প্লানেশন্ হাইকোর্টে। কন্‌টেস্ট্ কম ক্যানো ? তা'র আমি কী কোরবো ? লোকে যদি শান্তশিষ্ট হোয়ে ঝগড়া বন্ধ কোরে ছ্যায় আমার সৌম্যমূর্ত্তি দেখে, তার জন্যে আমি দায়ী হবো ?...... এখানেও ফল ফোললো। সবই হোলো। শঙ্খও বাজলো, উলুও পোড়লো। বর বোয়ের মুখে ফুটলো হাঁসি। সেই সঙ্গে ইতরে জনাঃ......।

* * * *

চোলছে স্টীমার। রেলিঙের পাশে চেয়ারে বোসে নদীর দিকে চেয়ে আছি। ধীরে, অতি ধীরে, সূর্য্য অস্ত চোলে গ্যালো। ধীরে, অতি ধীরে, অন্ধকার বেড়ে উঠতে লাগলো। জলের উপর অ্যাকটা স্নিগ্ধ ছায়া য্যাঁনো লেপে গিয়েছে। মাঝে মাঝে অ্যাকটা শুশুক ভুস্ কোরে ফোয়ারার

মতো খানিকটা জল ছিটিয়ে মিলিয়ে যাচ্ছে। তুই অ্যাকটা নৌকো যাচ্ছে পাল তুলে বুক ফুলিয়ে। তুই অ্যাকটা যাচ্ছে ছোটো নৌকো দাঁড়ে—স্টীমারের ঢেউ চাচ্ছে অ্যাড়াতে—সবলের ভয়ে ভীত তুর্ব্বল। অন্ধকার বেড়ে বেড়ে ছেয়ে ফেললো। য্যানো নদী সৈকতে জল বাড়তে বাড়তে মাথা পর্য্যন্ত ডুবিয়ে দিলো। তোবু চেয়েই আছি অন্ধকারের পানে। হাতের কাছে একটু খানি আলো স্টীমারের বিজলী বাতির, আর সামনে বিরাট্ অন্ধকার। হাতের কাছের এই একটু খানি আলো নিয়েই এগিয়ে চোলেছি বিরাট্ অন্ধকারের মধ্যে! চির-দিনই কি এই রকমই থাকবে? চিরদিনই কি থাকবে হাতের কাছে একটু আলো, আর চতুর্দ্দিকে অভেদ্য অন্ধকার? না, এ আলোটুকুও নিভে যাবে? না, সবই আলোয় আলোকিত হোয়ে যাবে? অজান্তা অ্যাকটা দীর্ঘনিঃশ্বাস পোড়লো। কী ভাবছি আবোল তাবোল? স্টীমারের চাকার ঘটাঘট্ ঘটাঘট্ আওয়াজ কানে আসতে লাগলো। আমার আবার ভাবার বিলাস ক্যানো? শিলহার থাকতে হরিহরদা' বোলেছিলেন "তোমরা হোলে 24 hours servant। সব সময়ে গভর্ন-মেণ্টের কাজ কোরতে হবে।" তিনি ছিলেন ওখানে সিনিয়ার্ মুন্‌সিফ্, আর আমি জুনিয়ার্। বোললেন, তিনি কলেক্টারের সঙ্গে কথা বোলেছেন, আমায় ডি এস্ বোর্ডের চেয়ারম্যানি কোরতে হবে, আর কিছু নয়, খালি রবিবার দিনটা বাড়ী বোসে চার ঘণ্টা। আমি আপত্তি জানিয়ে বোললাম, "তাহোলে

আমাকে allowance দিতে হবে।” দাদা হেঁসে বোললেন, “তাই কি হয় ভায়া ? গভর্ন্‌মেন্টের চাকরী কোরতে এসেছো ; এই মাইনেতে চব্বিশ ঘণ্টা গভর্ন্‌মেন্টের কাজই কোরতে হবে।” আমি বোললাম, “24 hours servant মানে তো তা’ নয়। পয়সা নিয়ে আর কোন বাইরের কাজ কোরবো না, এইটুকু।” শেষ পর্য্যন্ত সে যাত্রায় আমি রেহাই পেয়েছিলাম ঠিক, কিন্তু অল্প বয়সের সে ভ্রান্তি পরে ভেঙ্গে গিয়েছে। যদি বলো, “I serve that I may live,” তাহোলে ভুল হবে। You live that you may serve. সমস্ত জীবনটা যাবে চাকরীতে। কলের চাকার জীবনই য্যামন ঘুরে যাওয়া, চাকরের জীবনও তেম্নি চাকরি কোরে যাওয়া। বর্দ্ধনকে ঠাট্টা কোরে বোলতাম, “আপনি হোলেন C. W. D. ; অর্থাৎ Court, Wife আর District Judge.” অ্যাকটা ছড়াও বেঁধে ফেলেছিলাম ঃ

“ কোর্ট্‌ আর গৃহিণী, ডিস্ট্রিক্‌ট্‌ জাজ্‌ আর,
“ এই মোর ইষ্ট, এই মোর সংসার।
“ জাজ্‌মেণ্ট্‌ ডেলিভারি, ওয়াইফের ডেলিভারি,
“ তাই নিয়ে ভেবে খুন, কী যে কোরি কী না কোরি।

অ্যাকটা পয়লা এপ্রেল্‌ তারিখে তাঁর কাছে লিখে পাঠালাম ঃ

“ কোর্টে লিখতে রায়
“ সদাই মনে ভয় ;

"সত্যই কি কাজের মাঝে
"রায় লেখাটা লিস্টি আছে
"কিংবা সেটা আবর্জ্জনা, ফেলেই দিতে হয় ?"

ভদ্রলোক প্রায় আমার বয়সীই। বড়ো ভালো। কতো অত্যাচারই না তাঁর ওপর কোরেছি। সবই নীরবে সহ্য কোরতেন। এঁরাই হোলেন প্রকৃত Government servant। আজ বুঝিছি, এঁরাই ঠিক, আমারই ভুল।

* * * *

ঘটাঘট্ বগ্‌বগ্ চোলেছে স্টীমার। পিছন ফিরে চেয়ে দেখি সরলা স্টোভ্ জেলে রান্না কোরছে, ছেলেদের খেতে দিচ্ছে। স্টীমারের ডিনার্ আমি খেতে পারিনে, এবং খাইনে, সরলা সঙ্গে থাকলে। নোংরা কোরে কোরবে রান্না! থুথু দিতে কাপ্ ডিশ্ পরিষ্কার কোরবে! ভাবতেও গা' ঘিন ঘিন করে। সরলা আমার ঘেন্না জানে বোলেই সব ব্যবস্থা সঙ্গে রাখে। সমস্ত দিনের ক্লান্তির পর স্টীমারে এসেও তার হাঁড়ি ঠ্যালা। সোনারদির ঠাকুর সোনারদিতেই রোয়ে গিয়েছে। সে আসতেও চায়নি, আর চাইলেই বা তার টিএ দেবে কে ? নিত্য বাবু বোলতেন, "গভর্ন্‌মেণ্টের উচিত, অ্যাকটা চাকোরের টিএ দেওয়া।" ঠিকই! সারা জীবন টোল ফেলে ব্যাড়াতে হবে, চাকোরের টিএ পাবোনা ক্যানো ? আমার ধরো বাঁধা চাকোর আছে ; সে তো আমার familyরই অন্তর্ভুক্ত ; wholly dependent on me !

টুবু তা'র মা'কে জিজ্ঞাসা কোরছে, "মা, ইস্টিমার্ চোলছে না ক্যানো ?" তা'র মা কাজে ব্যস্ত, জবাব ছ্যায় না। আবার সেই প্রশ্ন। তা'র মা বলে, "হঁ্যা, চোলছে ; তুমি বুঝতে পারছোনা।" টুবুর বিশ্বাস হোলোনা, যা' সে বুঝতে পারছেনা, অ্যামন জিনিষ হবে ক্যানো ?

বেচারা সরলা ! নিজের কাজেই সে মত্ত। অ্যাকবার ইচ্ছে হোলো, তা'কে ডাকি, অ্যাকবার তা'কে অন্ধকারের সৌন্দর্য্য ছ্যাখাই। কিন্তু সামলে নিলাম। সেও যোদি ভাবের প্রেমে পোড়ে বিভোর হোয়ে যায়, আমার সংসার দেখবে কে ? তাইতো কবিপত্নীদের নীরস হওয়া দরকার, এবং কবির প্রেম করা দরকার মালিনীর সঙ্গে।

* * *

বোসে থাকতে থাকতে পা' ধোরে আসে। একটু পায়চারি কোরতে লাগলাম। পায়চারির সঙ্গে চাকরির বড়ো নিবিড় সম্পর্ক। শোনা যায়, ডিগ্‌বি সাহেব যখন জেলা জাজ্ ছিলেন, এজলাসে পায়চারি কোরতে কোরতে রায় দিতেন। যা'রা অতোটা করে না তা'রা বিকেল সকালে পায়চারি কোরে পুষিয়ে ন্যায়। প্যাসিভ্ জুডিশিয়ারির এ ভিন্ন আর গতি কোথায় ? চাকরি নিলেই নাকি daughter, diabetes এবং dyspepsia। তাই সবাই পায়চারি কোরে এক্সারসাইজ্ করেন। কিন্তু এতে কি daughter রোগ থেকে উদ্ধার পাওয়া যায় ? পায়চারি কোরে হয়তো বা

dyspepsia বা diabetes থেকে ত্রাণ পাওয়া যেতে পারে, কিন্তু daughter? আর, এ তিনটের সমন্বয়েরই বা কারণ কী? dyspepsia থেকে হয়তো diabetes হোতে পারে। কিন্তু dyspepsia বা diabetes হোলে কি বেশি daughter হয়? না, daughter বেশি হোলে dyspepsia বা diabetes হোতে পারে? হয়তো, একত্র পায়চারি কোরতে কোরতে brother officer দের son-in-law officer এ পরিণত করার সুযোগ জুটতে পারে; সে দিক দিয়ে অবশ্য পায়চারি করাকে D নিবারক বলা যেতে পারে। তবে, আজকাল অনেকে পায়চারিতে নাস্তিক হোয়ে টেনিস্ ধোরেছেন। সত্যদা'কে দেখতাম, অ্যাক্‌টিভ্ জুডিশিয়ারির প্রতীক, কোর্ট্‌টি হোতেই কোর্ট্‌টি খুলে হাফ্‌প্যান্ট্ পোড়ে ছুটলেন মাঠের দিকে র‍্যাকেট্ হাতে।

পায়চারি কোরতে কোরতে রাত্রি বাড়তে লাগলো। তাইতো! পাশের কেবিনের দরজাটা ভিতর থেকে বন্ধই রোয়েছে দেখছি সেই থেকে! ব্যাপারটা কী? একটু পরেই দেখি দরজা খুলে গ্যালো, অ্যাক জোড়া তরুণ তরুণী বেড়িয়ে এলেন। তরুণীর বেশ বেশ স্রস্ত, বাথরুমের দিকে গেলেন। এরা কারা? স্বামী স্ত্রী নাকি? তা' যোদি হয় তবে স্বর্গীয় প্রেম সম্বন্ধে কথা বলার কারো অধিকার নেই। আর যোদি ....যোদীই বা না হয়? যোদীই বা হয় কোনো

প্রেমিক প্রেমিকা—মেয়েটি অ্যাক পাশের বাড়ীর, ছেলেটি আর অ্যাক পাশের বাড়ীর, মাঝের দেওয়ালটা ভাঙতে না পেরে হাওয়া খেতে বেড়িয়েছে, কিংবা হয়তো অ্যাকই বাড়ীর, কুলোকের কুৎসিত কথা অ্যাড়াবার জন্যে সংসার ত্যাগ কোরেছে!

* * * *

স্টীমার্ চোলেছে তো চোলেইছে। আর কতো দূরে নিয়ে যাবে মোরে হে সুন্দরি? মুকতুমপুর! সে আবার ক্যামন দেশ হবে! হোতো নরেন ত্রিপাঠি! অ্যাকতলা, দোতলা, তিনতলায় তদ্বির! হাইকোর্টের পিওন থেকে জাজ্ পর্য্যন্ত তদ্বির। কোথাও ফাঁক নেই। কোলকাতার কাছাকাছি ছাড়া কখনও কোথাও বোদলি নেই। সেবার সোমেশের বোদলির সময় এসেছে; সে নাকি রেজিস্ট্রারের আণ্ডারে কাজ কোরেছে আগে; ছাখা কোরলো রেজিস্ট্রারের সঙ্গে। "সার্, আমায় ঢাকা সদরে বোদলি কোরলে ভালো হয়; আমার ছোটো ভাই আই-এস্-সি পোড়বে কলেজে, বাসায় থেকে পোড়তে পারবে।" রেজিস্ট্রার্ হোলেন রাজি। বেড়িয়ে এলেই রেজিস্ট্রারের চাপরাশি ধোরলো বকশিসের জন্যে। এটা অবশ্য তা'দের প্রাপ্য; কারণ, এটি না দিলে তা'রা কষ্ট কোরে তোমার কার্ড্টি রেজিস্ট্রারের কাছে নিয়ে যাবে ক্যানো? সোমেশ তো খুসী মনে চার আনার জায়গায় আট আনা বকশিশ দিয়ে স্টেশনে ফিরে এলো। মহানন্দে

বোসে আছে। অ্যাকদিন ট্র্যান্স্ফার্ অর্ডার্ এলো: "ট্র্যান্-স্ফার্ড্ টু আরামবাগ।" যাও, আরামে গিয়ে থাকবে। শেষে খবর নিয়ে জানা গ্যালো, সব বোদলে গিয়েছে নরেন ত্রিপাঠির তদ্বিরে। নরেন ত্রিপাঠিরও বোদলির সময় ছিলো তখন; সেও চাইছিলো ঢাকা; অফিসের কেরানী বাবু রেজিস্ট্রারের কাছে নোট্ দিলেন, ঢাকায় অ্যাখন অ্যাকজন সিনিয়র্ মুন্সেফ্ (নরেন ত্রিপাঠির মতন) দরকার, (সোমেশ কর্ম্মকারের মতো) জুনিয়র্ মুন্সেফ্ হোলে তো চোলবে না! তদ্বির কোরতে হয় তো নরেন দা'র মতোই কোরতে হয়। আর, তদ্বির কীসে না দরকার? খেতে, পোড়তে, অ্যামন কি মোরতে হোলেও তদ্বির দরকার। হাঁসির কথা নয়। আমার অ্যাকবার আত্মহত্যা করার ইচ্ছে হোয়েছিলো। অনেক রকম উপায়ই ভাবলাম। গলায় দড়ি দেওয়া, ডুবে মরা, ছাদ থেকে লাফিয়ে পড়া, সবই বাতিল হোলো; বড়ো কষ্ট হবে। সব চেয়ে সোজা হোলো মাথায় গুলি করা। তাই, রিভল্ভারের লাইসেন্সের জন্যে দরখাস্ত কোরলাম কলেক্টরের কাছে। পুলিশের কাছে গ্যালো, ফর্ এন্কোয়ারি অ্যাণ্ড্ রিপোর্ট্, অর্থাৎ আমি চোর দাগী কিংবা রাজনৈতিক অপরাধী কি না জানবার জন্যে, যোদিও তখন আমি মাসের পর মাস গভর্ন্মেণ্টের মাইনে নিচ্ছি। এখানে আমার কর্ত্তব্য ছিলো পুলিশের সাব্ইন্স্পেক্টর্টিকে গোটা পঞ্চাশ টাকা দেওয়া। ঐ রকম নাকি রেট্ আছে। আমার জানা না থাকায় আমার

দরখাস্ত ফাইল চাপা পোড়ে রোইলো, আর বছর খানেক ধোরে রিমাইণ্ডার্ দেওয়ার পর মোরবার ইচ্ছেও আমার জুড়িয়ে এলো। তবে, গান্ লাইসেন্সের টাকাটা সময়ে সময়ে সৎকাজেও ব্যয় হয় শুনেছি। কমিশনার্ আসবে, পার্টি দিতে হবে; গান্ লাইসেন্স্ দিতে বোসে গেলেন এস্-ডি-ও। কোথায় কী কোরতে হয়, জানা না থাকায় আমাকে একাধিক বার ভুগতে হোয়েছে, তোবু শিক্ষা হয় নি। কিশোরগঞ্জের এস্-ডি-ওর সঙ্গে প্রথম ছ্যাখা কোরতে গিয়ে কার্ড্ পাঠালাম। ঘণ্টা দেড়েক বোসে থেকে কিনারা হোলোনা। কার্ড্‌টির সঙ্গে আনা চারেক চাপরাশির হাতে গুঁজে দিলে আর এ বিপদ্ হয় না। টাকাতেই চাকা ঘোরে, নৈলে অচল।

* * * *

স্টীমার্ চোলছে তো চোলছেই। মুক্তমপুর! কোনো জংলি জায়গা হবে আর কি! রামসাগরের মতো হবেনা তো? Far from the madding crowd! সে অ্যাক নির্ব্বাসন! তোবু বিহার বাবু, মতি বাবু, নিতাই বাবু সাব্‌ডেপুটি থাকাতে মানুষের সঙ্গে কথা বোলতে পারতাম! সেই নির্ব্বাসনে মনের বাঁধন সবারই গিয়েছিলো খুলে। লজ্জা নেই, ভয় নেই, ভাবনা নেই—যে যা'র অভিজ্ঞতা বলো খুলে। কতো দিনের সযত্নে লুকিয়ে রাখা গোপন কথা সব বেফাঁস হোয়ে গ্যালো। অ্যাখন সে জিনিষ ধারণাই কোরতে পারি না। কারো স্ত্রী নেই কাছে, তাই যতো স্ত্রীলোকের গল্প। বিহার

বাবুর তখন বছর আট নয় বয়েস ; পাড়ার একটি বছর বাইসের যুবতী বোললেন বিহার বাবুর মা'কে, "বিহারকে আমি সন্ধ্যের সময় পড়াবো।" ভালো কথা ; কিন্তু পড়ানোটা পরে প্রকাশ পেলো মাত্র প্রচ্ছদপটরূপে। বিহার বেচারির তখনও রসবোধ জাগেনি, তাই সে একটু ফাঁপরে পোড়েছিলো। নিতাই বাবু এ গল্পে সায় দিলেন। তাঁরও অ্যাক যুবতী বিধবার পিপাসার উগ্র তাপ গায়ে লেগোছিলো অকালে। বিহার ও নিতাই উভয়েই সুপুরুষ। সৌন্দর্য্যের প্রতি নারীর পক্ষপাতিত্ব নেই একথা যাঁ'রা বোলবেন, আমি বোলবো তাঁ'রা জানেন না। কিন্তু এর মধ্যে আরও গুরুতর প্রশ্ন আছে। নারীর দ্বারা বলাৎকার সম্ভব, একথা কেউ বলে না। ইণ্ডিয়ান্ পেন্যাল্ কোডের ৩৭৫ ধারার সুরুই হোলো, "A man is said to commit rape who has sexual intercourse with a woman........।" A woman is never said to commit rape on a man। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তো তাইই হোয়েছিলো। কোনো পুরুষ যোদি চোদ্দ বছরের চেয়ে ছোটো নাবালিকার সঙ্গে সহবাস করে, তাহোলে সেটা অপরাধ হবে ; কিন্তু কোনো যুবতী যোদি অপ্রাপ্তবয়স্ক বালকের সঙ্গে সহবাস করে, সেটা যুবতীর পক্ষে অপরাধ হবে না ক্যানো ?........গল্প জোমলো আরও—আরও নিম্নস্তরে। নিতাই বাবু বোললেন, হাতেখোড়ি হয় তাঁর গৃহশিক্ষকের হাতে। মতি বাবু বোললেন, তাঁদের স্কুলে তো এ জিনিষের খুবই

প্রচলন ছিলো। আমি একটু বিস্মিতই হোলাম। কোলকাতার ইস্কুলে তো দেখিনি, অন্ততঃ আমার জ্ঞাতসারে কোনো দিন হয়নি, এবং অনেক বয়স পর্য্যন্ত এ ধরনের জিনিষের অস্তিত্ব সম্বন্ধেও জ্ঞান ছিলো না। There are more things in heaven and earth.......। বলাই বাবুর গল্প মনে পোড়লো। আসামে—ডিব্রুগড়ে না কোথায় ? কিছুদিন আগে মিউনিসিপ্যালিটির সব বেশ্যাকে তাড়ানো হোয়েছে। অ্যাক বিদেশী ব্যবসায়ী ইণ্ডিয়ান্ পেনাল্ কোডের ৩৭৭ ধারায় পোড়েছেন। ব্যবসায়ীটি ব্যবসা উপলক্ষ্যে সেখানে বাস কোরতেন এবং, যা' সাধারণতঃ হয়, তাঁর স্ত্রী সঙ্গে ছিলেন না। অ্যাকদিন প্রতিবেশীর একটি রাজহংসী ব্যবসায়ীটির বাড়ীর উঠোনে বিহার কোরতে গিয়েছিলো।...তখন প্রশ্ন উঠলো, বারবণিতাদের ঘরের বা'র কোরে দেওয়া কাজটা কি ভালো হোয়েছিলো ? যাঁ'রা মানুষের স্বাভাবিক প্রবৃত্তি তাচ্ছিল্য কোরে হাওয়ার ওপর প্রাসাদ গোড়তে চান, তাঁ'রা নমস্য।

কতো কথাই মনে পড়ে। প্রফুল্ল ডাক্তর নোতুন কোবরিজি পাশ কোরে এসেছে। বলে, "কবিরাজ হোতে হোলে নাড়ীজ্ঞান চাই।" হরেন মুখুটি বোসে ছিলো। বোল্লো, "ঠিকই, কবিরাজ হোতে হোলে নারী-জ্ঞান চাই !

"সমন্তাদাপীনস্তনজঘনধৃগ্ যৌবনবতী
"রতাসক্তো নক্তং যদি জপতি ভক্তস্তব মনুম্।

"বিবাসাস্তাং ধ্যায়ন্ গলিতচিকুরস্তস্থ বশগাঃ
"সমস্তাঃ সিদ্ধোঘা ভুবি চিরতরং জীবতি কবিঃ !

"সেই কবি। যখন দেখলে একটি তন্বী তরুণী পানসি তরণীর মতো, কাপড়ের পালে লেগেছে হাওয়া—তখনি বোলবো, বন্ধু, চেয়েছো কি মোরেছো। কিন্তু তাই বোলে যখন দেখবে গুরুগম্ভীরা গুরুনিতম্বা গজেন্দ্রগামিনী সন্তর্পণে য্যানো সংস্পর্শ না চেয়ে চোলেছেন, তখনই যে মনে কোরবে, 'ওথা নয় ওথা নয় ওরে যাদুমণি,' তাহোলেই ভুল কোরবে। কারণ—

"আঁধারের আর আলোকের মাঝে আঁধারেই তা'রে চিনিবে ;
"নহে নহে নহে নহে জনতায়, নির্জ্জনে তা'রে জানিবে ;
"ভ্রমণে কি উপবেশনে সখে নারীরে বুঝিতে নারিবে,
"অলস শয়নে পরাণউৎস উথলি উথলি ঝোরিবে।"

আমি বোললাম, "বন্ধু, তোমার এ কোবিত্ব উৎস অ্যাতোদিন কোথায় লুকোনো ছিলো ?" সে হেঁসে বোল্লো, "তবে আরও শোনো অভিজ্ঞ জনের কাছে। আর্য বাক্য আছে—

"জিনতে চাও তো নারী
"কেনো মটর গাড়ী,
"বিকেল ব্যালা গড়ের মাঠে
"কিংবা কোনো সিনেমাতে
"কিংবা কোনো রেস্তোরাঁতে দিতে হবে পাড়ি,
"হলপ কোরে বোলতে পারি, প্রিয়া হবে তারই।

"আমি বোলি, অতোদূর ক্যানো, জিনতে হোলে নারী,

চড়ো ট্রামের গাড়ী। ট্রামে কি বাসে কি হাঁটিয়ে একটু নিয়ে ব্যাড়ালে, দুটো মিষ্টি কথা বোললে কিংবা একটু বরফ দেওয়া সরবৎ খাইয়ে দিলে, ওম্নি গোলে যাবে।" স্টীমার্ তখনও চোলছে। আমি ফিরে কেবিনের দিকে তাকালাম। সরলা ছেলেদের এঁঠো পরিষ্কার কোরছে। সেও কি ঐ রকম ?

* * * *

থামলো স্টীমার্। এবাঁরে নামার পালা। বন্যার স্রোতের মতো কুলির স্রোত সশব্দে স্টীমার্ চড়াও কোরলো। স্টীমার্ বাঁধার আগেই কতকগুলো লাফিয়ে জল ডিঙিয়ে পোড়লো। সিড়ি বেঁধে দেওয়ায় পর তো কথাই নেই। য্যানো স্লুস্ গেট্ খুলে দেওয়ার মতো। কম্পিটিশন্ হোলো, কা'রা দৌড়ে আগে দোতলায় ফার্স্ট্ ক্লাস্ সেকেণ্ড্ ক্লাস্ যাত্রীদের মাল ছুঁতে পারে। সেইটেই হোলো বুড়ি। বুড়ি ছুঁতে পারলে বকসিস বেশী পাওয়া যায়। কুলিদের রেট্ বেঁধে দিয়েছে সাহেবরা, আবার রেট্ লঙ্ঘন কোরে বকশিশ ওরফেতে বেশি দেওয়া, সেও সাহেবরা। খাস সাহেবরা আসে এদেশে জমিদারি পরিচালনা কোরতে, দু'চার পয়সা বেশী দিয়ে লোক আকর্ষণ তো কোরবেই তা'রা। কতকটা য্যানো পূজোর সময় সহুরে বাবুদের গ্রামে যাওয়া, কিংবা পুরীর ড্যাঞ্চি বাবুরা য্যামন।

মাল উঠলো কুলির মাথায়। চলো! কুলি তো নিজের বেগেই চোলেছে। তা'র সঙ্গে তাল রাখি কী কোরে? ভীড়ের মধ্যে কুলির বপু কোন সময়ে গ্যালো হোয়ে অদৃশ্য।

অ্যাকমাত্র রক্ষার উপায়, চোখ দুটোকে আঠা দিয়ে এঁটে রাখা মালের ওপরে। কুলি ছাখা যাক বা না যাক, মাল ছাখা যাচ্ছে। ঐ যে, ঐ যে আমার সুট্‌কেস্‌টা! না? হ্যাঁ, ঐটেই বটে। সরলা টুবুকে, আমি বুবুকে, কোনো রকমে হিড় হিড় কোরে টানতে টানতে নিয়ে চোলেছি। মালটি গেলেই হোয়েছে! শুনেছি নাকি এখানকার কুলিরা বড়ো বিশ্বস্ত। কিন্তু মালের ওপর থেকে মালিকের চক্ষু সোরে গেলে? ঐখানেই হোলো সতীত্বের পরীক্ষা। পাঁচদা যখন মেসোপোটেমিয়ায় গ্যালো, বৌদি রোইলো পোড়ে। দাদাতো ওখানে বেশ জোমিয়ে নিলো বসরাই গোলাপের কুঞ্জে। বৌদির মনের মধ্যে কী হোতো বৌদিই জানে, কিন্তু বাইরে রইলো ঠিক—দু' তিন বছর। দেখে বোললাম, "বৌদি তোমার অগ্নি পরীক্ষা হোলো।"

লগেজের মাল ঠিক মতো উঠলো কি না, এ দ্যাখাও আবার কাজ। চারু বাবু সাবজাজের কাছে গল্প শুনেছি, অ্যাকবার তাঁর লগেজের মাল পাশাপাশি দাঁড়ানো আর অ্যাকটা ট্রেনে তুলে দিয়েছিলো আর কি! চারু বাবু তর্ক যুদ্ধে কুলিকে পরাভূত কোরে তবে মাল রক্ষা কোরলেন। আমার ও বিদ্যা জানা না থাকায় সেবার ভুগেছিলাম বেশ। বহরমপুরে পৌঁছে দেখি মাল আমার পৌঁছোয়নি। বলা, কওয়া, খোসামোদ।

Ladies only গাড়িগুলি খালি। রেল্‌ওয়ে অ্যাড্‌মিনি-স্ট্রেশনের ভুল হোয়েছে ঐখানে। মহিলামার্কা জিনিষ মহিলাদের আকর্ষণ কোরবেনা, কোরবে পুরুষদের। চোর-ডাকাতের ভয়ে বা অছিলায় মেয়েরা চান পুরুষদের কম্পার্ট্‌-মেণ্টে যেতে। যখন থেকে ঘোমটা খাটো হোতে আরম্ভ হোয়েছে, তখন থেকে মেয়েদের গাড়ী খালি হোতে আরম্ভ হোয়েছে। যখন থেকে স্কটিশ্‌ চার্চ্চ্‌ কলেজের দ্বার মেয়েদের জন্য মুক্ত হোলো, তখন থেকে বেথুনের হোলো দুর্দ্দিন; হেদোর এপার আর ওপার; কিন্তু পূব পারে ছেলেদের বুভুক্ষ নিঃশ্বাসের তপ্ত হাওয়া, আর পশ্চিম পারে তুহিন শীতল নীরস বোইগুলো।

রিজার্ভেশনের জন্যে যথাসময়েই রেল কম্প্যানিকে লিখে-ছিলাম, কিন্তু সমস্ত গাড়ী খুঁজে আমার নাম লেখা কার্ড্‌ দেখলাম না। সব সেকেণ্ড্‌ ক্লাস্‌ই ভর্ত্তি। ফার্স্ট্‌ ক্লাস্‌ও তাই। খোঁজো ইণ্টার্‌। খুঁজে পেতে অ্যাকটায় উঠলাম। জায়গা নেই—কয়েকটি মহিলা অম্লানবদনে শুয়ে আছেন। রমণীদের শয়নের দাবি কোনো পুরুষই উপেক্ষা কোরতে পারেন না; কিন্তু আপনারাই ভেবে দেখুন—অর্থাৎ আমি রমণীদের উদ্দেশ কোরে বোলছি—তা'র স্থান, কাল, পাত্র, অর্থাৎ যখন "খালি স্ত্রীলোকদের জন্য" গাড়ীগুলি অ্যাকেবারে খালি। ছেলেদের নিয়ে ladies only গাড়ীতে "অ্যাকা" থাকতে সরলা মোটেই রাজী নয়। কবে কোন অ্যাক বছর, কোন অ্যাক ট্রেনে,

ladies only গাড়ীর কোন অ্যাক মহিলার নাক কামড়ে দিয়েছিলো কোনো অজ্ঞাত পুরুষ,—ভয়ের কথা বটে। এ ঝঞ্ঝাট তো থাকে না, যোদি ladies only গাড়ীগুলোকে কোরে দেওয়া যায়, "ladies or gentlemen with ladies only।"

কয়েকটা স্টেশন্ দাঁড়িয়ে থাকার পর ভীড় কিছু কোমলো, একটু বোসতে পেলাম। কাছে দুইজন ভদ্রলোক কথা বোলছিলেন; বুঝলাম তাঁ'রা মুসলমান। "সের আলিকে আর বনগাঁ থেকে রিটায়ার্ড্ হোতে হোচ্ছে না। শমসেরেব সঙ্গে তাঁর ঝগড়া! শমসেরের সঙ্গে ঝগড়া তো তা'র জন্যে লীগ্ ছাড়বে ক্যানো?" অপর জন সায় দিলেন। "হিন্দুব সঙ্গে হাত মিলোনো! অমন নেমোকহারাম জাত! ওদের আমি সাধ্যিপক্ষে কোনো সাহায্য কোরিনে!" মনে পোড়লো অ্যাড্-ভোকেট্ আবুল হুসেনের কথা, "অ্যাব্ডাক্শনের মামলাগুলো হিন্দুরাই কমিউনাল্ কলারিং দিচ্ছে"। শুনে প্রথমে একটু রাগ হোয়েছিলো, পরে ভেবে দেখেছিলাম, কথাটা কতকটা ঠিক বটে। হিন্দু ছেলে হিন্দু মেয়ে চুরি কোরলে সেটা ব্যক্তিগত ব্যাপার থাকে, কিন্তু মুসলমান ছেলে হিন্দু মেয়ে চুরি কোরলেই জ্বোললো আগুন। সরোজগঞ্জের সেই কেস্টায়! ছেলের বাপ ও ছেলে নিজে গভর্ন্মেণ্টের চাকুরে। পাশের বাড়ীর হিন্দু ডাক্তারের মেয়ে। ছেলে মেয়েকে চুরি কোরলো, না মেয়ে ছেলেকে চুরি কোরলো, না দুইজনেই দুইজনকে চুরি কোরলো, বলা শক্ত। কিন্তু হিন্দুসঙ্ঘ হৈ হৈ কোরে উঠলো।

অ্যামেরিকার শ্বেতাঙ্গিনী মেয়েরা যখন নেগ্রো ভৃত্যের প্রেমে পড়ে, তখন যে শ্বেতাঙ্গ পুরুষরা সেটা বরদাস্ত কোরতে পারেনা, সেটা এই অ্যাকই ধরনের মানসিক সূত্রের প্রক্রিয়া। মনে পোড়লো ব্রজ অ্যাকদিন হাঁসতে হাঁসতে বোলেছিলো, "The concept of Pakistan was born in Hindu homes"। কথাটা একটু অদ্ভুত ঠেকেছিলো, মানে ধোরতে পারিনি, মনঃপূতও হয়নি। তা'র পরে চাকরি জীবনে অনেক জায়গায়ই ঘুরলাম ; অ্যাখন য্যানো কতকটা অর্থ উপলব্ধি কোরতে পেরেছি মনে হয়। জানপুরে এক্সাইস্ দারোগা বংশী চাটুয্যের ছেলের পৈতে। এক্সাইসের ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট্ মুসলমান, এস্-ডি-ও মুসলমান, স্পেশাল্ অফিসার্ ডেট্ কন্সিলিয়েশন্ মুসলমান, আর আমরা কয়েকজন হিন্দু আছি। দেখি, ডাক পোড়লো খাবার ; হিন্দুদের আগে, ভিতরের অ্যাক ভিন্ন ঘরে। মুসলমান অফিসার্ কয়টি চুপ কোরে বোসে রোইলেন। এ য্যানো খাওয়ানোর নাম কোরে ডেকে এনে জুতো মারা।

পৈতের কথায় মনে পোড়লো মালিরঙ্এর কথা। একটি বামুনের ছেলে, বছর ত্যারো চোদ্দ বয়েস, ক্লাস্ এইট্ কি নাইন্এ পড়ে। সে সঙ্গীদের কাছে বড়াই কোরে বোলছে, "পৈতের সময় শূদ্রের মুখ ছ্যাখা বারণ।" শূদ্র এবং ব্রাহ্মণের মধ্যে পার্থক্য আছে, শূদ্র ঘৃণ্য এবং অস্পৃশ্য, এই ধারণার বিষাক্ত বীজ ঐ শিশুমনে উপ্ত হোয়েছে উপনয়নের সময়ে, এবং বেশ ভালোভাবেই বেড়ে উঠেছে গাছ হোয়ে।

It is the sacred thread which has dissected the Hindu community। ব্রাহ্মণেরা শুধু নিজেদেরই অপর সবারই কাছ থেকে পৃথক্ কোরে নিরস্ত হোলেন না, অপর সবার মধ্যেও বহু স্তর কোরে দিলেন। কেবল ব্রাহ্মণ এবং অব্রাহ্মণ, এই দুটি শ্রেণী হোলে লোকের দৃষ্টি সব সময়ে ব্রাহ্মণের উপরে পোড়তো, এবং তাঁদের বিশেষ সুযোগ সুবিধা দেখে অন্যের ঈর্ষা এবং আক্রোশ হোতে পারতো ; কিন্তু শ্রেণী প্রথা সবারই মধ্যে ছোড়িয়ে দেওয়ায় এ বিষয়ে বলার কিছু থাকলো না। চাণক্য ব্রাহ্মণই ছিলেন।

মনে পোড়লো দক্ষিণ অ্যাফ্রিকার কথা। সেখানেও এই ব্রাহ্মণ অব্রাহ্মণের প্রশ্ন। শ্বেতাঙ্গরা যোদি নিজেদের উচ্চ-শ্রেণীয় মনে কোরে অশ্বেতাঙ্গ ভারতীয়দের ঘৃণা করে, তাহোলে ভারতবাসীদের চটার যথেষ্ট কারণ আছে। শুধু একটি কথা বলার আছে—Why beholdest thou the mote that is in thy brother's eye, but perceivest not the beam that is in thine own eye ?

কনক বাবু অ্যাকদিন দুঃখ কোরে বোলেছিলেন, "আমি ক্রিশ্চান্, ভাই, পাড়াগাঁয়ে আমার কূয়ো থেকে জল তোলাও বন্ধ ছিলো।" আমি তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বোললাম, "এটা কয়েকজন ফন্দিবাজ লোকের কর্ম্ম, এর জন্য প্রায়শ্চিত্ত কোরতে হবে।" সরোজগঞ্জে দেখলাম, অ্যাকজন হিন্দু অফিসার্ বোদলি হোয়ে গেলে তাঁর মুসলমান সাক্‌সেসর্

প্রিভিসেসরের বাড়ী পেলেন না। সেখানেই অ্যাকটা মজার গল্প শুনেছিলাম। কিছুদিন আগে সেখানে একটি নীচজাতীয় ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ (—একটু সতর্ক কোরে দেওয়া উচিত যে, এখানে ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট্ শ্রেণীকে নীচজাতীয় বলা হোচ্ছেনা, নীচজাতীয় বলা হোচ্ছে একটি মনুষ্যবিশেষকে যিনি ঘটনাচক্রে ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট্ও বটেন ; সুতরাং এই উক্তিতে ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট্ শ্রেণীর, যাঁরা অল্পেতে উগ্রমূর্ত্তি ধারণ করেন, ক্রুদ্ধ হ'বার কোনো সঙ্গত কারণ নেই—) পোস্টেড্ ছিলেন। তাঁ'র বাড়ীর চাকরানীকে অ্যাকদিন পরেশ মোক্তার ডেকে বোল্লেন, "আরে, তুই ঐ নমঃশূদ্রের বাড়ীতে কাজ কোরিস্ ; তোর যে জাত যা'বে রে।" চাকরানীটি দিলো কাজ ছেড়ে। হাকিম আর ঝি পান না ; ব্যাপারটা সব শুনলেন। তা'র পর থেকে পরেশ মোক্তার কোনো পক্ষে থাকলেই, সেই পক্ষকে হারাতে লাগলেন, ফৌজদারি মামলায়। পরেশ মোক্তারের আয় গ্যালো অ্যাকেবারে পোড়ে ; কারণ, কে চায় জেনে শুনে হারু মোক্তার দিতে? কিন্তু, অন্য দিক্ দিয়ে অ্যাকটা পথ বেরিয়ে এলো। নিমাই মোক্তার নিজের কেস্ থাক্‌লেই কোরতেন কি, পরেশ মোক্তারকে চুপি চুপি ডেকে একটি টাকা হাতে গুঁজে দিয়ে বোলতেন, "তুমি মামলার সময়ে অপর পক্ষের মোক্তারের পাশে বোসে এম্নি আজে বাজে দুই অ্যাকটা কথা আস্তে আস্তে বোলো, য্যানো হাকিমের মনে হয় যে, তুমি অপর পক্ষে এন্‌গেজড্।" তা'র ফল হোলো এই যে, নিমাই

মোক্তারের বিপক্ষ নির্ঘাত হারতে লাগলো, তাঁ'র জয়ের সুনাম থেকে আয় গ্যালো বেড়ে, আর পরেশ মোক্তারেরও খিড়কি দিয়ে কিছু কিছু অর্থাগম হোতে লাগলো।

ঘটা ঘটা ঘটা ঘ্যাঁচ! গাড়ী গড়্ গড়্ কোরতে কোরতে গ্যালো থেমে। হঠাৎ থামলো য্যানো, মনে হোলো! ড্রাই-ভারের কি মদ খেয়ে স্টেশন্ ছাড়িয়ে চোলে যেতে যেতে খেয়াল হোলো? না, কেউ চেন্ টানলো? না, কী হোলো? সবারই চোখে জিজ্ঞাসা। কারো মুখে জিজ্ঞাসা, "কি হোলো মশাই?" "কি হোলো মশাই, তো আমাকে জিজ্ঞাসা করা ক্যানো? আমিও তো তোমারই মতো এখানেই বোসে চাঁদ! যাওনা, অ্যাকবার বেরিয়ে দ্যাখোনা," মনে মনে বোললাম। মুখে প্রশ্নের জবাব প্রশ্ন কোরেই দিলাম, "কি হোলো মশাই?" "বোধ হয় লাইন-ক্লিয়ার্ পায়নি।" "খুবই সম্ভব। রেল্ওয়ে স্টাফ্ রাত্রে একটু ঘুমোয়, ট্রেন্গুলো তা'দের বিরক্ত করে ক্যানো? বড়োই অন্যায়!" কিন্তু লাইন ক্লিয়ার্ না থাকলে তো শী শী কোরে কাণের মাথা খেতো। নীচে লোক চলা-চলের আওয়াজ, কিছু কথাবার্ত্তা কাণে আসতে লাগলো। "ওগো কী হোলো?" সরলা প্রত্যক্ষতঃ আমাকে, পরোক্ষতঃ উপস্থিত সকলকেই, প্রশ্ন কোরে বোসলেন। ন্যাও ঠ্যালা, আমাকে না নামিয়ে ছাড়বেনা দেখছি! ক্যানো, আর সব মেয়েছেলে তো চুপ কোরে রোয়েছে! "বোধ হয় ইঞ্জিন্ খারাপ হোয়ে গিয়েছে", অ্যাক জন শিভাল্রাস্ যুবক উত্তর

দিলেন। "লোক কাটা পোড়েছে"—নীচে থেকে কে য্যানো বোললো। লোক! কীসের লোক? মানে, পুরুষ লোক, না, স্ত্রীলোক? অ্যাক্‌সিডেন্ট্, না, আত্মহত্যা? "বোধ হয় কোনো মেয়ে মনের কষ্টে আত্মহত্যা কোরেছে," সরলা বোললেন। "যোদি আত্মহত্যাই হয়, তাহোলে কোনো পুরুষই, বউএর গয়নার তাড়ায়," আমি একটু স্থিরবিশ্বাসের সঙ্গে দাম্পত্যরসভরে বোললাম। সরলা কোনো উত্তর দিলেন না; কেউই এ বিষয়ে কোনো কথা বোললোনা; সবাই য্যানো আর কিছু শুনবার জন্য উৎকর্ণ। রসিকতাটা একটু বেমানান হোয়ে গ্যালো মনে মনে ভাবছি, অ্যামন সময়ে আবার অদৃশ্য-কণ্ঠে শোনা গ্যালো, "মেয়েছেলে!" মেয়েছেলে? এই নির্জ্জনে, গভীর অন্ধকারে, এই ভাবে, একাকী!

আত্মহত্যা সম্বন্ধে আইনটার কথা মনে হোলেই আমার হাঁসি পায়। ভারতীয় দণ্ডবিধি আইনের ৩০৯ ধারা—whoever attempts to commit suicide, and does any act towards the commission of such offence, shall be punished with simple imprisonment for a term which may extend to one year or with fine or with both। এর প্রত্যেকটী কথাতে হাঁসি ধরে, কেবল রাজদ্রোহআইনএর ভয়ে চেপে রাখি। কিছুদিন আগে রিটায়ার্ড্ ডিস্ট্রিক্ট্ জাজ্ উপেন মাকুড়ের সঙ্গে এই নিয়ে আলাপ। "এই বিধিটার মানে

কী? আত্মহত্যার চেষ্টা কোরলে অ্যাক বছরের জেল্ হোতে পারে, জরিমানা হোতে পারে; কী লাভ?” আমি জিজ্ঞাসা কোরলাম। মাকুর সাহেব বোললেন, “শাস্তির ভয় লজ্জা থাকবে।” “তাতে লাভ? যে লোকটা মোরতে যাচ্ছে, সে জেল্‌কে কোরবে ভয়? অ্যাকবার চেষ্টা কোরে বিফল হোলে, সে হয়তো নিজে থেকেই আর চেষ্টা কোরবে না। কিন্তু, যোদি সে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়, তাহোলে অ্যাক বছর জেলে পুরে রেখে বা জরিমানা কোরে তা'কে বিরত করা যাবে না।” তবে, দুটো সার্থকতা থাকতে পারে। কেউ হয়তো আত্মহত্যার চেষ্টার ভান কোরলো, আত্মীয়স্বজনকে ভয় দেখিয়ে কাজ হাসিল করার জন্য। (কিন্তু, তাহোলে তো প্রকৃত আত্ম-হত্যার চেষ্টা করা হোলোনা।) আর দ্বিতীয়তঃ—এইটেই আসল কারণ মনে হয়—আত্মহত্যা কোরতে গিয়ে পারলিনে, অ্যাতো বেকুব ক্যানো? বেকুবির জন্যে সাজা খাও! ছেলে-ব্যালায় গল্প শুনতাম, গোরুর গাড়ী চাপা পোড়লে নাকি জরিমানা হয়, বোকামির জন্যে। আত্মহত্যার মতো অতো সোজা জিনিষটাও পারলিনে না? দে নাকখত্তা! বিদ্রোহ যোদি সফল হয় তাহোলে গৌরবময়, আর, বিফল হোলে পচা বিদ্রোহ মাত্র। আত্মহত্যা সম্পর্কেও তাই।

আবার, কেউ যোদি আত্মহত্যার চেষ্টা করে এই উদ্দেশ্যে যে, অপর কোনো ব্যক্তিবিশেষকে হত্যাকারী মনে কোরে প্রাণদণ্ড দেওয়া হোক, এবং বিফল হয়, সেখানেতো অ্যাক-

মাত্র পথ তা'কে পুনরায় সুযোগ দেওয়া যা'তে সে সফলতার সঙ্গে আত্মহত্যা কোরতে পারে ; নতুবা, কোন দিন তা'র জন্য অপরের প্রাণ নিয়ে টানাটানি হবে। শান্তিবিপর্য্যস্তকারি-মনোবৃত্তিসম্পন্ন ব্যক্তিদের সম্পর্কে এই অ্যাকই উক্তি প্রযোজ্য। কোনো ব্যক্তিবিশেষের অস্তিত্বের জন্য অপর শান্তিপ্রিয় লোকের সুখ ও শান্তি বিপন্ন ; সে ক্ষেত্রে, যোদি সেই ব্যক্তিবিশেষ আত্মহত্যা কোরতে চায়, ক্ষতি কী ?

বহু বড়ো বড়ো লোক আত্মহত্যা কোরেছেন। বাস্তবিক, আত্মহত্যাই অ্যাক মাত্র উপায় ভগবানের অত্যাচারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করার। তুমি কষ্ট দিচ্ছো ; আচ্ছা ; কিন্তু, এ কষ্টের অবসান করার ক্ষমতা আমার নিজের হাতেই রোয়েছে ; এই চিন্তা মনে একটু জোর আনে। অন্য জীবের তুলনায় মানুষের শ্রেষ্ঠত্ব এইখানে, মানুষ জ্ঞাতসারে স্বেচ্ছায় আত্মহত্যা কোরতে পারে, অন্য জীবে তা' পারে না ; মানুষ ভগবানের আদেশের উপর কারসাজি কোরতে পারে, অন্য জীবে পারেনা।

ভাবতে ভাবতে হঠাৎ সরলার চোখে চোখ পোড়লো। দেখি, ছল ছল কোরছে। কে, কোথায়, কে জানে ক্যানো, আত্মহত্যা কোরেছে, হয়তো কোনো ভ্রষ্টা গর্ভবতী, ইত্যাদি বোলতে চাইলাম ; কিন্তু আটকে গ্যালো। অনেক কথা বলা যায়না ; কী কারণে যায় না, তা'ও বলা যায়না।

আত্মহত্যা প্রসঙ্গে তারিণী মুখুয্যের চাকোরের আত্মহত্যার কথা মনে পোড়লো। তারিণী মুখুয্যের বাগান থেকে কলা

চুরি কোরতো নোরু ধোবা। নোরু জাতে ধোবা হোলেও পয়সা-কোড়িওয়ালা ছিলো, জমিজমাও ছিলো তা'র। মুখুয্যের চাকোর ভবেশ এই চুরি ধোরে ফেল্লো। নোরু রীতিমতো অপমানিত বোধ কোরলো ; কারণ, গোরিব চোরকে চোর বোল্লে ন্যায্য কথা বলা হয়, কিন্তু বড়লোক চোরকে চোর বোল্লে মানহানি করা হয়। নোরু ফন্দি আঁটতে লাগলো প্রতিশোধ নেবার। কয়েক দিন পরে তারিণী মুখুয্যের গৃহ-শিক্ষকের কাপড় চুরি গ্যালো। পুলিশে খবর দিতে, পুলিশ অজ্ঞাতকারণতৎপরতার সঙ্গে ভানু ধোবার বাড়ীতে সেই কাপড়ের সন্ধান বা'র কোরলো। ভানু বোল্লো যে, ভবেশ এই কাপড় তা'কে কাচতে দিয়েছে। চারিদিকে সবাই চেপে ধোরলো ভবেশকে চোর বোলে। ভবেশ সারাদিন কান্নাকাটি কোরলো, কিছু খেলোনা, শুয়ে থাকলো। ভোরের দিকে ছাখা গ্যালো, সে বাড়ী নেই। কিছুক্ষণ পরে খবর এলো সে ট্রেনে কাটা পোড়েছে। ভোরের ডাউন্ ট্রেন্ টার আসার প্রতীক্ষায় সে লাইনের ওপর গলা দিয়ে শুয়ে পোড়ে ছিলো। ট্রেন্ আসছে দেখে আসন্ন মৃত্যুকেও সে ভয় করেনি ; কারণ, শেষ মুহূর্ত্তেও সে মাথা সোরিয়ে নিতে পারতো, তা' করেনি। মরবার দৃঢ় পণ বটে! ভবেশের দেশের বাড়ীতে তা'র বুড়ো বাপ মা ও ষোলো বছরের স্ত্রীর কাছে সব খবরই পৌঁছলো। তা'রা কী অভিশাপ দিলো জানিনা, দিন তিনেক পরে অ্যাকদিন সকালে নোরু হঠাৎ হার্ট্ ফেল্ কোরে মারা গ্যালো।

কথার টানে কথা এসে পড়ে। বাস্তবিকই কি কেউ কা'রো ক্ষতি কোরতে পারে তুক তাক কোরে? দ্রোণের নিধনের জন্য দ্রুপদ রাজার যজ্ঞ মহাভারতের গল্পের মধ্যে। তন্ত্রশাস্ত্রেও নাকি মারণ বিধি আছে। হত্যা করা বা অনিষ্ট করা ভিন্ন অন্যভাবে বশে আনা বা প্রভাবান্বিত করা সম্বন্ধেও নানা প্রক্রিয়ার কথা শোনা যায়। কতোদূর সত্য কতোদূর মিথ্যা, বলা শক্ত। কিন্তু, চিন্তা-তরঙ্গের অস্তিত্ব এবং ঐ তরঙ্গের শক্তিও প্রমাণযোগ্য। আগে আগে কেউ হেঁটে যাচ্ছে; অ্যাকদৃষ্টে তা'র ঘাড়ের দিকে চেয়ে থাকো এবং তা'র কথা অ্যাকমনে চিন্তা করো; কিছুক্ষণ পরে সে অস্বস্তি অনুভব কোরবে এবং ফিরে চাইবে। বেগমবাদে কানাই মোক্তার অ্যাক গল্প বলেন। ন্যাঙ্গাবাবা নামে অ্যাক সন্ন্যাসী ছিলেন; অ্যাকদিন তাঁ'র কাছে কয়েকজন শিষ্য বোসে আছেন, অ্যামন সময় তিনি বোলে উঠলেন, "আরে রহ, রহ, রসরাজ ঝড়ে পড়ছে রহ, রহ"; কিছুক্ষণ পরে উক্ত রসরাজ বাবু এসে পৌঁছুলেন অকুস্থলে; তিনি দূর দেশ থেকে সাধুবাবার সঙ্গে দ্যাখা কোরতে এসেছেন, এবং পথে নৌকাযোগে নদী পার হবার সময় বিষম ঝড়ে পোড়েছিলেন ও গুরুকে স্মরণ কোরছিলেন। বেগমবাদ থেকে বোদলি হ'বার সময় আমারও অ্যাকটা ছোটো খাটো অভিজ্ঞতা হয়েছিলো। বোদলির সময় হোয়েছে, কবে হুকুম আসবে পথ চেয়ে বোসে আছি; অ্যাক

দিন ক্যানো য্যানো মনে হোলো যে, হোলদিপাড়ায় বোদলি হবো; পরদিন দেখি, সত্যিই হোলদিপাড়ায় বোদলির হুকুম এসে গ্যালো।

* * * *

ট্রেন্ চোলছে। রাত্রি প্রায় ছুটো হোলো, যাত্রিরা প্রায় সবাই ঝিমোচ্ছে। অ্যাক জন জানলার দিকে মুখ কোরে গুন গুন কোরে গাচ্ছে—"বরষার নির্ঝরে ঝর ঝর ঝর ধারে এসো।" এসে পৌঁছুবার আর বেশি দেরি নাই। রাত্রে নোতুন জায়গায় নামতে হবে। তবে, পিওনরা এবং সম্ভবতঃ নাজির নিজেও থাকবে। মফঃসলে এ বিষয়ে অসুবিধা হয়না। গিয়েই সদরে অ্যাকবার যেতে হবে, ডিস্‌ট্রিক্ট্ জাজের সঙ্গে দ্যাখা করার জন্যে। প্রভিন্‌শিয়াল্ সার্ভিসের জাজ্, তাড়াতাড়ি দ্যাখা করা বা না করা বিষয়ে একটু আত্মাভিমান থাকা অসম্ভব নয়। মনে পোড়লো সেই ফড়ফড়ে উকিলটার কথা, নামটি কী ভুলে যাচ্ছি। আমি তখন বুড়িতলায়; ভদ্রলোক অ্যাকটা কেসে এসেছেন সদর থেকে। আলাপ হোতে কথায় কথায় বোললেন, "মুন্‌সেফ্-জজ্ আর আই-সি-এস্ জজে ঢের তফাৎ। ছুটোর সময় কাজ হোয়ে গ্যালো তো ডাইরিতে ছুটো লিখেই বাড়ি চোলে গ্যালো আই-সি-এস্-জজ্, পারবে মুন্‌সেফ্-জজ্? সেবার ব্লেক্‌নি সাহেব কী কোরলেন? অনেক অ্যাপীল্ মামলার স্বায় জোমে গিয়েছে; পেশকার ভয়ে ভয়ে বোল্লে,

'জাজ্‌মেণ্ট্‌ সার্‌, অ্যাপীল্‌ সার্‌'; সাহেব বোল্লেন, 'কোই দেখি ?' দ্যাখানো হোলো, দু' আলমারি বোঝাই ; সাহেব হুকুম দিলেন, 'ডান দিকের আলমারির সব অ্যাপীল্‌ অ্যালাউড্‌, বাঁদিকের আলমারির সব ডিস্‌মিস্‌ট্‌ ;' পারবে মুন্‌সেফ্‌-জজ্‌ ?" ঠিকই ।

অ্যাপীলের কথায় মনে পোড়লো । একটি আইন আছে যে, সোজা অ্যাপীল্‌ গুলো ডিস্‌ট্রিক্ট্‌ জাজের জন্যে থাকবে এবং শক্ত গুলো সাব্‌জাজের জন্যে । অ্যাপীল্‌-ক্লার্ক্‌কে এ বিষয়ে দৃষ্টি রাখতে হয় । দে সাহেবের আমলে অ্যাক জন অ্যাপীল্‌-ক্লার্ক্‌ ভুল কোরে অ্যাকটা সোজা অ্যাপীল্‌ সাব্‌জাজ্‌কে দিয়ে দিয়েছিলো ; ফলে তা'র ডিগ্রেডেশন্‌।

অ্যাপীল্‌ শোনায় অভিজ্ঞ অ্যাকজন আই-সি-এস্‌ জাজ্‌ একটি সৎ পরামর্শ দিয়েছিলেন মুন্‌সেফ্‌দের । "রায় লেখার সময় কোনো দুশ্চিন্তা কোরোনা ; যা'হয় দু'কলম লিখে দিও ; যে ভাবেই লেখো, ৮০ পার্‌ সেণ্ট্‌ রায় ঠিকই হবে, আর ১০ পার্‌ সেণ্ট্‌ অ্যাপীলে ঠিক হবে, বাকি ১০ পার্‌ সেণ্ট্‌ চুলোয় যাক ।" অনন্যসাধারণ আই-সি-এসি ভঙ্গী ! বাস্তবিক, যে কোনো বিষয়ে আই-সি-এস্‌ অফিসার্‌রা অ্যামন দৃষ্টিকোণ অবলম্বন করেন যা'র ভিতর থাকে অভিনবত্ব, প্রতিভার ছাপ । সেদিন অ্যাক আই-সি-এস্‌ অফিসারের সঙ্গে মেয়ের বিয়ের প্রস্তাব নিয়ে অ্যাক ভদ্রলোক গিয়েছিলেন । অফিসার্‌টি সাদরে অভ্যর্থনা

কোরে জানালেন যে, বিবাহের প্রধান উদ্দেশ্য যা' সে বিষয়ে পরস্পর পরস্পরের উপযোগী কি না এ সম্পর্কে হাতেকলমে পরখ কোরে তবেই তিনি সম্মতি দিতে পারেন। সর্ত্তটি সম্পূর্ণ বিজ্ঞানসম্মত। কিন্তু ভদ্রলোকটি সেকেলে হওয়ায় আমতা আমতা কোরে সোরে পড়লেন। তবে, তঁার দুহিতার কাছে যোদি এই প্রস্তাব সরাসরি আনা হোতো, সে কি তা' প্রত্যাখ্যান কোরতো? এ প্রশ্নের উত্তর অবশ্য কেবল মহিলারাই দিতে পারেন।

আই-সি-এস্ ডিস্ট্রিক্ট্ ম্যাজিস্ট্রেট্রাও সদুপদেশ দিতে কুণ্ঠিত নন। শোনা যায়, অ্যাকজন সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট্ তাঁ'র অ্যাক কর্ম্মচারীকে বোলেছিলেন: "You can always safely convict a Mahomedan. Either he has committed the crime, or will commit it in future, or else has committed a similar crime on some past occasion!" অভিযুক্ত মুসলমান মাত্রকে দোষী সাব্যস্ত করা যেতে পারে; হয়তো সে বাস্তবিকই অপরাধী; নাও যোদি হয়, তাহোলে অতীতে সে এই জাতীয় কোনো অপরাধ কোরেছে অথবা ভবিষ্যতে কোরবে। এটা অবশ্য প্রি-রিফর্ম্ যুগের গল্প, যখন ইংরেজদের অ্যাতো মুসলমান-প্রীতি হয়নি।

* * * *

গাড়ী চোলছে। রাত পোনে চারটে হোলো। আর এসে গ্যালো! এসে যাওয়া মানে আবার হাঙ্গামা। ঠিকমতো

গুণতিমতো নামা, কোয়ার্টার্ পর্য্যন্ত যাওয়া এবং সেট্‌ল্‌ড্ হওয়া! সোজা কথা নয়। অনেকে মাল গুণতি এবং মানুষ গুণতি কোরে রাখেন। মানুষ গুণতি আমার দরকার না হোলেও মাল গুণতি আছে। বড়ো বিশ্রী এই নড়াচড়াগুলো। নড়াচড়ার সময়ে অনেকের শুনিছি স্বাভাবিক প্রক্রিয়ার বেগ আসতে থাকে বারে বারে। যাঁরা অ্যাতোদূর নার্ভাস্ নন, তাঁ'রাও স্বীকার কোরবেন যে, অ্যাকটা অবস্থা থেকে অন্য অ্যাকটা অবস্থায় পরিবর্ত্তন হবার সময় বিশেষ বিবেচনার দরকার। শোনা যায়, সাবর্ডিনেট্ জাজ্‌রা ট্রেনে চড়বার সময় প্লাট্‌ফর্ম্ম্ থেকে ট্রেনের পাদানিতে পা' বাড়াবার আগে অনেকক্ষণ চিন্তা করেন। এটি খুবই সমীচীন। জুডিশিয়াল্ ডিপার্ট্‌মেণ্টে যাঁ'রা দশবারো বছর চাকরি কোরেছেন, তাঁদের হঠকারিতা কোমে যায় এবং বিচক্ষণতা বেড়ে যায় বোহুল পরিমাণে। নিজের দিয়েই দেখি, চাকরিতে ঢোকবার আগে, বা চাকরির প্রথম প্রথম যে সব জিনিষ অত্যন্ত সহজ সরল মনে হোয়েছিলো, অ্যাখন সেগুলিতে দ্বিধা আসে। বিভু চক্রবর্ত্তীর কাছে প্রবেশনার্ ছিলাম; দেখলাম, অ্যাকটা অতি সহজ বিষয়ে ভদ্রলোক ভেবেই খুন; অবশেষে আমার যা' মত তিনি সেই মতই গ্রহণ কোরলেন, কিন্তু অনেক ধানাই-পানাই কোরে। আজ ঐ মামলা আমার হাতে এলে, আমারও ঐ রকমই দুর্ভাবনা হোতো।

অনেক ঘা খেয়েই শিখেছি, in litigation you can never tell। মামলা সম্পর্কে একটি মাত্র কথা জোর কোরে

বলা যায়, সেটি এই যে, কোনো জিনিষই জোর করে বলা যায় না। সেবার ভুতোপাড়ায় থাকতে বি টি অ্যাক্ট্ এর ২৬ এফ এর অ্যাক মামলা। ২৬ এফ্ এর লেজুর বলা যেতে পারে। ২৬ এফ্ এর মামলায় অ্যাকজন জিতেছেন, জিতে প্রতিপক্ষর বিরুদ্ধে মামলা চোলতি কালের মীন্ প্রফিট্এর দাবি কোরে মানি স্যুট্ কোরেছেন। আমি মানি স্যুট্টা ডিস্মিস্ কোর্লাম, কারণ, আমার ধারণা যে, ২৬ এফ্ 'এর মামলায় যে তারিখে শেষ আদেশ দেওয়া হেলো সেই তারিখ থেকেই দরখাস্তকারীর স্বত্ব জন্মালো, তা'র পূর্ব্বে নয়। এই রায় যখন অ্যাপীল্ কোর্ট্ উল্টে দিলেন, তখন আমি আকাশ থেকে পোড়লাম। তা'হোলে কি ক্রেতাটি গোরুচোর নাকি ? সে ২৬ এফ্ এর মামলার শেষ তারিখ পর্য্যন্ত খাজনা দিয়ে মোরবে, আর, মামলা চোলতি কালীন উপস্বত্ব ভোগ কোরবে অন্য লোকে ? আমার বিস্ময় কিছু কোমলো যখন পরে দেখলাম যে, অ্যাকটা নাম করা বোইএ ঐ অ্যাপীল্ কোর্টের মত সমর্থক মত প্রকাশ করা হোয়েছে। মর্দ্দি নগর থাকতে আর অ্যাকটা ২৬ এফ্ এর মামলা। তিনকোড়ি চার এর কাছ থেকে তাঁর আট আনা অংশ খোরিদ কোরেছেন রামসেতু সাইনি। এই খোরিদের কয়েক বছর পরে, তিনকোড়ির ভাই সাতকোড়ির কাছে তাঁ'র আট আনা কিনলেন কালীবিজয় ধূঁয়া। কালীবিজয় কিনেই রামসেতুর খরিদা অংশ সম্বন্ধে চেয়ে বোসলেন প্রিয়েম্প্শন্। আমি তো দেখে হেঁসেই বাঁচিনা। বলে কি না, বাঁশের আগে

কঞ্চি। ওম্নি, নিবেদকের উকিলবাবু অ্যাক রুলিং এনে হাজির কোরলেন, হাঁসি গ্যালো মাথায় উঠে।

রুলিংএর রুল্ যেখানে, সেখানে সাধারণ জ্ঞানের প্রশ্ন ওঠেনা। যাঁ'রা বলেন, অ্যাঁও হয় অঁও হয়, তাঁ'রাই ঠিক দেখলাম। স্কুলে পড়ার সময়ে অ্যাক মাষ্টার মশায় গল্প বোলেছিলেন, তাঁ'র নিজের ছাত্র জীবনের অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে। ফাঁকিবাজ ছাত্রেরা পণ্ডিত মশায়ের পিরিয়ডে দুইজন ভালো ছাত্রের মধ্যে সংস্কৃত সূত্র নিয়ে তর্ক বাধিয়ে দিতো, বহুক্ষণ তর্কযুদ্ধের পর দুষ্টু ছেলেরা পণ্ডিত মশায়ের কাছে অ্যাপীল্ কোরতো, কোন মত ঠিক ? পণ্ডিত মশায় সামান্য তর্কে অযথা পাণ্ডিত্য খরচা করা যুক্তিযুক্ত মনে না কোরে গর্ডিয়ান্ গিঁড়েটা কেটে দিতেন এই বোলে, "অ্যাঁও হয় অঁও হয়।" পণ্ডিত মশায় বুদ্ধিমান্ ছিলেন।

এই ভুতো পাড়াতেই অর্ডার্ ৪৭ রুল্ ১ এর অ্যাক দরখাস্ত। অ্যাকটা দোলিল আগে দেওয়া হয় নি, সেই দোলিলটা অ্যাখন নেওয়া হোক এবং মূল মামলাটার পুনর্বিচার হোক, এই মর্ম্মে প্রার্থনা। দোলিলটি যে আগেকার মামলায় ক্যানো দেওয়া হয় নি, তা'র কোনো সঙ্গত কারণ ছিলোনা। এ ক্ষেত্রে রুল্ ১ এর স্পষ্ট বিধান—কোনো প্রতিকার দেওয়া যায় না। এলো ভিন্ন হাইকোর্টের অ্যাক রুলিং—হাজার গাফিলতি থাক, তা'তেও যায় আসে না। সামলাও! হুজুরাম নেকি যাক রসাতলে।

আর, ঘটনা সম্বন্ধে ? চোখের সামনে যেটা মিথ্যে দেখলাম, হাঁ দ্যাখাই তো বটে, অ্যাপীল্ কোর্টে গিয়ে সেটা সত্য হোয়ে গ্যালো। আগে সময়ে সময়ে এর জন্যে কষ্ট হোতো; অ্যাখন আর হয় না; আদালত বিচারের স্থান নয়, বাগ্-যুদ্ধের স্থান।

আবার, অন্য দিক্ দিয়ে দেখতে গেলে, কে যে ঠিক, কা'র যে ভুল, বলা বড়ো শক্ত। আজ যে জোমিটা আমি আমার বোলে দাবি কোরছি এবং বলেন্দ্র বল পূর্ব্বক কেড়ে নিয়েছে বোলে কান্নাকাটি কোরছি, হয়তো সেই জোমিটাই আমার কোনো পূর্ব্ব-পুরুষ বলেন্দ্রর কোন পূর্ব্ব-পুরুষের কাছ থেকে অন্যায় কোরে নিয়ে নিয়েছিলেন। কে জানে ? যোদি দৃষ্টি-কোণ প্রসার কোরে অনন্ত কাল সমুদ্রের পানে চেয়ে দ্যাখা যায়, তাহোলে দ্যাখা যাবে যে একটি ছোবির ঠিক উপরে আর একটি ছোবির ছাপ নিয়ত পোড়ে পোড়ে যাচ্ছে। আজকের ছোবিটাই কি চরম বোলে মানতে হবে, যেখানে এ ছোবির ছাপও শীঘ্রই যা'বে অবলুপ্ত হোয়ে ?

আরও দূরে যাই। কোনটা ন্যায়, কোনটা অন্যায়, এর মাপকাঠি কোথায় ? যে বিচারবুদ্ধির প্রিজম্ এর ভিতর দিয়ে আলোক সম্পাতের ফলে ন্যায় অন্যায়ের বোধের উদয় হোচ্ছে, সেই বিচারবুদ্ধিই কি অভ্রান্ত ? না, এই প্রপঞ্চের ধূমাচ্ছন্ন তমসার মধ্যে পথ সন্ধান নিষ্ফল প্রচেষ্টা মাত্র ? কোথায় সে জ্ঞানী যিনি অভ্রান্ত সত্যের দর্শন পেয়েছেন ?

কা'কে অনুসরণ কোরবো ? কা'র আছে স্পর্দ্ধা অপরের পথ প্রদর্শক হ'বার ? কঃ পন্থাঃ ? কো মহাজনঃ ? কো বিধিঃ কো নিষেধঃ ?

কথার চক্রবৃদ্ধি যাক। কী বোলছিলাম ? হ্যাঁ, অ্যাপীলের কথা। অনেকের আবার অ্যাপীল্-প্রুফ্ রায় লেখার ক্ষমতা আছে বোলে প্রসিদ্ধি আছে। "অ্যাপীল্-প্রুফ্" কথাটা একটু পরিষ্কার হওয়া দরকার। ওয়াটার্-প্রুফ্, ফায়ার্-প্রুফ্, লাভ্-প্রুফ্, এ সব কথাগুলি আমাদের জানা আছে। জলের ক্লেদশক্তি আছে, ওয়াটার্-প্রুফ্ হোলো সেই জিনিষ, যা ওয়াটার্ অর্থাৎ জলে নষ্ট হয় না। ফায়ার্ বা অগ্নি ধ্বংসকারী ; ফায়ার্-প্রুফ্ জিনিষ আগুনে দগ্ধ হয় না। লাভ্ বা প্রেম যে কতো জীবনের সর্ব্বনাশ কোরেছে তা'র ইয়ত্তা নেই ; তাই, লাভ্প্রুফ্ হোতে পারলে দীর্ঘায়ুঃ হ'বার সম্ভাবনা। অ্যাপীল্-প্রুফ্ও সেই রকম। অ্যাপীলের সর্ব্বনাশী ক্ষমতার হাত থেকে রায়গুলি রক্ষা করার প্রক্রিয়া কারো কারো নাকি জানা আছে। এ প্রক্রিয়াটি ঠিক কী, তা' আমি জানিনা। তবে, শুনেছি, দুই অ্যাক জন কেস্টার ওপ্নিং শুনে যে ধারণা হোলো সেই ধারণা অনুযায়ী জবানবন্দি লিখে যান। অবশ্য, ফৌজদারী আদালতে বহু কৃতি পুরুষ আছেন যাঁ'রা পুলিশ বা ডিস্ট্রিক্ট্ ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দ্দেশ অনুযায়ী নির্জ্জলা মিথ্যা জবানবন্দি লিখে যান—সাক্ষী বলে অ্যাকরকম তাঁ'রা লেখেন অন্যরকম। তবে, ফৌজদারি মামলায় ঊর্দ্ধ্বতন রাজ-

পুরুষদের হস্তক্ষেপ করার অধিকার আছে, একথা সকলেই স্বীকার করেন। ঊর্দ্ধ্বতন কর্ম্মচারীর নির্দ্দেশ অনুযায়ী মিথ্যা সাক্ষ্যও দিতে হয় দরকার মতো; নৈলে পদোন্নতি হবে ক্যানো?

দেওয়ানি আদালতে তাই বোলে অতোটা নয়। তবে হ্যাঁ, অ্যাপীলের রেজাল্ট্ খারাপ হ'বার ভয় কা'র নেই? অ্যাপেলেট্ অফিসার্দের আচরণে অনেকে দুঃখ করেন, কেউ কেউ অভিযোগ করেন, দুই অ্যাক জন চটাচটি করেন। শুনেছি, নঙ্গু তাম্বুলির সঙ্গে শশী সামন্তর এই নিয়ে গালা গালি পর্য্যন্ত উঠেছিলো, হাতাহাতি হ'বার উপক্রম হোয়েছিলো। তবে, হাতাহাতি হয়নি; কয়েকজন মধ্যস্থ হোয়ে পোড়লেন, আবার দেওয়ানি থেকে ফৌজদারি আদালত পর্য্যন্ত গড়ানো ক্যানো?

মুস্কিল করে অর্ডার্ ৯ রুল্ ১৩ র মামলাগুলো সবচেয়ে বেশী। এগুলেও ভেড়ের ভেড়ে, পিছুলেও ভেড়ের ভেড়ে! অ্যালাউ করো—অ্যাকদিকে নিশ্চিন্তি, এর বিরুদ্ধে কোনো অ্যাপীল্ নেই; কিন্তু ইন্স্পেক্শন্ এর অ্যাকটা পয়েণ্ট্—অ্যাতোগুলো ৯/১৩ অ্যালাউ কোরেছে, অকর্ম্মণ্য! কোর্ট্ ফি যখন আদায় হোয়ে গিয়েছে তখন মামলা যতো শীঘ্র খতম হোয়ে যায় ততোই ভালো, মরা মামলাকে আবার বাঁচানো ক্যানো? Court of justice মানে court of revenue at the cost of justice, এটুকু সাধারণ জ্ঞানও নেই?

পোড়লো কালো মার্কা চিত্রগুপ্তের খাতায়। অন্যদিকে, ডিস্‌অ্যালাউ করো, সঙ্গে সঙ্গে অ্যাপীল্ নির্ঘাত অ্যালাউড্। বিচার কোরতে বোসে তো অ্যাপেলেট্ অফিসার্ অবিচার কোরতে পারেন না! লোকটাকে অ্যাকটা সুযোগ দেওয়াই যাক না কন্‌টেস্ট্ করার, তা'তে তো কোন ক্ষতি নেই! ফল অ্যাপীলের রেজাল্ট্ খারাপ। নাও! কারণ দর্শাও! হোলো কালো মার্কা! সিভিল্ প্রেসিডিওর্ কোড্‌টি অ্যামন ভাবে তৈরি, য্যানো লোককে সুবিচার দেওয়ার সব রাস্তাই উদার ভাবে উন্মুক্ত। কিন্তু Civil Rules and Orders সকল গুলিই অর্দ্ধরুদ্ধ বা পূর্ণ রুদ্ধ কোরে দিয়েছে। The road lies open, but it is closed to traffic। যাঁ'দের বিদ্যে সি-পি-সি পর্য্যন্ত, সি-আর্-অ্যাণ্ড্-ও পর্য্যন্ত পৌঁছোয়নি, তাঁ'রা কথায় কথায় চোটে ওঠেন, আর প্রিজাইডিং জাজ্‌কে দেন গালাগালি। কিন্তু যা'রা স্বরূপটি জানে তা'রা হাঁসে। লাগুক না ঝগড়া উকিল মুন্‌সেফে অ্যাড্‌জার্ন্‌মেণ্ট্ কিংবা খারিজ করা নিয়ে! বৃটিশ্ সিংহ আই-সি-এস্-ডি-জে মূর্ত্তি ধোরে একটু পেট্রোনাইজিং সুরে ছুটো কথা বোলে দেবে ছুই পক্ষকে! সেই আই-সি-এস্ সাহেব ম্যাজিস্ট্রেট্‌টি ঠিকই বোলেছিলেন, যখন তাঁ'র পেশকার তাঁ'র অ্যাকটা অর্ডারে ভুল দেখিয়ে সেটা সংশোধন কোরে দিতে বোললো: "আইন তুম্‌হারে বাপ কিয়া ইয়া হামারে বাপ?" আপকে বাপ জনাব!

জার্নির স্ট্রেন্, সারারাত্রি জাগা—শরীরটা ম্যাজ ম্যাজ কোরছে। যাক, তোবু জায়গায় এসে পৌছুনো গিয়েছে! গড়াগোড়ি কোরতে পারছি তো! হয়তো গড়াগোড়ি কোরতে কোরতে ঘুম হয়ে যা'বে একটু। হরিশ দা'র সঙ্গে ত্থাখা হোলোনা। প্রিডিসেসর্ এর সঙ্গে ত্থাখা হ'বার জো নেই; তিনি গ্যাছেন সেরিস্তাদারকে চার্জ্জ্ দিয়ে, জয়্নিং টাইম্টা কাটাবেন কোলকাতায়। অ্যাকদিক্ দিয়ে এ সিস্টেম্ মন্দ নয়; ফাঁকা বাড়ী ছেড়ে যাও, ফাঁকা বাড়ীতে গিয়ে ওঠো, কলিশনের ভয় নেই।

হরিশ দা'র কথা মনে হোলেই মনে পড়ে দার্জ্জিলিংএর কথা। সেবার পূজোয় তো হরিশ দা', মদন দা' ও আমি তিন মূর্ত্তি তিন হোটেলে। দাদাদের সঙ্গে বৌদি ও ছেলে-মেয়েরা; আর, আমি আছি অ্যাকা। অ্যাকদিন চুপি চুপি হরিশ দা' পাড়লেন অ্যাক খবর—অ্যাকটা জায়গায় যোদি সন্ধ্যার দিকে দাঁড়িয়ে থাকা যায়, কি ধীরে ধীরে পায়চারি করা যায়, তা'হোলে অভ্যর্থনা আসে। তা'ই নাকি? মদন দা' বোললেন, "অন্ততঃ অভিজ্ঞতা হিসেবে এ সুযোগ ছাড়া উচিত নয়।" "কখনো নয়।" "তা' হোলে আজ সন্ধ্যায়।" চুক্তি পাকা হোয়ে গ্যালো। শেষ পর্য্যন্ত মদন দা' বেরুতে পারলেন না, বৌদির অসুখের জন্য। চোললাম আমি আর হরিশ দা, হৃষ্টমনে। যথাস্থানে গিয়ে মৃদু পায়চারি, এবং যথাভীপ্সিত অভ্যর্থনা। "খুব সুরত হায়?" "বহুৎ।"

হিন্দুস্থানিতে আর বেশি দূর কুলোয়না না দেখে, এবং বৃথা বাক্যব্যয়ে কালক্ষয়ের প্রয়োজনই বা কী এই বিবেচনায় বলা গ্যালো, "চলো।" এজেন্ট্ বাহাদুর আগে আগে, এবং আমরা দুই মক্কেল পিছে পিছে চোললাম অধঃপথে। নেমেই চোলেছি। শেষে, বাতির অভাব, অন্ধকার অন্ধকার ভাব দ্যাখা দিলো। বৌদির ভয়ে কি প্রাণের ভয়ে হরিশদা'র বুক কোরে উঠলো দুরদুর। "না, ভায়া, ভয় লাগছে, আর নয়। এখানে খুন কোরে ফেললেও কেউ দ্যাখার নেই।" সুতরাং আমরা সসম্মানে মত পরিবর্ত্তন কোরে পথ পালটালাম। জুডিশিয়াল্ অফিসার্দের কেউ বোলতে পারবে না র‍্যাশ্।

"ছুটিতে কোলকাতায়। সেই কোলকাতা, যা'র জন্যে সারা বছর উন্মুখ হোয়ে চেয়ে থাকি। বাড়ীর পরে বাড়ী—অ্যাকতলা, দোতলা, তিনতলা, চারতলা, পাঁচতলা। গাড়ীর পরে গাড়ী—গোরুর, মোষের, ঘোড়ার, সাইক্ল্, রিক্শা, মোটর্, ট্রাম্, বাস্, অ্যাকতলা, দোতলা। নারীর পরে নারী—অবলা, সবলা, সরলা, জটিলা, বিফলা, সফলা, চঞ্চলা, চটুলা। "হৃদয় রেখেছি পাতিয়ে তোমার তরে," এই কথাই য্যানো বোলতে চায় নারী এবং নগরী। সে আহ্বান কি অবহেলা করা যায়? সে দাবি কি অস্বীকার করা যায়? তাই, সন্ধ্যায় ফুটে ফুটে উঠলো যখন সব আলো, জ্বোলে জ্বোলে উঠলো যখন ধমনীতে ধমনীতে উচ্ছৃঙ্খলতার অগ্নিশিখা, তখন গুটি গুটি কোরে ছোড়িটি হাতে নিয়ে চোললাম। সেই পুরোনো রাস্তা গ্রেশাম্

স্ট্রীট্। ঠিক সেই রকমটিই আছে য্যামনটি চিরদিন। "চাহিব চাহিব না, কেহ মোরে দেখিওনা," এই ঢঙে চোললাম দ্রুত মন্থর গতিতে। প্রতিটি মূর্ত্তিই য্যানো পায়ে ধোরে ধোরে রাখে চক্ষুকে, তোবু চাই চক্ষু ফেরাতে। পা আর চায়না এগুতে, তোবু য্যানো ঠেলে নিয়ে যাই তা'কে। বড়ো আলো, বড্ডো আলো! কে দেখে ফেলবে? নাঃ, অ্যাতো সদর রাস্তায় প্রেম অচল। ডান হাতে এসে পোড়লো জেফ্রি বাই-লেন্। সোরু রাস্তা, ঢোকা যাক। ফুলের পর ফুল রোয়েছে ফুটে, তোবু ছোঁবার উপায় নেই। চলো, চলো, এগিয়ে চলো, বড়ো ভীড়! সবাই কি এই ছোটো গোলিতে ঢুকেছে আমারই মতো সান্ধ্য অভিযানে? সাচ্চা ক্রেতার চেয়ে যাচাইদারেরই দল ভারী। এই সব রাস্তায় নোটিস্ টাঙিয়ে রাখা উচিত ছিলো, "দর্শকদের মধ্যে কেহ কাহারও পানে দৃষ্টিপাত করা নিষেধ।" ভুলে ফেলে এসেছি নীল চশমা আর টুপিটা। তা'হোলে তো তোবু কতকটা আড়াল হোতো! দার্জ্জিলিঙে দেখেছি শিকারন্বেষীকে রাতে নীল চশমা পোড়ে আত্মগোপন কো'রে চোলতে। বুদ্ধিমানের কাজ। বড়ো সুন্দর তো! নিশ্চল, নিথর, ধীর, য্যানো শ্বেত মর্ম্মরের প্রতিমূর্ত্তি! কিন্তু সজীব, তপ্ত শ্বাস, তপ্ত হৃদয়, তপ্ত ভালোবাসা। স্বর্গের সুগন্ধ শোভা আমারই পথ চেয়ে—তোবু দ্বিধা। রক্ত ছুটতে লাগলো শিরায় শিরায় ঘণ্টায় ষাট মাইল বেগে; মাথা হোয়ে উঠলো গরম, অস্থির! অ্যাক পা এগিয়ে যেতেই

দেখি সামনে লোক আসছে। আর হয়না। একটু নিরিবিলি ছিলো, তা'ও গ্যালো। ওঃ, আরও লোক আসছে; চলো, চলো, এগিয়ে চলো! সমস্ত পুরুষের মুখ ও দেহ এড়িয়ে দ্বিপদ যন্ত্রটি চোল্লো যেদিকে গিয়েছে রাস্তা।* যাক, কেউ নেই এখানে, অন্ধকার একটু আছে। ঐ যে দাঁড়িয়ে আছে ত্বু'টি! একটু গোতি কোমিয়ে পরখ কোরে গ্যাখা গ্যালো নাঃ, নিশ্চয় রোগের ডিপো! চোখগুলো কী, য্যানো ত্বর্ভিক্ষের জ্বালা! চলো, আরও চলো! বড়ো আলো! বড়ো আলো! আলোকই বুভুক্ষু চক্ষের ক্রূরতম শত্রু। জেফ্রি বাই লেন্ শেষ হোয়ে গ্যালো; পোড়লো ট্রামের রাস্তায়। ফেরিওয়ালা বেচছে চানাচুর। ফিরে যাওয়া যায়না। এখুনি যে রাস্তা দিয়ে এলাম, এখুনি সেই রাস্তা দিয়ে ফিরে গেলে ওরাই বা কী মনে কোরবে? ট্রামের রাস্তা দিয়েই চলো, কাছেই নিশ্চয় কোনো না কোনো গোলি পাবো যেটা দিয়ে আবার গন্তব্য স্থানে পৌঁছতে পারবো। আঃ, ধাক্কা লেগে গ্যালো! "মশায়, দেখতে পান না?" "আপনিই বা কী রকম দেখতে পান মশায়?" আবার স্টার্ট্। * এই পাওয়া গিয়েছে—শঙ্করী প্রসাদ লেন্। রাস্তাটায় য্যানো বাতি নেই! বাঁচা গিয়েছে! এঃ, জলের মধ্যে পা দিলাম; এখানে আবার জল জোমে ছিলো খানিকটা! কোই, তা'রা কোই? এই যে, ছেলেরা পড়াশুনো কোরছে! তা'হোলে তো কাছাকাছি কেউ না থাকাই সম্ভব! বৃথাই আশা! অন্ধকার হোলেই সুন্দর

হয় না। কালো হোলেই কেষ্ট নয়। এলো নীলুবাবুর গোলি! এই যে সব থরে থরে! অনেক লোক! যেখানেই নারীর ভীড় সেখানেই কি পুরুষের ভীড়! কম্পিটিশনের জন্যেই র‍্যাশনিং স্কীম্ হিসেবে বিবাহ প্রথা চালু করা হোয়েছিলো; যেখানেই র‍্যাশনিং নেই সেখানেই কম্পিটিশন্। বাড়ীতে জলের কল যোদি না থাকে, তা'হোলে রাস্তার কল থেকেই জল খেতে হবে; তা'তে লজ্জা ক্যানো? তোবু লজ্জা ভয় আসে; কে দেখে ফেলবে, জানাজানি হোয়ে যাবে! তা'তেই বা কী? কেউ খান থালাতে, কেউ খান পাতাতে; খান তো সবাই! তোবু—। চলো, চলো, এগিয়ে চলো, নাক সোজা দৃষ্টি রেখে, লোকে য্যানো মনে করে, অ্যাকটা অপরিচিত রাস্তা দিয়ে শর্ট্‌কাট্ কোরে চোলেছো। ছ্যাঃ, গোবর ছিলো! পোড়ে-ছিলাম আর কি! সবাই দেখে ফেলেছে, আর হাঁসছে। ছি, ছি, ছি! কী দরকার এ সবের? অ্যাকটা সামান্য প্রবৃত্তির প্রতিরোধ কোরতে পারা যায় না? ভাবো রামকৃষ্ণের কথা, ভাবো বিবেকানন্দের কথা। নাঃ, বাড়ী ফিরে যাই। আবার গ্রেশাম্ স্ট্রীটে এসে পোড়লাম। কিন্তু এগুলো দাঁড়িয়ে থাকে ক্যানো চোখের সামনে? ভগবান্ এগুলোকে সৃষ্টি কোরলো ক্যানো? প্রকৃতিং যান্তি ভূতানি নিগ্রহঃ কিং করিষ্যতি? তা'রই মতো না? কতকটা তা'রই মতো; তবে অতোটা সুন্দর নয়। ওকি, কয়েকটা পুলিশ আর লোকজন আসছে, না? তাইতো! আমাকেই আবার

ফ্যাসাদে ফেলবে না তো! যদি অ্যারেস্ট্ কোরে বসে! আমি কী কোরে প্রমাণ কোরবো, আমি কে? ভাওয়ালের কুমার ছাড়া তো আর কেউ নিজের আইডেন্টিটি প্রমাণ কোরতে সমর্থ হয়নি; তা'ও কেউ কেউ সন্দেহ করে। নাঃ, ঐ গোলিটাতে ঢুকলো! বাঁচা গ্যালো! চলো, চলো! অনেক কোমে গিয়েছে দেখি! সারাক্ষণ দাঁড়িয়ে থাকবে নাকি তোমার জন্যে? য্যানো তুমি ছাড়া ওদের আর লোক নেই! সত্যিই, আরো তো লোক আছে! উঃ! অ্যাতো আশা দিয়ে রমা বিফল কোরতে পারতো আমায়, যোদি সংসারে যোতি না থাকতো? মন প্রাণ দিয়ে রমাকে ভালো-বেসে তা'র প্রতিদানে পেলাম কী? চোখের সামনে নির্ম্মম ভাবে সে বিয়ে কোরে ফেললো যোতিকে, আর, আমার স্মৃতি মুছে ফেললো মন থেকে জন্মের মতো! বারবনিতারা দুষ্ট? আমি তো বোলি, তা'দের মতো সাধ্বী কেউ নেই। তা'রা তো আমায় প্রতারণা কোরবেনা! তা'রা তো কাউকে প্রতারণা করে না! বিবাহিতা স্ত্রীলোকের মতো অন্ধকারে আড়ালে তো তা'রা উপপতির সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে না! তা'রা সরল ভাবে নিজের পরিচয় দিচ্ছে, ঋজু বলিষ্ঠ অন্তঃকরণ নিয়ে সৃষ্টির প্রথম বাণী প্রচার কোরছে, 'ময় ভুখা হুঁ"।

"সুন্দর পালিত স্ট্রীট্ আর গ্রেশাম্ স্ট্রীটের জান্‌ক্‌শান্ এসে পোড়েছে। কতকগুলো ছোকরা মোড়ের ধারে দাঁড়ানো মেয়েটির কাছে, ওতি কাছে, গিয়ে দাঁড়ায় দাঁড়ায় য্যানো।

'আসুন না!' 'দূর, মাগী!' এ কি! সে তো কাউকেই কিছু বলেনি, চুপ কোরেই দাঁড়িয়ে ছিলো; তোমরা তা'র অ্যাতো সন্নিকটে গেলে যে, তা'কে বাধ্য হোয়ে ভদ্রতার খাতিরেও মুখ খুলতে হোল। এই ভাবে অসম্মান করার কী অধিকার তোমাদের আছে? মেয়েটি যোদি অ্যাখন উপযুক্ত জবাব দ্যায়? না, সে কিছুই বোললো না, য্যামন দাঁড়িয়ে ছিলো, তেমনিই থাকলো। কাছ দিয়ে গেলাম। তা'র চোখ দুটি য্যানো কী ভাবছে! হয়তো ভাবছে সেই দিনের কথা যেদিন সেও মনুষ্যসমাজের মধ্যে ছিলো, যে গোষ্ঠীকে মনুষ্য-সমাজ বলা হয়। হয়তো ছোবির মতোই হবে তা'র কাহিনী। অ্যাগারো বছর বয়সের সময়ে পাড়ার একটি আঠারো বছর বয়সের ছেলে—যা'কে সে দাদা বোলে ডাকতো—ম্যালা দ্যাখাবার নাম কোরে সঙ্গে নিয়ে কোলকাতায় এনে ফেললো রাজসাহীর অ্যাক পল্লী থেকে, আর ফিরে নিয়ে গ্যালোনা। 'আর ফিরে নিয়ে গ্যালোনা', এই কথাটি বোলতে ছোবির চোখে জল এসে গিয়েছিলো। হয়তো এই মেয়েটির হৃদয় থেকেও ঠিক সেই ভাবেই অশ্রু ঝোরে পোড়ছে নীরবে। হয়তো একটু সহানুভূতির সাড়া পেলেই, চোখে ফুটে উঠবে শিশির বিন্দুর মতো। কিন্তু সে সাড়া দেবার সময় তো আমার নেই! অনেক লোকজন! চলো, চলো! *রাত্রি বেড়ে যাচ্ছে, আর ঘুরবো না, সেই সুন্দর মেয়েটা যা'কে প্রথম দেখেছিলাম, তা'র কাছেই যাই! এ রাস্তা, ও রাস্তা।

কেউই নেই, বোলতে গেলে। ঐ দিক্‌টা নয়? হ্যাঁ, হ্যাঁ! ঐ তো! কোই? সে কোই? তাই তো, সে তো নেই! তা'হোলে, তা'হোলে, যা'র কাছে হোক! কাছাকাছিই বা কেউ কোই? পা' ধোরে এসেছে। ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং ঢং—ন'টা বেজে গ্যালো এর মধ্যে! অ্যাক পা এগিয়েই দেখি রমেশ, ছেলেব্যালাকার বন্ধু। অ্যাকেবারে মুখোমুখি হোলো অ্যামন জায়গায়! রমেশের চিরদিনই 'সুনাম' এ সব বিষয়ে, কিন্তু আমি তো 'ভালো ছেলে!' ক্যামন ধারা অট্ট হেঁসে রমেশ বল্লো, 'কী—হে'— 'কী'টা বেশ কোরে ইয়ারকি কোরে টেনে। আমি লজ্জায় আরষ্ট হোয়ে জবাব দিতে পারিনে। রমেশ আরো কাছে এসে দিলো অ্যাকটা ঠ্যালা।"

একি! দেখি গৃহিণী ধাক্কাচ্ছেন, "অ্যাতো ব্যালা হোয়ে গ্যালো, উঠবেনা?" চোখ ডোলি। "রমেশ গ্যালো কোথায়?" "কোন রমেশ?" "বোলছি এই যে—কী বলে—চাপরাশিটার কী নাম য্যানো?" "মার্ত্তণ্ড।" "ও তাইতো বটে! অ্যাতো শক্ত নাম!"

* * * *

সন্ধ্যার সময় অসিত বাবুর কোয়ার্টারের কম্পাউণ্ডে বসা গ্যালো! এখানে দু'জন মুন্‌সেফ্, দু'জনের পাশাপাশি কোয়ার্টার্। প্রায় অ্যাকই ধরনের বাড়ী। অনেক গল্পই হোলো। কন্‌টেস্‌টেড্ সুটের সংখ্যা বাড়ানোর দুই অ্যাকটা ফিকির অসিতবাবু শিখিয়ে দিলেন। "ভালুয়েশন্ ইশু! দাও

বাড়িয়ে মূল্য, পিকিউনিয়ারি জুরিস্‌ডিক্‌শন্‌ ডিঙিয়ে পাঁচীল টোপকে ফেলে! ছু'অ্যাকটা কবালা দেখে জোমির মূল্য বাড়ানো সোজা। বেঁচে থাক ৮ সি। গভর্নমেণ্টেরও ছু'পয়সা হোলো, তোমারও পরিশ্রম বাঁচলো! তবে, সময়ে সময়ে উকিলরা আবার জটলা কোরে ঠিক করে, 'কী হবে ভ্যালুয়েশনে আপত্তি তুলে কেস্‌টাকে হাত ছাড়া কোরে, ভ্যালুয়েশন্‌ ইশুতে গণ্ডীর বাইরে চোলে গেলে দুই উকিলেরই ফি'টি নষ্ট তো!' কিন্তু এ রোগেরও চিকিৎসা আছে। গভর্নমেণ্টের রেভেনিউএর দোহাই দিয়ে লাগাও ৮ ডি! বুঝে সুঝে কমিশনার্‌ করো; 'মূল্য যোদি না বাড়াও, তো আর কমিশন্‌ পাচ্ছোনা মনে থাকে য্যানো'।" "এখানেও কি টাইট্‌ল্‌-ম্যানিয়া আছে নাকি," আমি জিজ্ঞাসা কোরলাম; "বাজিতপুরে থাকতে দেখি, মাসে চোদ্দটা ছাঁকা টাইট্‌ল্‌ দিয়েও রিমার্ক্‌ পেয়েছি, 'outturn inadequate, must improve'। কয়েক মাস এ রকম হ'বার পরে দিলাম ঝেড়ে অ্যাক পদ্য বেনামাতে জাজের সেরেস্তাদারের ঠিকানায়—

'চাই টাইটেল্‌, নহে হ'বে ফেল্‌
'নোতুবা ইনেফিশিয়েণ্ট্‌;
'ফেলে দাও যতো মিস্‌ কেস্‌
'আর ঠেলে দাও যতো রেণ্ট্‌।
'এস্‌-সি-সি গুলি বিশ্রী সকলি
'মিছে জঞ্জাল ভরা,

'এগুলিরে নিয়ে বুঝিয়ে সুঝিয়ে
'কম্প্রমাইস্ই করা !
'পচা মানিগুলা বাজেই প্লী'তে ঘোলা,
'দেখে মনে হয় রাগ,
'কোর্ট্ ফি বাঁচানো, স্বত্ব অ্যাড়ানো,
'জাহান্নমেতে যাক।' "

"ঠিকই লিখেছিলেন", অসিতবাবু ফোড়ন দিলেন ; "কতো মিস্ কেস্এ টাইটেলের চেয়ে বেশি পরিশ্রম কোরতে হয় ও বড়ো রায় লিখতে হয়, কতো এস্-সি-সি স্যুট্এ সারাদিন যায়, কে তা'র খবর রাখে ?" "তবে, ওখানে ওরকম জ্বালাতন-করা কমেণ্ট্ আসার অ্যাকটা বিশেষ কারণ ছিলো। ওখানকার দু'টো কোর্ট্ মহম্মদ আলি অ্যাকাই অনেক দিন চালিয়ে আসছিলেন। ফলে, তিনি আর অ্যাড্মিনিস্ট্রেটিভ্ কাজ কিছুই দেখতে পারেন নি। মহম্মদ আলি মাস খানেক ছুটি নেওয়ায় তাঁ'র জায়গায় আমি পোস্টেড্ হোই, কিন্তু তিনি আবার ওখানে রিজয়েন্ করার পরেও মাস খানেক রোয়ে গেলাম দ্বিতীয় কোর্টে। এই সুযোগে মহম্মদ আলি আমাকে কোর্ট্ দু'টো ইন্স্পেক্ট্ কোরতে বোললেন। আমার তখন অল্প দিনের চাকরি ; খুব উৎসাহের সঙ্গে ইন্স্পেকশন্ ফর্ম্ম্এর পয়েন্ট্ ধোরে ধোরে দেখতে লাগলাম। বহু গলদ বেড়ুতে লাগলো। অ্যাকটা বড়ো মামলায় ডিক্রি লেখা হয় নি মাস দুয়েক ধোরে, কারণ, কেরানীবাবু যতো টাকা দাবি

কোরেছিলেন ডিক্রি লেখার জন্য ডিক্রিদার পক্ষ ততো টাকা দিতে রাজী নয়! বহু সেল্ সার্টিফিকেট্ লেখা হয়নি বা পেমেন্ট্ অর্ডার্ পাস করা হয়নি অনুরূপ কারণে কিংবা গাফিলতিতে! পয়সার জোরে আউট্ অব্ টার্ন্ কতো কপি রেডি হোয়ে গিয়েছে! সবই ধরা পোড়তে লাগলো। কেরানীবাবুরা আমার কাছে সানুনয় অনুরোধ কোরলেন, 'এগুলি আমরা সব ঠিক কোরে দিচ্ছি ইন্স্পেকসন্ রিপোর্টে কিছু লিখবেন না।' আমি বোললাম, 'যখন ইন্স্পেক্শন্ কোরতে বোসে লক্ষ্য কোরলাম, তখন উল্লেখ না কোরি কী কোরে?' আমার ইন্স্পেক্শন্ রিপোর্ট্ তো গ্যালো চোলে। কেরানীবাবুরা কিন্তু এর শোধ তুললেন, ডিস্ট্রিক্ট্ জাজের সেরিস্তাদারের কাণ ভারী কোরে দিয়ে, 'উনি বোয়ে বোয়ে থাকেন, কিছুই করেন না।' অঙ্গাঙ্গিভাবমজ্ঞাত্বা কথং সামর্থ্য-নির্ণয়ঃ?" অসিতবাবু এখানে বাধা দিলেন; "আপনি বোধহয় জজের সেরিস্তাদারের কাছে ঠিকমতো তদ্বির কোরতেন না! ঐখানেই তো আসল কলকাটি। আই-সি-এস্ জজ্রা কি নিজেরা কিছু ভ্যাখেন? মুজাহের সাহেব বড়াই কোরতেন, সব সোই তাঁ'র পনেরো মিনিটের মধ্যে হোয়ে যায়। তা' আর হবে না ক্যানো, চোখ বুঁজে সোই কোরলে?" আমার মনে পোড়লো রাজশাহীর সেরেস্তাদারের দাপটের কথা। "যোদি এই গোলমালটা হবে, তবে মুনসোব রেখেছি ক্যানো," অ্যাকদিন অ্যাকটা ব্যাপারে তিনি সরলভাবে প্রশ্ন কোরে

বোসলেন। মুনসোব তো তিনিই রেখেছেন! তিনি অফিসে ঠিক এজলাসের অনুকরণে নিজের বসার ব্যবস্থা কোরে নিয়েছিলেন। কোনো মুন্‌সেফের ক্যাজুয়্যাল্ লীভ্‌এর দরখাস্ত পুট্‌আপ্ করার সময় টিপ্পনী কাটলেন, "এই ক'টা দিন নিলেই উনি দশদিন খতম কোরতে পারেন।" আমি প্রকাশ্যে বোললাম, "বাজিতপুরে আর অ্যাকটা জিনিষ লক্ষ্য কোরেছি। বিপিনবাবু, বেঞ্চ্ ক্লার্ক্, প্রায়ই বোলতো, 'ওমুক কোর্টের হাকিম বিশটা টাইটেল্ দেন মাসে, ওমুক হাকিম পঁচিশটা।' উদ্দেশ্য, তুমিও কম্পিটিশনে নাম এন্‌টার্ করো। হাকিম যতোই জুডিশিয়াল্ ওয়ার্ক্ নিয়ে ব্যস্ত থাকবে, কেরানীদের ততোই রাজত্ব।" অসিতবাবু বোললেন, "করাপ্‌শন্ বন্ধ কোরতে হোলে নিয়ম কোরে দাও যে, জুডিশিয়াল্ অফিসার্‌দের দৈনিক অ্যাক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা স্রেফ অ্যাড্-মিনিস্ট্রেটিভ্ অফিসার্ হোয়ে থাকতে হবে, সাড়ে তিনটে কি চারটে থেকে পাঁচটা পর্য্যন্ত কোনো জুডিশিয়াল্ কাজ করা চোলবে না কেবল অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ্ কাজ কোরতে হবে, সে সময়টা প্রিজাইডিং অফিসার্‌কে নিজে দোলিল ফেরত দেওয়া, সেল্ সার্টিফিকেট্ দেওয়া, নকল দেওয়া, প্রভৃতি বিষয়ে তদারক কোরতে হবে; ভূত পালাতে পথ পাবেনা, তা না, হুঁঃ।"

কথায় কথায় জিজ্ঞাসা কোরলাম, "খাবার জিনিষ পত্তর ক্যামোন পাওয়া যায় এখানে? Conditions of living কী রকম?" অসিত বাবুর প্রায় দু'বছর হোয়ে এলো;

কাজেই তিনি নিশ্চয় ওয়াকিবহাল হবেন। মুখ ব্যাঁকা কোরে বোললেন, "আর ক্যামোন হবে, পচা মফঃসল য্যামোন হয়! কুণো কোলাব্যাং গুলোকে দিন এখানে, পরমানন্দে থাকবে। তা'দের আপত্তি হবে খালি গভর্ন্‌মেণ্ট্‌ কোয়ার্টার্‌ থাকার জন্যে ১০ পার্‌ সেণ্ট্‌ কেটে নেবে বোলে। তা'রা চাইবে, দশ টাকায় কুঁড়ে ঘরে থেকে ব্যাঙ্ক্‌ ব্যালান্‌স্‌ বাড়াতে।"

আমি ঃ "এই বাঁশবনের ভেঁতর সিভিল কোর্ট্‌গুলো রেখেই বা লাভ কী? ক্রিমিন্যাল্‌ কোর্টের যোদি দরকার না হয়, তো সিভিল্‌ কোর্টেরই বা হবে ক্যানো?"

অসিতবাবু ঃ "দরকার খুব আছে। নৈলে টাউট্‌গুলোর চোলবে কী কোরে? আর, কুণো উকিলগুলোরই বা কী গতি হবে? সেবার সদরঘাটে কী হোলো? কেরানীদের থাকার বাড়ী পর্য্যন্ত নেই, অ্যাকটা খোঁয়াড়ে তা'রা থাকতো, তা'ও গ্যালো জ্বলে পোড়ে। ডিসট্রিক্ট্‌ জাজ্‌ লিখে দিলেন হাইকোর্টে ও গভর্ন্‌মেণ্টে কোর্ট্‌ তুলে দেবার জন্যে। তখন উকিলবাবুরা যথাস্থানে ধন্না দিলেন; এবং গভর্ন্‌মেণ্ট্‌ প্রস্তাবটি নাকচ কোরে দিলেন এই অজুহাতে যে কোর্ট্‌টি তুলে সদরে নিয়ে গেলে হয়তো অতো কোর্ট্‌ফি পাওয়া যা'বে না। কেরানীদের গাছতলায় থাকতে হোক, কিংবা মুন্‌সেফের স্ত্রীকে চেম্বারে সন্তান প্রসব কোরতে হোক, তাতে কী যায় আসে? বৃটিশ্‌ গভর্ন্‌মেণ্ট্‌ কখনও কায়েমী স্বার্থের ওপর হাত দেবে না। সতীদাহ প্রথা তুলে দেওয়া আর বিধবা-বিবাহ আইন

করার ফলেই হোলো সিপাহী-বিদ্রোহ; বৃটিশ্ গভর্ন্মেন্ট্ আর ওপথ মাড়ায়?"

আমি: "বৃটিশ্ গভর্ন্মেন্ট্কে খাড়া কোরে রেখেছে তো কতকগুলো কায়েমী স্বার্থই—য্যামন, রাজামহারাজারা, খেতাব ধারীরা, অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট্রা।"

অসিতবাবু: "এঁদেরই তো ইংরেজরা ব্রেক্ওয়াটার্ বলে। জন-আন্দোলনের ধাক্কা আঁসে তো আগে এদের ঘাড়েই পোড়বে। চালাক জাত বটে!"

সন্ধ্যা হোয়ে এলো। খং প্রসুপ্তমিব অস্তমিতে রবৌ। ঘরে ঘরে বেজে উঠলো শঙ্খ, বামা-কণ্ঠে। মূর্ত্তিমতী শান্তি য্যানো কোরছে লক্ষ্মীর আবাহন। দিনের ক্লান্তির পরে কৃষক ফিরলো গৃহে, তা'র শান্তির নীড়ে, যে নীড় সাজিয়ে রেখেছে তার গৃহিণী-লক্ষ্মী। অসিতবাবু বোললেন, "দেখুন, সব বাড়ীতে শঙ্খ বাজছে, আপনার আমার বাড়ী ছাড়া। এইটেই তো আভিজাত্যের ছাপ! শাঁখ বাজানোও তো অ্যাকটা পরিশ্রম, কে করে? ভদ্র পরিবারে বিয়ে করা মানে অ্যাকটা চকচকে আলমারি ঘরে আনা। চেয়ে ছাখো, সাফ করো, কাপড় জামা ভর্ত্তি করো, আর, পাঁচজনকে ছাখাও।" একটু ক্ষোভের সুর য্যানো! আমি বোললাম, "তাই বোলে ছোটো লোকের ঘরেও তো বিয়ে করা যায় না!" "ক্যানো যাবে না? আগেকার দিনে কি অনুলোম বিবাহ ছিলো না?" আলোচনায় বাধা পোড়ে গ্যালো অসিত বাবুর মেয়ে ঝিঙে

এসে পড়াতে। কথা চাপা দিয়ে অসিত বাবু বোললেন, "মা, কাকাবাবুকে অ্যাকটা গান শুনিয়ে দাওনা!" গান হোলো। মেয়েটি গাইলো—

সুন্দর তুমি
নন্দিতগতি,
চাহনে তোমার চঞ্চল দ্যুতি,
কণ্ঠে তোমার সুধানির্ঝর
ঝোরিছে দিন ঝোরিছে রাতি।
নৃত্যের তব ভঙ্গিম তালে
বক্ষে জড়ানো কুসুমের দোলে
দুলিয়া দুলিয়া ভুলিয়া ভুলিয়া
আপনা হারানো দুর্বার অতি।
সুন্দর তব সুরের লহরী
ঝঙ্কৃত হোয়ে উঠিল আলোড়ি,'
গগন ভূতল কাঁপে রসাতল
থরথরি থরথরি ;
কী গান গাহিলে মনভোলা কোবি,
এবা কোন ঠামে আঁকিলে এ ছোবি,
নাচিয়া নাচিয়া গাহিয়া গাহিয়া
কোরিলে কী মাতামাতি!

পরদিন সন্ধ্যায়। "দেখুন, ভায়া, আজ হরিহরবাবুকে বেশ শুনিয়ে দিয়েছি। বার থেকে নাকি আমার নামে

রেজলিউশন্ হোয়ে হাইকোর্টে ও জুডিশিয়াল্ সেক্রেটারির কাছে যা'বে। যাক না! বড়ো জোর তো ট্র্যান্স্ফার্? আমি তো অ্যাক পা বাড়িয়েই আছি।" কথাটা আমার কাণে এবং প্রাণে বাজলো! ট্র্যান্স্ফার্ হওয়ার এ অ্যাকটা ফিকির আছে বটে! জায়গা ভালো না লাগে তো লাগাও উকিলদের সঙ্গে ঝগড়া! সিভিল্ রুল্স্ বেঁচে থাক; ঝগড়া করার রাস্তা অনেক আছে। মনে পোড়লো সন্তোষবাবুর কথা। ঝগড়া কোরে বোদলি হোতেন। উকিলরা অবশ্য বিজয় গর্ব্বে ঢাক পেটাতো। সন্তোষবাবু কিন্তু মুখ টিপে টিপে হাঁসতেন। তবে, অবশ্য উল্টো সম্ভাবনাও আছে। সময়ে সময়ে উপর থেকে হুঙ্কার আসে, "মুন্সেফের সঙ্গে লড়ো তো মরো! কোর্ট্ দেবো উঠিয়ে।" এ ওষুধ ধরে। অ্যাক দাপটেই উকিলবাবুরা ঠাণ্ডা। "কী ভাবছেন" অসিতবাবু জিজ্ঞাসা কোরলেন। "না; আপনার তো বুকের বেশ জোর আছে। অ্যাকটা ব্ল্যাক্ মার্ক্ পড়ার ভয় নেই কি?" "কীসের ব্ল্যাক্ মার্ক্? সাহেব আমার পক্ষে টানবে! ঐ জায়গাটি ঠিক রাখবেন সব সময়ে, আর যা'ই করেন। স্ত্রী-লোক হোলে স্বামী, আর, মুন্সেফ্ হোলে জজ্। ব্যাস্!" "কিন্তু ঝগড়াটা লাগলোই বা কী নিয়ে?" "আর বলেন ক্যানো! অ্যাকটা পচা মিথ্যে কেস্, সাজানো সাক্ষী, অনর্থক সময় নষ্ট কোরবে।" "কেস্ যতো পচা, উকিল থাকে ততোই পাকা এবং জেরা ও বক্তৃতা হয় ততোই লম্বা, এ তো জানাই!"

"জেনে শুনে মিথ্যে পক্ষ সমর্থন কোরতে লজ্জা করে না? অ্যাকটা বিধবার সম্পত্তি!" "টাকা নিয়েছে, তা'কে তো তা'র কর্ত্তব্য করতে হবে, প্রফেশন্যাল্ ডিউটি তো আছে!" "কোথায় লেখা আছে যে, উকিলকে মিথ্যে পক্ষ জেনে শুনে সমর্থন কোরত হবে, সমাজ-দ্রোহিতার কাজ কারতে হবে? পয়সা নেবার ফিকিরে ও সব কথা উকিলদের বানানো। এই এই দেখুন না……।" দ্যাখা গ্যালো পরিতোষবাবু আসছেন। অসিতবাবু নিম্নস্বরে বোললেন "পরিতোষবাবু লোকটি ভালো আমাদের সময়ে অসময়ে অনেক উপকার করেন। অন্য পাজি উকিলগুলো সেই জন্যে ওঁকে বলে স্পাই।" পরিতোষবাবু এসে পোড়লেন। "আসুন, পরিতোষবাবু!" পরিতোষবাবু বোসলেন। "আচ্ছা, আপনিই বোলুন তো পরিতোষবাবু, আজকের ব্যাপারটা সম্বন্ধে। হরিহরবাবুকে কড়া কথা শোনানো কি অন্যায় হোয়েছে?" পরিতোষবাবু একটু চুপ কোরে থেকে ধীরে ধীরে বোললেন, "সিনিয়ার্ উকিল, সবাই ভক্তি-শ্রদ্ধা করে!" "ভক্তি শ্রদ্ধা করে তো ওকালতি করা ক্যানো?" আমি হিসেব কোরে দেখলাম যে, এখানে আমার কিছু বলা উচিত। তা'ই বোললাম, "ওকালতি অ্যাকটা পোষাক মাত্র। তা'র সঙ্গে ভিতরের মানুষের তো কোনো সম্পর্ক নেই! বড়ো উকিলের গৌরব কোথায়? সত্যকে মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, জীবিতকে মৃত এবং মৃতকে জীবিত প্রমাণ করা, স্বয়ং ভগবান্ সাক্ষী দিতে এলে তাঁকে মিথ্যাবাদী

সাব্যস্ত করানো, এইখানেই তো ওকালতির গৌরব! উকিলের সঙ্গে ভিতরের মানুষকে কন্‌ফিউজ্ কোরছেন ক্যানো? আমরা নিজেরাও তো উকিলই ছিলাম!" "ঘাট কোরেছিলাম," অসিতবাবু একটু উত্তেজিতভাবে জবাব দিলেন, "উকিল থাকতে পারিনি বোলেই হাকিম হোইছি।" "কিন্তু উকিলরা বলে যে, চার আনার উকিলরাই নাকি হাকিম হয়!" "তা'র ইতর বিশেষ আছে," বোলে অর্থপূর্ণ দৃষ্টিতে আমার পানে চাইলেন। অর্থ, আমি সেই চার আনার দলের হোয়ে থাকতে পারি, তিনি নন। কথাটা নিতান্তই ব্যক্তিগত হোয়ে যাচ্ছে, লেবু নেংড়ানো হোয়ে যাচ্ছে; বিশেষ কোরে, দিনের ঘটনাটায় অসিতবাবু যখন একটু চঞ্চল আছেন, তা'ই, কথা ঘোরাবার জন্যে আমি বোললাম, "আচ্ছা, পরিতোষ বাবু, আমার বড়ো ছেলেটার জন্যে অ্যাকজন প্রাইভেট্ টিউটর্ পাওয়া যায় না?" অসিতবাবুর তথাপি 'যুদ্ধং দেহি' ভাব! "আপনাদের তো ঐ! প্রাইভেট্ টিউটর্ আর প্রাইভেট্ টিউটর্! ওতে কি আর পড়াশুনো হয়?" আমি বোললাম, "মাইনের টাকাটা তো খরচ কোরতে হবে!" অসিতবাবু এ কথায় কাণ না দিয়ে বোললেন, "ইস্কুলগুলো হোয়েছে examining body; মাস্টার মশায়েরা কেবল পরীক্ষা করার জন্যে আছেন, পড়ানোর নামটি নেই। ছ' ব্যালা কোরবে প্রাইভেট্ টিউশন্ আর ক্লাসে ঝিমোবে।" সে দিন গল্প জোমলো না।

পরদিন সন্ধ্যায়। "দেখুন ভায়া, যা' সহ্য কোরতে পারিনা, তা'ই সেই বেনামা! বোহু সাক্ষী। মনে হোচ্ছে, সত্যিই বেনামা। কিন্তু আমার কাছে ওটি হোচ্ছে না। সারা জীবন কখনো বেনামার মামলায় ডিক্রি দিইনি। কোরতে গেলে ক্যানো বেনামা? পৈতৃক নামটা ব্যবহার কোরতে কি লজ্জা কোরছিলো?" "কতো কারণে মানুষ যে বেনামা করে, তা'র কি ঠিক আছে?" "কিছুই ঠিক নেই; সবই উড়ো উড়ো। এটি হোচ্ছে আসল জোচ্চোর বদমায়েসের যুক্তি। আপনার কারণটা কী শুনি?" নিজেই আক্রান্ত হোয়ে পড়া গ্যালো। না ভেবেচিন্তে কথা বলা না দেখেশুনে রাস্তা চলার মতো, র‍্যাশ্ ড্রাইভারের হাতে চাপা পড়ার আশঙ্কা। "অতো ভাবছেন কী? ওরকম আমি ঢের দেখেছি!" "নিজের নামে বেশি সম্পত্তি রাখা কেউ কেউ অপছন্দ কোরতে পারে!" "অতোই যোদি অপছন্দ, তো সম্পত্তি করা ক্যানো? গোরিবকে দান কোরে দিলেই হয়!" ভেবে দেখলাম যে, কাল লোড়িনি, কিন্তু আজ আর নয়। আত্মরক্ষার প্রধান অস্ত্র আক্রমণ, তাই, আক্রমণাত্মক সুরে বোললাম, "আপনি অ্যাকটা মস্তো ভুল কোরছেন।" "কী ভুলটি কী শুনি!" "বেনামা জিনিষ আদি কাল থেকে চোলে আসছে। দেখুন পুরাণ! ব্যাসদেব দিলেন বেনামায় ধৃতরাষ্ট্র ও পাণ্ডুর জন্ম। পাণ্ডুর বেনামায় পঞ্চ পুত্র। পুরাকালের যতো সাহিত্য, সবই বেনামা; স্বয়ং ভগবান্ নাকি সৃষ্টি কোরেছেন, অপৌরুষেয়;

এটি কি নিজের নাম গোপন কোরে অপরের নামে চালিয়ে দেবার চেষ্টা নয়? মধ্য যুগের পাতা ওলটান, কতো বেনামাই পাবেন। আরে, আপনার হাতের অ্যাকটা আঙ্গুল পর্য্যন্ত বেনামা রোয়ে গিয়েছে", অ্যাক নিঃশ্বাসে বোলে গেলাম, অসিত বাবুর বাধা দেওয়ার সব চেষ্টাকে ব্যর্থ কোরে। অসিত বাবু বোধ হয় অ্যাতোখানি লেক্‌চার্ আশা করেন নি। তাই, কিছু য্যানো দোমে গিয়ে একটু দম নিলেন। শেষে ধীরে ধীরে বোললেন, "কা'র সঙ্গে কীসের তুলনা কোরছেন!" আমি আবার আক্রমণ কোরলাম, কারণ, শত্রুপক্ষ অল্প কাবু অবস্থায় জিরোবার সুযোগ মোটেই না পায়, সেদিকে লক্ষ্য রাখতে হবে। বোললাম, "সমস্ত আর্টই বেনামা। ধোরুন, অ্যাকটা সুন্দর ছোবি। সেটা কি আসল, না বেনামা? এটা কি অ্যাকটা ঠকাবার চেষ্টা নয়? থিয়েটারে অ্যাক্‌টিং দেখে লোকে ক্ষেপে গিয়ে অ্যাক্‌টর্‌কেই মারতে যায়; সেটি কি? সে সময়ে তো অ্যাক্‌টর্‌কেই খুব বাহাদুরি দেওয়া হয়। আসল কথা, মানুষ সত্য চায় না, মিথ্যাই ভালোবাসে।" "ও হোলো অ্যাক জিনিষ!" "অ্যাক জিনিষ মানে? লোকে বেনামা চিঠি দ্যায় সে খবর রাখেন? কারুর ওপর রাগ হোলো তো, বেনামা চিঠি ঝেড়ে দাও। সাপও মোরলো, লাঠিও ভাঙলো না! ঝালও মিটলো, নিজের কোনো ক্ষতিও হোলোনা! যোদি এই বেনামা চিঠির ব্যবস্থা না থাকতো, তা'হোলে অবস্থাটা কী হোতো ভেবে দেখুন! ভাবুন অ্যাকবার!"

"আরে, ওটা হোলো...।" "বেনামায় টেলি ফোনে গালাগালি দেওয়া যায়, তা' জানেন ? লোকে বেনামায় বিয়ে করে, সে খবর রাখেন ?" অসিত বাবু হতাশ সুরে বোললেন, "কী আর বোলবো !" সে দিনের জয় আমার।

পরদিন সন্ধ্যায়। কথায় কথায় অসিত বাবু বোললেন, "দেখুন অ্যাক গল্প মনে পোড়লো। ঝিনেদায় থাকতে আমার অ্যাক রায় আপীলে গিয়েছে। বালক দত্ত আই-সি-এস্ ডিস্ট্রিক্ট্ জজের কাছে আপীল্ শুননি হোচ্ছে। বালক দত্তর নাম নিশ্চয় শুনে থাকবেন। তিনি মনে করেন যে, তাঁ'রা হোলেন অ্যাক শ্রেণীর জীব, আর, আমরা হোলাম অন্য শ্রেণীর। তিনি আমাদের কেরানীদের পর্য্যায়েই ফেলতে চান। তাঁ'দের ইংরিজি আর আমাদের ইংরিজিতে নাকি অনেক তফাৎ। তাই, আমার রায়টা শুনতে শুনতে অ্যাক জায়গায় বোলে বোসলেন 'Where is the pleader representing the munsi ?' তাচ্ছিল্যভরে শেষের ফ'টাও দেওয়া হোলোনা।" "শেষে ফল কী হোলো ?" "হবে আর কী ? ওরা যা' করে তা'ই মানায়। ঐটেই অ্যাকটা আর্ষবাক্য হোয়ে গ্যালো। আরে, তোরা মনে কোরিস তোরা খুব জানিস। কিন্তু তোদের যে গালাগালি দ্যায় হাইকোর্ট্। ও রকম ঢের দ্যাখা আছে।"

কথা হোতে হোতে ওখানকার সার্ক্ল্ অফিসার্ এসে গেলেন। এলেন অবশ্য অসিত বাবুর বাড়ীতে। আমি সেখানে নোতুন গিয়েছি ; সুতরাং আমি যতোক্ষণ তাঁ'র বাড়ীতে

না যাচ্ছি, ততোক্ষণ তিনি আমার বাড়ীতে আসবেন না। Conduct Rulesএ এই রকমই লেখে। পরিচয় হোলো; আলাপ হোলো। অসিত বাবু জিজ্ঞাসা কোরলেন, "কামদা বাবু, আপনাদের কোফির চাষ কী রকম হোলো?" "কোফির চাষ কোরছেন নাকি," আমি জিজ্ঞাসা কোরলাম। "হ্যাঁ, সবই কোরতে হয় কিছু কিছু। Brighton সাহেব কিছু দিন আগে টুর্এ এসে পচাইপুরের মাঠটা দেখে বোলে গিয়েছিলেন, 'এ জায়গাটা পোড়ে রোয়েছে, এখানে তো কোফির চাষ কোরলেও হয়!' সেদিন যখন আবার খবর পাওয়া গ্যালো যে, সাহেব পচাইপুর হাইস্কুলেব প্রাইজ্ ডিস্ট্রিবিউশনে আসছেন, তখন মনে পোড়লো কোফির কথা। সাহেব ঐ পথ দিয়ে যা'বার আগে কতকগুলো লোককে দিয়ে গোটা কয়েক কোফি বোসিয়ে দেওয়া গ্যালো মাঠে। সাহেবকে ছাখাতে সাহেব তো মহা খুশী! সাহেবদের ঐভাবেই খুশী কোরতে হয়।" আমি বোললাম, "আপনারা তো অসাধ্য সাধন কোরতে পারেন। রাতারাতি কোফি জন্মে গ্যালো! দেশের আর ভাবনা নেই!" "এতো কিছুই নয়! মীরপুরের অর্ফ্যানেজ্ দেখতে আসবে গভর্নর্। কামার, কুমোর, ছুতোর, স্যাঁকরা, সব বোসিয়ে দেওয়া গ্যালো অর্ফ্যানেজে। 'ছাখো সাহেব, গাধা পিটিয়ে ঘোড়া করা হোয়েছে; অর্ফ্যানেজের ছেলেরা ক্যামন সব এক্স্পার্ট্ হোয়ে উঠেছে!' সাহেব তো মহা খুশী! পরের birth-day listএ কলেক্টর্ হোলেন C.I.E., সিনিয়র্ ডেপুটি হোলেন রায় সাহেব।

কামদা বাবুর বাড়ী থেকে ঘুরে আসা গ্যালো জোড়ে। জোড়ে যাওয়াই নিয়ম! বিয়ের পর দ্বিরাগমন থেকে সূত্রপাত হোলো জোড়ে যাওয়া। চাকরি জীবনে তা'রই ছোঁয়াচ। নিয়মটা কি মেয়েরাই বা'র কোরেছে নাকি? যাই হোক, নিয়মটা কিন্তু ভালো, যেদিক্ দিয়েই ভ্যাখা যাক। যোদি উপভোগ কোরতে চাও তো contribute করো। অপরের স্ত্রীকে চাও তো নিজের স্ত্রীকে common poolএ দাও। রক্ষণশীলের দৃষ্টিতেও ব্যবস্থাটায় বেশ শালীনতা আছে। তুমি যোদি আমার স্ত্রীর প্রতি একটু বেশি দৃষ্টি দাও, তোমার স্ত্রী রোয়েছে তোমার প্রহরী আর আমি রোইছি আমার স্ত্রীর প্রহরী। আর, আমারই যোদি বা কখনও ইচ্ছে হয় যে, তোমার স্ত্রীর পানে একটুখানি, ওন্নি আমার ঘরনী খড়্গপাণি।

কামদা বাবু লোক বেশ! খুব কথা বোলে যেতে পারেন। থামতে চান না। "আসুন, আসুন, আজ আপনার ওখানেই যাবো ভাবছিলাম। ওসব ফর্ম্ম্যালিটির কী আছে? অ্যাঁ? আপনাকে কিন্তু একটু সাবধান কোরে দিই। সাব্-রেজিস্ট্রার্ কিন্তু এ বিষয়ে বড্ডো ফর্ম্ম্যাল্! আমার সঙ্গে তো অ্যাকটা ব্যাপার নিয়ে লেগে যা'বার জোগাড়ই হোয়েছিলো। সে যাক! আপনি অ্যাখন কতকটা সেট্ল্ড্ হোতে পেরেছেন বোধ হয়! কিছু ভাববেন না, কিচ্ছু ভাববেন না, আমরা রোইছি, কোনো অসুবিধে হোলেই জানাবেন। আমাদের দেখুন এই টুর্ করার অভ্যেস আছে

বোলে নিজেদের বেশ adapt কোরে নিতে পারি। গোল জায়গায় গোল হোয়ে থাকবো, চৌকো জায়গায় চৌকো, আর ত্যারচা জায়গায় ত্যারচা। তোবু বোলি, আপনারা সুখী। কোনো হাঙ্গামা নেই! নিশ্চিন্তি রায় লিখুন, ওপরওয়ালার খামখেয়ালি পোয়াতে হয় না। এই দেখুন না, সেবার পাঁশপুরে। গ্রামে ঘরে ঘরে কলেরা, গোটা দুত্তিন টিউব্ওয়েল্ কোরে দেওয়া খুবই দরকার। গ্রামের লোকেরাও চায়, আমিও রিপোর্ট্ দিতে লাগলাম। শেষে দেখি, সাহেব অ্যাকদিন আমায় ডেকে পাঠালে, বোল্লে, 'দু'তিনটে টিউবওয়েল্ দেবার টাকা কোথায়, একটি দেওয়া হবে। আর সেই একটি দেওয়া নিয়ে তুমি ক্রমাগত মিটিং কোরতে থাকো, দেরি কোরতে থাকো।' কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম। আমি গ্রামে গিয়ে জাহির কোরে দিলাম, টিউব্ওয়েল্ তো বসানো হবেই কিন্তু কোন কোন জায়গায় বসানো হবে সেটা তাঁ'রা গ্রামবাসীরা নিজেরাই ঠিক কোরুন। আলোচনার পর আলোচনা চোল্লো, মিটিংএর পর মিটিং। কিন্তু টিউব্ওয়েল্ আর বসেনা। গ্রামের অ্যাকজন মাতব্বর দেরি দেখে সাহেবের সঙ্গে দ্যাখা কোরে বোসলো। সাহেব বোলে দিলেন, 'আমি তো কামদা বাবুকে সব বোলেই দিয়েছি, এখুনি বসালেই হয়।' আর, তুমি যে আমাকে বোল্লে, 'দেরি করো, খালি মিটিং ডাকো,' তা'র কী? গ্রামের লোকেরা তো আমাকে মারে আর কি! আমিই য্যানো অনর্থক দেরি কোরছি; সাহেব কি আর মিথ্যে

কথা বোলেছে ? বড়ো ঝঞ্ঝাট, মশায়, বড়ো ঝঞ্ঝাট ! আপনার চাকোর বাকোর সব ঠিক হোয়েছে তো ? আপনার চাপ-রাশিটি কিন্তু বড়ো ভালো ; টুঁ শব্দটি করেনা। আমার এই বাবুটি বড়ো ত্যাঁদোড় ছিলেন। বলে, জুতো ব্রাশ্ কোরবোনা। কোরবিনে, ভালো, খালি সরকারি কাজই কর। যা, এখুনি শেরপুরের প্রেসিডেণ্ট্‌কে ছাখা কোরতে বোলে আয় আমার সঙ্গে, এখুনি ফিরবি ! পাক্কা তিনটি মাইল্। ফিরতে না ফিরতে, যাও পলাশবনির গোনি মিয়াকে আসতে বলো। মাইল্ চার। ঠাণ্ডা ! 'জুতো ব্রাশ্ কোরবো, হুজুর !' এই তো লক্ষ্মী ছেলে ! গোনি মিয়াকে বোধ হয় চিনতে পারলেন না ! গোনি মিয়া হোচ্ছেন, আমাদের সার্ভিসের মহম্মদ মিয়ার চাচা। মহম্মদ অ্যাখন আনন্দনগরে। ভদ্রলোকের সব ভালো, কেবল একটি দোষ ; যেখানে যা'বে, সেখানেই একটি নোতুন বিয়ে করা চাই। তা' সেটা অ্যামন দোষই বা কী ? অনেকেরই মনের ইচ্ছে হয়, কিন্তু moral courage আছে ?"

* * * *

ছ'দিন অসিত বাবুর ওখানে যেতে পারিনি ; আজ দেখি অসিত বাবু নিজেই এসে উপস্থিত সাড়ে পাঁচটার সময়। "চোলুন, বেড়িয়ে আসি !" বেড়োনো গ্যালো। কাছেই অ্যাকটা বিলের মতন আছে ; তা'র ধারে ধারে ব্যাড়ানো ভারি চমৎকার ! অফিসার্ এবং অফিসার্-পত্নীদের সুখের জন্য যে বিধাতা এই বিলটি সৃষ্টি কোরেছেন, তাঁ'র কতোই না

করুণা! তিনি তো এ বিলটি নাও সৃষ্টি কোরতে পারতেন! তখন? কী অপূর্ব্ব তাঁ'র দূরদৃষ্টি! অফিসার্ সৃষ্টি কোরেছেন, সঙ্গে সঙ্গে অফিসার্-পত্নীও সৃষ্টি কোরেছেন! যোদি তিনি অফিসার্ সৃষ্টি কোরে তৎপত্নী সৃষ্টি কোরতে ভুলে যেতেন, তা'হোলে কী অবস্থাটাই না হোতো! দিন কাটতো কী কোরে! আর, যোদি অফিসার্রূপী আমাকেই সৃষ্টি না কোরতেন! ভাগ্যিস্! Te deum!

ভগবানের সমস্ত সৃষ্টির মধ্যে অ্যামন অ্যাকটা সুশৃঙ্খলা বিদ্যমান রোয়েছে যে, দেখলে মুগ্ধ হোয়ে থাকতে হয়। মাছি-মশা সৃষ্টি কোরলেন গোরুর গায়ে বসবার জন্যে, আবার গোরুকে লেজটি দিলেন তা'দের তাড়াবার জন্যে। ছারপোকা সৃষ্টি কোরলেন মানুষকে কামড়াবার জন্যে, আবার, মানুষকে হাত দিলেন তা'দের মারবার জন্যে। মুরগী সৃষ্টি কোরলেন শেয়ালের খাবার জন্যে, আবার, মুরগীকে পাখা দিলেন উড়ে পালাবার জন্যে। রমণীর রূপ দিলেন উপভোগের জন্যে, আবার, রাগ দিলেন মুখ ফেরাবার জন্যে। সব জিনিষই য্যানো dovetailed, খাপে খাপে! অতি নিপুণ শিল্পী ভিন্ন কারো দ্বারা এ কাজ সম্ভব নয়। তাই তো ইংরিজিতে তাঁ'র সম্বন্ধে বলার সময় he বা he-জাত শব্দগুলির h বড়ো হাতের লেখে!

গুটি গুটি কোরে চোলেছি দু'টিতে। চোলতে চোলতে অসিতবাবু বোললেন, "দেখুন, এই deposition record করায় য্যামন drudgery তেম্নি unreality। বোলবে বাংলায়, লেখো

ইংরিজিতে। পরাধীন দেশ ছাড়া এরকম বোধ হয় কোথাও নেই। যোদি recordই রাখতে হয়, তাহোলে য্যামন বোললে ত্যামনটিই লিখতে হয়। কতো জিনিষ যে ঠিকমতো অনুবাদ হয় না, তা'র ঠিক আছে? বলে, 'ব্যাল্ খথো', 'তুই বাশ্'। লিখুন। ইতু ব অর্থাৎ, হৃদয়বাবু উকিল, প্রশ্ন কোরলেন, 'ব্যালা কতো,' সাক্ষী জবাব দিলে, 'তুই বাঁশ'; লিখুন অ্যাখন, 'time two bamboos'।" আমি জবাব দিলাম, "হীরেন বাবু ডেপুটির মুখে অ্যাকটা মজার গল্প শুনেছি। 'ঘরের শিকল তুলে দেওয়া' কথাটার তিনি অনুবাদ কোরেছিলেন 'chain' কথা ব্যবহার কোরে। Parker সাহেব ডিস্‌ট্রিক্‌ট্ জাজের কাছে অ্যাপীল্, conviction এর বিরুদ্ধে। আসামীর উকিলবাবু সাহেবকে বুঝোলেন যে, এদেশে chainএর ব্যবহারই নেই, সুতরাং যে সাক্ষী chainএর কথা বোলেছে সে মিথ্যাবাদী, এবং তা'র সাক্ষ্য বাদ দিলে আর ভালো প্রমাণই নেই। Parker সাহেব এটিকে খুব সুযুক্তি মনে কোরে আসামীকে দিলেন খালাস কোরে। তিনি তো খালাস দিয়েই খালাস; কিন্তু শিকলের উপায় কী হবে?" "তা'তো বটেই," অসিতবাবু বোললেন; "আবার দেখুন। বোল্লে, 'মেয়ে,' আপনি লিখে রাখলেন 'daughter', অথচ সাক্ষী 'মেয়ে' বোলতে 'স্ত্রী' বুঝিয়েছে, সে দেশে সেই রকমই চল্, কিন্তু 'daughter, বোলতে তো 'স্ত্রী' বোঝায় না। কিংবা বোল্লে 'ছেলে', লিখলেন 'son'; সাক্ষী কিন্তু 'ছেলে' বোলতে 'মেয়ে' বুঝিয়েছে।" "কতকটা 'he'

includes 'she' আর কি," আমি হেঁসে বোললাম। "ব্যপারটা আরও অদ্ভুত হয় chargeএর সময়," অসিতবাবু বোললেন ; "দেখেছেন কখনো হাইকোর্টে charge কে তুলো ধুনতে ? ইংরিজি chargeএর প্রত্যেকটি কথা নিয়ে কচলানো হয় য্যানো সেই ইংরিজি chargeটি হুবহু জুরির কাছে দিয়েছিলেন ডিস্‌ট্রিক্ট্‌ জজ। অথচ, বলা আর লেখা ভাশুর ভাদ্র বৌ সম্পর্ক, যে বাংলা charge দেওয়া হয় আর যে ইংরিজি charge লিখে রাখা হয়, তা'র মধ্যে সময় মেজাজ এবং ভাষার যে কতো ব্যবধান !" "আর দেখুন, এই deposition লেখা ব্যাপারে হোতে হয় ছ্যাকড়া গাড়ীব গাড়োয়ান। জেরার সময় উকিল থামতেই অ্যাক জাজ্‌ নাকি বোলেছিলেন, 'Go on ! Go on,' অর্থাৎ, 'আমার সময় নষ্ট হয়, তাড়াতাড়ি করো।' উকিল বাবু তো মনে মনে রেগে খুন ! পরোক্ষে নাকি অভিযোগ কোরেছিলেন, 'আমি কি ঘোড়া নাকি ?' জেরা কমানো বা থামানোর আপ্রাণ প্রচেষ্টা কোরতে কোরতে প্রাণান্ত। আর, সাক্ষী যোদি আস্তে আস্তে ভেবে চিন্তে জবাব ছায়, হোয়ে যায় রাগ। অ্যাক ঘণ্টা হোয়ে গ্যালো, মোটে একটি সাক্ষী ?" "আমার কী মনে হয় জানেন ? হয় আপীল্‌ বন্ধ কোরে দাও, trial courtকেই সব বিষয়ে final court কোরে দাও ; নয়তো filmingএর ব্যবস্থা করো ; সাক্ষীর জবানবন্দি, উকিলের মুখ ভ্যাঙচানো, বিনিয়ে বিনিয়ে আর্গুমেন্ট্‌ সবের হুবাহু নকল থাকুক ; দেখুক ওপর আদালত কতো ধানে কতো চা'ল হয় ;

দেখুক তা'রা খালি 'এঁক্কে কি চও ঐঁক্কে চও' কোরতেই কতো সময় যায়।" "তা'র মানে?" "মানে, এদিকে কী দেখছো, ওদিকে তাকাও। উকিলবাবু অ্যাক দিক্ থেকে প্রশ্ন কোরবেন, আর, সাক্ষীকে জবাব দিতে হবে হাকিমের দিকে অর্থাৎ প্রায় নব্বই ডিগ্রি অন্য দিকে তাকিয়ে, এ বিভ্রাটও কম নয়। পাছে, অপর পক্ষের উকিল বা অন্য কেউ ইঙ্গিত করে, এই অজুহাত! সেদিন তো অ্যাক মজা হোয়েছে। উকিল বাবু অ্যাক প্রশ্ন কোরেছেন, সাক্ষী জবাব না দিয়ে চুলকোচ্ছে মাথা। 'মাথা চুলকোও ক্যানো,' উকিল বাবু চেপে ধোরলেন। 'উকুন হোয়েছে।' 'ক্যানো, ক্যানো, মাথায় উকুন হোলো ক্যানো?' 'সে কথা আর জিজ্ঞেস কোরবেন না।' উকিল বাবুও ছাড়বেন না, ঝুলোঝুলি। তাঁ'র ধারণা যে, এবার corner কোরে ফেলেছেন, অ্যাকটা নোতুন কিছু বেড়িয়ে পোড়বে, যা'র ফলে তাঁ'র মক্কেলের জয় অনিবার্য্য। শেষে ধমকানি খেয়ে চাপে পোড়ে সাক্ষী বলে, 'আর বলেন ক্যানো, আমি বাড়ীতে না থাকলেই যা'বে গিয়ে ঐ ও পাড়ার সুরেনের কাছে রাত্রে, তা'র মাথা থেকেই বাধিয়েছে আমার বাড়ীর মেয়েছেলে, আর তা'র কাছ থেকে—।' খানিক সময় হোলো অনর্থক নষ্ট। কিন্তু এর হিসেব থাকলো কোথায়? তাই বোলি, film করো। আপীলের সময় আপীল্ কোর্টে filmটি দেখিয়ে দাও; মিটে গ্যালো।" "তা মন্দ নয়; তাহোলে অন্ততঃ নিমাই বাবুর জয় হোতো না।" "কে নিমাই

বাবু ?” “সরোজগঞ্জে নিমাই বাবু নামে অ্যাক মোক্তার আছেন। পাক্কা মোক্তার। রবি বাবু সেকেণ্ড্ অফিসারের কোর্টে মামলা। অ্যাক চৌকিদার সাক্ষী দিয়েছে বাদিপক্ষে। তা'র জবানবন্দি লিখতে গিয়ে রবি বাবু লিখে রেখেছেন, 'I am a graduate of the Calcutta University'। রবি বাবু ওম্নি মনভোলা। আসামীর মোক্তার নিমাই বাবু এটি লক্ষ্য কোরে রেখেছেন। মামলা সব হোয়ে টোয়ে গ্যালো· রায় দেওয়া বাকি। নিমাই বাবু অ্যাক ফাঁকে চুপি চুপি রবি বাবুর সঙ্গে ছ্যাখা কোরে ভুলটি দেখিয়ে দিয়ে বোললেন, 'এই তো অ্যাকটা মস্ত ভুল রোয়ে গিয়েছে deposition এ। অ্যাখন আর বদলানোও যায়না, কারণ, আসামী নকল নিয়ে ফেলেছে ; কাজেই, খালাস দিয়ে দেওয়াই ভালো ; নইলে, আসামী অ্যাপীল্ কোরলে অ্যাপীল্ কোর্টে এই নিয়ে অ্যাকটা অনর্থক—।' আসামী খালাস। মোক্তার বাবুটি ছিলেন ধুরন্ধর। জুনিয়ার্ অবস্থায়, প্রত্যেক সাক্ষীকে ভালো কোরে শিখিয়ে অ্যাকটা মিথ্যে মামলা খাড়া কোরে দিয়েছিলেন ; কিন্তু ততোধিক ধুরন্ধর সাহেব এস্-ডি-ও আসামীকে দিলেন খালাস এই কারণেই যে, কোনো সাক্ষীর জবানবন্দিতেই একটুখানিও আবছা ভাব নেই, সবই ছাঁকা ছাঁকা, শেখানো সাক্ষী ভিন্ন অ্যামন হয় না।”

অসিত বাবু ঃ “শেখানোর কথা যোদি বলেন, তবে রাজেন বাবুর গল্প বোলি ; তিনি নিজেই বোলেছেন। রাজেন

বাবুর পক্ষ একটি লোকের অস্তিত্ব অস্বীকার কোরেছে। মামলা চোলতে চোলতে হঠাৎ ছ্যাখা গ্যালো যে, অপরপক্ষ সেই লোকটিকে নিয়ে এসে হাজির কোরেছে কোর্টে। রাজেন বাবু সেই কথা শুনে পরামর্শ দিলেন, 'তোরা বোলবি, এ লোক সে লোকই নয়।' তা'ই বলা হোলো, এবং ফলও হোলো। রায়ে হাকিম মন্তব্য কোরলেন, এ লোক সে লোকই নয়। তাজা মানুষ কী ভাবে উড়ে গ্যালো দেখলেন?"

"কতকটা এই ধরণের গল্প শুনেছি খুলনায়। সেশন্‌স্ আদালতে আসামীর বিচার চোলছে, বাড়ীর ভিতরে অনধিকার প্রবেশ কোরে মারপিট ও গুরুতর জখম করার অভিযোগে। আসামীর বক্তব্য এই যে, তাঁ'র বিবাহিতা স্ত্রীকে অন্য আক-জনের সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হয়, এবং তিনি, অর্থাৎ আসামী, কেবলমাত্র তাঁ'র স্ত্রীকে জোর কোরে আনতে গিয়েছিলেন নোতুন স্বামীর ঘর থেকে। অভিযোগকারীর পক্ষ থেকে সাক্ষী দেওয়া হোলো এই মর্ম্মে যে, আসামীর সঙ্গে বিয়ে হয় এই মহিলাটির একটি বোনের, এবং সেই বোনটি মারা যা'বার পর এই মহিলাটির ওপর লোভ হয় আসামীর। মহিলাটি স্বয়ং সাক্ষী দিলেন, আসামীর সঙ্গে তাঁ'র কোনো দিন বিয়ে হয়নি, হোয়েছিলো তাঁ'র বোনের। শেষে, আসামী হোলো দোষী সাব্যস্ত, হোলো কঠোর সাজা। শাস্তির আদেশ শুনে আসামী অ্যাতো কাঁদতে আরম্ভ কোরলো যে, সরকার পক্ষের উকিল শেষে মহিলাটিকে গোপনে জিজ্ঞাসা কোরলেন,

'মামলা তো শেষই হোয়ে গ্যালো ; আচ্ছা, সত্যি কথাটি কী অ্যাখন বলো তো !' মহিলাটি স্বীকার কোরলেন যে, আসামীর সঙ্গে তাঁ'র ঠিকই বিয়ে হোয়েছিলো।"

অসিতবাবু: "ব্যাচারির কোলসীও গ্যালো, দোড়িও গ্যালো। দেখুন, অনেকে মনে করে যে, মেয়েছেলেরা মিথ্যে সাক্ষী দ্যায় না, কিন্তু, মেয়েলোক সময়ে সময়ে অ্যাতো নির্জলা মিথ্যে সাক্ষী দিতে পারে, অমন আর কেউ পারে না। শুধু সাক্ষী দেওয়া ব্যাপারে ক্যানো অনেক বিষয়েই মেয়েদের সম্বন্ধে পুরুষদের ভুল ধারণা আছে। এই ধোরুন না ক্যানো, মাতৃত্বের সংজ্ঞাটা। মা সন্তানের কখনো অনিষ্ট কোরতে পারে না, এই না? আমি ময়মনসিংহের সেশন্‌স্‌ কোর্টের ঘটনা বোলছি। একটি মহিলার বিচার চোলছে, নিজের শিশু সন্তানকে কূয়োর মধ্যে ফেলে দিয়ে হত্যা করার অপরাধে। শিশুটির জনক তাঁ'রই জামাই। মা গ্রামের লোকের কুৎসা সহ্য কোরতে না পেরে শিশুটিকে ঝেড়ে ফেলে দিলেন। কথাটা শুনতে খারাপ, কিন্তু অ্যাকটা গল্প পোড়েছি, সেটা খুবই খাঁটি। প্রলয়ের বান সুরু হোয়েছে, জল বাড়তে আরম্ভ কোরেছে ; অ্যাকটা বাঁদরী তা'র তিনটি বাচ্চা নিয়ে গাছে বোসে ; জল বাড়তে বাড়তে আগডাল পর্য্যন্ত ডুবে গ্যালো ; তখন বাঁদরী একটি বাচ্চাকে নীচে রেখে অপর দু'টিকে নিয়ে তা'র উপরে চেপে রোইলে ; জল আরো বাড়লে ; তখন আর একটি বাচ্চাকে তলায় দেওয়া হোলো, তা'র পরে শেষ বাচ্চাটিও গ্যালো। প্রকৃত দুর্ভিক্ষের কোনো

অভিজ্ঞতা আছে আপনার? দেখেছেন মা নিজের পেটের সন্তানের গ্রাস কী ভাবে কেড়ে খায়? যতোক্ষণ স্বার্থের প্রকৃত সংঘাত না হয়, ততোক্ষণই মা মা।"

"আপনার গল্প শুনে অ্যাকটা খবরের কাগজের রিপোর্টের কথা মনে পোড়ছে। ইংল্যাণ্ডের কোনো অ্যাক জায়গায় এনেছে ছেলে মা'র বিরুদ্ধে মানহানির মামলা। ছেলের অভিযোগ এই যে, যেখানেই সে কাজ নিচ্ছে সেখানেই তা'র মা গিয়ে মালিকের কাছে নানা কুৎসা রোটিয়ে বরখাস্ত কোরিয়ে দিচ্ছে। মা'র রাগের কারণ এই যে, ছেলে পরিবারের কোনো গুপ্ত কথা প্রকাশ কোরে দিয়েছিলো।"

* * *

জয়েন্ কোরেই একটি সাক্ষীবহুল মামলায় পোড়েছিলাম। কয়েকদিন সেইটের কথাই চিন্তা কোরছিলাম; বেড়োইনি। রায় লেখার ধান্দায় পোড়েছি। এবাদৎ খান এনেছেন মামলাটি রহিমা খাতুন ও জব্বর শেখের বিরুদ্ধে। এবাদৎ বাৎলাতে চান, রহিমা তাঁ'র পরিণীতা প্রেয়সী, সাদির কিছু দিন পরে বাপের বাড়ীর লোকের সঙ্গে বাপের বাড়ী যান ব্যাড়াতে কিন্তু আর ফেরেন না, একটি তালাকনামা কোরে জব্বর শেখের সঙ্গে নিকে বসেন। রহিমা ও জব্বর শেখের বক্তব্য হোলো —এবাদৎ নিষ্ঠুরতার জীবন্ত মূর্ত্তি, রহিমার সুকুমার হৃদয়খানি ভেঙে চূরমার কোরে অর্দ্ধচন্দ্র দিয়ে ঘর থেকে বার কোরে দিয়েছিলো, কাজেই বাধ্য হোয়ে রহিমা জব্বরের প্রেম-

বাহুতে আশ্রয় নিয়েছে। প্রধান সাক্ষী রহিমা জবানবন্দি দিয়েছেন বোরখার আড়ালে কমিশনে। উকিল-কমিশনারের লেখা রহিমার জবানবন্দি পোড়ে তাঁ'র প্রতি আমার বিশেষ সহানুভূতির উদ্রেক হোলোনা। হয়তো আইন-রথীরা আমার এ উক্তিতে হাঁসতে পারেন। কিন্তু আমি বোলবো, বিচার কষ্টিপাথরে ঘোষে হয়না, কারণ, সে রকম কষ্টিপাথর নেই। অধিকাংশ রায়ের মধ্যেই বিচারকের ব্যক্তিগত মনোবৃত্তির কিছু খ্যালা থাকে। রহিমার তরফের বক্তব্যই যোদি সত্য হোয়ে থাকে, তা'হোলে তাঁ'র উচিত ছিলো আদালতে আমার সামনে জবানবন্দি দেওয়া, তাঁ'র অশ্রুনিষিক্ত চক্ষু আমায় স্পর্শ না কো'রে পারতো না। বাস্তবিক, দেওয়ানি মামলায় কমিশনে জবানবন্দি দেবার সুযোগ দেওয়ারও কোনো যুক্তিসঙ্গত কারণ নেই। ফৌজদারি মামলায় এই মহিলারাই অকুণ্ঠভাবে কোর্টে হাজির হন; দেওয়ানিতে তাঁ'রা পর্দ্দানসিন। সিভিল্ কোর্টের লোকজন কি ক্রিমিন্যাল্ কোর্টের লোকজনের চেয়েও বেশি ক্রিমিন্যাল্ যে, অবলা দেখলেই চক্ষুদ্বারা বল প্রয়োগ কোরবে? যা'ই হোক, রহিমার বরাত খারাপ বোলতে হবে। তাঁ'র বিরুদ্ধে সব চেয়ে বড়ো প্রমাণ হোলো তাঁ'রই স্বহস্তে লেখা অ্যাকখানি চিঠি; যেদিন তিনি বিতাড়িত হোয়েছেন বোলে বোলছেন, তা'র কয়েকদিন পরে বাপের বাড়ী থেকে লেখা। রহিমা লিখছেন এবাদৎকে, "আসার সময় তোমার একটু কাসিভাব দেখে এসেছিলাম, অ্যাখন

ক্যামন আছো ? কবে আসছো এখানে" ইত্যাদি। বিতাড়নের বিন্দুমাত্র গন্ধ নেই এর মধ্যে। অথচ রহিমাতো তালাক-নামাটি কোরে দিয়ে স্থানীয় ইউনিয়ন্ বোর্ডের প্রেসিডেণ্টের সঙ্গে দিব্যি ঘর সংসার কোরছেন, একটি সন্তান হোয়েছে, আবার গর্ভবতী। অ্যাকটা পাতা সংসারকে ভেঙে দেওয়াটাই কি ঠিক হবে ? তেম্নি আবার এবাদতের দিকে চাইতে গেলে, সে তো আজও অন্য বিয়ে করেনি রহিমার পথ চেয়ে! গভীর রহস্য এইখানে যে, ঐ চিঠিখানি লেখার পরে কী অ্যামন ঘটনা ঘোটে গ্যালো যা'র ফলে উভয়ের বিচ্ছেদ হোলো ? এ সম্বন্ধে কোনো পক্ষে কোনো প্রমাণই নেই। উভয় পক্ষই যখন সত্য গোপন করে—যেটা প্রায়ই ঘটে—তখন তা' খুঁজে পাওয়া বড়োই শক্ত। এসব ক্ষেত্রে স্থানীয় তদন্তই অ্যাকমাত্র ওষুধ। এসব ক্ষেত্র ক্যানো, সব ক্ষেত্রেই স্থানীয় তদন্তের ফলে অতি অল্প সময়ে প্রকৃত ঘটনা বোঝা যায়। অথচ বর্ত্তমান বিচারপদ্ধতিতে স্থানীয় তদন্ত প্রায় অসম্ভব। কয়েক-জন শেখানো সাক্ষী কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে মুখস্থ পার্ট্ বোলে যায়, তা'র পরে onus-এর ছকে ফেলে অ্যাকটা ফল কোষে বা'র করো। তা'ই কোরলাম ; এবাদতের পক্ষেই দিলাম রায় ; রহিমাকে এবাদতের ঘরে ফিরে যেতে হ'বে।

* * * *

কোর্টে বোসে কাজ কোরছি। কাঠগড়ায় সাক্ষী। সুরেন্দ্র-বাবু উকিল জেরা কোরছেন।

সুরেন্দ্র বাবু ঃ বোটুক আর ক্ষ্যালনা তোমার সামনে কথাবাত্রা বোলেছিলো কি না ?

সাক্ষী ঃ তা'—অ্যাঁ—

সুরেন্দ্র বাবু ঃ ওসব তা' অ্যাঁ কোরলে চোলবে না। Your honour will mark his demeanour !

সাক্ষী ঃ মানে একটু দূরে কথা বোলছিলো বোলে আমি শুন্—

সুরেন্দ্রবাবু ঃ Impertinence ! প্রশ্নের জবাব না দিয়ে আজেবাজে গল্প।

অ্যামন সময় অসিতবাবুর কাছ থেকে চিট্ পেলাম, তিনি এই মাত্র বোদলির হুকুম পেয়েছেন বীরপুরে। কোনো রকমে কাজ সেরে অসিতবাবুর চেম্বারে গেলাম। "ভালোই হোয়েছে," অসিতবাবু বোললেন ; "জায়গাটা ক্যামন জানেন ?" আমি "না" বোঝাবার কায়দায় ঘাড় নাড়লাম। "ভালো জায়গা শুনেছি।" অসিতবাবু যা'বার গল্পে বিভোর হোলেন। খুবই স্বাভাবিক। চাকরির জীবনে প্রথমে প্রথমে বোদলি হোতে একটু কষ্ট হয় ; চেনা শুনা হোয়ে গ্যালো, সব আপনার মতো ; ঠিক অ্যামন সময়ে হুকুম এলো, পাত্তারি গোটাও ; বিশ্রী লাগে। পরে এটা ধাতস্থ হোয়ে যায় ; মনের শিকর মাটিতে বসে না ; কোচুরি পানার মতো, যেখানে নিয়ে যায় স্রোতে, চলো সেইখানেই। অসিতবাবুর হোয়ে গিয়েছে সেই ভাব।

অসিতবাবু চোলে গেলেন। মনে একটু কষ্ট হোলো বৈকি! আর একটু বেশি কষ্ট হোলো আমার ঘাড়ে charge দিয়ে গেলেন বোলে। তামাদির পরপর ছুই কোর্টের সোই সোজা ব্যাপার নয়। সাক্‌সেসার্ সম্ভবতঃ কেউ অ্যাকজন শীঘ্রই আসবেন, কিন্তু সেক'টা দিন তো ভূতের ব্যাগার খাটতে হবে।

* * * *

সকালে যতোই তাড়াতাড়ি কোরি সময় ততোই তাড়াতাড়ি ছোটে। কোর্টে যা'বার সময় হয়ে এলো। বারোটা বাজে। মফঃসলে অবশ্য বারোটাতেই কোর্ট বসে। নৈলে পক্ষরা সাক্ষীরা আসতে পারে না, হাট বসে না, উকিল-বাবুদের মাছ খেয়ে আসা হয় না। তাই, সব জায়গাতেই লোকে ঘোড়িতে বারোটা বাজলে অ্যাগারোটা পড়ে এবং ডায়রীতে অ্যাগারোটা লেখে। কোলকাতায় মোটরকার চোড়ে ফ্যানের তলায় বোসে নিয়ম করা অ্যাগারোটা, আর মফঃসলে কাদায় কাপড় তুলে হাঁটতে হাঁটতে ঘামতে ঘামতে পালন করা বারোটা; সবাই জানে।

এজলাশে বোসে দেখি পেশের শেষ নেই। সবাই নিজেরটি আগে বোলতে চান। ঠ্যালাঠেলি। একটির পর একটি পেশ শোনা আর তোখুনি অর্ডার লিখে দেওয়া, বড়ো সহজ কাজ নয়। য্যানো অ্যাকটার পর অ্যাকটা নোতুন গল্প লিখে যাওয়া। মনে পোড়লো এই পেশের জ্বালায় জ্বালাতন হোয়ে অ্যাকবার অ্যাকটা পদ্য লিখে কোনো কাগজে

পাঠিয়েছিলাম; কিন্তু কাগজওয়ালা তা' ছাপায় নি। সত্যির কেউ মূল্য দ্যায় না। সেটা নিতান্তই সাদামাটা। দু'অ্যাক লাইন্ মনে পোড়লো ঃ

শুনতে শুনতে পেশ
হোয়ে গেলেম শেষ,
প্রাণের মাত্র লেশ
রোইল অবশেষ।
এম্নিধারা পেশা
এম্নি জীবন-নাশা;
ভুবন জোড়া আশা
এই কি হোলো খাসা?

পেশের স্রোত মন্দা হোলে পেশকার বাবু পছন্দমতো একটি মামলা ডাকালেন। দেখি, একটি পুরানো মামলা, বহুবার adjourned হোয়েছে, আমার পূর্ব্বাধিকারী যে এটিকে পছন্দ করেন নি, তা'র সুস্পষ্ট লক্ষণ রোয়েছে। যা'কে মানুষ ভালোবাসেনা তা'কে তো এড়িয়েই চলে! তিনিও এটিকে এড়িয়ে গিয়েছেন সন্তর্পণে। দেখতে দেখতে কোর্ট লোকজনে ভোর্ত্তি হোয়ে গ্যালো—পক্ষ, সাক্ষী, উকিলে, জমকালো মামলা বটে। অ্যাক পক্ষের উকিল উঠে স্মিতমুখে বোললেন, "যোদি বলেন তো অ্যাকটা joint petition কোরি।" Joint petitionএর মতো সর্ব্বতাপহারী আর নেই। উকিল বাবুদের সোনার ডিমের হাঁস রোইলো বেঁচে, হাকিমেরও explanation

রোইলো হাতে। কোনো কোনো হাকিম এরকম joint petition চেয়ে নেন নাকি। প্রথম এ বুদ্ধিটি কা'র মাথায় এসেছিলো, উকিলের মাথায় না হাকিমের মাথায়, বলা বড়ো শক্ত। অ্যাখন চল হোয়ে গিয়েছে। সিদ্ধিকাটিতে বীরেন বাবুর আমলে এটা খুব বৈজ্ঞানিক নীতিতে চালু ছিলো। মামলা কম, তাই উকিল বাবুরা ধোরলেন, অ্যাকদিনে সতরো আঠারোটা মামলা রাখা হোক এবং joint petitionএ দিনের পর দিন adjourned হোতে থাকুক। বীরেন বাবু মানুষ ভালো, তা'তে রাজি হোয়েছিলেন। তা'ই তিনি সেখানে বেশ popular ছিলেন। চাকরি জীবনে যেটুকু popularity পাওয়া যায়, মন্দ কি? নোইলে, আইন মাফিক চলো, unpopular হও, ভূতের খাটুনি খাটো, আর, জাহান্নমে যাও।

যা'ই হোক, তোবু আমি স্মরদাহ বাবুর joint petition এর ইঙ্গিতকে আমল দিলাম না। সুরু হোলো মামলা। বিবাদী দোতলা তুলে বাদীর আলো বন্ধ কোরেছেন, ভেঙে দেওয়া হোক। বিবাদীর উকিল বোললেন, "এ দোতলা আবহমানকাল রোয়েছে, বাদী সম্প্রতি দ্বিতীয় পক্ষে বিয়ে কোরেছেন," ইত্যাদি। সাক্ষী হোলো খাড়া, চোল্লো জেরা।

উকিল: আপনি বোলছেন যে, জ্ঞানাবধি দেখছেন, বিবাদীর বাড়ী অ্যাক তালা; আপনার জ্ঞান কবে হোয়েছে?

সাক্ষী: আমার জ্ঞান কবে হোয়েছে তা'র আমি কি জানি?

উকিল : নিজের জ্ঞান কবে হোয়েছে, তা'ও জানেন না? এম্নিই জ্ঞান আপনার?

সাক্ষী : জ্ঞান মানে কি?

উকিল : তাও বোলে দিতে হবে! আপনি না বি-এ পাশ? জ্ঞান মানে হোলো গিয়ে জ্ঞান, যা'কে বলে জানা।

সাক্ষী : বেশ।

উকিল : তা'হোলে বোলুন অ্যাখন।

সাক্ষী : কী বোলবো?

উকিল : আপনার জ্ঞান কবে থেকে হোয়েছে?

সাক্ষী : কবে থেকে আবার হবে? যবে থেকে হ'বার তবে থেকে হোয়েছে।

উকিল : আপনি আমার কথার জবাব কিছুতেই দেবেন না ঠিক কোরেছেন! হুজুর, এ রকম কোরলে তো জেরা করা চলেনা।

সাক্ষী : না, আমি তো জবাব দিতেই চাচ্ছি।

উকিল : তা'হোলে বোলুন তা'হোলে ভালোভাবে। এটা আদালত, আপনার বৈঠকখানা নয়।

সাক্ষী : অ্যাকদিন জ্ঞান হোয়েছিলো, যে দিন চূণকে দোই মনে কোরে খেয়েছিলাম। কেউ ঘরে ছিলোনা, দেখি অ্যাকটা ছোটো বাটিতে দোই। সদ্ব্যবহার কোরতে গিয়ে জ্ঞান লাভ কোরলাম, যা'ই সাদা থকথকে তা'ই দোই নয়। তবে, সেটা কতো বছর বয়সে আমার, তা' বোলতে পারিনা।

তা'র পরে আবার অজ্ঞান। আবার অ্যাকদিন জ্ঞান হোয়েছিলো—

উকিল : আপনার দেখছি অ্যাখনও জ্ঞান হয়নি !

সাক্ষী : হোলে আর কেউ সংসারের বন্ধনে থাকে ?

চোল্লো সাক্ষীর পর সাক্ষী, জেরার পর জেরা।

উকিল : তুমি চুরির মামলায় খালাস পেয়েছিলে কি ?

সাক্ষী : কীসের ?

উকিল : কীসের আবার ? চুরির মামলায় খালাস পেয়েছিলে কি ?

সাক্ষী : আমি তো কোনোদিন চুরির মামলায় পোড়ি—

উকিল : ওসব লম্বা গল্প রেখে দাও, হাঁ কি না ?

সাক্ষী : অ্যাঁ ?

উকিল : ও সব চালাকি চোলবেনা। সোজাসুজি জবাব দিতে হবে, হাঁ কি না ?

সাক্ষী : না।

উকিল : এই কথাটি অ্যাতোক্ষণ বোলতে কী হোচ্ছিল ? 'I was *not* acquitted in the theft case ।'

আবার পাখা কোরেছে বন্ধ। এই পাঙ্খাওয়ালাগুলোর ঘুমোবার জায়গা হোলো কোর্ট, আর ঘুমোবার সময় হোলো দিনের ব্যালা। ক্যানো, বাড়ীতে রাত্রে ঘুমোতে পারো না ? নগদ চারটি কোরে টাকা মাইনে পাও মাসে, কোর্টের সময় পাখা টানবে অন্য সময় ফাই ফরমাস খাটবে বোলে। নয়তো

কি মাংনা ? পাখা টানতে টানতে ঝিমোবে, শুয়ে শুয়ে পা দিয়ে টানবে ; অতিষ্ঠ কোরে মারে ; পিঠ চুলকোতে চুলকোতে প্রাণ যায় !

সকাল ব্যালা। মার্ত্তণ্ড গিয়েছে ডাক আনতে। বোসে চা খাচ্ছি। আধ সিপ্ খাচ্ছি আর ভাবছি, ভাবছি আর আধ সিপ্ খাচ্ছি। আজ য্যানো কী ভাবনায় ধোরেছে! দিনের পর দিন তো যন্ত্রের মতো কাজ কোরে চোললাম, অ্যাকদিন যা'বো হঠাৎ বন্ধ হোয়ে। তা'রপর ? এই জীবনই কি ছেলেব্যালায় এঁকেছিলাম ? যোদি এই ভাবে ঘোড়ির কাঁটার মতোই টিকটিক কোরে চোলতে হয়, তো আজই যোদি বন্ধ হোয়ে যাই তা'তে ক্ষতি কী ? দিনের পর দিন গুণে যাওয়া, ঢেউএর পর ঢেউ গুণে যাওয়া। রেণ্ট্, টাইট্ল্, এস্-সি-সি, মিস্লেনিয়াস্, এস্-সি-সি, টাইট্ল্, রেণ্ট্। শয়ে শয়ে সোই, হাজারে হাজারে সোই, লাখে লাখে সোই। জীবনের আনন্দটাকেই সোই কোরে কটকবালা কোরে দিয়েছি অ্যাক-মুঠো ভাতের জন্য। সাহারার মরূদ্যানের মধ্যে যোদি কাউকে লাখ টাকা মাইনে দিয়ে বোসিয়ে রাখা যায়, সে মাইনের মূল্য কতোটুকু ? "শরীরটা কি খারাপ লাগছে ?" চোমকে চেয়ে দেখি, সরলা ! তাইতো ! মুখের চেহারা কি অ্যাতোই খারাপ দ্যাখাচ্ছে ? "না ! নাতো !" এ বেচারিরও আমার মতোই অবস্থা। পেটের দায়ে বেদের সঙ্গ নিতে হোয়েছে।

এর জীবনও তো এই ভাবেই শেষ হোয়ে যাচ্ছে! এও কি এইভাবে ভাবে? এর মনেও কি সময়ে সময়ে এই ভেবে চাপা দীর্ঘশ্বাস আসে, ঘর বাঁধা আর হোলো না, ঢোল ফ্যালাই সার? "আচ্ছা, আচ্ছা, তুমি কি আমায়...।" "ভালোবাসো" বোলতে গিয়ে বলা হোলো না, নিজের কাণেই বিশ্রী লাগলো। "মানে, বোদলির চাকরি কি তোমার ভালো লাগে?" "হঠাৎ একথা জিজ্ঞেস করার মানে?" মানে, কীসের টানে তুমি আমার পিছু পিছু চোলেছো, আমার প্রতি ভালোবাসায়, না, নিজের প্রতি ভালোবাসায়, অনাহারের আতঙ্কে? আমি কোনো তৈরি করা জবাব দেবার আগেই দেখি মার্ত্তণ্ড হন হন কোরে এসে পোড়লো, সডাক।

সমনের ডাকগুলো না খুলেই দিয়ে দিলাম অফিসে দিয়ে দেবার জন্যে। অ্যাকটা জাজের ডাক রোয়েছে, খুললাম, দু'তিন খানা চিঠি। আরে! "ওগো শুনছো! দাদা আসছেন এখানে বোদলি হোয়ে!" "নাকি? দিদি আসছেন!" "তুমি তো দিদিকে নিয়েই মসগুল, দাদা আসছেন সে কথাটা কাণে গ্যালো না!" পুরোনো কলীগ্ পাওয়া গ্যালো। একটু আগেই যে ফিলসফির ভাবটা জোমে আসছিলো, সেটা কাটলো। "আর অ্যাক কাপ্ চা দাও তো!"

বুবু পোড়ে যাচ্ছে অনর্গল চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে, "mat মানে মাদুর, fat মানে মোটা, mat মানে মাদুর, fat মানে মোটা, mat মানে....।" "আরে থাম! অতো চ্যাঁচাসনে।" মু"খস্থ

হোচ্ছে না কিছুতেই।” “ক্যানো, fat মানে কী?” “অ্যাঁ—মাদুর।” “তাই বটে! তোমার মাথাটিতে গোবর পোরা। দু’দিন ধোরে তো দেখছি চ্যাঁচাচ্ছ এই দুটি কথা নিয়ে।” ছেলেটাকে নিজেও দেখতে পারিনে, মাস্টারও সুবিধে মতো পাচ্ছিনে।

খবরের কাগজটা ওল্টাতে লাগলাম, দেখলাম mens rea সম্বন্ধে অ্যাকজন প্রবন্ধ লিখেছেন। লেখকের প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে, কয়েকটি শ্রেণীর অপরাধ, যেগুলি কোরলেই শাস্তি দেওয়া হয়, সেগুলিতে খালাস দেওয়া উচিত। প্রথমতঃ, য্যামন পেটের দায়ে চুরি করা। এক্ষেত্রে চোর নিজের জীবিকা অর্জন করার চেষ্টা কোরেছে, অপরের ক্ষতি করা তো তা’র ইচ্ছা নেই। বলা যেতে পারে, “তোবু অপরের ক্ষতি তো হোলো!” তা’র জবাব এই, “নিজে অ্যাক গ্রাস মুখে দিলেই অপরের ক্ষতি করা হয়! সে গ্রাসটা নিজ মুখে না দিলে তো অপরে পেতে পারতো।” পেটের দায়ে ডাকাতিও ঠিক তেম্নি। এখানে mens rea অর্থাৎ অপরাধাত্মক মনোবৃত্তি কোথায়? সেইরূপ, অর্থের অভাবে বা অন্য কোনও সঙ্গত কারণে অবিবাহিত যুবক যোদি স্ত্রীলোক সংক্রান্ত আইন লঙ্ঘন করে, তা’কেও দণ্ড দেওয়া উচিত নয়; সে স্বাভাবিক দুর্দ্দমনীয় প্রবৃত্তির বশে চালিত হোয়েছে, অপরের সম্মানের হানি করা বা কোনও অনিষ্ট করা তা’র উদ্দেশ্য নয়; সুতরাং mens rea র অভাব।

*   *   *

বিকেলে রমেনবাবু ডাক্তার এসেছিলেন। রমেনবাবু ডিস্ট্রিক্ট্ বোর্ডের ডিস্‌পেন্‌সারির ডাক্তার, বেশ ভদ্রলোক মনে হোলো। সঙ্গে তাঁর স্ত্রী ও মেয়ে এসেছিলেন। মেয়েটিই তাঁর অ্যাক মাত্র সন্তান। মেয়ের বিয়ের জন্যে তা'র মা রোজ তাগাদা দিচ্ছেন, এই গল্প কোরলেন। "কিন্তু হুকুম কোরলেই কি খুশি মতো পাত্র পাওয়া যায়, অ্যঁ্যা?" "তা'তো নয়ই," আমি জবাব দিলাম; "আমি বোলি কিন্তু অ্যাকটা কাজ কোরুন। আগেকার দিনে রাজারাজরার মেয়েদের কী হোতো?" "স্বয়ংবর।" "ঠিক। যা' আগে চোলতো, তা' অ্যাখন চোলবে না ক্যানো? দিন কাগজে অ্যাড্‌ভার্‌টাইজ্‌মেণ্ট্, মেয়ের স্বয়ংবর হবে ওমুক তারিখে, প্রার্থীরা দরখাস্ত কোরুন। দিয়েই দেখুন না কী হয়!" রমেনবাবু মাথা চুলকোতে লাগলেন। যতো সব ভীতুর দল! এটা ওটা গল্প হোতে হোতে মাদুলিতে পৌঁছুলো। রমেনবাবু বোললেন তাঁর অ্যাক বন্ধু সিদ্ধ মাদুলি বিক্রী করেন; সাধারণ তামার ছোটো মাদুলির ভিতর শুকনো জবা ফুলের অ্যাক টুকরো পুরে দেন; এই মর্ম্মে বিজ্ঞাপন দেন যে, "এই মাদুলি ধারণ কোরে ঈপ্সিত ফল না পেলে মূল্য ফেরত।" মাদুলির দাম ৫৲; এ ব্যবসাতে লোকসানের সম্ভাবনা নেই; মাসে ১০০টা মাদুলি বিক্রী হোলে যোদি পরে ৭০টাও ফেরত আসে—বাকি ৩০টা চান্‌সে লেগে যা'বেই ধোরে নেওয়া যেতে পারে—তা'হোলে সেই ৭০টার

দোরুন লাভ হোলো না বটে, কিন্তু ৩০টার দোরুন ১৪৯/০ লাভ, কারণ মাদুলি প্রতি খরচা পড়ে মাত্র ‹১০। গল্পটল্প কোরে চা পাতা ভেজা জলাহার কোরে ডাক্তার বাবু বিদায় নিলেন। কিন্তু, তাঁ'র গল্পটা মনের মধ্যে ওলোট পালোট কোরতেই লাগলো। ভাবতে ভাবতে অ্যাক বিজ্ঞাপন ভেবে ফেললাম।

"The Raban Post mortem Insurance Ltd.। আপনারা অনেকেই, হয়তো সকলেই, ইহলোকে মরার প্রতীক্ষায় ইন্‌শিয়োরেন্‌স্ কোরে রেখেছেন—কেউ অল্প টাকার কেউ বেশি টাকার। কিন্তু পরলোকে বাঁচার জন্যে ইন্‌শিওরেন্‌স্ কোরেছেন কি কেউ? আপনার নিজের দিক্ দিয়ে সেইটেই হয়তো বেশি দরকার। সে কথা আপনার অ্যাতোদিন খেয়াল হয়নি, ক্যানো না, সে ইন্‌শিওরেন্‌স্ করানোর জন্য কোনো এজেন্ট্ আপনার কাছে ধন্না দ্যায়নি। আসুন, আমরা নামমাত্র কমিশনে সেই এজেন্সি খুলিছি—বিশেষ ভাবে আদিষ্ট হোয়ে স্বয়ং মহারাজ রাবণ কর্তৃক। আপনারা জানেন যে, মহারাজ রাবণ স্বর্গের সিঁড়ি তৈরি করানোর জন্য অ্যাকটা প্লান্ তখনকার দিনের অ্যাকজন নামজাদা এন্‌জিনিয়ারকে দিয়ে প্রস্তুত কোরিয়েছিলেন; কিন্তু নানা ঝঞ্ঝাটে সিঁড়িটি তৈরি করা আর ঘোটে ওঠেনি। সেই আফসোস তাঁর মরণ কালেও ছিলো। তাই, তিনি গত মাঘী পূর্ণিমার রাত্রে ১০৮ শ্রী পুলকেশ্বরানন্দ স্বামীজীর সকাশে আবির্ভূত হোয়ে অ্যাকটা বিকল্প রাস্তা

বাতলে দিয়ে গিয়েছেন। অতীস্থলভ! অতী নিশ্চিত!!
আপনার ইষ্ট দেবতার নাম উচ্চারণ কোরে নিজের নামটি একটু কাগজে লিখে সেই সঙ্গে পাঁচ টাকার অ্যাকখানি নোট্ খামে ভোরে ইন্‌শিওর্ কোরে স্বামীজীর ঠিকানায় পাঠিয়ে দিন। সাত দিনের ভিতর ঈপ্সিত পথ পাবেন। আপনার পাঁচটি টাকার মাত্র পাঁচটি পয়সা আমরা রাখি, বাকিটা তৎক্ষণাৎ মহারাজ রাবণের কাছে মনিঅর্ডার্‌যোগে পাঠিয়ে দি। ম্লেচ্ছের কলুষিত মনিঅর্ডার্ সেখানে পৌঁছায় না; তাই টাকাটি হোম কোরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়। সেই হোমের পূত পুষ্প আমরা আপনার কাছে পাঠিয়ে দেবো, আপনি যেভাবে সুবিধা ধারণ কোরবেন। সাত দিনের ভিতর যোদি আপনার আধ্যাত্মিক জীবনের সুস্পষ্ট উন্নতি দ্যাখা না যায়, তাহোলে আপনার সমস্ত টাকা ফেরত। অ্যাক মাস পরে আপনি উন্নতির দ্বিতীয় সোপানে উঠবেন। ছয় মাস পরে তৃতীয় ধাপ। এইভাবে চোলতে থাকবে। আজই পরীক্ষা কোরুন।"

* * * *

দাদা এসেছেন। দাদা এবং বৌদি, বৌদি এবং দাদা। সন্তান না থাকায় দাদার মনে কোনো রেখাপাত কোরেছে কি না, বলা শক্ত। কারণ, দাদার দুঃখেষ্বনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ কতকটা য্যানো এই ভাব। কিন্তু বৌদি চতুরা, চঞ্চলা, চটুলা; হয়তো সন্তানের বাঁধন না থাকায় তাঁর ভালোই হোয়েছে, কে জানে।

প্রথম ক'টা দিন দাদাবৌদির আমার এখানেই খাবার ব্যবস্থা কোরলাম। খেতে বোসে খা'বার নানা গল্প। "রান্না যে অ্যাকটা মস্ত আর্ট্, আজকাল সেটা লোপ পেতে বোসেছে চর্চ্চার অভাবে," দাদা বোললেন; "আমাদের ছেলেব্যালায় দেখতাম, রান্নার জন্যে মেয়েদের মধ্যে বেশ কম্পিটিশন্ চোলতো। আজকাল আর সেটি নেই।" আমি একটু সতর্ক কাণ দিলাম, কেউ শুনছে নাকি, আবার দাম্পত্য গোলমাল না বাঁধে! দাদাও ত্যামন সাড়া না পেয়ে চুপ কোরলেন। তখন চোল্লো আগেকার দিনে কে কতো খেতে পারতো তা'রই গল্প। খাওয়ার কম্পিটিশন্, খাওয়ার বাজি, খাওয়ার জন্য স্পেশাল অ্যালাওয়ান্স্ পাওয়া গভর্ন্মেণ্টের কাছে। "একালের লোকে আর খেতে পারে না," দাদা বোললেন। "খেতে পারলেই বা খাওয়ায় কে? দেখছেন না, লোকসংখ্যা কী ভাবে বেড়ে যাচ্ছে! মাথাপিছু গড়পড়তা খাদ্যের পরিমাণও যাচ্ছে কোমে।" "তা' বটে, অ্যাখন অ্যাকজন আধমুণে কৈলাশ থাকলে পঁচিশ জনকে অনাহারে থাকতে হবে।" উঠলো নেমন্তন্নর গল্প। উঠলো নেমন্তন্ন খা'বার কথা। আমি বোললাম, "সেবার অ্যাক বিয়ে বাড়ীতে নেমন্তন্ন খেতে গিয়ে মজা হোয়েছে। খেয়ে উঠে দেখি আমার ছাতিটি নেই। খোঁজা-খুঁজি! কে খোঁজে অতো বিয়ে বাড়ীতে। শেষে, সবাই যা'রা খেতে বোসেছিলো চোলে গ্যালো, পোড়ে রোইলো একটি মালিকবিহীন ছেঁড়া ছাতি। আমি সেইটেই নিয়ে

এলাম। নোতুন ছাতির বদলে পুরোনো ছাতি এক্স্চেঞ্জ্। আচ্ছা, এ কাজটা কি চুরির ডেফিনিশনে পড়ে?" দাদা হাঁসতে লাগলেন, বোললেন, "কতকটা ঐ ধরণের গল্প বোলি। আমার অ্যাক জ্যাঠতোতো ভাইএর চা'ল ডা'লের দোকান আছে। অ্যাকদিন অ্যাক নোতুন খদ্দের এসে একটি বস্তা রেখে বোললে, 'দু'মণ চা'ল দিন, আমি বাজারটা সেরে আসি। বোলে বোল্লে, 'আমার কাছে নোট, হয়তো ভাঙানো যা'বেনা তোরিতরকারির দোকানে, চার আনার পয়সা দিতে পারেন?' দেওয়া হোলো। লোকটি চোলে গ্যালো, বোলে, 'এখুনি ফিরে আসছি বাজার নিয়ে, আপনি চা'লটা ওজোন কোরুন।' পাশেই বাজার, সন্দেহ করার কোনো কারণ নেই। গ্যালো, কিন্তু আর ফিরলে না। ব্যাপারটা দাঁড়ালে এই যে, সে তা'র বস্তাটা চার আনা পয়সার সঙ্গে এক্স্চেঞ্জ্ কোরলে। এটাকে চুরি বা প্রতারণা বোলবে কি না বলো।" দু'জনেই হাঁসতে লাগলাম। হাঁসির আওয়াজ শুনে বৌদি ওঘর থেকে বোললেন, "বড্ডই যে হাঁসি হোচ্ছে!" "আপনাদেরই বা কী কম হয়!" "আমরা হাঁসি কাজের কথায়, এই যামন পুরুষ মানুষদের সাংসারিক কাজে বোকামির জন্যে।" ইঙ্গিতটা আমার উপর, না, দাদার উপর, না, দু'জনারই উপর? বোললাম, "বিয়েটা তো সেই অভাব পূরণ করার জন্যেই করে।" "অর্থাৎ, পুরুষ মানুষেই বিয়ে করে, মেয়েদের আর, মেয়েরা বিয়ে কোরতে জানেনা, না?" "কোরুক না বিয়ে মেয়েরা, খেতে দিক,

ভালোই তো হয়!" "মেয়েরা খেতে দেবে আবার ঘরসংসার দেখবে?" "ঘরসংসার ছাখার জন্যে অন্য মেয়েলোক রাখবে!" "বড়ো সুবিধে হয় তা' হোলে সব দিগ্ দিয়ে, না?" "ক্যানো, আমরাও তো পুরুষ চা'কোর রাখি। মেয়েরা পুরুষদের হিংসে করেন, দেখুন না নিজেদের তা'দের অবস্থায় ফেলে দিন-কতোক!" "আমি তা'তে রাজি, তবে পুরুষ মানুষকেই সংসার দেখতে হ'বে, তা'র জন্যে অন্য মেয়ে মানুষ রাখা হবে না। কী বলো সরলা?" মনে মনে ভাবলাম, এ'টা তোমার মনের কথা নয়, অন্ততঃ সরলা তো এ ব্যবস্থায় কিছুতেই রাজি হবেনা।

* * * *

একটু গোপন গার্হস্থ্য গণ্ডগোলের ঘটনা ঘোটেছে। ঘটনাটি হোলো এই। ডাক্তার রমেন বাবুর মেয়ে একটি পত্র পেয়েছে। পত্রপাঠ মেয়ে মা'র কাছে দিয়েছে, এবং মা "ওনার" কাছে। শেষতঃ স্বয়ং রমেন বাবু এসেছেন আমাদের কাছে পরামর্শর জন্য। গণ্ডগুলে চিঠিটা পড়া গ্যালো। সেটি হোলো ঃ

"আমার প্রাণের অপরাজিতাবল্লরী, তোমায় যে কী বোলে ডেকে তৃপ্তি পাবো জানিনি। অপু? না! অপরা? না! বলু? না! বল্লী? না! থাক; তুমি তুমিই। তোমাকে তুমি বোলে ডেকেই আনন্দ। সে ডাকার অধিকারটুকু কি তুমি দেবে না? কতোদিন ধোরে তোমার স্বপ্ন দেখে দেখে পাগোল হোয়ে গিয়ে শেষে এই চিঠি লিখছি। তুমি হয়তো চিনতেই পারছোনা। কিন্তু অন্তরকে জিজ্ঞাসা করো দিকিনি! সেই

বীণার তারে কি কেউ ওয়্যার্লেসের আঘাত করেনি ? তবে বোলি, রোজ তুমি ইস্কুলের গাড়ীতে ওঠো, বাড়ীর দরজা থেকে গাড়ী পর্য্যন্ত ঐটুকু, আমি দূর থেকে চেয়ে চেয়ে দেখি। আর তো এগুবার সাহস নেই। শেষে ঠিক কোরলুম, অন্ততঃ তোমার অ্যাকখানি ফটোকে বুকে কোরে রাত্রে শোবো! তরুণবাবু ফটোগ্রাফার্কে গিয়ে ধোরলুম, তিনি কয়েকদিন দূর থেকে ফটো নেবার চেষ্টা কোরলেন, পারলেন নি। শেষে অ্যাক-দিন সক্যামেরা তোমাদের বাড়ীতে তোমার বাবার কাছে যেয়ে হাজির হোলেন। কারো ফটো তোলার দরকার যোদি থাকে! অব্যর্থ ফল ফোললো। তোমার বাবা তোমাকে ডেকে আনলেন, ফটো তোলার জন্যে! সেই সূত্রে পেলুম তোমার ফটো। প্রতি রাতে বুকে কোরে শুয়েছি অ্যাতোদিন, তাও তৃপ্তি নেই। হঠাৎ তোমরা চোলে গেলে কোলকাতা থেকে দুম কোরে মুকদুমপুরে! তা'রপরে এই কটা দিন! উঃ—নিষ্ঠুর, তোমার কি অ্যাকবারও মনে হয় না আমার কথা ? কী বোলছি ? হয়তো তুমি আমায় চেনোই না! তা'হোলে আরও নিষ্ঠুর। আপনার প্রাণের লোককে চিনতে না পারা! এও কি সম্ভব ? আমি আর লিখতে পারছিনি। তুমি আমার এ চিঠির জবাব দেবেই। যোদি না দাও, আমি সটান তোমার ওখানে গিয়ে গুলি কোরে আত্মহত্যা কোরবো, তা' বোলে দিচ্ছি, তোমার সামনে। ইতি তোমারই, শুধু তোমারই পরশুরাম চক্রবর্ত্তী! ২।১।৪ খুদিপাড়া বাই-লেন।

"অ্যাখন কী কোরি," রমেনবাবু হতাশস্বরে বোললেন ; "যোদি জবাব না ছ্যায়, তো, এখানে এসে অ্যাকটা কেলেঙ্কারি কোরবে। আর, যোদি ছ্যায়, তা'র ফলই বা শেষে কী হবে কে জানে ?" বৌদি সেখানে বোসে ; বোললেন, "দীইক না অ্যাক লাইন্ জবাব, ছ্যাখাই যাক না কী হয় !" আমি মনে মনে ভাবলাম, "তুমি য্যামন মেয়ে, তুমি হোলে দিতে বটে।" দাদা বোললেন, "উঁহুঁ ! অ্যাকখানা চিঠি পেলেই যে ও ঠাণ্ডা হবে, তা' মনে হোচ্ছে না। বরঞ্চ, তা'তে অন্য ফ্যাকড়াও বেধে যেতে পারে। তা'র চেয়ে খবর নিন না গোপনে ছেলেটি কী করে ইত্যাদি।" "কোরবে আর কী," আমি বোললাম, "ভ্যারেণ্ডা ভাজে। নৈলে, ঐ জাতীয় চিঠি লেখার সময় পায় !" "আপনারাও ঐ বয়সে অমন কতো চিঠি লিখেছেন, অ্যাখন সাধু সেজেছেন। আমি বোলি, ছেলেটাকে এখানে আসতে লেখা যাক," ইতি বৌদি। "তা' লিখতে পারেন," আমি বোললাম, "এলেই পুলিশের হাতে দেওয়া যাবে।" সরলা বোললেন, "ওসব নিশ্চয় মুখের কথা লিখেছে, দিদি, নিশ্চয় ! মরা অতো সহজ কথা নয়।" অনেক কথা খরচের পর দাদার পরামর্শ মতোই ঠিক হোলো, ছ্যাখাই যাক না ছেলেটির খবরাখবর নিয়ে আগে।

* * *

কোর্ট্ থেকে ফিরে মনটা বড়ো খারাপ। সকালে দেখি একটি সুটে খালি দুই পক্ষে হাজিরা, বাকি কোনোটাই রেডি

নেই। রেডি যেটি সেটি ডাকালাম। বিবাদীর উকিল জানালেন, একটু সময় চাই কাগজ পত্র দেখতে, কারণ, গোড়ার উকিল হরিষবাবু আসেন নি। ভালো! দশ মিনিট্ অপেক্ষা কোরলাম। তাও কাগজ দ্যাখা হোলো না। তখন, যেগুলি রেডি নয় সেগুলির গোতি করার জন্য ডাকাতে হুকুম দিলাম। দেখি, ইতিমধ্যে একটিতে টিকিট দিয়ে হাজিরা পোড়েছে—রেডি হোয়েছে। ভালো! ডাকালাম। উকিল-বাবুরা বোললেন, আপোষের কথাবার্ত্তা চোলছে, পাঁচ মিনিট্ সময় চাই। পাঁচ মিনিট্ তো গ্যালোই, আরও চোললো। আপোষের জন্যে অপেক্ষা করা প্রথম পোয়াতির ডেলিভারির জন্যে অপেক্ষা করার মতো। এতে আনন্দও আছে, কষ্টও আছে, ধৈর্য্যচ্যুতিও ঘোটতে পারে। বাইরে কথাবার্ত্তা চোলছে, বুঝি হোলো হোলো, হোলে বাঁচা যায়, আর, যোদি না হয়? শেষ সময়ে হয়তো, "হোলো না সার্।" তখন ইচ্ছে হয়, মুখখানা দেখি! ওটাকেও দিলাম হাল ছেড়ে। তা'র পরেরটা ডেকে দেখি হাঁপাতে হাঁপাতে অনুপস্থিত বাদী এসে উপস্থিত। এটা অ্যাকটা রেণ্ট্‌স্যুট্। কেস্ ওপ্‌ন্‌ড্ হোলো। আলাপ আলোচনা পয়েণ্ট্ পরিষ্কার কোরতে কোরতে আধঘণ্টা চোলে গ্যালো। শেষে, স্মিতমুখে বিবাদীর উকিলবাবু বোললেন, কন্‌টেস্‌ট্ কোরবেন না, এক্‌স্‌পার্টি ছেড়ে দিলেন। আধঘণ্টা খরচের পর এক্‌স্‌পার্টি! আমি এ আধঘণ্টা খরচের হিসেব দ্যাখাই কী কোরে জমা খরচের

খাতায় ? ওটাকে এক্‌স্‌পার্টি সেরে বাকি আর দুটো জবাই হোলো, ডিস্‌মিস্‌ড্‌ ফর্‌ ডিফল্ট্‌। লিস্টের শেষ পর্য্যন্ত গিয়ে আবার ফিরে গেলাম প্রথম যেটা ডাকিয়েছিলাম সেটায়। বিবাদীর উকিল বোললেন, তাঁর কাগজ দ্যাখা হোয়ে গিয়েছে, কিন্তু বাদীর উকিল ইতিমধ্যে গিয়েছেন দাদার কোর্টে অ্যাকটা মামলা ডাক পড়ায়। আবার ডাকাডাকি হাঁকাহাঁকি পনর মিনিট্‌ বোসে। শেষে, হাল ছেড়ে দিয়ে দ্বিতীয়টা ডাকালাম। মিনিট্‌ পাঁচ পরে উকিলবাবুরা এসে হাজির—সব হোয়েছে, একটু খালি বাঁকি, জয়েণ্ট্‌ পিটিশন্‌ ফর্‌ টাইম্‌ কোরছেন। বেশ ! কিন্তু প্রথমটির উপায় ? বাদীর উকিল আর আসতে পারেন না ; আমিও নাছোড়বান্দা এবারে। শেষে পোড়লো বাদিপক্ষে সময়ের দরখাস্ত, অ্যাক সাক্ষীর অসুখ। শেষ পর্য্যন্ত অ্যাতো পরিশ্রম, আর কাজ হোলো ফাঁকা। মনে হোলে, হরিনাম না কোরেই অ্যাকটা দিল গ্যালো।

* * *

আজ অ্যাক বাজে মামলায় হোরুবাবুর আস্ফালনে বার বার মনে হোচ্ছিল 'গটে উকিড় বটে'র গল্প। চাতাল থাকতে সেখানকার অ্যাক মজার উকিল ভব বাবু সবে-ধন-নীলমোণি একটি মামলা পেয়েছেন। চেম্বারে এসে বোললেন, তিনি একটু খুশিমতো বক্তৃতা দিতে চান, য্যানো বাধা দেওয়া না হয় ; এতে তাঁর প্রতিপত্তি বাড়বে। বেশ ! অনর্গল ছাই-

ভস্ম চেঁচিয়ে চেঁচিয়ে বোলে গেলেন। বক্তৃতায় তাঁর মক্কেল তো মহাখুশী। বলে 'গটে উকিড় বটে', অ্যাকজন উকিল বটে। মক্কেল মহলে সুনাম ছোড়িয়ে গ্যালো। কিন্তু অ্যামন ধাঁরা মক্কেল-মোহন-প্রলাপন শুনতে পরাণ যে যায়!

বিকেলে দাদার ওখানে হোরুবাবুর কীর্ত্তির কথা বোললাম। দাদা শুনে বোললেন যে, মক্কেলরা ঐ জিনিষ পছন্দ করে এবং যে সব উকিলের মক্কেল বাড়ন্ত' তাদের এই hawking-এর দরকার আছে। "আমার কী মনে হয় জানো," দাদা শেষতঃ বোললেন, "বর্ত্তমান বিচার-ব্যবস্থাটাই ত্যারচামুখী। যেখানকার মামলা সেই জায়গাতেই বিচার করা সত্য উদ্ঘা-টনের অ্যাকমাত্র পথ, এবং সে বিচার হবে স্থানীয় জুরির সাহায্যে। অ্যাকজন ভ্রাম্যমাণ প্রিজাইডিং অফিসারের ব্যবস্থা রাখতে পারো, কিংবা, পূরো ক্ষমতা জুরির হাতেই ছেড়ে দিতে পারো।" "কিন্তু গ্রাম্য দলাদলি থাকবেই, তা'তে বিচার-বিভ্রাট হ'বার সম্ভাবনা।" "আমি সেই কথাই বোলতে যাচ্ছিলাম। ভ্রাম্যমাণ প্রিজাইডিং অফিসার্ থাকলে ও ভয় থাকবে না; আর, যেখানে জুরির হাতেই রায় দেবার পূরো ক্ষমতা দিয়েছো সেখানে আপীলের ব্যবস্থা রাখবে, অ্যাকজন অফিসার্ গিয়ে স্থানীয় তদন্ত কোরে আপীল্‌টি নিষ্পত্তি কোরবে। তবে, এ ব্যবস্থায় বিচারবিভাগকে আয়ের বিভাগ মনে কোরলে চোলবে না।" "আমার ঠিক এই কথাটাই সব সময়ে মনে হয়, খুশিমতো অ্যাকজন ছোটো ছেলের কাছে

জিজ্ঞাসা কোরো হয়তো সত্য কথাটা জেনে নেওয়া যায়, আদালতে রিহার্সাল্ দেওয়া পনরোটা সাক্ষীর জবানবন্দি লিখেও যেখানে কুল কিনারা করা যায় না।" "Onus নিয়ে উদ্ব্যস্ত হ'বার দরকার নেই। যে বেচারিকে জোর কোরে জোমি থেকে তাড়িয়ে দেওয়া হোয়েছে, তা'কেই বলা হোলো দশ মাইল দূরে সাক্ষী নিয়ে গিয়ে প্রমাণ করো বেদখল। সে দুর্ব্বল না হোলে আর বেদখল হয় ?"

*   *   *

বৈকালিকী চোলছে ; হয় দাদার ওখানে, নয় আমার এখানে, নয় ব্যাড়াতে ব্যাড়াতে। রাজনৈতিক আলোচনাই হয় বেশি। যুদ্ধ বাধছে কোই ? যুদ্ধ বাধবে কবে ? যুদ্ধ কি বাধবে ? বাধে বাধে বাধে না। থেকে থেকে হিট্‌লারের গর্জ্জন। চাই lebensraum, বাঁচিবার মতো ঠাঁই। এই বাঁচবার মতো ঠাঁই-এর অন্বেষণই মানব জাতির ইতিহাস অতি আদিমকাল থেকে। জনসংখ্যা পঙ্গপালের মতো বেড়ে চোলেছে। বৃষ্ণিবংশের ভার আর ধরিত্রী সোইতে পারে না। আহার আর জোটেনা। তাই, নোতুন আহার্য্যের খোঁজে সুরু হোলো movement of the tribe গোষ্ঠীর অভিযান। আর্য্যদের বিস্তারণ, হুনদের আক্রমণ, টিউটন্‌দের সমুদ্রমন্থন—সবের পিছনেই মুখ্যতঃ বুভুক্ষা। আজও জার্ম্ম্যানির টিউটন্‌দের সেই বুভুক্ষা। হিট্‌লার্ জার্ম্মান্-জনসাধারণের মুখপাত্র, তা'দের অন্তরের কথা তিনি প্রকাশ

কোরে বোলেছেন। মিনতি কোরে কি তাঁ'কে নিবৃত্ত করা যাবে ? ক্ষুধার্ত্ত শার্দ্দূল কি অহিংসার মনোহারিণী বাণীতে কাণ দেবে ? ছত্রহস্ত চেম্বারলেন্ বুদ্ধের বাণী থেকে দুই অ্যাকটা শ্লোক উদ্ধৃত কোরলেন। "গর্জ্জনের উত্তরে প্রতি-গর্জ্জন করো" বৃটিশ্ প্রেস্ মূকহুঙ্কার ছাড়ছেন ; "যুদ্ধ করো !" সেই পুরোনো ইতিবৃত্ত—tribe এর বিরুদ্ধে tribe এর যুদ্ধ। চাই আহার, চাই বাসস্থান, চাই বিশ্রাম। যুদ্ধ বাধবেই, আজ না বাধে তো বাধবে কাল।

যুদ্ধ বাধুক, ইংরেজের দাঁত ভাঙুক। England's adversities are India's opportunities। ইংল্যাণ্ডের সর্ব্বনাশ ভারতের পোষ মাস। যে ভারসাম্য নীতি—অ্যাকের পিছনে অন্যকে লেলিয়ে দিয়ে নিজে rearguard action বা পশ্চাদ্ভাগ সংরক্ষণ করা—ইংল্যাণ্ড্ অষ্টাদশ শতাব্দির সুরু থেকে চালিয়ে আসছে, তা'র কি অ্যাকটা প্রতিক্রিয়া হবে না ? ফ্রান্সের চতুর্দ্দশ লুই-এর বিরুদ্ধে, ন্যাপোলিয়ঁর বিরুদ্ধে, কাইজার্ দ্বিতীয় ভিল্‌হেল্‌ম্‌এর বিরুদ্ধে, সপ্তবার্ষিক যুদ্ধে, অস্ট্রিয়ার উত্তরাধিকার যুদ্ধে, রুশ-তুরস্ক যুদ্ধে,—কোথায় ইংরেজ নেই ? সর্ব্বত্র বিনি খরচায় কি কম খরচায় অপরকে উস্কানি। লম্বা লম্বা বুলি আওড়ানো, আর নির্ল্লজ্জভাবে ভারতে, আফগানিস্তানে, তিব্বতে, ব্রহ্মে, চীনে আক্রমণাত্মক নীতি চালিয়ে যাওয়া। তোমাদের কি পতন হবে না ?

"কিন্তু এ দোষ তো ইংরেজের নয়," দাদা বোললেন ;

"যে শক্তিমান্ সেই সহিংস, যে দুর্ব্বল সেই অহিংসার ভক্ত। সব জাতির ইতিহাসই তা'ই। দুর্বলকে শক্তি দাও, সেই আক্রমণ কোরবে।" "কিন্তু ইংরেজ কোরেছে আমাদের ক্ষতি, তা'ই ইংরেজের বিরুদ্ধে বলাও আমাদের স্বাভাবিক।" "স্বাভাবিক হয়তো হোতে পারে ; ইংরেজের বিরুদ্ধে উচ্ছ্বাস হয়তো মনের safety valve এর কাজ কোরতে পারে ; কিন্তু তা'তে আর বেশি দূর এগোয় না। যোদি দেশের বাস্তবিক উপকার কোরতে হয় তাহোলে ধীরে ধীরে জনসাধারণের মধ্যে রঞ্জে রঞ্জে cold anger নিরুচ্ছ্বাস রোষ সঞ্চারিত কোরে দিতে হবে। যখনই যে দিকে লক্ষ্য কোরি, দেশবাসীর মধ্যে এই cold anger এর অভাব দেখে হতাশ হোয়ে পোড়ি। অ্যাকদল লোক উত্তেজিত হোয়ে উষ্ণ প্রস্রবণের মতো ছিটকে পোড়ছে, আর অ্যাকদল অসার হোয়ে পোড়ে রোয়েছে।" "কিন্তু এই cold anger সঞ্চার করার ভার কে নেবে? সে লোক কোই?" "আজ নেই। কিন্তু যেই আসবে, সেই হ'বে নেতা। সবাই কোরবে তা'কে অনুসরণ।"

* * *

বৈকালিক বৈঠক চোলছে দাদার ওখানে। আলোচনা—সাহিত্যসৃষ্টি। বাস্তবিক নোতুন সাহিত্য সৃষ্টি করার কি আর অবকাশ আছে? যা' কিছু বলার, সব কিছুই কি বলা হোয়ে যায়নি? যতো ভাবে বলা যায়, সব ভাবেই কি বলা হয়নি? লিখবেন নারীর মনের গোপন লিপ্সার কথা?

খুলুন মহাভারত ; দেখুন আম পাড়া ব্যাপার নিয়ে দ্রৌপদীর স্বীকারোক্তি। পারবেন লিখতে এর চেয়ে moving drama ? আবার, দেখতে চান পুরুষের ভিতরে প্রেম নিয়ে হৃদয় নিয়ে ছিনিমিনি ? দেখুন শকুন্তলা-উপাখ্যান। পুরুষের ভিতর মহৎ চরিত্র দেখতে চান ? পোড়ুন কর্ণের কাহিনী। কর্ণের মতো উন্নত বলিষ্ঠ চরিত্র সাহিত্যে আর কোথায় ? কেবল মহাভারত থেকেই তো অ্যাতোগুলি বা'র হোয়ে গ্যালো, আর সব ছেড়েই দিয়ে। দুই জনে অ্যাকমত হোয়ে পরস্পর পরস্পরের কথায় জোড়া লাগিয়ে এই ভাবে আলোচনা কোরে যাচ্ছি। যতোই অ্যাকমত হোচ্ছি দু'জনে, ততোই মন যাচ্ছে খারাপ হোয়ে আমার। তা' হোলে কি হাত গুটিয়ে বোসে থাকতে হ'বে ? সাহিত্যে কি অ্যাখন আর কা'রো কলম চালাবার অধিকার নেই ? দাদা আমার হতাশ স্বুর শুনে উদ্ধার কোরলেন। বোললেন, দাবার দু'টি খ্যালা ঠিক অ্যাক রকম হয় না। ফুল যোদি বা অ্যাক হয়, মালা তো ভিন্ন হোতে পারে !"

অ্যামন সময় বৌদি এসে উপস্থিত হোলেন। ফুলের মতো তাজা শুভ্র। সৌন্দর্য্য অ্যাক, কিন্তু সুন্দর জিনিসের বিভিন্নতা থাকতে পারে, তা'রা প্রত্যেকটিই সমভাবে মুগ্ধ কোরতে পারে। পাউডারের ও সেন্টের গন্ধ ছোড়িয়ে বৌদি এগিয়ে এলেন। "আজ আবার কী আলোচনা সভায় ?" "সভানেত্রী না থাকলে কি আর আলোচনা জমে," আমি

বোললাম। দাদা মুচকে মুচকে হাঁসছেন। "আমি সভা-নেত্রী হ'বার উপযুক্ত নই, তাই ঠাট্টা কোরছেন।" "ঠাট্টা কি ঠিক একটু বোসেই দেখুন!" "আমি একটু বেড়ুচ্ছি, একটু প্রমীলাদের বাড়ী যাচ্ছি, আর অ্যাকদিন পরখ কোরে দেখবো আপনি ঠাট্টা করেন, না, ঠিক বলেন।"

বৈকালী চোলছে। "আজ অ্যাক গাছকাটার দোরুন ক্ষতি-পূরণের এস্-সি-সি ছিলো। দুই পক্ষের উকিলের কথা শুনে দেখলাম যে, গাছকাটার অন্তরালে রোয়েছে টাইট্‌লের কবন্ধ। জোমির স্বত্ব বা দখল কা'র, সেইটেই আদত প্রশ্ন। দেখলাম, বোধহয় দু'দিন যা'বে আমার এই মামলাটি কোরতে, কিন্তু ডিস্‌পোজাল্‌এর ঘরে ভ্যাখাতে পারবো মাত্র একটি এস্-সি-সি চুনোপুঁটি। তা'ই স্বত্বের প্রশ্ন আছে, এই কথা গম্ভীরভাবে বোলে দিলাম প্লেণ্ট_রিটার্ন্ কোরে। টাইট্‌ল্ স্যুট্ কোরুক; তা'রাও বাঁচে, আমিও বাঁচি।" দাদা বোললেন, "তুমি অবশ্য বাঁচো, কিন্তু বাদিপক্ষ ঠিক বাঁচেনা। স্বত্বের মামলায় বোহু টাকা কোর্ট্‌ফি দিতে হ'বে। কোর্ট্‌ফি বাঁচানোর জন্যে তা'রা হয়তো মানি ফর্ম্_এ কোরবে।"

আমি: "মানি কোরলে বা আমি মানবো ক্যানো? অতো প্যাঁচানো স্বত্বের প্রশ্ন, দু'দিন লেবারের পর একটি মানি প্রসব, যা'র বাজারদর ছোটো পোনার চেয়ে বেশি নয়। অথচ

জিনিসটা বড়ো রুই কাতলার পর্য্যায়ে পড়ে। আমি আবার প্লেণ্ট্ রিটার্ন্ কোরবো, টাইট্ল্ করো।"

তিনি: "এটা কি করা ঠিক হবে? এ বিষয়ে আইনে কোনো স্পষ্ট নির্দ্দেশ আছে কি?"

আমি: "নেই বোলেই তো নিজের স্থবিধামতো কাজ কোরবো। নিয়ম বদলাও, স্বত্বপ্রশ্নজড়ানো এস্-সি-সি বা মানিকে টাইট্ল্এর সঙ্গে সমান ওজন দাও, শূদ্রকে ব্রাহ্মণ শ্রেণীতে তোলো, তো কোনো আপত্তি নেই। যতো ইচ্ছে এস্-সি-সি বা মানি হোক না, কোরে দেবো।"

তিনি: "সবার আগে দরকার কোর্ট্ফি কমানো। মামলার মূল্যের শতকরা দশভাগ কোর্ট্ ফি দিয়ে ক'টা লোক মামলা কোরতে পারে? এটা ইংরেজদের নিছক বেণেপনা দোকানদারি।"

আমি: "টাকা নৈলে অ্যাড্মিনিস্ট্রেশন্ চলে কী কোরে?"

তিনি: "যা'দের বেশি আয়, তা'দের ওপর বেশি রেটে ইন্কাম্ট্যাক্স্ বসাও। বিলাসের সামগ্রীর ওপর ট্যাক্স্ বসাও। উত্তরাধিকারের ওপর ট্যাক্স্ বসাও।"

আমি: "তা'ই কি হয়? তা'হোলে যাঁ'রা আইন কোরছেন তাঁ'দের নিজেদের ঘাড়েই করের বোঝা চাপে বেশি। নিজের গলায় ছুরি দিতে কি কেউ চায়?"

তিনি: "কোর্ট্গুলোর কার্য্যকলাপের ভিতর কতকটা প্রচ্ছন্ন প্রহসন রোয়ে গিয়েছে। আমার থেকে থেকে মনে

হয়, কে য্যানো আড়াল থেকে দাঁত বা'র কোরে হাঁসছে যখন কেউ জাস্টিস্ ইন্জাস্টিস্-এর বুলি কপচান।"

আমি ঃ "পিছনে যেখানে ডিস্পোজাল্-এর তাড়া সেখানে আবার জাস্টিস্ কোথায় ? কে কতো রায় বা'র কোরে দিতে পারো ছাপাখানার যন্ত্রের মতো! য্যামন খুশি রায় লিখে দাও, যা' ইচ্ছে হুকুম দাও, কেবল লক্ষ্য রাখবে যে পক্ষকে হারিয়ে দিচ্ছ সে অ্যাপীল্ কোরতে পারে কি না। যেখানে অ্যাক পক্ষের অ্যাপীল্ করার মুরদ আছে অপর পক্ষের নেই, সেখানে অম্লানবদনে বড়োলোক পক্ষকে জিতিয়ে দেওয়া যেতে পারে, তাহো'লে আর অতো মাথা ঘামিয়ে রায় লিখতে হয় না।"

তিনি, (হেঁসে) ঃ "তোমার যে এই মনের ভাব সেটা খুব বাঞ্ছনীয় নয়। কিন্তু এটা বর্ত্তমান পদ্ধতির পরিণতি। যতো-দিন ইংরেজ না সোরছে, ততোদিন হয়তো এ পদ্ধতির পরিবর্ত্তন হবে না।"

আমি ঃ "ক্রিমিন্যাল্ কোর্টের হাকিমদের এ বিষয়ে বুদ্ধি আছে। অ্যামন একটু শাস্তি দিয়ে দিলেন যে, অ্যাপীল্ চলে না। হাইকোর্টে মোশন্? সেটা তো সবারই আর্থিক ক্ষমতায় কুলোয় না!"

তিনি ঃ "বাংলার মুন্সেফ্রা যে ক্যালিবারের লোক, সেখানে আপীলের ব্যবস্থা রাখা যে বিশেষ দরকার, তা' মনে হয় না। অনেক ক্ষেত্রে ছাখা যায় যে, আপীলের ফলে ঠিক

রায় উল্টে যায়। পয়সাওয়ালা লোকে শুধু টাকার জোরে আপীল্ কোরে অপর পক্ষকে কাবু কোরে দিতে পারে। পয়সায় দুর্ব্বল লোক অনেক সময়ে আপোস কোরে ফ্যালে আপীলের ভয়ে। অবশ্য, আপীলের ব্যবস্থা থাকায় উকিলদের সুবিধে; কিন্তু গোরিবের উপর অ্যাতো অত্যাচার ভালো নয়।"

আমি: "অ্যাপীল্ বা মোশনের ব্যবস্থা যোদি সম্পূর্ণ তুলে দেন, তা হোলে দু'টি কুফলের সম্ভাবনা আছে। প্রত্যেকেই মানুষ। হয়তো হঠাৎ রাগের মাথায় কোনো মুন্সেফ্ অ্যাকটা অন্যায় রায় লিখে দিলো! আর, ক্রিমিন্যাল্ কোর্টের কথা? সেখানে তো খুশি মতো যা' হয় কোরে দিলেই হোলো।"

তিনি: "আমার প্রথম কথা হোলো, মুন্সেফ্রা সিভিল্ এবং ক্রিমিন্যাল্ দুই ধরণের মামলাই কোরবেন। তা'হোলে তোমার শেষ আপত্তিটার খণ্ডন হয়। আর, প্রথম আপত্তিটাকে আমি খুব গুরুতর মনে কোরি না। বর্ত্তমান ব্যবস্থাতেও তো এস্-সি-সি জজ্ হোচ্ছেন final judge of facts, ফার্স্ট্ অ্যাপেলেট্ কোর্টের finding of fact-এর সঙ্গে হাইকোর্ট্ interfere করে না। হঠাৎ রাগের মাথায় অন্যায় রায় লিখে দেওয়ার স্কোপ্ খুবই কম। বরঞ্চ snobbish আই-সি-এস্ জজ্দের এ দোষের কথা সময়ে সময়ে শোনা যায়, কিন্তু মুন্সেফ্দের নেই। বাংলার মুন্সেফ্রা যে শ্রেণী থেকে

recruited হন, তাঁ'দের যা' ট্রেনিং এবং ট্র্যাডিশন্, তা'তে এ ধরণের বিপদের আশঙ্কা নেই। অবশ্য, সমস্ত ব্যবস্থাতেই কিছু না কিছু ত্রুটি থাকবেই। লক্ষিন্দরের লোহার ঘরেও ছ্যাঁদা ছিলো। কাজেই, এসব বিষয়ে দেখতে হয়, কোন ব্যবস্থাটা অপেক্ষাকৃত ভালো। বর্ত্তমান ব্যবস্থা এবং আমার প্রস্তাবিত ব্যবস্থা, এ দু'টোর যোদি তুলনা করো, তা' হো'লে দেখবে যে, জনসাধারণের পক্ষে আমার ব্যবস্থা অনেক বেশি মঙ্গলজনক। আমার ব্যবস্থায় হ'বে অত্যাচারী বড়োলোকের জেতার সম্ভাবনা অনেক কম, লোকে বিচার অনেক বেশি তাড়াতাড়ি পা'বে, নিজের ন্যায্য অধিকার সাব্যস্ত করার জন্য মামলা কোরতে লোকে খরচা ও বিড়ম্বনার কথা ভেবে মুষড়ে পোড়বে না। টাউট্‌দের প্রতিপত্তি যা'বে কোমে।"

আমি ঃ "তা' হো'লে আপনি বোলতে চাচ্ছেন, দেশে খালি কয়েকটা মুন্‌সেফ্ কোর্ট্ থাক, আর সব কোর্ট্ যা'ক উঠে ?"

তিনি ঃ "না, তা' ঠিক বোলি নি, একটি হাইকোর্ট্ থাকার দরকার। ফৌজদারি মামলাতে হাইকোর্টে অ্যাকবার আপীল্ করার ব্যবস্থা থাকা উচিত। কারণ, ফৌজদারি মামলাতে মানুষের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা ও সম্মানের প্রশ্ন জড়িত আছে। দ্বিতীয়তঃ, হাইকোর্ট্ থাকার দরকার এই কারণে যে, কোনো আইনঘোটিত সমস্যা মনে জাগলে, মুন্‌সেফ্ সেটা হাইকোর্টে রেফার্ কোরতে পারবেন। তৃতীয়তঃ, কোনো কোর্ট্ থেকে

মামলা ট্র্যান্‌স্‌ফার্‌ করার আবেদন হাইকোর্টে কোরতে পারা যা'বে। হয়তো, বিচারকের নিজের ব্যক্তিগত স্বার্থ আছে কোনো মামলায়; সেক্ষেত্রে হাইকোর্টে আবেদন কোরে মামলাটি অন্য কোর্টে স্থানান্তরিত করা যা'বে। চতুর্থতঃ, পাঁচ হাজার টাকা বা তা'র চেয়ে বেশি মূল্যের সম্পত্তি সংক্রান্ত মামলায় অ্যাকবার আপীলের ব্যবস্থা থাকবে হাইকোর্টে। বড়ো লোকদের টাকার কামড় বেশি; তা'রা টাকার গুমরে ফেটে পড়ে; শুম্ভনিশুম্ভের যুদ্ধের একটি প্রশস্ততর স্থান থাক।"

* * *

দিনের পর দিন চোলে যাচ্ছে, বৈচিত্রহীন, য্যানো মালা যপ কোরে যাচ্ছি। সেই সকাল, দুপুর, সন্ধ্যা এবং রাত্রি! সব সময়ে য্যানো কীসের আশায় চেয়ে আছি, কী অ্যাকটা য্যানো আনন্দদায়ক নোতুন কিছু ঘোটবে, বর্ত্তমানে উপভোগ করার কিচ্ছু নেই, কিছুই উপভোগ কোরতে পারছি না, ভবিষ্যতের রোঙিন ছোবির আশায় উন্মুখ উদ্‌গ্রীব হোয়ে রোইছি! দিনগুলো ছল্‌-ছল্‌ ছল্‌-ছল্‌ কোরে পায়ের তলায় চোলে যাচ্ছে, আর, আমি চেয়ে রোয়েছি দূরের পানে। দূরের আশায় থেকে থেকে তো গোণা দিন ফুরিয়ে এলো! যা'রা বর্ত্তমান উপভোগ কোরতে পারে, তা'রাই সুখী; আমার চেয়ে থাকাই সম্বল।

দিনের পর দিন কী ভাবেই চোলে যায়!

এই সেদিন তো ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষা দিচ্ছি। ঐ তো বিনোদ শা' লেনের ৫।২ নম্বর বাড়ীতে বোসে পোড়ছি। ঘরখানি ছোটো, একটি চৌকি পাতা, চৌকিতে বোসে সাব্‌স্ট্যান্‌স্ কোরছি ; ইংরিজি পেপারে যোদি কিছু বেশি নম্বর পাওয়া যায় ! সব সময়ে ভয়, যোদি বসন্ত হয় অ্যাতো পরিশ্রম নষ্ট হোয়ে যাবে। পরীক্ষাটা করে ঠিক বসন্তের সময়ে, এদের কি অ্যাতোটুকু বুদ্ধি নেই ! দৈবক্রমে জলবসন্ত হোলেই তো একটি বছর মাটি। বড়ো হোয়ে যোদি পারি তো পরীক্ষার সময়টা বোদলে দেবো।··· পরীক্ষা এসে গ্যালো। অঙ্কের দিন, দেখি একটি ধবধবে ম্যাড্রাসি ছেলে, বোধ হয় বড়ো লোকের, মাথায় এসেন্স্ ঢালছে। অঙ্কের দিন মাথা ঠাণ্ডা রাখার প্রক্রিয়া অনেকেই করে কিন্তু তা'তে কি খুব যায় আসে ?···বাংলার দিন লিখতে লিখতে ডেস্কের উপর মেলে রাখা পকেট ঘোড়ির দিকে চেয়ে দেখি চোলছেনা। এই তো অ্যাতোক্ষণ চোলছিলো, বারোটা পর্য্যন্ত চোলেছিলো, দমও দেওয়া রোয়েছে। তবে ? কোনও চাপও লাগেনি, ডেস্কের উপরই রোয়েছে বরাবর ! গার্ডকে ডেকে সময়টা জেনে নিয়ে আবার চালিয়ে দিলাম। কাঁটা ঘোরাতেই আবার চোলতে লাগলো। এ আবার ক্যামন ধারা ? ঘোড়িটা কি দর্শন পোড়েছে ? বারোটা বাজতেই কি তা'র মনে পোড়লো জীবনের অসারত্বের কথা, ভাবলো, আর ক্যানো ?···মেক্যানিক্‌স্ এর দিন। সবই জানা প্রশ্ন।

গোটা দশেকের মধ্যে any six। ধীরে ধীরে কুছ পরোয়া নেই ভাবে লিখে যাচ্ছি। লেখা হোতে রিভিশন্ কোরলাম। ঠিকই আছে। তখনও মিনিট পনোরো হাতে। অ্যাক বার গুণে দেখি, ক'টার জবাব দিলাম। অ্যাক, দুই, তিন, চার, পাঁচ। আর অ্যাকটা কোই? আবার গুণি। পাঁচ। তা'ই তো! মিনিট বারো ত্যাড়ো বাঁকি। উর্দ্ধশ্বাসে ব্যাঁকা ত্যাড়া ফিগার্ এঁকে আর অ্যাকটা লেখা গ্যালো। এও হয়? বছর ছয়েক ধোরে গোটা বিশেক পরীক্ষা দিয়ে এসে শেষে এই ভুল!

আচ্ছা, ধারাবাহিক ভাবে পিছিয়ে যাওয়া যাক, দেখি কতোদূর পৌঁছোয়। শুনেছি, স্মৃতিশক্তি অভ্যাসের ফল। প্রথমে ভাবতে হবে গত কাল কী কী করা হোয়েছে। তা'রপরে, পোরশু দিন কী কী করা হোয়েছে। তা'র পরে তা'র আগের দিনের কথা। তা'রপরে তা'র আগের দিন। এই কোরে চোলতে চোলতে নাকি মাতৃগর্ভ তা'রপরে প্রাক্‌গর্ভ অর্থাৎ পূর্বজন্মে পৌঁছনো যায়, তা'রপরে তা'রও আগের জন্মে, তা'রপরে তা'রও আগের। বুদ্ধ নাকি এই কোরে নিজের পূর্ব্ব পূর্ব্ব সব জন্মের ঘটনা জেনেছিলেন।

দেখিতো! কালকে? নাঃ, পোষায় না! আচ্ছা, শেষ কতোদূর পর্য্যন্ত স্মৃতি পৌছয় দ্যাখা যাক! মনে পড়ে সিমলা স্ট্রীটের বাসা। হ্যাঁ, স্পষ্টই মনে পড়ে। ওখানেই প্রথম স্কুলে ভর্ত্তি হই। তখন আমার বছর নয় দশ বয়েস। তা'র

আগে ? তা'র আগে……হ্যাঁ, বাহির মির্জাপুরের বাসা। বাহির মির্জাপুরের বাসা কি ঠিক সিমলার আগে ? ঠিক মনে পোড়ছে না; বোধ হয়। বাহির মির্জাপুরে ঘুড়ি ওড়ানো দেখতাম, সম্ভব। প্রতাপ তা'র ঘুড়ি সুতো ছাদে রেখে একটু নীচে গ্যালো, বোলে গ্যালো "উড়িয়োনা"। আমারও হোলো দুর্দ্দমনীয় লোভ এই ফাঁকে একটু ওড়াবার। য্যামন ওড়ানো ওম্নি পাশের নারকেল গাছে আটকানো। বুক কোরতে লাগলো দুড় দুড়। আমার শত অনিচ্ছা সত্ত্বেও প্রতাপ আবার ফিরেই এলো। সে কথা আজও ঝাপসা মনে পড়ে। ধনুকবাণের যুদ্ধ খেলতে গিয়ে চোখে ঝাঁটার কাঠির বাণ বিঁধে যাওয়া, সেও ঐ বাসাতেই বটে। হ্যাঁ, বাহির মির্জাপুরের কয়েকটা ঘটনা ছাড়াছাড়া মনে পোড়ছে।……..তা'র আগে ? ত'ার আগে কোথায় ছিলাম, বা কবে কী ভাবে বাহির মির্জাপুরে এলাম, তা' তো মনে পোড়ছে না একটুও! ওর: আগে কি কিছুই মনে নেই ? নাঃ—মনে পোড়েছে, গোবিন্দচন্দ্র সেনের লেনের বাসা। ঠিকতো ! ঐ বাসাটাই কি বাহির মির্জাপুরের ঠিক আগে ? অ্যাকেবারেই মনে আসছে না। গোবিন্দ সেন লেনের স্মৃতি বাহির মির্জাপুরের স্মৃতির চেয়ে আরও অস্পষ্ট, শুধু এই কারণেই মনে হোচ্ছে গোবিন্দ সেন আগে বাহির মির্জাপুর পরে। কিন্তু গোবিন্দ সেনের বাসার নম্বরটা মনে আছে, অথচ বাহির মির্জাপুরের বাসার নম্বর মনে নেই। ক্যানো অ্যাকটা কথা মনে থাকে, আর অ্যাকটা

থাকে না? ক্যানো অ্যাকটা দিন ভালো লাগে, আর অ্যাকটা লাগে না?

গোবিন্দ সেনেই বটে—ছিলো অ্যাকটা পাশের বাড়ী। কাঠের পাটাতনের দেওয়াল দিয়ে দু'বাড়ী ভাগ কোরে দেওয়া হোয়েছিলো, সেই কাঠের দেওয়ালে ছিলো ছোট্ট একটি ছ্যাদা, এবং সেই ছ্যাদা দিয়ে ছোট্ট আঙুল প্রবেশ কোরতে পারতো। কে যে কবে সেই ছ্যাদাটি করে হয়তো পাশের বাড়ী সম্পর্কে কৌতূহলাতিশয্যে, না, এটি ঘটনাচক্রের ফল, তা কেউ জানে না। যা'ই হোক, হয়তো যেটির সৃষ্টি বড়োদের চোখ চালাবার জন্যে, সেটির ব্যবহার হোতো শিশুদের আঙুল চালাবার জন্যে। পাশের বাড়ীর একটি মেয়ে ছিলো ঠিক আমারই বয়সী, সে তা'র দিক্ থেকে চালাতো আঙুল এবং আমি আমার দিক্ থেকে। এইভাবে ভাবের আদান-প্রদান হোতো বোধহয়। তবে, সে ভাব হোলো মাত্র আড়ির উল্টো। যোদি কোনো নীতিত্রাস ব্যক্তি ক্ষুব্ধ বা ক্রুদ্ধ হোয়ে ওঠেন এই ভেবে যে, অ্যাকটা গোপন প্রেমের ষড়যন্ত্র চোলছিলো, তা' হোলে বোলবো, তিনি একটু বাড়াবাড়ি কোরছেন; কিংবা ফ্রয়েডের কোনো সুযোগ্য শিষ্য আনন্দে আত্মহারা হোয়ে যান গুরুর থিয়োরির প্রমাণ মিললো মনে কোরে, তা' হোলে বোলবো, তিনি গুরুতর ভ্রম কোরছেন। নিছক অর্থহীন ছেলেখ্যালা বোলে অ্যাকটা জিনিষ আছে, যা' কোনো থিয়োরির ছাঁচে ফ্যালা যায় না। পাশের বাড়ীর মেয়েটি

যোদি মেয়ে না হোয়ে ছেলে হোতো, তা' হোলেও খ্যালার কোনো পরিবর্ত্তন হোতো না।···ও বাসার আর দু'অ্যাকটা কথা ছাড়াছাড়া মনে পড়ে।···তা'র আগে? তা'র আগে সার্কুলার্ রোডের বাসা, না, মনোহর পুকুরের বাসা। ঠিক মনে পোড়ছে না; বোধহয় মনোহর পুকুর। কারণ, মনোহর পুকুরের ছায়া য্যানো সার্কুলার্ রোড়ের ছায়ার চেয়ে একটু বেশি স্পষ্ট। তা'ই কিঁ? সার্কুলার্ রোডের অ্যাকটা ঘটনা য্যানো চোখের সাম্নে ভাসছে। আমার বয়সী একটি মেয়েকে তা'র মা পা ধোরে চোড়কি পাক ঘোরাতেন উঠোনে; অপরাধ, মেয়েটি পেট রোগা ছিলো, চুরি কোরে খেতো, এবং স্থানে অস্থানে বেসামাল হোতো। পিঞ্জরে বদ্ধ পশুকে শলাকা দিয়ে খোঁচা দেওয়া য্যামন, শিকলে বাঁধা কুকুরকে বেতানো য্যামন, শিশুর উপর পিতামাতার অত্যাচারও তেম্নি। ঘটনাটা মনে স্থায়ী ছাপ রেখে দিয়েছে।....তা'র আগে অন্ধকার! ক্বচিৎ একটু ক্ষীণ রশ্মি আছে। অ্যাকদিন য্যানো কাদায় পিছলে পোড়ে গিয়েছিলাম।

একটি ছোট্ট ঘটনা ছায়াচিত্রের মতো মনে ভাসছে। অ্যাকই বাড়ীতে ছিলাম একটি মেয়ের সঙ্গে। মনে নেই মেয়েটির আকৃতি, মনে আছে তা'র রূপ। সে কোনোদিনই আমার সঙ্গে কথা খরচ করে নি; কিন্তু আমার কী হোলো, অ্যাকদিন হোলো দুর্দ্দমনীয় স্পৃহা তা'র সঙ্গে কথা বলার। তা'ই বিনা কারণে কী অ্যাকটা কথা বোলে ফেললাম,

আলাপের প্রাথমিক সূচনা হিসেবে। পেলাম রূঢ় প্রত্যাখ্যান। আর কোনো দিন কথা বলা হয় নি তা'র সঙ্গে। তা'র ঘৃণার শক্তি ছিলো আমার প্রেমের শক্তির চেয়ে বেশি।

মনের পাতা ওল্টাতে ওল্টাতে অ্যামন জায়গায় এসে পৌঁছেচি যেখানে শুধু হিজিবিজি আকা, কদাচিৎ অ্যাকটা অক্ষর বা পূরো ছবি মেলে, তা'ও জোর কোরে বলা যায়না পরে কারো কাছে শোনা না বরাবরই মনের কোণে লেগে আছে। কবে যে প্রথম পাতাতে আঁচড় পোড়তে সুরু হোয়েছিলো, শত চেষ্টা কোরেও তা' আর আজ মনে আনতে পারছি না। আর, কবে যে শেষ হ'বে, তা'ও বোলতে পারছি না।

* * *

রমেন ডাক্তারের বাড়ী গিয়েছিলাম, কতো দিন যাইনি তা' বোলেও, আর, তা'র দুহিতা-সঙ্কট ব্যাপারে কী হোলো তা জানবার জন্যেও। দেখলাম কয়েকটা দৃশ্য পেরিয়ে গিয়েছে। দাদার পরামর্শ অনুসারে কাজ হয়নি। মা ও মেয়ে পরামর্শ কোরে ঠিক কোরেছিলেন যে, চিঠিটার অ্যাকটা উত্তর দিয়ে দেওয়াই ভালো সব দিক্ দিয়ে। কারণ, তা' হোলে তো অন্ততঃ সামনে এসে গুলি কোরে আত্মহত্যা কোরবে না, অ্যাকটা আশু বিপদ্ অ্যাড়ানো যা'বে তা'র পরে ভাখা যা'বে কী হয়। রমেন বাবুও সায় দিয়েছিলেন; কারণ, আবার কোথায় গিয়ে কা'র খোঁজ কোরবেন, তা'র চেয়ে যে ব্যবস্থায় তাঁ'কে নোড়তে চোড়তে হয় না সেই

ব্যবস্থাই ভালো। জবাবে নাকি লেখা হোয়েছিলো, "আপনি কী কাজ করেন," "আপনার কে কে আছেন, তাঁ'রা কে কী করেন," "আপনার আর কথনও বিবাহ হইয়াছিল কিনা" ইত্যাদি গাণ্ডিক প্রশ্ন। এ চিঠিটার জবাব এসেছিলো, তবে তা'র রূপ রমেন বাবু বা তাঁর স্ত্রী গ্যাখেন নি। জবাবের জবাবও গিয়েছিলো, তবে, সেটা কী মর্ম্মে তা'ও তাঁ'রা প্রত্যক্ষভাবে জানেন না। দু'চার খানা চিঠি এরকম নিশ্চয় যাতায়াত কোরেছে। কারণ, গতকল্য অ্যাকখানা চিঠি রমেন বাবুর স্ত্রীর হাতে পোড়ে যায়, পিওন "চিঠি" বোলে হাঁকাতে এবং কন্যা সে সময়ে বাথ্রুমে থাকায়, রমেন বাবু স্ত্রী স্বয়ং চিঠিখানি নেন। চিঠিখানি এই ঃ

"তোমার মনের অবস্থা ভালো নয় লিখেছো, কিন্তু আমার মনের অবস্থা যোদি অনুভব কোরতে পারতে! বৈজ্ঞানিকরা থার্ম্মোমিটার্, ব্যারোমিটার্, ক্রনোমিটার্, ইলেক্ট্রিক্ মিটার্, জলের মিটার্, এই সব তৈরি কোরতে ব্যস্ত, অথচ তা'রা অ্যাকটা মনোমিটার্ তৈরি কোরতে পারলে নি? মনোমিটারের দরকার কতো বেশি! মহাত্মা গান্ধীও সে কথা স্বীকার কোরেছেন, এবং উইল্ফোর্স্ মাপার জন্যে যন্ত্র তৈরি করার হুকুম দিয়েছিলেন। শোনা যায়, একটি যন্ত্র তৈরিও হোয়েছিলো, কিন্তু ইংরেজরা সেটাকে সীজ্ কোরেছে। যাই হোক, তুমি তৈরি হোয়ে থাকো, ১৬ই নিশ্চয়ই যা'বো, এবং রাত্রের ট্রেনে তোমাকে নিয়ে আসবো।"

চিঠিটি পোড়ে মেয়ের মা মেয়েকে অনেক জেরা কোরেছেন, আগের চিঠিগুলো ছাখায়নি ক্যানো সে কথা জিজ্ঞাসা কোরেছেন, এবং তাঁ'কে না জানিয়ে জবাব দিয়েছে ক্যানো তা'র কারণ দাবি কোরেছেন। মেয়েটির উত্তর হোলো এই যে, প্রাপ্ত চিঠিগুলি না ছাখানোর কারণ, "যা' তা' লেখা, পোড়ে বড্ডো লজ্জা কোরছিলো, তা'ই ছিঁড়ে ফেলেছি," না জানিয়ে জবাব দেবার কারণ, "জবাবে কিছুই লেখা থাকতো না, খালি থাকতো, 'আমাকে এরূপ পত্র আর খবরদার লিখিবেন না', কেবল শেষ জবাবটিতে এইটুকু মাত্র বেশি লেখা ছিলো, 'আপনি হ'য়তো মনে করেন যে, আপনার চিঠি পড়িয়া আমি আনন্দ পাই ; মোটেই নয় ; আমি বড়োই মনের কষ্ট পাই।' "

"অ্যাখন কী করা যায়," রমেন বাবু একটু হতাশ সুরে বোললেন। "মেয়ে বড়ো হোয়েছে, আগে মেয়েকেই এ প্রশ্নটা করুন।" "কী যে বলেন, সে তো লজ্জায় মোরে রোয়েছে। বয়েস হোলে কী হবে—আর বয়েসই বা কী—সে তো বিয়ে কী জিনিষ তা'ই বোঝে না।" আর, যতো বোঝো তুমি, স্বগত বোললাম ; প্রকাশ্যে, "মেয়েরা হোলেন মা দুর্গার জাত, তাঁ'দের কি আর বুঝতে কিছু বাকি থাকে ? ন' বছর বয়সে সতী কী তপস্যাটাই না কোরলেন শিবের জন্যে ! আমি হোলে বোলি, 'মা, তুমি যা' ভালো বোঝো, তা'ই করো।' " হঠাৎ কী অ্যাকটা আওয়াজে চেয়ে দেখি, অপরাজিতা পাশের ঘরের দরজার আড়ালে দাঁড়িয়ে ; মনে হোলো, য্যানো উৎকর্ণ হোয়ে

আমাদের কথাবার্ত্তা শুনছে। তা'র চোখের অবস্থান দেখে মনে হোলো না যে সে আপনা-ভোলা উদাসিনী। আমার দৃষ্টি ওদিকে পোড়তেই সে তড়িৎ গতিতে সোরে গ্যালো। স্ত্রীণাম-শিক্ষিতপটুত্বমমানুষীষু সংদৃশ্যতে কিমুত যাঃ প্রবোধিতবত্যঃ ?

মনে পোড়লো খুলনার রিপুহা বাবুর বাড়ির গল্প। তাঁ'র অ্যাক মেয়ে ম্যাট্রিকুলেশন্ ক্লাসে পড়ে। বাড়ির সবাই যেদিন সিনেমা যায় সে যায় না, কারণ, তা'র পড়ার ক্ষতি হ'বে যে! অ্যাক দিন সবাই সিনেমায় গিয়েছেন, কিন্তু দৈবাৎ সিনেমার কল বেকল হওয়ায় অর্দ্ধেক দেখে ফিরে আসছেন। বাড়ী এসে অনেক ডাকাডাকির পর মেয়ে দরজা খুললো। হৈ হৈ কোরে ঘরে ঢুকে সবাই জামা-কাপড় ছাড়তে ব্যস্ত। হঠাৎ ছোটো মেয়ে আঁতকে উঠলো, "ওমা, লোক!" দ্যাখা গ্যালো, মাদুরের আড়ালে অ্যাকজন যুবক। সবাই তো ধোরে ফেল্লো, নিশ্চয় চোর। ম্যাট্রিকুলেশন্ পরীক্ষার্থিনীও অবাক্। "ওমা কী হবে! কী কোরে ঢুকলো!" চোরকে যথাহার্য কিছু দিয়ে থানায় দিয়ে আসা হোলো। সময়মতো সুরু হোলো বিচার। দ্যাখা গ্যালো, চোর খান দশ বারো চিঠি বা'র কোরে দিয়েছে, সবই নাকি রিপুহা বাবুর মেয়ের লেখা প্রেমপত্র। শেষে রিপুহা বাবু চোরের হাঁটু ধোরে জামাই কোরতে পথ পান না।

"ঐ তো, মা ওঘরেই রেয়েছে, না হয় ডাকুন, আমিই জিজ্ঞাসা কোরছি," শেষতঃ বোললাম। রমেন বাবু হাঁক দিলেন,

"ওপু, ও ওপু, ওপু মা !" কোনো জবাব মিললো না। "বোধহয় ঘরের কাজ কোরছে কিছু, কাজের সময় ওর বাহ্যিক জ্ঞান থাকেনা।" "তাই হবে ; আচ্ছা, আর তুই অ্যাকদিন হাতে আছে, ভেবে ছাখ্যা যা'বে," আমি জুডিশিয়াল্ অফিসারের ট্র্যাডিশনের মতো বোললাম।

* * *

স্লিপার্ পায়ে দিয়ে ফটফট কোরতে কোরতে পান চিবোতে চিবোতে দাদার বৈঠকখানায় ঢুকে দেখি দাদা বোসে আছেন, ক্যামন অ্যাকটা ভাব। বুঝলাম, কোনো কিছুতে মনটা আলোড়িত হোয়েছে। তা'ই মনের জায়গায় শরীর বোসিয়ে জিজ্ঞাসা কোরলাম, "আপনার কি শরীর খারাপ ?" অ্যাকটা কথা বোলতে অন্য কথার ব্যবহার সভ্য সমাজের নিয়ম ; অসভ্য সমাজেই যে কথার যা' মনে ঠিক তদনুযায়ীই ব্যবহার হয়। দাদা জবাব দিলেন, "না। বোসো।" অ্যাক দু'কথার পর কারণটা প্রকাশ পেলো। মাসের শেষে কতকগুলি মামলার রায় দেওয়া হয় নি ক্যানো এই নিয়ে adverse comment এসেছে নোতুন আই-সি-এস্ ডিস্ট্রিক্ট্ জাজের কাছ থেকে। "মাসের শেষে যেগুলো ট্রায়াল্ হয়, সেগুলোর কি আর তখুনি তখুনি রায় দেওয়া সম্ভব হয় নাকি ? এগুলো তো উপছে যা'বেই পরের মাসে," দাদা বোললেন। আমি বোললাম, "এই অনর্থক ল্যাঠা অ্যাড়াবার জন্যেই অনেক অফিসার্ রায় backdate করেন, ৩রা তারিখে লেখা রায়

আগের মাসের ৩০শে তারিখের বোলে ছ্যাখান, কেউ কেউ মাসের শেষের দিকে কেস্ রাখেন না।"

"ঠিকই। এই সোজা কথাটুকু ডিস্ট্রিক্ট্ জজ্ বোঝেনা।"

"আই-সি-এস্ জাজেরা আর্দ্দালি বা কেরানির অঙ্গুলি হেলনে সই করেন। পোড়ে বুঝে সই করার মতো সময় তাঁ'দের নেই ; তাঁ'দের সময়ের দাম অনেক বেশি।"

"সব সময়ে যে পড়েননা বা বোঝেন না, তা' নয় ; এই মাতব্বরিটুকু কোরতে ভালোবাসেন। কিন্তু তা'র ফল দাঁড়ায় কী ? সাবর্ডিনেট্ জুডিশিয়াল্ অফিসার্‌দের ভেতরে এসে পড়ে শঠতা প্রবঞ্চনা। ইংরেজ রাজত্বের সব নিয়মেই ন্যাকামি হিপক্রিসি ; য্যানো সুশৃঙ্খল প্রচেষ্টা রোয়েছে দেশী অফিসার্‌-দের সোজা হোয়ে দাঁড়াতে না দেবার, তা'দের নৈতিক মজ্জা ভেঙে দেবার। ক্যানো ? কারণ, নৈতিক বলে বলীয়ান্ জাতিকে তাঁ'রা দোমিয়ে রাখতে পারবেন না।" অ্যাক কর্ণবিশারদ বোলেছেন, "walls have ears।" তাই, আমি সভয়ে দেওয়ালের পানে চাইলাম, শুনছে নাকি ? শুনছে কিনা বুঝলাম না, তবে মনে হোলো, কথা বোলছে গম গম কোরে প্রতিধ্বনিতে। দেওয়ালের কাণ না থাকুক, মুখ আছে।

দাদা বোলে চোললেন। "লোক ছ্যাখানো নিয়ম অ্যাক রকম, আর, ভেতরের ব্যাপার অন্য রকম। সিভিল্ প্রসিডিওর কোড্ বলে—জবানবন্দি সাক্ষিকে পোড়ে শোনাবে বা অনুবাদ

কোরে বুঝিয়ে দেবে, রায় কোর্টে সবার সাক্ষাতে পোড়ে তবে সই কোরবে। সুন্দর নিয়ম! বিচারক সাক্ষীর উক্তি ঠিকমতো লিখলেন কিনা, সাক্ষীর তো তা' জানা চাই! পক্ষরা আসে বিচারপ্রার্থী হয়ে, সুতরাং বিচারটা কী হোলো বা কী কারণে হোলো পক্ষরা তা' জানবার অধিকারী স্বয়ং বিচারকের মুখ থেকে। কিন্তু কার্য্যতঃ? কোনো হাকিম জবানবন্দি পোড়ে শুনিয়ে বুঝিয়ে দেবার ব্যবস্থা করুন, রায় আদালতে পোড়তে থাকুন, পরদিনই—। ডিস্‌পোজালের কী উপায় হবে? মান রাখতে প্রেম যায়, রাই বলে মোর কী উপায়? তা'ই, জবানবন্দি কোনোদিন পোড়ে না শুনিয়েও পেশকার অম্লানবদনে সার্টিফিকেট্ লিখে দ্যায়, 'read over, explained and admitted to be correct'; রায় জানতে হয় উকিল, মুহুরি বা পেশকার মারৎ, যোদিও অর্ডার্ শীটে দিব্বি লেখা থাকছে, 'judgment delivered in court'। দ্যাখো সার্কুলার্‌গুলি; কতো বিষয়েই না প্রেজাইডিং জজের ডিস্‌ক্রিশন্ দেওয়া রোয়েছে! যা' ভালো বুঝবে তা'ই কোরবে; অ্যাকদিনে বেশি কেস্ ফিক্‌স্ কোরবে না, পাছে পক্ষদের অনর্থক ফিরে যেতে হয়; জুডিশিয়াল্ কাজের সঙ্গে ঠিক সমান নজর দেবে অ্যাড্‌মিনিস্ট্রেটিভ্ কাজের; বেশী ডিস্‌পোজাল্ দ্যাখানোটাই ভালো অফিসারের লক্ষণ বোলো ধরা হবে না, বরঞ্চ বেশি ডিস্‌পোজাল্ হোলে সন্দেহের দৃষ্টিতে দ্যাখা হবে। পাশাপাশি দ্যাখো ইন্‌স্‌পেক্‌শন্ ফর্ম্মের

প্রশ্নগুলি এবং সেগুলির উত্তর কী মনোবৃত্তি নিয়ে দেওয়া হয়। পরপুরুষের ছায়া দেখে বেহুলা অসতী। ফল যা হবার তাই হয়; প্রিজাইডিং জজ্ বিচার কোরতে বোসে করে অত্যাচার।"

দাদা রীতিমতো উত্তেজিত হোয়ে উঠেছেন। তাই, আমি কতকটা শান্ত করার উদ্দেশ্যে বোললাম, "এসব বিষয়ে ওপরে লিখুন না"। "চুলোয় যাক"; দাদার চোখ দিয়ে সত্যিই য্যানো চুল্লীর আগুন বেঁড়িয়ে ভস্মসাৎ কোরতে চাচ্ছে; "কিচ্ছু হবে না। ইংরেজ আইনে রিপোর্ট লগ্গর আগা পন্থী। চৌকিদার বা প্রেসিডেন্ট্ যে রিপোর্ট্ দ্যায় বা মতামত প্রকাশ করে সেইটাই সার্কল্ অফিসার্ লগা দিয়ে তুলে দ্যায় এস্-ডি-ও পর্য্যন্ত, এস্-ডি-ও ঠেলে দেন ডি-এম্ এর কাছে, এইভাবে উঠে যায় হুড়হুড় কোরে, নড়চর হবার উপায় নেই। আমাদের ডিপার্টমেণ্টে রিপোর্টের পালা সুরু হয় আই-সি-এস্ থেকে।" তারপর একটু থেমে বোললেন, "যদি সত্যি ভালো অ্যাডমিনিস্ট্রেশন্ চাও, choose the right men and trust them। স্ত্রীকে পদে পদে সন্দেহ কোরে সংসার করা চলে না"।

সরলার সেই অবস্থার দিন ঘনিয়ে আসছে, যে অবস্থায় মেয়েদের বাপের বাড়ী যাওয়া দরকার। মেয়েরা সৃষ্টি করেন শ্বশুর ঘরে স্বামীর পাশে, এবং প্রকাশ করেন বাপের ঘরে মায়ের পাশে। যোৎ বৌদি অর্থাৎ যোদ্দার স্ত্রীকে দেখেছি

প্রতিবছর আট মাস কোরে দাদার কাছে কোলকাতায় থাকতেন, আর চার মাস কোরে বাপের বাড়ীতে রাজশাহীতে। বছর বছর শত্রুর মুখে ছাই দিয়ে একটি কোরে বংশবৃদ্ধি। যে চার মাস বৌদি থাকেন না সে চার মাস যোদ্দাকে হয় হাত পুড়িয়ে রান্না কোরতে হয়, নয়তো অফিসের মেসে কোনো গতিকে ব্যবস্থা কোরে নিতে হয়। মেয়েদের দিক্ থেকে অবশ্য ব্যবস্থাটা ভালো; বছরে চার মাস আর্নড্ লীভ্ বা মেটার্নিটি লীভ্ পেতে কি তাঁরা অধিকারী নন, আট মাস হাড়-ভাঙা খাটুনীর পর? পুরুষদের দিক্ থেকে দেখতে গেলে বোলতে হয়, "বাপরে, বছরে চার মাস ছুটি! তাও আবার অ্যাক লাগাড়ে! শিক্ষা-বিভাগেও তো অ্যাতো ছুটি নেই! তা' অ্যাতোদিন ছুটি চাও তো সাব্স্টিটিউট্ দাও"। অনেক পুরুষকে এ অবস্থায় বিকল্প ব্যবস্থা রাখতে হয়। উচ্চবংশীয় মুসলীমরা অবশ্য বাঁদিবাঁধা বিবি পান।

সরলাকে পাঠিয়ে দিতে হবে পিত্রালয়ে। ছোটোলোকের বউ হোলে অবশ্য এটা প্রয়োজন হোতো না; কারণ, তা'দের প্রসবে সময় যায় না, আর, প্রসবের অতি অল্পদিন পরেই তা'রা কাজকর্ম্ম কোরতে লেগে যায়, য্যানো কিছুই হয় নি। কিন্তু অফিসারের স্ত্রীর কি তা'ই চলে? তাঁ'রা ছোটোলোকও নন, বা, জানোয়ারও নন। ধাত্রীর পরীক্ষা আছে, ডাক্তারি এক্‌-জামিনেশন্ আছে, হিমোগ্নোবিন্ ছ্যাখা আছে, অ্যাল্‌বুমেন্ টেস্ট্ আছে, অ্যানিমিয়ার আশঙ্কা আছে, এক্ল্যাম্প্শিয়া ভীতি আছে।

সরলা যা'বেন। সে অ্যাক হাঙ্গামা! আমার নিজের সুবিধা-অসুবিধার কথা ছেড়ে দিলেও তাঁ'কে নিয়ে যা'বার প্রশ্ন তো আছে! কে নিয়ে যায়? আমি নিয়ে যেতে হোলে তো আবার ছুটি নিতে হয়। সরলা অবশ্য তা'ই চান। স্বামীর সঙ্গে বাপের বাড়ী যেতে মেয়েরা নৃত্য করেন। কোনো কোনো মেয়ে চায় বাপের বাড়ীতে থাকতে, স্বামীও সেইখানে বাঁধা হোয়ে থাক, তা' হোলে পিতৃকুল এবং শ্বশুরকুল উভয় কুলই রক্ষা হয়। দুই অ্যাকজন পুরুষও দেখেছি স্ত্রীকে শ্বশুরালয়ে রেখে দিয়ে স্বস্তি পান—বিশেষ কোরে, বিয়ের পর পর কিছু দিন; কারণ, বাপের বাড়ীতে যা' হোক অ্যাকটা অ্যাড্-জাস্ট্মেণ্ট্ হোয়ে গিয়েছে, কিন্তু এখানে নতুন জায়গা, নতুন লোক, নতুন প্রলোভন, কে জানে, মেয়ে মানুষের তো মন, দেবা ন জানন্তি।

যাবার ব্যাপার নিয়ে গার্হস্থ কাউন্সিল্ প্রায় রোজই বোসছে কয়েকদিন ধোরে—কোন কোন জিনিস সঙ্গে যা'বে, কোন কোন জিনিস যা'বেনা, কোন কোন জিনিস সঙ্গে যাওয়া উচিত, কোন কোন জিনিস থাকা উচিত, কোন ট্রেনে গেলে সুবিধা হয়, কোন ট্রেনে না গেলে অসুবিধা হয়। কথার আর শেষ নেই।

সকালে কাগজটা দেখছি, সরলা পাশে বোসে বকর বকর কোরে চোলেছে যাওয়া সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন প্রশ্ন নিয়ে, নিজেই যুক্তির অবতারণা কোরছে নিজেই তা' খণ্ডন কোরছে, অ্যামন

সময় রেন্ট্ক্লার্ক্ ব্রজবাবু এসে খবর দিলেন, "হুজুর শুনেছেন, যে ট্রেন্টা ভোরে এসে পৌছবার কথা কোলকাতা থেকে, সেটাতে অ্যাক্সিডেন্ট্ হোয়েছে এখান থেকে পঞ্চাশ মাইল্ ডাউনে!" "নাকি?" "হ্যাঁ হুজুর, শুনছি প্রায় অ্যাক হাজার লোক মারা পোড়েছে, তবে রেলের লোকেরা সব গুম কোরে ফেলে বোলছে জনা দশেক মারা গিয়েছে। রেল্ওয়ে অ্যাড্মিনিস্ট্রেশনের বিরুদ্ধে এ অভিযোগ, সত্য হোক মিথ্যা হোক, এসে থাকে অ্যাক্সিডেন্ট্ ঘোটলেই। আধমরা লোকদেরও নাকি মেরে ফেলে গুম করা হয়; কারণ নাকি ক্ষতিপূরণ দেবার ভয়। সরলার দিকে চেয়ে বোললাম, "দেখছো তো রেলে চড়ার বিপদ্, ও আমাদের আগের দিনের গরুর গাড়ীই ছিলো ভালো অ্যাকদিক্ দিয়ে।" সরলা হঠাৎ ক্যালেণ্ডারের পানে চেয়ে বোললেন, "আজ না ১৬ই?" "তা'ই কী? ও, হ্যাঁ, তা'ই তো, আজ তো ১৬ই!" ব্রজবাবুকে বোললাম, "আচ্ছা!" সরলাকে বোললাম, "আচ্ছা রমেন-বাবুর বাড়ীতে একটু খোঁজ নিয়ে আসি।" রমেনবাবুর বাড়ীতে গিয়ে দেখলাম, নতুন কোনো পরিস্থিতি ঘটে নি, রেল্দুর্ঘটনার কথা বোললাম, এবং সাবধান কোরে দিয়ে এলাম, "আজকের দিনটা মেয়ের উপর একটু নজর রাখবেন।"

সমস্ত দিন অ্যাক্সিডেন্ট্টা সম্বন্ধে নানা গুজব শুনলাম। পরদিন কাগজে দেখলাম, "four killed, sixteen injured," চারজন মৃত, ষোলো জন আহত, তিনজন মৃতের পরিচয় পাওয়া

যায় নি, তা'দের মধ্যে দু'জন পুরুষ অ্যাকজন স্ত্রীলোক, বয়স যথাক্রমে ২১।২২, ২৬।২৭, ২৮।৩০ (প্রায়)। রমেন বাবুর বাড়ীতে খবর নিলাম, সেখানে কোনো দুর্ঘটনা ঘটেনি। তবে কি ? কে জানে !

দু'দিন হোলো সরলা চোলে গিয়েছে। তা'র কাকা এসে নিয়ে গিয়েছেন। ঘর দুয়োর সব চুপচাপ, সব খালি। কোনো গোলমাল নেই, নিজের কাজ কো'রে যেতে পারি, তবু ভালো লাগে না। অ্যাখন সে কী কোরছে ? সে কি আমার কথা ভাবছে ? যা'বার সময় তা'র চোখ য্যানো একটু ভিজে ভিজে হোয়েছিলো। তবে গ্যালো ক্যানো ? না গিয়েই বা করে কী ?

অভাবেই দাম বোঝা যায়। সমস্ত সংসারই যা'র যাদুস্পর্শে সরস প্রাণবন্ত ছিলো, আজ সে না থাকায় সবই অসার প্রাণহীন। অনর্থক এঘর ওঘর ঘুরে ব্যাড়ালাম খানিক। অনেক জায়গা।

সত্যিই অনেক জায়গা। বাড়ীটাতে যে অ্যাতো জায়গা, আগে তো লক্ষ্য কোরিনি। অ্যাকটা, দু'টো, তিনটে, চারটে ঘর, অ্যাকটা বড়ো হল্, মস্ত বড়ো উঠোন, রান্নাঘর, ভাঁড়ার ঘর। বাঃ ! এ সবই আমার। এ বাড়ী আমার। তা'ই তো, আমিই তো এ বাড়ীর মালিক, সর্ব্বময় কর্ত্তা, অধীশ্বর।

এ কথা তো অ্যাতো দিন ভেবে দেখিনি। আমার পরিশ্রমে,

আমার অর্জিত অর্থেই তো সব; আমাকে বাদ দিলে তো' সবই ঝুপ কোরে ধ্বসে পোড়বে!

স্ত্রীরা কি এভাবে জিনিষটা ভেবে দ্যাখে? অনেক স্ত্রী হয়তো ভাবে, স্বামী তা'র অ্যাকটা adjunct মাত্র। আবার, কোনো কোনো স্ত্রী বিবাহটাকে ঠিক সেই দৃষ্টিতে দ্যাখে, যে দৃষ্টিতে কোর্টের কেরানি তা'র চাকরিকে ছ্যাখে। সরকারি মাইনের চেয়ে উপরি আয় অনেক বেশি, উপরি আয়েই সংসার চলে, মাইনে কিছুই নয়। তবু চাকরিটি আছে বোলেই উপরি আয় আছে, তা'ই চাকরির উপর মায়া। স্বামীও তা'ই। স্বামী আছে বোলে বার্থ-কণ্ট্রোলের হাঙ্গামার মধ্যে না গিয়ে, লোকের সন্দেহ দৃষ্টি এড়িয়ে—। স্বামী না থাকলেই প্রতি অবস্থায় সবারই চক্ষু এসে বেঁধে বিষাক্ত বাণের মতো। তাই, সব বুদ্ধিমতী সতীরাই শরসন্ধান করেন স্বামীর ট্রেঞ্চে বোসে। বুড়িটি সব সময়ে ছুঁয়ে থাকা চাই। স্বামীই নারীর আভরণ, আবরণ, লজ্জা-নিবারণ।

মনে পোড়লো অ্যাক পণ্ডিতানির কথা। তাঁর সঙ্গে প্রণয় ছিলো আর একটি শিক্ষকের যিনিও ঐ অ্যাকই বাড়ীতে নিষ্পত্নী অবস্থায় থাকতেন। পণ্ডিত গৃহিণী প্রণয়ীকে সব রকম প্রশ্রয়ই দিতেন, কিন্তু স্বামীর সঙ্গ ছাড়তেন না। চরম অবস্থাতেও তাঁর বাহু নিদ্রিত স্বামীর বক্ষের উপর থাকতো, তাঁর চোখ থাকতো স্বামীর মুদ্রিত চোখের উপর সতর্ক প্রহরী। সতী বটে!

*　　*　　*

কতোদিন কেটে গিয়েছে, ডায়রীতে হাত দিতে পারিনি। সব কাজেই য্যানো বিশৃঙ্খলা এসে গিয়েছে, সব কাজেই আলস্য। শরীর য্যানো সব সময়েই দুর্ব্বল, শুয়ে থাকতে পারলেই ভালো হয়, কিছুতেই স্ফুর্ত্তি নেই। এভাবে আর কতো দিন ?

*　　*　　*

আজ সকাল থেকে মাথাটা ধোরে। ব্যালা যতো বাড়তে লাগলো, মাথা ধরাও বাড়তো লাগলো, শেষে শুয়ে পোড়লাম। চাপরাশি দিয়ে কোর্টে খবর দিলাম, আজ আর যা'বোনা, বাড়ী বোসে সই কোরবো। তিনটের সময় শেরেস্তাদার বাবু, পেশকার বাবু খবর নিতে এলেন, ক্যামন আছি, তখন সই কোরবো কিনা। মাথা তুলবার চেষ্টা কোরে দেখি মাথার ওজন অনেক বেড়ে গিয়েছে, চোখে সোরষের ফুল দেখতে হোলো। বোললাম, "নাঃ, সইটা কালই অ্যাকবারে কোরে দেবো।"

*　　*　　*

চোখ চেয়ে দেখলাম সকাল। বিছানায় শুয়ে রোয়েছি। ঠিক য্যানো কিছু ঠাহর কোরতে পারছিনে। খাটের পাশে অ্যাকটা টিপয়ের উপরে ওষুধির শিশি, মেজার্ গ্ল্যাস্, থার্ম্মমিটার্ ইত্যাদি। তাইতো, কয়েকদিন ধোরেই ভুগলাম নাকি ? মাথায় কে য্যানো হাত বুলিয়ে দিচ্ছে ; চেয়ে দেখি, দাদা।

"অ্যাখন একটু ভালো বোধ কোরছো তো ভাই ?" সেই স্নেহসিক্ত গম্ভীর স্নিগ্ধ কণ্ঠ। য্যানো স্বাভাবিকের চেয়ে আরও বেশি মিষ্টি মনে হোলো। আমি কী জবাব দেবো ভেবে পেলাম না, জবাব দেবার চেষ্টা কোরেও কথা বেরুলো না। শুনলাম তিন দিন অজ্ঞান হোয়ে ছিলাম, এই প্রথম জ্ঞান লাভ।

জ্ঞান হওয়ার পর থেকে দেখছি, শরীরের অনেকগুলি কলই অচল হোয়ে পোড়েছে, মেরামত দরকার, রিপু করা দরকার। মিস্ত্রির কাজ চোলছে।

ডাক্তারের সঙ্গে রোগীর সম্পর্ক অতি সহজ সরল। রোগী বাঁচে তো ডাক্তারের কৃতিত্ব, আর, মরে তো ভগবানের হাত, ডাক্তার কী কোরবে ? চপল ডাক্তার অ্যাকবার একটি স্বীকারোক্তি কোরেছিলেন আমার কাছে ; অ্যাকটা ডেলিভারি কেসে গিয়েছেন ; পরীক্ষা কোরে বুঝলেন, যমজ সন্তান গর্ভে আছে ; আগে কখনও যমজ প্রসব করান নি ; তবুও কোনো পাকা ডাক্তার ডাকার পরামর্শ দিলেন না, কারণ, যদি প্রসব করাতে পারেন তো নাম ছড়িয়ে যা'বে, কেস্ পাওয়া যা'বে, আর, যদি না পারেন গর্ভিণী মারা যায় তো বলা যাবে যে এটা বাঁচাবার কেস্ ছিলো না। এখানেও সেই ফলিত জ্যোতিষ বা হস্তরেখা বিচারের মতো, লাগে তাক, না লাগে তুক। শতমারী ভবেদ্ বৈদ্যঃ সহস্রমারী চিকিৎসকঃ।

কয়েকদিন ধোরে রোগ শয্যায় গোড়িয়ে যাচ্ছি। সরলা নেই, ছেলেরা নেই, আত্মীয় স্বজন নেই, কেউ নেই কাছে। কেউ নেই—শুধু অ্যাকজনের স্নেহস্পর্শ অভিভূত কোরে রেখেছে। দিনের পর দিন, শুধু কোর্টের সময়টি বাদে, দাদা আমারই এখানে। ওষুধ পথ্য দেওয়া, ডাক্তার ডাকা, সেবা শুশ্রূষার তদারক করা, সবই দাদা কোরছেন। পর অ্যাতো আপন হয়? নিজের আহার বিহার শারীরিক স্বাচ্ছন্দ্য ভুলে দাদা যত্ন কোরে যাচ্ছেন দিনের পর দিন চিরাত্মীয়ের মতো। তাঁকে প্রণাম করি।

*　　　*　　　*

ক্রমশঃই আরোগ্যের পথে চোলেছি। শরীরের গ্লানি ক্রমশঃই কোমে আসছে। রোগ সেরে আসার অবস্থায়, যে সময়ে শরীরে বিশেষ গ্লানি থাকে না, শুধু বিছানায় পোড়ে থাকা, সে সময়টা মন্দ লাগে না, যদি অন্নচিন্তা না থাকে।

বিছানায় পোড়ে রোয়েছি; পাশে খোলা জানলা, দূরে আকাশের খানিকটা, খানিকটা খোলা মাঠ, আর, কয়েকটা গাছ দ্যাখা যাচ্ছে। কী সুন্দর সবুজ এই মাঠ! সূর্য্যের আলো পোড়েছে, সেই আলোয় গাছের পাতাগুলো দুলছে, দোল, দোল, দে দোল। এরা য্যানো কী বোলতে চায়! "তুমি আমার দিকে তাকাও না ক্যানো, তুমি আমায় ভালো বাসো না ক্যানো? দ্যাখো আমি কতো সুন্দর!" তা'ইতো! তুমি অ্যাতো সুন্দর! তুমি তোমার এই অযাচিত সৌন্দর্য্য

আমার চোখের সামনে মেলে রেখেছো, আমি তো কখনো ভুলেও দেখি না। না-চাওয়া প্রেমের মতো তাচ্ছিল্য কোরে এসেছি। আজ তুর্দ্দিনে তোমায় চিনলাম। ক্যানো তুমি মাঝে মাঝে তুরন্তপনা কোরো আমার চোখের সামনে এসে পড়ো না? তা'হোলে তো অ্যাতোটা ভুলে থাকিনে!

অ্যাকটা কাক ডাকাডাকি কোরছে সামনের ডালটায় বোসে। কোনো দাঁও মিলেছে বোধহয়, তা'ই হয়তো দল ভারী করার চেষ্টা কোরছে; কিংবা হয়তো চোরের মতো আওয়াজ কোরে দেখছে, গৃহস্থ সজাগ কিনা। পিপী, পিপী, পিপী, পিপী, পিপী, পীপপিয়া, পীপপিয়া। গেয়ে চোলেছে অ্যাকটা পাপিয়া। তা'র য্যানো কোনো সমস্যাই নেই, কোনো অভাবই নেই, কোনো ভাবনাই নেই, খালি গান গাওয়া। গেয়ে গেয়ে সে য্যানো বোলছে, "এসো, গাও, ভুলে যাও।" পীপপিয়া, পীপপিয়া। কই, পারি কই? গাইতে গিয়ে তো ভুলতে পারি না, কতো কথা মনে এসে যায়, বুকের কোথায় য্যানো ফাঁকা ফাঁকা, অতো ভরা বুক দিয়ে তো পারি না! পাখী, তুমিই গেয়ে যাও, আমি শুনি। তুমি গাইতে পারো, কারণ, অতীতের স্মৃতি তোমায় পিষ্ট করে না, ভবিষ্যতের ভীতি তোমায় ক্লিষ্ট করে না; আমি পারি না, কারণ, আমি জানি রোগ, শোক, জরা, যন্ত্রণা, মৃত্যুর কথা, জানি সবই ফাঁকা, সবই অন্ধকার।

ঝিরঝির ঝিরঝির কোরে আসছে হাওয়া ঢেউয়ে ঢেউয়ে,

ঘাসের বুকের শিশিরে স্নান কোরে, দরজার পাশের কামিনী গাছের ফুলের গন্ধ বোয়ে। শিরশির, শিরশির, শিরশির, শিরশির! শরীর মন য্যানো আবিষ্ট হোয়ে যাচ্ছে! পালের পর পাল, মেঘের পাল চোলে যাচ্ছে আকাশের বুক বেয়ে ধীরে ধীরে। ঐ যে, কতকটা ভারতবর্ষের মানচিত্রের মতো ছ্যাখাচ্ছে না? অ্যাফ্রিকার মতো হোয়ে গ্যালো। এবার য্যানো অস্ট্রেলিয়া। ছাড়াছাড়ি হোয়ে অ্যাকেবারেই মিলিয়ে গ্যালো।

"একটু ভালো বোধ হোচ্ছে, না?" খবরের কাগজ হস্তে স্মিতমুখে দাদার প্রবেশ। "আমি ভাবছিলাম, আপনি দেরি কোরছেন ক্যানো।" দাদার সঙ্গে অ্যাখন রীতিমতো আবদারই করি। "এই খবরের কাগজটার জন্যে অপেক্ষা কোরছিলাম। এরা তো দেরি কোরে ছাড়া আসবে না!" দাদা জোরে জোরে খবরের কাগজ পোড়তে লাগলেন। যুদ্ধ লাগে লাগে! এইটেই গরম খবর, আর কোনো খবর নেই। দাদা বোললেন, "যুদ্ধ বাধুক আর যাই হোক, ইংরেজ হারুক আর জিঁতুক, আমাদের কোনো আশা নেই যতোদিন না নিজেদের চরিত্রের উন্নতি হোচ্ছে। জানো তো মেকলে কী বোলেছে?" নিজেই বোলে চোল্লেন:

"The physical organisation of the Bengalee is feeble even to effeminacy. He lives in a constant vapour bath. His pursuits are sedentary, his limbs delicate, his movements languid.

Courage, independence, veracity are qualities to which his constitution and his situation are equally unfavourable. His mind bears a singular analogy to his body. What the horns are to the buffalo, what the paw is to the tiger, what the sting is to the bee, what beauty, according to the old Greek song, is to woman, deceit is to the Bengalee।" "আপনার তো বেশ মনে থাকে!" "পোড়ে গায়ে লেগেছিলো বোলেই মনে আছে। কথাগুলোয় কতকটা অতিরঞ্জন থাকতে পারে, কিন্তু কিছুটা সত্যি তো আছে। নিজেদের অ্যামন অবস্থায় আনতে হবে যে, নিন্দা করার পরিবর্ত্তে বাইরের লোক শ্রদ্ধায় মাথা নত কোরবে। সে জন্যে প্রধান দরকার শারীরিক উৎকর্ষ।" "আর দরকার জন সাধারণের মধ্যে শিক্ষার প্রসার।" "হ্যাঁ। এই দুটো কাজের জন্যে বহু কর্ম্মীর দরকার। দেশে কর্ম্মীরই অভাব। স্বাধীনতা চাই বোলে দুই অ্যাকজন আস্ফালন কোরলেই কি হয়? স্বাধীনতার উপযুক্ত না হোয়ে যদি স্বাধীনতা পাওয়াও যায়, তো তা' রাখা যা'বে না। First deserve, then desire।"

মার্ত্তণ্ড ডাক নিয়ে এলো। দাদা উঠলেন। তাঁ'র তো কোর্ট আছে, রায় লেখা আছে, সংসার আছে! ডাক খুললাম। সরলার চিঠি এসেছে; লিখেছে:

"শ্রীচরণ কমলেষু, পর পর দুই খানা চিঠি লিখিয়া কোনও জবাব না পাইয়া যে কি ভাবনার মধ্যে আছি তা কি বলিব। একবার সময় করিয়া কি দুই কথা ভাল আছি তাও লেখা যায় না? আমার অদৃষ্টে সব উল্টো। দিদিকে দেখিতাম, জামাই বাবু চিঠির পর চিঠি লিখিয়া যাইতেন, দিদি জবাব দিক আর নাই দিক। কত সময় দিদি আর পাঁচজনকে লিখিত তবু জামাই বাবুকে লিখিত না। কেউ কারণ জিজ্ঞাসা করিলে বলিত, 'ওতো আছেই।' ঐ রকম স্ত্রী হইলে তুমি খুব জব্দ হইতে। কোনও অসুখ বিসুখ করে নাই তো? আমার যা কপাল। টুবু বুবু সব সময়ে তোমার কথা বলে। সেদিন রাস্তায় একটি লোক যাইতেছিল, তাহাকে দেখিয়া টুবু বলিল, 'ঠিক বাবার মত দেখতে, না দাদা?' আমি আড়ালে দাঁড়াইয়া শুনিলাম। ওদের একবার দেখিতেও কি তোমার ইচ্ছা হয় না? আমার পেটে শুকদেব আসিয়াছেন, বাহির হইবার নাম নাই। কোন রকমে মুক্তি পাইলে বাঁচি, আর এখানে ভাল লাগিতেছে না। তুমি কয়েক দিনের জন্য ছুটি লইয়া এসো। মা বাবাও বলিলেন, তোমার আসার কথা লিখিবার জন্য। আমার কথা না শোনো, তাঁদের কথাও তো শোনা উচিত। শরীরের প্রতি যত্ন করিও। সময় মত খাওয়া দাওয়া করিও, গল্পে বসিয়া আহার নিদ্রা ভুলিয়া যাইও না। আমার ভক্তিপূর্ণ প্রণাম গ্রহণ করিও। ইতি সেবিকা সরলা।"

চিঠিখানা বারবার পোড়তে লাগলাম। অন্য সময় হোলে

অ্যাকবার চোখ বুলিয়েই সোরিয়ে ফেলতাম। অ্যাখন য্যানো পোড়তে ভালো লাগছিলো; নিজের মনের অবস্থার সঙ্গে জিনিসের মূল্য বোধেরও প্রভেদ হয়, য্যামন অ্যাকটা লোহাকে জলে ডোবালে অ্যাক ওজন, হাওয়াতে তুললে বেশি ওজন। রোগশয্যায় শুয়ে স্ত্রীর চিঠিখানা বেশ প্রলেপের মতোই বোধ হোতে লাগলো। কিন্তু তোমারই তো যতো দোষ; তুমি যাও ক্যানো? এখানে কি ধাত্রী ছিলো না, কি সাময়িক ভাবে সাংসার ছাখার অ্যাকটা লোক জুটতো না?

* * *

দিনের পর দিন চোলে যাচ্ছে, ছল ছল কল কল নদীর জলের মতো। অ্যাতো দিন কোথা থেকেই বা আসে, আর, কোথায়ই বা যায়? দু'টো কি ভাণ্ডার ঘর আছে, অ্যাক ঘর থেকে আসে আর অ্যাক ঘরে যায়? না, সব দিনগুলো মিলে অ্যাকটা বিরাট মালা রচনা কোরেছে, endless chain, যুগ যুগান্তর পরে পুরোনো দিন আবার ঘুরে এসে ছাখা দিচ্ছে? দিন চোলে যাচ্ছে, আর, আমি দর্শক হোয়ে চেয়ে রোয়েছি, আমার সঙ্গে য্যানো যোগাযোগ নেই।

* * *

আজকাল বৌদিই আমার সংসারের কর্ত্রী। বহুদিন আগে ক্যাশবাক্সের চাবি দাদার হাতে দিয়ে দিয়েছিলাম, সেটা পৌঁছেচে বৌদির হাতে। খরচ পত্র, ম্যানেজমেণ্ট্, সবই অ্যাখন বৌদির হাতে। অবশ্য, পরিশ্রমটা খুব বেশি

নয়, তবে, খবরদারি করার অধিকার অনেকখানি আছে, বৌদি সেটা ভালোই বাসেন মনে হয়।

অ্যাখন আমি আধসারার পথে। বিছানা-সর্ব্বস্ব হোয়ে আর অ্যাখন থাকতে হয় না, দরকার মতো বাইরে যাই আবার এসে বিছানায় বোসি।

দেখতে দেখতে চাঙ্গা হোয়েই উঠলাম, তোবু কোর্ট জয়েন্ কোরিনি, ছুটির অ্যাখনও কয়েকটা দিন বাকি আছে; দাদা বোললেন, "এ কটা দিন যাক, অ্যাতো তাড়াতাড়ির কী?"

কিছুদিন ধোরে বৌদির তদারক দাদার চেয়ে অনেক বেশি হোয়েছে। বৌদি বসে বসে গল্প করেন, একথা, ওকথা, সেকথা। কতো কথাই না আছে!

* * *

বিকেল। গোটা চারেক বোধহয় হ'বে, আমি দিবানিদ্রা দিচ্ছিলাম, বৌদির পায়ের শব্দে জেগে উঠলোম। বৌদির পরণে নীল রঙের অ্যাকটা শাড়ী, মুখে পাউডার, বুকে সেণ্ট্। ভুর ভুর কোরে গন্ধ বিলোতে বিলোতে বৌদি এসে বোসলেন খাটে। যা'দের গন্ধ আছে, যা'দের রূপ আছে, তা'রা বিলিয়ে ছ্যায় অকাতরে, হিসেব করে না। "ঘুমিয়ে ঘুমিয়েই দিন কাটাতে হ'বে নাকি," বৌদি স্মিতমুখে চেয়ে বোললেন। "না ঘুমিয়ে উপায় কী? জাগরণের সহচরী না থাকলেই ঘুমোতে হয়।" "খুঁজে নিতে হয়। সব কি আর হাতে এসে পড়ে?" "ঐ তো! খুঁজে নেওয়া হোলো আবিষ্কার।

আবিষ্কার করার তো প্রতিভা চাই! ঐখানেই যে অভাব!” “অভাব দূর করাটাই স্বভাব।” কথাগুলি বেড়িয়ে এলো গম্ভীরভাবে, য্যানো অভিজ্ঞতার ভারে ভারাক্রান্ত, বুকের কোন অন্তস্তল থেকে। মনে হোলো, কথাগুলি ধ্বনিত হোয়ে এসেছে কণ্ঠ থেকে নয়, হৃদয়ের কোনো গোপন প্রকোষ্ঠ থেকে। গন্ধ-আঘ্রাণে য্যামন ফুলের অস্তিত্ব জানা যায়, না দেখেও স্বর শুনে য্যামন মানুষ চেনা যায় অন্ধকারেও, ধ্বনি হোতে তেম্নি তাৎপর্য্য উপলব্ধি কোরতে পারা যায় প্রত্যক্ষ অর্থ উৎরিয়ে। তা'ই, চোখের পানে চাইলাম। আমার অনুমান কি ঠিক? বৌদি হাতটা বাড়িয়ে দিলেন। “দেখুন কী হোয়েছিলো?” “কী হোয়েছিলো?” “দেখুন,” বৌদি হাতটা আরও এগিয়ে দিলেন, “দেখুন, অ্যাকটা কাটার দাগ, প্রায় মিলিয়ে এসেছে, হাত দিয়ে দেখলে বোঝা যায়।” “কী কোরে হোলো?” “সে অনেক কথা।” কিন্তু কোনো ক্ষত তো নেই মনে হোচ্ছে! বারবার আঙুল দিয়ে অনুভব কোরতে লাগলাম, সত্যই দাগ আছে কিনা। স্পর্শ সংক্রামক। অঙ্গুলি-স্পর্শ থেকে কখন হোলো করতলের স্পর্শ, দৃষ্টির স্পর্শ। কোন সময়ে য্যানো বৌদি বোললেন, “বড়ো গরম।” কখন য্যানো দেখি, আমার বক্ষে জেগেছে বিশ্বের বুভুক্ষা, আর সম্মুখে শয়ান—। ‘ভায়া ক্যামন আছো এ ব্যালা?” চোমকে উঠলাম, শয্যায় সাপ দেখে লোকে য্যামন চমকায়। মানুষের স্পর্দ্ধার সীমা নেই, সীমা আছে সুযোগের।

*   *   *

রাত্রে ঘুমুতে পারিনি ; বিছানায় পোড়ে ছটফট কোরেছি, বারবার উঠে জল খেয়েছি, পায়চারি কোরেছি। পাপ বোলে কি কোনো কিছু আছে, যা সবারই পক্ষে পাপ? লোকে বলে, চুরি করা পাপ, ডাকাতি করা পাপ ; কিন্তু অ্যাক দেশ যখন অপর দেশকে দখল করে কৌশলে বা পরাক্রমে, তখন তো কেউ পাপ বলে না। লোকে বলে, নরহত্যা পাপ ; কিন্তু ধর্ম্মের নামে যখন নরহত্যা হয় তখন তো সেটা পুণ্য গণ্য হয়। লোকে বলে, ব্যাভিচার পাপ ; কিন্তু স্ত্রী যখন দেহ-বিক্রয়-লব্ধ অর্থে অক্ষম স্বামীকে খাওয়ায়, পরিবারের ভরণ পোষণ করে? পাপের কোনো সাধারণ মাপকাঠি নেই। পাপ যা'র যা'র নিজস্ব, নিজের অন্তরের ছায়া।...আমার মন আমার কাণে কাণে বোলেছিলো, "পাপ ; পাপই বটে।" মনে পোড়লো সরলার কথা, তা'র সরল চক্ষু অটুট বিশ্বাস। আর নয়। রাত্রেই বোসে ছুটির দরখাস্ত লিখলাম দেড় মাসের। অসুখের মধ্যে দাদাই আমার ছুটির দরখাস্তটা লিখে দিয়েছিলেন, আমাকে সই কোরতে হোয়েছিলো মাত্র। সেই সঙ্গে দাদা নিজের তরফ থেকে লিখে দিয়েছিলেন, substituteএর দরকার নেই, তিনি নিজেই দুই কোর্ট চালাতে পারবেন। Substituteএর জন্য দাদা লেখেননি দুটি কারণে : প্রথমতঃ, আমার জায়গায় যিনি আসবেন তিনি বাড়ী দখল কোরবেন, আমি থাকবো কোথায়? দ্বিতীয়তঃ, ছুটির শেষে আমাকে হয়তো বোদলি

কোরে দেবে অন্যত্র। তা'ই, দাদা স্বেচ্ছায় দু কোর্টের বোঝা ঘাড়ে নিয়েছিলেন।

দাদা আসার পর থেকে এই প্রথম কাজ কোরলাম দাদাকে না জানিয়ে। ছুটির দরখাস্ত ডাকে দিয়েই যা'বো হাইকোর্টে বোদলির তদ্বিরে। পিছনের দিকে তাকা'বার অবসর নেই, পাশের দিকে তাকা'বার অবসর নেই, কেবল সোজা সামনে ছুটে চোলেছি। যে ভয়াবহ জানোয়ারের মূর্ত্তি দেখেছি নিজের অন্তরে, তা'কে অ্যাড়াবার জন্য ছুটছি, য্যামন ছোটে উল্কা বুকের আগুন অ্যাড়াবার জন্য। অ্যাক মিনিট্ মনে হোচ্ছে অ্যাক যুগ। আর একটি দিনও এখানে থাকবো না।

ভোরের আলো ফুটতে না ফুটতেই বেড়িয়ে পোড়লাম রাস্তায়। বাড়ীতে থাকা অসম্ভব। দাদা এখুনি এসে পোড়তেন কুশল প্রশ্ন কোরতে; তাঁর চোখের পানে চাওয়া আর সম্ভব নয়। রাস্তা দিয়ে অনেকখানি হেঁটে চলার পর মনে য্যানো একটু শান্তি এলো। ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়া এসে এসে মুখে লাগছে, গাছের ডালে ডালে ছোটো ছোটো পাখী কুচ কুচ কোরতে কোরতে নাচানাচি কোরছে, দুই অ্যাকটা গরু চোরছে মাঠে।

ব্যালা বেড়েই চোল্লো। ঝাঁঝা কোরতে লাগলো রোদ। এগিয়েই চোলেছি; বাইরের রোদ ভিতরের দাহের কাছে কিছুই নয়। রাস্তায় দুই অ্যাক জন লোকের সঙ্গে দ্যাখা হোচ্ছে, তা'রা মুকদ্দমপুরের দিকে আসছে, হয়তো মামলা

আছে, নয়তো অন্য কোনো কাজে। আমার মুখের পানে তা'রা ফ্যালফ্যাল কোরে তাকাতে তাকাতে যাচ্ছে; হয়তো মনে কোরছে, পাগোল।

কতোক্ষণ য্যানো হেঁটেছি! ক্লান্তি অনুভব কোরতে লাগলাম। অ্যাকটা বটগাছ পেয়ে ছায়ায় বোসলাম। আঃ; ক্লান্তির পর বিশ্রামের মতো মিষ্টি আর নেই।

বসা হোলো না! রাস্তায় লোক বেড়েই চোলেছে। সবারই দৃষ্টি এদিকে। সবারই দৃষ্টি আমারই দিকে। আমায় কি সবাই সন্দেহ কোরছে? ব্যাপারটা কি তবে এরই মধ্যে রাষ্ট্র হোয়ে পোড়েছে?

না, এদেশে আর থাকা নয়। পরের ট্রেনেই চোলে যা'বো। রওনা হোলাম। রাস্তা না ধোরে মাঠে মাঠে বাড়ীর পিছন দিয়ে এসে উঠলাম। পরের ট্রেনেই যা'বো; কিন্তু পরের ট্রেন্ তো সন্ধ্যা সাতটায়। ছুটির দরখাস্ত খানা ডাকে পাঠিয়ে দিলাম, মার্ত্তণ্ডর হাত দিয়ে। চাকোর মাখনকে বোলে দিলাম "তুই অ্যাক পা নোড়বিনে বাড়ী থেকে, আমার হুকুম না নিয়ে।" আর অ্যাকা থাকা নয় অ্যাক মুহূর্ত্ত; নিজের উপর নিজের আর বিশ্বাস নেই।

সমস্ত দুপুরটা জিনিসপত্র বাঁধালাম। চারটের সময় রওনা হোয়ে যা'বো স্টেশনের দিকে, অ্যাকটা চিঠি লিখে রেখে যাওয়া যা'বে দাদার নামে, শরীরটা বড়ো খারাপ বোধ হওয়ায় হঠাৎ চোলে যাচ্ছি।

আর সব হোলো। হোল্‌ডল্‌টা ঠিক কোরছি, অ্যামন সময়ে দরজায় কে ধাক্কা দিলো। মনে হোলো বৌদি। বিরক্তিতে, আতঙ্কে, মন ভোরে গ্যালো। মার্ত্তণ্ড দরজা খুললো ; বৌদি নয়, দাদা। কী কোরে খবর পেয়ে গেলেন ! "কী, ব্যাপার কী হে ?" "শরীরটা বড়ো খারাপ।" "শরীর খারাপ তো খারাপ শরীর নিয়ে কেউ ট্রেন্ জার্নি করে নাকি ? একটু সুস্থ হও, তা'রপরে যেয়ো।" "তা'ছাড়া সরলার চিঠি পেলাম, সে বড়ো অসুস্থ, পত্রপাঠ যেতে লিখেছে।" দাদা আর আটকাতে পারলেন না। সেই দিনই রওনা হোয়ে গেলাম। যাঁ'র আসার সংবাদে উৎফুল্ল হোয়েছিলাম, যাঁর সাহচর্য্যের স্মৃতি পারিজাতের গন্ধের মতো স্নিগ্ধ, যিনি সুখে, দুঃখে, অভাবে, অভিযোগে পাশে থকেতেন, উৎসাহ দিতেন, আনন্দ দিতেন, যাঁর আচরণ ছিলো সুহৃদের মতো, ভ্রাতার মতো, পিতার মতো—আজ তাঁর কাছ থেকে পালিয়ে বাঁচলাম।

* * *

কোলকাতায় এসে রেজিস্ট্রারের সঙ্গে দ্যাখা কোরলাম। "মুকত্নমপুরে আমার স্বাস্থ্য টিকছে না ; যদি অন্য কোথাও পোস্‌ট্ করো, তো আর ছুটি নেবো না, জয়েন্ কোরবো।" সাহেব বোললেন, "তথাস্তু।" ছুটি না দিতে হোলেই উপর-ওয়ালারা বাঁচে।

রেজিস্ট্রারের ঘর থেকে বেড়িয়ে আসতেই দেখি অপেক্ষা কোরছে রামজয় চক্রবর্ত্তী। রামজয় চক্রবর্ত্তী আমার অনেক

জুনিয়ার্ চাকরিতে, কিন্তু বুদ্ধিতে নয়। গৌরবর্ণ সুদৃঢ় দেহ, সদা-চঞ্চল চক্ষু, পরিপাটি বেশ, ঈষৎকুঞ্চিত কেশ, মুখে একটি সিগার্—রামজয় চক্রবর্ত্তীর চেহারায় অ্যামন অ্যাকটা জিনিষ আছে যা' অনেককে করে আকর্ষণ, কাউকে কাউকে করে বিকর্ষণ, আর বাকি সকলকে করে ভীত। রামজয়ের সঙ্গে আমার অনেক দিনের আলাপ ; তাই তা'র অনেক কথা জানি ; সে নিজেই বোলেছে তা'র জীবনের বহু কথা। সে আজও অবিবাহিত ; কিন্তু সে জন্য কোনো দিক্ দিয়ে ক্ষোভের কিছু নেই। কুমারী, বিবাহিতা, বিধবা—বহু রমণী ধন্য হোয়েছেন তা'র সঙ্গ লাভে। সে অভিজ্ঞ। "মেয়েছেলেদের মন সম্বন্ধে থিসিস্ লেখার কম্পিটিশন্ হয় যদি, তা'হোলে আমিই ফাস্ট্ হবো," সে মধ্যে মধ্যে বোলতো ; সে কথা অবিশ্বাস করার কোনো কারণ পাইনি ;

রামজয়ও রেজিস্ট্রারের সঙ্গে দ্যাখা কোরতে এসেছে, তা'র বোদলির সময় এসেছে, আকটা সুবিধামতো স্টেশন্ ঠিক কোরতে হবে। মুকতুমপুরের কথা জিজ্ঞাসা কোরলো। "গেলে কী রকম হয় ?' বোললাম। জোরের সঙ্গে শেক্হ্যাণ্ড্ অন্তে বিদায় দেওয়া নেওয়া হোলো।

* * *

পোস্ট্ কোরলো আমায় বুড়িগঞ্জে। এখানেও দুজন মুন্সেফ্। কোয়ার্টার্ দুটো রাস্তার অ্যাক ধারে. ঠিক উল্টো ধারেই কোর্ট্, কিছু কিছু পাকা বাড়ী আছে জায়গাটাতে এবং

স্থানীয় লোকে বলে 'সহর'। আগেকার দিন হোলে একথা শুনে হাঁসতাম। যখন প্রথম কৃষ্ণনগর দেখলাম আর শুনলাম কৃষ্ণনগর নাকি সহর, আমি তো অবাক্। ট্রাম্ নেই, বাস্ নেই, ইলেক্‌ট্রিক্ আলো নেই, বাড়ীতে জলের কল নেই, রাস্তাগুলো সে রকম চওড়া নয়—এ আবার নাকি সহর! জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে দেখেছি, অনেক জায়গাই সহরত্বের দাবি করে, য্যামন অনেক নারী করে সৌন্দর্য্যের, অনেক পুরুষ বীর্য্যের।

এখানে অ্যাকটা ক্লাব্ আছে; সন্ধ্যাব্যালা তাস খ্যালা, সিগারেট্ খাওয়া ও অনুপস্থিত ব্যক্তিদের কেচ্ছা করা হয়। প্রতি সন্ধ্যায় অ্যাকবার গিয়ে হাজিরা দিয়ে আসি।

চোলছে তাস। সার্কেল্ অফিসার্ ও প্রকাশ চ্যাটার্জ্জি ভার্সাস্ সাব্-রেজিস্ট্রার্ ও স্বয়ং। খেলতে খেলতে বাধলো কলহ। তাসের সঙ্গে কলরোল ঝগড়া, য্যামন গুড়ের ভাঁড়ে মাছি ও পিঁপড়া। "তোমার কী ছিলো হে, যে তুমি নো-ট্রাম্প্ ডেকে বোসলে," প্রকাশ বাবু হুমকি দিলেন। "ক্যানো! স্পেডের টেক্কা বিবি, হার্টের সাহেব গোলাম, ডায়মণ্ডের টেক্কা গোলাম।" "আর, ক্লাবের যে সিঙ্গ্‌লটন্ দশ?" "তা'তে কী হোয়েছে?" "তা'তে কী হোয়েছে! তোমার এই রকম বুদ্ধি না হোলে আর সাইকেল্ অফিসারি করো! টোটো কোম্পানি, লোকের দরজায় দরজায় ধন্না!" "তা বটে, আমরা তো ঢোঁড়া সাপ নই, আমাদের পোঁ—শিকরও গজায় না।"

"হ্যাঁ, চাপরাশি-বাহন, আর, কলেক্টর্ কমিশনার্ বহন। কাদায় পোড়লে চাপরাশির পিঠে ওঠা, আর, দরকার পোড়লে টেবিল্ বা চেয়ার্ হোয়ে বসা।" আমি মধ্যস্থতার সুরে বোললাম, "অতোটা ঠিক নাও হো'তে পারে। টেবিলের অভাবে ওঁরা পিঠ বেঁকিয়ে খাড়া থাকতে পারেন সাহেবের কাছে, কিন্তু তা'ই বোলো চেয়ার্ হওয়া, আর, হোলেও কি সাহেব সে চেয়ারে বোসতে রাঁজি হ'বেন?" প্রিয় বাবু অবশ্য বুঝলেন যে, এ মধ্যস্থতার মধ্যে কপটতার ভ্যাজাল আছে, কিন্তু কথা বোললেন না। ব্যাচারি মাইনরিটিতে পোড়ে সে দিন হারলো।

মুন্সিফ্ প্রকাশ চ্যাটার্জি আধুনিক, বিবাহ কোরেছেন আধুনিকা, থাকেন আধুনিক রীতিতে, আধুনিক রীতিতে তাঁ'র দরজায় জানালায় স্ক্রীন্, নির্ম্মল, স্বচ্ছ, আধুনিক রীতিতে খান টেবিলে, আধুনিক নীতিতে থাকেন ভাগাভাগি হোয়ে দাম্পত্য ব্যাপারে, নিজে থাকেন এখানে, স্ত্রী থাকেন কোলকাতায়, শনিবার কোর্ট থেকে চোলে যান সকাল কোরে, সোমবার দেরি কোরে আসেন। আধুনিক স্ত্রীকে হাতে রাখতে হোলে ফেরি সার্ভিসের দরকার আছে। প্রকাশ বাবু যা'বার সময় এবং ফেরার সময় উভয় দিকেই বাস্ ব্যবহার করেন, এবং প্রতি সোমবার বিকেলে ক্ষোভ প্রকাশ করেন, "হাড় কখানা

ভেঙ্গে গ্যালো।" মন জোড়া রাখতে হোলে হাড় ভাঙ্গতে হয় ; যে জিনিসের যে দাম।

* * *

নতুন জায়গায় দেখতে দেখতে কয়েকটা দিন হুহু কোরে কেটে গ্যালো। এর মধ্যে দু'খানা রিমাইণ্ডার্ দিয়েছি আগের স্টেশনের কলেক্টর্‌কে, লাস্ট্-পে-সার্টিফিকেটের জন্যে। শেষে, অগতির গতি এ-জি-বিকে লিখলাম, "ত্রায়স্ব, ময় ভুখা হুঁ।"

এ-জি-বিকে লেখার ফল হাতে হাতে ফোললো। এ-জি-বি ফেরং ডাকেই কলেক্টর্‌কে লিখে দিলেন, "অমুক অফিসারের লাস্ট্-পে-সার্টিফিকেট্ পাঠাতে দেরি করার কী কারণ আছে জানাবেন অনুগ্রহ কোরে." এবং সে চিঠির একটি নকল আমাকে পাঠিয়ে দিলেন। পর দিনই দেখি লাস্ট্-পে-সার্টি-ফিকেট্ এসে হাজির। যে রোগের যে ওষুধ।

এ-জি-বির নিয়মতান্ত্রিক হিসাবে খুব নাম, পান থেকে চূণটি খোসবার উপায় নেই। গল্প আছে, একটি কর্ম্মচারী পেন্‌শন্ ভোগ কোরছিলেন অ্যামন সময় তাঁ'কে আবার চাকরিতে বহাল করা হোলো। পেন্‌শন্ ভোগ করার সময় তাঁ'কে একটি লাইফ্-সার্টিফিকেট্ দিতে হোতো কোনো গেজেটেড্ অফিসারের, তিনি বেঁচে আছেন এইটে প্রমাণ করার জন্যে। ফেব্রুয়ারিতে কাজে নতুন কোরে যোগ দেবার পর, ফেব্রুয়ারির মাইনে মার্চ্চের পয়লা পেয়ে গেলেন আর পাঁচজনের মতো। কিন্তু জানুয়ারির পেন্‌শন্ নিয়ে হোলো

গোলমাল। জানুয়ারির পেন্‌শনের দাবি তিনি ফেব্রুয়ারির মাইনের সঙ্গে অ্যাকই সময়ে কোরেছিলেন, এবং কোনো লাইফ্‌-সার্টিফিকেট্‌ সঙ্গে দেন নি। ধোরলেন এ-জি-বি। পেন্‌শনের লাইফ্‌-সার্টিফিকেট্‌ কই? "আমি যে সশরীরে ফেব্রুয়ারির মাইনে নিলাম," অবাক্‌ হোয়ে জানালেন কর্ম্মচারীটি। তা'তে কী হবে? তুমি ডিসেম্বারে বেঁচে ছিলে এবং ফেব্রুয়ারিতে বেঁচে আছো, তা'ই বোলে জানুয়ারিতে বেঁচে ছিলে তা'র প্রমাণ কোথায়? ওটি চোলবেনা।

* * *

ক্লাব্‌ চোলছে। অফিসার্‌ বাদে বাইরের লোকের মধ্যে প্রেমসন্তোষ বাবু উকিল নিয়মমতো আসেন। ভদ্রলোক আধা-জুনিয়ার্‌, একটু আধটু কমিশনের আশা রাখেন। কাল তাস খ্যালার চতুর্মুখ সম্মেলন না হওয়ায় প্রেমসন্তোষ বাবুর মুখে স্থানীয় পুরাকাহিনী কিছু কিছু শোনা গ্যালো।

"সদরের জগদম্বা বাবুর অতো প্র্যাক্‌টিস্‌ ক্যানো জানেন? স্রেফ জুরিকে ঘুস দিয়ে আসামী খালাস করা। ধরিত্রী বাবু না পেরে হিংসেয় অ্যাক ছড়া বেঁধে লোটকে দিলেন জগদম্বা বাবুর বাড়ীর সামনে, বার-লাইব্রেরির দরজায়, জজ্‌ সাহেবের কুটির থাম্বায়, অবশ্য গোপনে বেনামিতে।

" 'কোরো নাকো চুরি করিও ডাকাতি
" 'বাঁচিবার যদি থাকে হে আশ,
" 'চুরিতে হাকিম—খাবে হিমশিম—

" 'জুরির বিচারে পা'বে খালাস।
" 'শত্রুরে তা'র প্রাপ্য শাস্তি
" 'প্রদান করিতে চাহিলে প্রাণ,
" 'কোরোনা প্রহার, করিও হত্যা,
" 'জুরির প্রসাদে পাইবে ত্রাণ।
" ক'ার কৃপাভরে ঢাকনা সহরে
" 'জুরিগণ সদা হৃষ্টপুষ্ট ?
" 'স্মরো জগদম্বা, রক্ষা করো মা,
" 'পাপিজন তাঁ'রে রাখহে তুষ্ট।'

"জগদম্বা বাবু সোজাসুজিই বোলে নেন। আর, ধরিত্রী বাবুর অন্য ফিকির। 'পাঁশশো টাকা রেখে যা, দ্যাখা যাক কী কোরতে পারি। যদি কাজে না লাগাতে পারি, তো আমার ফি বাদে বাকি টাকাটা ফেরৎ দিয়ে দেবো,' বোলে দিলেন আসামীপক্ষকে। ইঙ্গিত হোলো এই যে, টাকাটা দিয়ে হাকিম প্রভৃতিকে বশ করার চেষ্টা কোরবো ; খালাস পেলে বুঝবি পেরেছি, আর, নৈলে টাকাটা ফেরৎ নিয়ে যাবি। অবিশ্যি ঘুস দেওয়া না হোলেও আসামী খালাস পেলেই সব টাকাটা তাঁ'র।

"আমরাই দুঃসময়ে পোড়েছি। নৈলে আগেকার দিনে শুনি টাকা ছড়ানো থাকতো। আসামীকে বলা হোলো, 'ওরে বাবা, তুই ৩২৩ ধারায় পোড়েছিস ; অ্যাক আধটা নয়, তিন শো তেয়িশ। ঢের বেশি টাকা লাগবে রে!' অথচ কিছুই

নয়, simple assault, বড়ো জোর দশটা টাকা জরিমানা হ'বে। আজকাল কি আর সেদিন আছে, আজকাল মক্কেলরা চালাক হোয়ে গিয়েছে।

"আগেকার দিনে মামলা জেতারও অনেক সোজা উপায় ছিলো। দীনুবাবু গল্প করেন, তাঁ'র অ্যাকটা খারাপ কেস্ অনারারি ম্যাজিস্ট্রেট্ পরাশর বাবুর কোর্টে। কোর্টে পরাশর বাবু বোসতেই দীনুবাবু একটু হেঁসে আধটু কেসে বোললেন, 'হুজুর, কাল আমি বাঁধের ওখান থেকে দাঁড়িয়ে দেখ্ছিলাম, আপনি বিকেলে ফিরছেন, বুকখানা সোজা কোরে হাঁটতে হাঁটতে, য্যানো সিংহের মতো।' দীনুবাবুর কাজ হাঁসিল।

"পরাশর বাবু সম্বন্ধে আরও মজার গল্প শোনা যায়। তিনি বিশেষ জানতেন শুনতেন না। পেশকারের কথামতোই রায় দিতেন। অ্যাকবার অ্যাক মামলায় আর্গুমেণ্ট্ হোচ্ছে, পেশকার গিয়েছে বাইরে। হঠাৎ পরাশর বাবু চোটে উঠে বোললেন, 'সে শা—পেশকার গ্যালো কোথায়? বাপেরা কী বলে শুনবে না অ্যাখন, পরে বোলবে, ওকে দাও জেল, ওকে করো জরিমানা, ওকে দাও খালাস।'

"সিভিল্ কোর্টেও শুনিছি আগেকার দিনে অবস্থা ছিলো অনেক ভালো। অ্যাখনকার মতো horse-race ছিলোনা। কিছুক্ষণ কাজ করার পর হাকিমও একটু ঘুমুলেন, উকিলরাও একটু ঘুমুলেন, তা'রপরে আবার আরম্ভ হোলো।

"অ্যাখন হাকিমরা বিশ্রাম পান না দেখে অনেকের এসে

যায় নার্ভাস্‌নেস্‌। মালঞ্চ বাবু তো ভূতের ভয়েই সন্ত্রস্ত থাকতেন। হেম বাবুর ছিলো সাপের ভয়, রাস্তায় চলার সময় দু'ধারে থাকা চাই দুটো পেট্রোম্যাক্স্‌।"

*　　　*　　　*

সকালে ডাক খুলে দেখি চিঠি এসেছে দাদার কাছ থেকে। লিখেছেন ঃ "অসুস্থ শরীর নিয়ে চলে গেলে, বৌমারও অসুখ বলেছিলে, গিয়ে অবধি একখানাও চিঠি লেখনি, দু'জনে কেমন আছ, অবশ্য পত্রপাঠ জানাবে। তোমার বৌদি সব সময়েই তোমার জন্য চিন্তিত, তোমার কথা বলেন। রামজয় চক্রবর্ত্তী এখানে তোমার কোর্টে জয়েন করেছেন, তোমার সঙ্গে হাইকোর্টে দেখা হয়েছে বললেন।"

পলকে মুকদুমপুরের সব দৃশ্য চোখের উপর ভেসে উঠলো। কী সুখেই ছিলাম! আর, কী কুক্ষণেই না সরলা গ্যালো বাপের বাড়ি, আমার হোলো অসুখ, আর···। কে য্যানো ভিতরে দংশন কোরলো, সাপের দংশনের মতো।

হাতের কাজ ঠেলে রেখে দিলাম। যা'তে হাত দি, তা'ই মাথায় ঢোকে না। কে য্যানো বুকের মধ্যে কেঁদে কেঁদে উঠতে চাচ্ছে।

দিনটা রবিবার। অ্যাকটার সময় অ্যাকবার আহারের চেষ্টায় বোসলাম; রুচি হোলো না, উঠে পোড়লাম।

দুপুর হোলো বিকেল, বিকেল হোলো সন্ধ্যে, ক্লাবে যেতেও ইচ্ছে হোলোনা। ইজি চেয়ারে বোসে বোসে ভেবেই

চোলেছি—দাদা, বৌদি, সরলা, সরলা, বৌদি, দাদা। হোলো গভীর রাত্রি, শুয়ে পোড়লাম।

রাত্রে স্বপ্ন দেখিছি। দাদা এসেছিলেন ছ্যাখা কোরতে। তাঁ'র প্রশান্ত মুখে য্যানো বিষাদের ম্লান ছায়া। "আমি চোলে যাচ্ছি, তা'ই তোমার সঙ্গে অ্যাকবার ছ্যাখা কোরতে এলাম।" কথাগুলো য্যানো অ্যাখনও কাণে বাজছে! চোলে যাচ্ছেন? কোথায়? ক্যানো? দাদা আমায় ছেড়ে চোলে যাচ্ছেন? আমার ওপর তিনি অ্যাতোই ক্ষুব্ধ হোলেন চিঠি লিখিনি বোলে? সমস্ত দিন ধোরে দাদার কথা ভেবেছি বোলে রাত্রে এই স্বপ্ন দেখিছি নিশ্চয়, আমিই দাদাকে ছেড়ে চোলে এসেছি, সেইটেই রূপান্তরিত হোয়েছে স্বপ্নে।

চা খাচ্ছি, মার্ত্তণ্ড ডাক নিয়ে এলো। ব্যক্তিগত চিঠি অ্যাকখানি; গৃহিণীর ভার লাঘব হোয়েছে, আমার হোয়েছে ভারবৃদ্ধি; গৃহে এসেছেন কন্যা। চিঠি সোরিয়ে রেখে কাগজ খুললাম। হেড্ লাইনের পর হেড্লাইন্ দেখে যাচ্ছি। Gloom in Europe, Novel method of cheating, Guests attacked by ghosts, Munsif commits suicide, এ কি? কে? সে কি? চোখ রগড়াতে লাগলাল। আমার কি দৃষ্টি-বিভ্রম হোলো? গতরাত্রের স্বপ্নের প্রতিক্রিয়া নয়তো? চোখে জল দিলাম, চশমা ভালো কোরে adjust কোরলাম—নাঃ, ছাপা অক্ষর অটল রইলো।

দাদা রিভল্ভারের গুলিতে আত্মহত্যা কোরেছেন। দাদা—

আত্মহত্যা ? দাদার প্রকৃতির সঙ্গে তো আত্মহত্যা খাপ খায় না ! মোটেই নয়। মনে পোড়লো, দাদা বোলতেন "আত্মহত্যা কাপুরুষদের জন্যে। আত্মহত্যা আত্মসমর্পণেরই নামান্তর। সংসারে শেষ নিঃশ্বাস পর্য্যন্ত যুদ্ধ কোরে যাও ; সেইখানেই মনুষ্যত্ব।" মনে পোড়লো দাদার বিশাল বক্ষ, বিস্তীর্ণ ললাট, আয়ত চক্ষু, উচ্চ হাস্য। ক্লেদ, গ্লানি তাঁ'কে স্পর্শ কোরতে পারতো না, দুঃখ তিনি হেঁসেই উড়িয়ে দিতেন। তিনি ছিলেন যোগী, সিদ্ধ পুরুষ, যথা দীপো নিবাতস্থঃ। সংসারের কোনো ঝঞ্ঝাই তো সে শিখাকে চঞ্চল কোরতে পারেনি কোনো দিন ! তবে, কী অ্যামন ঘোটলো যা'তে আনলো কম্পন সেই স্থির বুদ্ধিতে ? কী অ্যামন হোলো, যা'তে তিনি মনে কোরলেন যে, এই বিরাট্ সংসারে তাঁ'র আর কোনই স্থান নেই, তাঁ'র থাকার কোনই প্রয়োজন নেই ? কই, এই পরশু দিনই তো আমায় চিঠি লিখেছেন, তা'তেও তো কোনো আভাস নেই ! হ্যাঁ, এই তো পরশু দিনের তারিখই তো ! ···না, দাদা আত্মহত্যা করেন নি।

তবে ? মনে পোড়লো বৌদির স্বার্থপরতা, স্বামীর সুখ স্বাচ্ছন্দ্যের প্রতি ঔদাসীন্য ; মনে পোড়লো বৌদির চটুল চক্ষু, যা'র ভিতর কামের লেলিহান শিখা ধক ধক কোরে জ্বোলছে ; মনে পোড়লো রামজয়ের সুঠাম গৌর দেহ, ভাস্বর যৌবন, ঈপ্সিতলাভে দুর্দ্দমনীয় তৎপরতা—বিশ্বজয়ী রামজয়। তা'ইই। সেই কথাই বলার জন্য দাদা কাল রাত্রে এসেছিলেন।

বাইরে হোচ্ছে বর্ষার অবিশ্রান্ত বর্ষণ ঝর ঝর ঝর ঝর। আকাশের কালো ছায়া ঢেকে দিয়েছে ধরণীর বুক। খোলা জানালা দিয়ে দূর অনির্দ্দেশ্যের পানে চাইতে চাইতে চক্ষু ঝাপসা হোয়ে এলো।

*   *   *

কাগজের সেই জায়গাটা আবার পোড়লাম। পুলিশ রিপোর্ট্ স্যুইসাইড্। মিথ্যা কথা। ভাবলাম, কী কর্ত্তব্য অ্যাখন? ধীরে ধীরে গুছিয়ে গুছিয়ে অ্যাকখানা চিঠি খাড়া কোরলাম রামজয়ের নামে, আর অ্যাকখানা বৌদির নামে। "কী ভাবে কী হোলো, কী কারণ, বিস্তারিত সব জানাবেন।"

*   *   *

দিন সাতেক হোয়ে গ্যালো, জবাব আসেনি। লিখলাম ওখানকার এস্-পি' কে। "মৃত আমার বিশেষ বন্ধু; আপনি কেস্‌টা একটু ভালো কোরে investigation করান।"

*   *   *

কয়েক দিনই চোলে গিয়েছে, সাড়া পাইনি; হয়তো ফাইল্ চাপা পোড়েই থাকলো চিঠিখানা। লিখলাম I. G. কে: "মৃতের কোনো রিভল্‌ভার্ ছিলো না, মৃত্যুর আগের দিন পর্য্যন্ত সাধারণ ভাবে চিঠি লিখেছেন আমার কাছে; বিশেষ তদন্ত করা হোক।"

*   *   *

আজও উত্তর পাইনি।

প্রথম খণ্ড সমাপ্ত।

প্রথমা

প্রথমা

প্রথমার প্রথম পরশ

জাগালো যে দোল অন্তরের কুঞ্জে শাখে শাখে,
সবুজ সরস ঘন পল্লবের গুচ্ছ গুচ্ছ আন্দোলিয়া
হিল্লোলে হিল্লোলে, আঁকি' দিলো বর্ণে বর্ণে ইন্দ্রধনু
রঙে নয়নের পথে পথে, দিলো খুলি মূর্চ্ছনার
উচ্ছ্বাসের গতি অনিবার স্রোতে, সীমাহীন শূন্যতারে
পূর্ণ কোরি' উপছিয়া, গন্ধে গন্ধে করিল অবশ।
রক্তরাঙা অংশুমালা ছড়াইয়ে দিকে দিকে,
উড়াইয়ে চঞ্চল অঞ্চল, গগনের পূর্ব্বভালে হইল
উদয় প্রভাত-তারকা সম নিরুপমা আনন্দ-প্রতিমা
দিকে দিকে গ্যালো উৎসরিয়া উল্লাসের ঊর্ম্মিমালা
নাচিয়া নাচিয়া, উঠিল কাঁপিয়া স্থিরতনু মহাস্থানু,
যোগনিদ্রা গ্যালো তা'র টুটি' ; দিকে দিকে উঠিল
পূরিয়া কাকলীর কলরব, উঠিল চীৎকারি' মূক
মূঢ় সবে কণ্ঠে লোভি' চেতনার সাড়া, আত্মহারা
ছুটিল সকলি।

অয়ি অদ্বিতীয়ে, প্রতিদ্বন্দ্বিহীনে !
তোমার পরশ দিতেছে মুছায়ে অতীতের ক্লেদ গ্লানি
জরাভার শতবার ক্লান্তিহীন, দিতেছে মিলায়ে

বেদনার ক্ষতরেখা সঞ্চারিয়া প্রাণশক্তি মরমের
শিরায় শিরায়, জ্বালাইয়া অনলের দীপ্তশিখা
আঁধারের গহ্বরে গহ্বরে।
পুঞ্জীভূত পুরাতন ভার রোচেছিলো পর্ব্বতশিখর,
গমনের পথ ছিল রুধি', লজ্জায় লুকালো
কোথা কুজ্ঝটিকা সম তপন প্রকাশে, সরমে
ঢাকিলো মুখ তোমারে নেহারি'।
হে নবীনে! অন্তরের অন্তরালে রোহি'
যে ঝঙ্কার রোহি' রোহি' জাগাও বীণার তারে,
যে সুরের মন্দাকিনী বহাও অন্তর পথে
দিবস যামিনী, নাহি নাহি জানি কা'র কাছে
লবো বলো পুছি' তাহার ঠিকানা। কা'র কাছে
লবো বলো পুছি' কোথায় সে পথ যে পথে তোমার
রথ চলিয়াছে করিয়া মুখর প্রাণহীন স্থাবর
জঙ্গমে?

এ কী মোর অতৃপ্ত বাসনা
মানসের বন্ধন টুটিয়া ছুটে যায় কোন পথে
তোমার সন্ধানে অন্তরীক্ষ পানে! রহো, রহো,
ক্ষণকাল রহো, ক্ষণতরে দেহ মোরে চিনিবারে
ক্ষণিকের তব স্থিতি! হোক সেথা অমরার
পুর, হোক সেথা নরকের কূপ, হোক দিবা

অথবা রজনী, আকাশের শেষ পারে, সাগরের শেষ তলে, যাইব ছুটিয়া কক্ষহারা নক্ষত্রের মতো।

প্রথমার প্রথম পরশ

জাগালো যে রস অন্তরের শিকরে শিকরে, করিল সরস নয়নের তারকারে শ্রবণের শ্রুতিদ্বারে, আনিল প্লাবন লুক্কায়িত ফল্গুবুকে! কে বলে চিনিনি তোমা? কে বলে চিনেছি তোমা? সংশয়ের ছায়াপথ পানে চাহিয়া চাহিয়া, সন্দেহের দোলনার তালে দুলিয়া দুলিয়া, অন্তহীন পথে বাহিব তরণী।

(২)

অন্তের পানে ছুটিছে বিশ্ব অন্তহারা,
কালের পিছনে কাল,
শূন্য মহান্ রচেছে কঠিন কারা
পাতিয়া রেখেছে জাল।
কেবা চায় শেষ, কে চায় বিরাম?
নাহি জানে সে তো কিছু,

যে জন গিয়াছে আগেতে চলিয়া
সেই তো রহিল পিছু।
চির দিন যাহা ঘুরিতেছে তাহা
ঘুরিবে চিরটা দিন,
চির দিন যাহা উজ্জ্বল তাহা
কভু না হ'বে মলিন।

———

(৩)

হে বিরাট্ মহীরুহ,
সহিয়াছো যদি এতেক আঘাত, বারেক দাঁড়ায়ে সহ।
দৈত্যের মতো দুর্ব্বার বেগে বায়ু আসে নির্ম্মম,
লৌহগদার হানিছে আঘাত সাক্ষাৎ য্যানো যম;
স্তূপের পরেতে স্তূপ হোয়ে আসে, মেঘের নাহিক শেষ,
পৃথিবীর মুখ ম্লান হোয়ে আসে, সহিতে পারেনা ক্লেশ;
বৃষ্টির বাণ দৃষ্টির পথ ধুয়ে মুছে দিতে চায়,
আকাশে আগুন বজ্র নিনাদে ধ্বংস করিতে ধায়;
দুর্দ্দম এই তেজ আর নাহি রুধিবারে পারে কেহ,
সহিয়াছো যদি এতেক আঘাত বারেক দাঁড়ায়ে সহ!
আম্র কাঁঠাল শাল ও পিয়াল কতো তরু লভে মাটি,
লতা ও গুল্ম ছিন্ন ভিন্ন দিকে দিকে যায় ছুটি;
পশুকুল যতো ভয়েতে আকুল কাঁপিতেছে থরথরে,

কতো যে পক্ষী স্ফটিক চক্ষু নিমীলিল চিরতরে ;
কতো যতনের কৌশলে কৃত গৃহ হয় শত খান,
দুর্ব্বল-চিত মূর্খের মতো ডরে স্মরে ভগবান্ ;
শক্তিধরের শক্তি রুধিতে পারে কিবা কভু কেহ ?
সহিয়াছো যদি এতেক আঘাত বারেক দাঁড়ায়ে সহ।
চূর্ণ হোয়েছে বাহুগুলি তব গুরু আঘাতের ফলে,
বেশভূষা যতো ফুৎকারেঅ্যানো উড়ে গ্যাছে কোথা চোলে ;
মূলাধার তব জীবনের জানি টলিয়াছে বারবার,
মাটির প্রদীপ নিবু নিবু বুঝি নিবে যায় শেষবার ;
মিনতি তোমারে জানাই, হে বীর, মোর অনুরোধ লহ,
সহিয়াছো যদি এতেক আঘাত বারেক দাঁড়ায়ে সহ।

(৪)

ভগবান্ কতো হীন জানি যবে মানুষেরে হেরি হীন,
ম্লান জানি কতো উৎস গোপন আলোক যেথা মলিন
শোক ব্যাধি আর মৃত্যুরে যেই করিয়া রেখেছে সৃষ্টি,
প্লাবন যেজন ঘটায় কিংবা কভু আনে অনাবৃষ্টি,
সুন্দর যাহা নির্ম্মম করে করে যেই সংহার,
চিনি চিনি আমি পুরুষ সে জন বীভৎস কদাকার।

(৫)

কে য্যানো কোথায় বলিতে কী চায়
বলিবারে নাহি পারে,
ছিন্ন করিয়ে ছড়ায়ে আপনা
আপনারে খুঁজি' মরে।
সূর্য্য ছুঁড়িছে রশ্মি তাহার
অস্থির দিকে দিকে ;
ডাহুক ডাকিছে, বুক চিড়ি যায়,
স্বর নাহি ফোটে মুখে ;
প্রজাপতি কোথা কিবা কয় কথা
প্রণয়ীর কাণে কাণে ;
কোকিল কী সুরে কুহু তান ধরে
পাপিয়া কভু কি জানে?
তিমির ছায়ায় রেখেছে ঢাকিয়া
যখন সকল ভবে,
আলোকের হেথা হোয়েছে বিকাশ
ক্যামনে এ কথা ক'বে ?
সঙ্গীত আজও হয়নি পূর্ণ
চলেছে আজিও সাধা,
যাত্রার পথে যাত্রী পথিক
অ্যাখনও রয়েছে বাধা ;

চলিবার পথে আছে বাধা তা'ই
চলেছে অ্যাখনও চলা,
বলিবার কথা হয়নি কো বলা,
অ্যাখনও হতেছে বলা।

(৬)

স্নিগ্ধ কৌমুদীর মতো—
নগ্ন তনু 'পরে পৃথিবীর ছড়ায়েছে
যাহা স্বচ্ছ স্বর্ণজাল, লজ্জা ঢাকিবার
তরে আধো, আধো প্রকাশের তরে ;
লজ্জা ঢাকিবার তরে করিছে প্রয়াস
কুলবধূ, সলাজে ফিরায়ে তা'র রক্তিম
আনন, প্রথম মিলন রাতি ; বহে
সমীরণ, বোহি' আনে মধু মিশায়ে
জোছনাকণা, জাগে শিহরণ বুকে—
পড়ুক ছড়ায়ে বাণী মোর নির্ঝরিণী
সম, স্নিগ্ধ কৌমুদীর মতো।

(৭)

প্রহরী নিদ্রাহীন !
ক্ষণেকের তরে মুদিলে নয়ন আঁধারে হইবে লীন

আলোক এসেছে জাগরণ তরে, জাগ্রত রহিলে র'বে,
তিমির পশিবে সেইখনে যবে আঁখি নিমীলিত হবে।
প্রাণের মূল্য সদা জাগরণ, তিল ক্ষমা নাহি তাহে,
পলক ফেলিতে যে চায় তাহারে কাল ফেলি' যায় বোহে
জীবনের তরে চলেছে সমর, শুধু সেই লভে জয়
সতর্ক নয়ন চিরদিন যা'র অবসন্ন কভু নয়।

(৮)

প্রাণের উৎস করিয়ে রুদ্ধ লুকায়ে আপন মাঝে
অন্ধকারায় বদ্ধ তাপস, কী যাচো কাহার কাছে ?
সূর্য্য চন্দ্র ডাকিছে তোমায়, ডাকিছে তোমায় তারা,
সমীরণ তব দ্বারে কোহি যায়, "বারেক দেহ গো সাড়া।"
উষার গগন চুপি চুপি চায়, ভাঙিল কি তব ধ্যান ?
পথ চাহি' চাহি' হতাশ হৃদয়ে চোলে যায় হোয়ে ম্লান।
সাঁঝের আকাশে যাদুকর অ্যাক আঁকিছে ছবির রাশি,
সব যায় বৃথা, কখন ফুটিবে তোমার নয়ন-শশী ?
উর্বশী আসি' সলাজ নয়নে চেয়ে আছে নতশীর,
জনম তাহার বৃথা যায় বিনা তোমার পরশ, ধীর !
উমা বিধুমুখী পদতলে লুটি', পাপিয়া তুলেছে তান,
বেলি মল্লিকা চামেলি ফুটেছে, গন্ধের বহে বান।

রহিতে নারিল নিজ মাঝে নিজে স্বয়ং শ্রীভগবান্,
রচনা করিল তা'ই ভোগ তরে বিশ্ব এ মহীয়ান্ !
নয়ন মুদিয়া খুঁজিছ যাহারে, বিশ্বে রোয়েছে ভরা,
তোমারেই তা'রা খুঁজিয়া খুঁজিয়া হইতেছে ত্যাখো সারা।
আপনারে রাখি' বঞ্চিত কোরি' কী ফল লভিবে বলো ?
কহো অ্যাকবার, "তুমি মোর প্রিয়, তোমারেই বাসি ভালো।

(৯)

ঐ ! ঐ এলো ঝড় !

পাতাগুলি কেঁপে ওঠে শর্ শর্ শর্,
বাঁশঝাড় নুয়ে পরে,
পাখীগুলি ভয়ে মরে,
মেঘগুলি নেচে বলে, "সর, সব, সর।"
সর, সর, সোরে যা
নিকটেতে আছে যা',
দূরের জিনিস যা'
আয়, আয়, আয় ;
কেবা কোথা আছে কোণে
বাহিরে টানিয়া আনে,
লজ্জা-আবরণ টেনে
ঐ, ঐ যায় !

যাহা কিছু ক্লেদ গ্লানি,
যতো কিছু করে হানি,
দূরে নিয়ে ফেলে দাও,
কোরোনা মায়া ;
ভেঙ্গে দাও, ফেলে দাও,
লুফে নাও, জুড়ে দাও,
হীন দুর্ব্বলের আর
রেখোনা ছায়া।
আলো ছুটে ভেগে যায়,
আঁধার ঢাকিয়া ছায়,
আকাশ ভাঙ্গিয়া পড়ে
কড়্, কড়্, কড়্।

(১০)

সত্যের জয়, কেবা মিছে কয়, ইহা তো সত্য নহে—
সত্য এ বাণী করিব প্রচার, লাজ কিবা মিছে তাহে ?
মানুষ গড়েছে প্রাচীর কঠিন নির্ম্মম ক্রূর করে,
সত্যেরে সেথা রেখেছে বাঁধিয়া কঠোর লৌহ ডোরে।
রাষ্ট্র-শাসন মিথ্যার ’পরে আজে দণ্ডায়মান,
সত্য প্রকাশে পায়ে শৃঙ্খল, কভু নাহি হবে আন।

ধনহীন যেবা প্রমাণিত সদা বিচারে মিথ্যাভাষী,
বিচার-আলয় মিথ্যা-আলয় সকলে দেখিছে হাঁসি'।
বহুমুখ ধোরি' ঘুরিয়া ফিরিয়া মিথ্যা স্বরূপ ছাড়ে,
সত্য বলিয়া সদরে তখন আপনা প্রচার করে।
চন্দ্র গ্রাসিছে রাহু, পড়িছে পৃথিবীর বুকে ছায়া,
আলোকেরে গ্রাসি' আঁধার চাহিছে রচিতে তিমির-মায়া
কুসুম কতোই গোপনে শুকায়ে অকালে ঝরিয়া যাহে,
সত্যের জয়, কেবা মিছে কয়, ইহা তো সত্য নহে ।

(১১)

চাই আরো চাই পিপাসার জল, বক্ষ তৃষায় ফাটে,
প্রাণপণ কোরি যতো পান করি তৃষ্ণা নাহিক মেটে।
আলোক ছড়ায়ে ভোরেছে আকাশ, দিক্ দিক্ গ্যাছে জ্বোলে,
আরো চাই আলো কহিছে কাতরে, তৃপ্তি নাহিক মেলে।
ভারে ভারে জল নদী কলকল ঢালে সাগরের বুকে,
"আরো দাও মোরে কে আছ কোথায়", সাগর গোর্জ্জি হাঁকে।
রজনী ভরিয়া কণ্ঠ পূরিয়া চকোর লভিল সুধা,
নিশি ভোরে হায় কাঁদিয়া সে কয়, "মিটিল না মোর ক্ষুধা"।
কলস কলস জল ঢালি তবু কলস নাহিক পূরে,
গান শেষ হোলে ক্যানো নাহি রয় শ্রবণ-বিবর ভোরে ?

আগ্রহভারে দেহাগ্রভাগ নামিয়া পড়েছে হেলে,
পেশীগুলি হোয়ে দৃঢ় কুঞ্চিত দাঁড়ায়ে রয়েছে ফুলে,
আকাশের নীল ভেদ কোরি স্থির বিস্তৃত দুই আঁখি,
তা'রপরে কিবা, তা'রপর কিবা, আর কিবা আছে বাঁকি ?

(১২)

আমার হৃদয় করিয়ে পূর্ণ ছড়ায়েছো তুমি দূরে,
আমার পরাণে পাতিয়া আসন বাহিরে রয়েছো সোরে।
সৌরভ তব পূর্ণ করেছে দেহের সকল অনু,
তোমার স্মৃতির ঝঙ্কারে কাঁপে থর থর মোর তনু।
নিস্ফল তবু জানি জানি হায় মোর আশা তব তরে,
হৃদয় হৃদয় করিয়ে পূর্ণ ছড়ায়েছো তুমি দূরে।

(১৩)

আনন্দময় অনন্ত জীবন মোর, উজ্জ্বল
মার্ত্তণ্ড করে। স্নিগ্ধ সমীরণ বহে মোর শ্বাস,
অলিন তরঙ্গ বহে মোর চিন্তাধারা। তবু
ক্যানো গ্লানি রোহি' রোহি', ক্যানো আসে

ক্ষোভ, ক্যানো জাগে ব্যথা ক্ষণে ক্ষণে,
চক্ষু যায় ভোরি বরষার বারি সঞ্চরণে ?
যদি সত্যই সুন্দর,
তবে ক্যানো তাহা অ্যাতো দাহকর ?

(১৪)

একা জনতার মাঝে।

রুদ্ধ শ্বাস হয় শ্বাসে, গগন ভেদিয়া ওঠে
কণ্ঠের নির্ঘোষ, কাহারেও নাহি হেরি. কিছু
নাহি শুনি কাণে ; য্যানো সাগরের বুকে ভেসে
চলি একা, গগনের ভালে তারকা একক।
কা'রে খুঁজি ? কা'রে চাই ? সে কোথায় ? নাহি
জানি। যাই মোথি' মানব-বারিধি দিবানিশি
একান্ত একাকী। কোথা তুমি, কোথা প্রিয়
মোর ? তব লাগি অনুক্ষণ এই মোর অভিযান।
নাহি কিবা হ'বে ইহা অবসান জনম জনম ধোরি' ?
নয়নের কোণে আসে জল, সলাজে ঝরিয়া যায় ;
বক্ষ উঠে কাঁপি' কাঁপি', বেদনার ভার গুরুতর।
আর কতোদিন, কতোদিন আর রহি এই
নির্ব্বাসনে, সঙ্গীহীন জনতার মাঝে ?

(১৫)

ক্ষুধিত হৃদয় ক্যানো হয় চঞ্চল ?
যাহা দূরে তা'রে নিকটেতে ভাবা, ভাবনাই নিষ্ফল ।
আমার মনের কামনা কিবা গো তোমার চিত্তে পড়ে,
গুপ্ত কোণের সুপ্ত যাচক তোমারে জড়ায়ে ধরে ?
তোমার স্মৃতির সুতাটুকু ক্ষীণ এই মোর সম্বল,
যাহা দূরে তা'রে নিকটেতে ভাবা ভাবনাই নিষ্ফল ।
চিরদিন তুমি সুখে থেকো য্যানো, সুখে থেকো মোর প্রিয়,
আপন প্রণয় জনেরে পাইয়ে আমারে ভুলিয়ে যেয়ো ;
জীবন যাহার দুঃখে প্লাবিত, দুঃখই তা'র বল ;
যাহা দূরে তা'রে নিকটেতে ভাবা, ভাবনাই নিষ্ফল ।

(১৬)

আনন্দ যাহা দ্যায় প্রাণে ঢালি'
সেই মোর ভগবান্,
সুধার নিঝর বহে যেথা সেথা
গাহি মোর জয়গান ।
আপনারে কতো বঞ্চিত কোরি'
আত্মারে দিছি ক্লেশ,
কাতর পরাণে ডাকি জগদীশে
কতো যে নাহিক শেষ ;

আমার নয়ন মুছাতে তখন
কেহ নহে আগুয়ান ;
আনন্দ যাহা দ্যায় প্রাণে ঢালি'
সেই মোর ভগবান্।
কল্পনা কোরি' কতোই মূরতি
পড়েছি চরণে লুটায়ে,
পূজা করিয়াছি কতো শুভখনে
কতোই প্রতিমা গড়ায়ে ;
সাড়া মিলে নাই কোমল পরাণে
কোরি' তা'রে আহ্বান ;
আনন্দ যাহা দ্যায় প্রাণে ঢালি'
সেই মোর ভগবান্।
নিরাকার চিৎ সীমাহীন ভূমা
এইভাবে কভু বরি,
বিশাল বিশ্বে ছড়ায়ে রোয়েছে
এই কথা মনে স্মরি,
প্রার্থনা করি নিঃশ্বাস ছাড়ি,
না মিলে ভিক্ষাদান,
আনন্দ যাহা দ্যায় প্রাণে ঢালি'
সেই মোর ভগবান্।
নিষ্কামভাবে ভাবিবারে চাই,
ভাবনার বাণী খুঁজিয়া না পাই,

অনল জ্বালায়ে দহিয়ে মরমে
দিবা হয় অবসান ;
আনন্দ যাহা দ্যায় প্রাণে ঢালি'
সেই মোর ভগবান্।
দ্বন্দ্বেতে ভরা সকল বিশ্ব
একে অপরেরে গ্রাসে,
শিকারী ছুটিছে শিকারের পিছে,
শিকার পলায় ত্রাসে ;
রুধিরেতে রাঙা রোদনের সাথে
উঠে উল্লাস-গান,
আনন্দ যাহা দ্যায় প্রাণে ঢালি'
সেই মোর ভগবান্।
প্রার্থনা আর উপাসনা যদি
সকল ভুবন সার,
কা'র প্রার্থনা ছাড়াইয়ে সবে
শ্রীচরণ পায় তাঁ'র ?
ব্যাঘ্র মাগিছে আপন আহার,
মৃগ কহে, "রাখো প্রাণ" ;
আনন্দ যাহা দ্যায় প্রাণে ঢালি'
সেই মোর ভগবান্।
দিবস যামিনী কতোই কেটেছে
উষার মরুর মাঝে,

বিফল নয়নে চেয়ে আছি আজি
পূর্ব্বাচলের পাছে ;
সকল হারায়ে নির্ভয়ে গাহি
বন্ধনহীন গান,
আনন্দ যাহা ছায় প্রাণে ঢালি'
সেই মোর ভগবান্ ।

(১৭)

আমার ভুবন করেছো উজল,
তোমারে খুঁজিয়া মরি,
সৌরভ মাখি' মাতিল পবন,
কুসুমেরে নাহি হেরি ।
কলতানে শুনি মুখর পৃথ্বী,
নাহি জানি কেবা গায় ;
গঙ্গার স্রোত পুণ্য সলিল
কোথা হোতে বাহিরায় ?
অঙ্কুর হো'তে বীজ জনমিল,
বীজ হো'তে অঙ্কুর ?
গগন যদি সে শূন্য, তখন
প্রসারিছে কতো দূর ?

এক প্রশ্নের সমাধান পুন
জাগায় প্রশ্ন নব,
কোনো প্রশ্নের শেষ সমাধান
কেবা বলে, "আমি কবো" ?
ধরিতে যাহারে হস্ত বাড়াই
সেই সে পলায় পিছে,
তেজ মিশিতেছে বস্তু মাঝারে,
বস্তু মিশিছে তেজে।
দেখিবার তথা বুঝিবার ভুল,
এই জাগে মোর মনে,
বিফল করিয়া দিতেছে সদাই
সকল অন্বেষণে।
নয়ন যাহারে দেখিতেছে কিবা
কর্ণ যাহারে শোনে,
সে গ্যাখা সে শোনা চরম সত্য
এ কথা কহো কে জানে !
গৃহের মাঝারে যে জন বসিয়ে
দিবস রজনী গণে,
বাহিরের রূপ গৃহটির তা'র
সে জন কভু না জানে।
বিশ্ব আমায় ব্যাপিয়া গ্রাসিয়া
দাঁড়ায়ে রোয়েছে যেথা,

বিশ্বের রূপ দেখিবার তরে
দাঁড়া'বার ঠাঁই কোথা ?
ভুল করি তা'ই পদে পদে হায়,
তবু এ অন্বেষণ,
পশ্চাতে মোর দাঁড়ায়ে কে য্যানো
ঠেলিতেছে অনুখন।
আমার ভুবন উজ্জল করিয়া
ছড়ানো রোয়েছে আলো,
সে আলো শুধুই ঢালিয়াছে মোর
নয়নে মসীর কালো।

(১৮)

নয়ন যেদিন হারাবে দীপ্তি
হেরিব তবে, লভিব প্রাণ,
অন্ধকারার বন্ধন হো'তে
হইবে মুক্তি, পাইব ত্রাণ।
কিরণ যখন নির্ঝর সম
গগন বক্ষে ঝরে,
রবির বীর্য্য কতো গরীয়ান্
মনে কি তাহার পড়ে ?

সাগরের জল নহে তো সাগর
কলসেতে যবে পশে,
হইবে সাগর পুনরায় যবে
সাগরেতে যা'বে মিশে।
পূর্ণ ক্যানো সে চাহে ছড়াইতে
আপনারে ভাগে ভাগে,
সত্যেরে ঢাকি' তিমির বর্ণ
মিথ্যার মায়া জাগে ?
স্বপন রাজ্যে ইন্দ্রিয় মোরে
করিছে প্রবঞ্চনা,
সসীম মানেতে অসীমেরে মাপা
নাহিক সম্ভাবনা।

(১৯)

ধূম্র গগনে জ্বলিছে অগ্নি, দীপ্ত বাড়বানল,
বজ্রের ধ্বনি দিগ্‌বলয়েরে চিড়ি' করে শত খান,
দুর্দ্দম বেগে পাগলের প্রায় ছোটে প্রলয়ের জল,
চলো অগ্রে, চলো অগ্রে, গাহো অগ্রে চলার গান।
বিঘ্ন ও বাধা রাক্ষস বেশে হাসিছে অট্ট হাসি,
শত্রু পুঞ্জ ক্রোধে মত্ত হানিছে বক্ষে অসি,

চাহে ঝঞ্ঝা মূর্ত্ত শমন ছিঁড়িতে বিশ্বখান ;
চলো অগ্রে, চলো অগ্রে, গাহো অগ্রে চলার গান ।
সময় চলিছে শেষ য্যানো নাহি দিনের পরেতে দিন,
দিবস চলিছে, রজনী চলিছে, কখনো নহে তো ক্ষীণ ;
অস্ত্রের ঘাতে আপন রক্তে সমাধা হোয়েছে স্নান ;
চলো অগ্রে, চলো অগ্রে, গাহো অগ্রে চলার গান ।
অস্ত্র-মুষ্টি শির-উপাধান ক্বচিৎ বিরাম কালে,
বিপুল শক্র, সকলে বিমুখ অভিমন্যুর ভালে,
সবে যায় সোরে, পাশে দাঁড়াবারে কেহ নহে আগুয়ান ;
চলো অগ্রে, চলো অগ্রে, গাহো অগ্রে চলার গান ।
অকুল সাগর, উত্তাল ঢেউ ভাঙি' এসে পড়ে মুখে,
শ্রান্তিতে হায় নিদ্রা আসিয়া পর্দ্দায় ঢাকে চোখে,
শেষহীন পথে আঁধার ঘনায়, দিবা হয় অবসান ;
চলো অগ্রে, চলো অগ্রে, গাহো অগ্রে চলার গান ।
হীন প্রতারণা করিছে যেথায় বিজয়ের কোলাহল,
আঘাত তাহারে করো অনিবার, নাহি ভাবি' ফলাফল,
মিথ্যা ভেদের বন্ধন পানে করো শর সন্ধান ;
চলো অগ্রে, চলো অগ্রে, গাহো অগ্রে চলার গান ।
আহার আরাম আয়াসের 'পরে দাবি আছে সবাকার,
বিধাতার এই নিয়ম ভাঙিতে কারো নাহি অধিকার,
ধন-গর্ব্বিত মানুষ যে হায় নাহি করে প্রণিধান ;
চলো অগ্রে, চলো অগ্রে, গাহো অগ্রে চলার গান ।

পরের শ্রমের সঞ্চিত ধন অলস মূর্খ পা'বে
স্রষ্টার হেন নাহিক নিয়ম, ক্যানো তা' মানিব তবে ?
অন্যায় যাহা তাহার বক্ষে হান নির্ম্মম বাণ,
চলো অগ্রে, চলো অগ্রে, গাহো অগ্রে চলার গান।
রুদ্র সেজেছে সংহার বেশে ধক ধক শিখা জ্বলে,
বিস্মরি' নিজ শাশ্বত ধারা প্রকৃতি শত্রু দলে,
ষড়যন্ত্রেতে লিপ্ত স্বয়ং বিশ্বের ভগবান্ ;
চলো অগ্রে, করো আঘাত, গাহো অগ্রে চলার গান

(২০)

শৃঙ্খল ভাঙো, বন্ধন কাটো, খোলো পিঞ্জর-দ্বার,
মুক্ত শূন্যে বিচরণ তব জন্মের অধিকার।
আকাশ হোথায় ডাকিছে তোমায় বাতাস হেথায় ডাকে,
বনের বনানী কভু নাহি জানে ভয় বলে লোকে কা'কে ;
পশু বা পক্ষী পরস্পরের অধীনতা নাহি মানে,
অপরের পায়ে শিকল পরানো কিবা তাহা নাহি জানে ;
বিধি নিষেধের পর্ব্বত আজ রুদ্ধ কোরেছে গতি,
পদে পদে বাধা এনে ছ্যায় প্রাণে এগিয়ে চলার ভীতি ;
শক্তি চলার লোপ পেয়ে যায় থামি' প্রতি খনে খনে,
চলাটাই ভুল নিজ ইচ্ছায়, এই হোতে থাকে মনে ;

ন্যায় অন্যায় ভেদ করা দায় মিশে হয় একাকার,
নত মস্তকে আদেশ পালন, এই মনে হয় সার ;
লোহার শিকল অস্ত্রের কাছে হার সদা দেখি মানে,
মনের শিকল মন ব্যতিরেকে কেবা খুলিবারে জানে ?
শৃঙ্খল ভাঙো, বন্ধন কাটো, খোলা পিঞ্জর দ্বার,
মুক্ত শূন্যে বিচরণ তব জন্মের অধিকার।

(২১)

অন্তর-দেবতা ! জাগো, জাগো, জাগো মহীয়ান্ !
সোণার কাঠির পরশে তোমার সঞ্চার করো প্রাণ।
তোমার আশায় নয়ন মুদিয়া কমল রোয়েছে বোসি',
সুরবাঁধা বীণা স্বরহীন এবে তব লাগি প্রত্যাশী,
সাজানো বাসর রোয়েছে শূন্য করে তোমা আহ্বান ;
জাগো, জাগো, জাগো মহীয়ান্ !

তোমার বিভায় ভাস্বর রবি নীল আকাশের ভালে,
আদেশে তোমার গ্রহতারা সবে ভয়ে নিজ পথে চলে,
ইচ্ছায় তব মহাকাল ধারা রোয়েছে প্রবহমান ;
জাগো, জাগো, জাগো মহীয়ান্ !

মুগ্ধ স্বপনে মন্ত্রের ঘোরে আপনারে গ্যাছো ভুলি',
অন্ধকারের জাল বুনিয়াছো, চক্ষে মেখেছো কালি,

ক্যানো অ্যাতোকাল শব হোয়ে য্যানো রহিয়াছো ভগবান্ ?
জাগো, জাগো, জাগো মহীয়ান্ !

তোমার কিরণ আঁধার ভেদিয়া ফেলুক বিশ্ব ছেয়ে,
হুঙ্কার তব চিড়িয়া পবন যাউক গগন বেয়ে,
কর্ণে করহ শ্রবণ, চক্ষে দৃষ্টি করহ দান ;
জাগো, জাগো, জাগো মহীয়ান্ !

যুদ্ধের সাজে রুদ্রের বেশ অঙ্গে তুলিয়া লহ,
করাল কৃপাণে নির্ম্মম, করো আঘাত দুর্ব্বিষহ,
সপ্ত সাগরে ঝঞ্ঝার ঘাতে আনো প্রলয়ের বান ;
জাগো, জাগো, জাগো মহীয়ান্ !

তোমার তরেতে বসিয়া কমল, নিরাশ কোরোনা তা'রে,
বীণার তারেতে ঝঙ্কার দাও বারেক দক্ষ করে ;
হৃদয় আমার বাসর জাগায়ে করিবে বিফল মান ?
জাগো, জাগো, জাগো মহীয়ান্ !

অজর অমর অক্ষয় তুমি, অমৃতের তুমি সুত,
দেবগণ সদা বিনত বচনে তোমার পূজায় রত,
জাগো বীর, জাগো, উঠ ত্বরা কোরি', লহ আপনার স্থান ।
জাগো, জাগো, জাগো মহীয়ান্ ।

(২২)

পাত্র ভরিয়া উছল হই'ছে, পাত্র তবু না ভরে,
তোমার রূপের সুধায় চিত্ত ক্যানো না পরশ করে ?
আকাশের চাঁদ ভোরেছে আকাশ দিয়ে কৌমুদী ভার,
আকাশের চেয়ে মোর হিয়া বড়ো ? ফাঁক ক্যানো রহে তা'র ?
রজনীগন্ধা অভিসার রত, গন্ধ ছুটিয়া যায়,
সুরভিতে মোর চিত্ত তুলিয়া কাহারে খুঁজিতে চায় ?
সন্ধ্যা-গগনে যাদুকর কোন আঁকিছে চিত্র পটে,
চাহিয়া চাহিয়া নয়ন আমার মুগ্ধ হইয়া ওঠে ;
তবু ক্যানো ভাবি কী য্যানো অভাব, নাহি য্যানো হোথা প্রাণ ;
মানুষের প্রেম লাগে কি উহারে হৃদয় করিতে দান ?
তোমার রূপেতে পানের পাত্র পূর্ণ নহেতো হায়,
কী য্যানো হারাই, কোথা যেতে চাই, কা'বে য্যানো চায় প্রাণ !

(২৩)

ছিন্ন হোয়ে তব অঙ্ক হোতে,
হে ভাস্বর সীমাহীন, কোন ক্ষণে নাহি জানি
আজি, কক্ষচ্যুত নক্ষত্রের মতো ছুটিয়া আসিনু
পথে ; বাতাহত তরঙ্গের মতো উন্মত্ত সাগর
বক্ষে ; তাই ভীত ত্রস্ত, পাছে যাই মিশে অন্তহীন
নীল জলে ।

কতো বা বৎসর গত জনমের
দিন হোতে। অ্যাতো অল্প দিন! তবু, কতো দিন,
কতো যুগ! পূর্বস্মৃতি মুছে গ্যাছে অ্যাকেবারে।
পবন নিস্বন শুনি' তা'ই কাঁপি রোহি রোহি, "কেবা
তুমি কিবা পরিচয় তব, ক্যানো হানো ঘাত
মোর দ্বারে বারে বার," শুধাই তাহারে। মনে আসে
ভয় পাছে প্রাণবায়ু যায় ভুলে চোলে ঐ মত্ত
বায়ু সনে। কাঁপে হিয়া অশনি গর্জনে, কাঁপে যবে
ইরম্মদ আকাশের বক্ষ চিড়ি' যায় ছুটি' অলক্ষ্য
সন্ধানে।
হায় স্মৃতিভ্রংশ মোর! যেদিন মেলিনু চক্ষু হারাইনু
দর্শন সেদিন। শ্রবণ বিবরে বায়ু করিল আঘাত
যবে সব ভাষা হইল নীরব।
অন্ধকারাগারে কোরি বন্দী
রাখিয়াছো কেবা মোরে? হে মরুৎ, ওহে তেজ,
করো ঘাত, ভাঙ্গো বাঁধ, ভ্রান্ত ভেদ দাও ভাসাইয়ে।

(২৪)

দিনে দিনে ক্ষণে ক্ষণে
ক্ষরিয়া যেতেছি দিগ্‌দিগন্তের পানে, যেতেছি ছুটিয়া
অন্তহারা পথে। সাগরগর্জন করিতেছে আলিঙ্গন

ধ্বনি মোর, সূর্য্য চন্দ্র তারা শুনিতেছে পাতি'
কাণ। তিলে তিলে পলে পলে যেতেছি গলিয়া,
যেতেছে বর্ত্তিকা জ্বোলি'। বৃথা শঙ্কা, বৃথা চেষ্টা
বাঁধিয়া রাখিতে এরে প্রাচীরবেষ্টনে। তা'ই
বলি, চলো, চলো, আবো চলো, চলো আরো দূর্।

---

(২৫)

হে নভতল, হে নভতল;
ছুটিছে সবাই দিকে দিকে ঐ, তুমি ক্যানো নিশ্চল ?
ছুটিছে চন্দ্র, ছুটিছে তারা,
ছুটিছে বিশ্ব আপন-হারা,
কোটি সূর্য্য ছুটিয়া চলিছে কীসের পিছনে বল?
"কোথা যাও তুমি, দাঁড়াও ক্ষণেক,"
কেহ নাহি ছায় সাড়া,
ছুটিবার মোহে সকলি অন্ধ,
সকলে পাগল-পারা।
জনমের পর আসিছে মরণ,
মরণের পর কিবা,
তা'র পরে কিবা ছুটিতে হইবে,
এ কথা বলিবে কেবা ?

হে নভতল, হে নভতল,
সবাই ছুটিছে দিকে দিকে ঐ, তুমি ক্যানো নিশ্চল ?

(২৬)

কণ্ঠে আমার দেহো সঙ্গীত,
গাহি তব জয়গান,
পুষ্পেরে দেহো সুরভির ভার,
লহো তা'র মালা খান।
ক্যানো দুঃখ ও জড়া, দাহ, কালব্যাধি
মানুষেরে প্রাণে দহে ?
ক্যানো পবনের স্রোতে পৃথিবীর বুকে
পূতি গন্ধ বহে ?
ক্যানো মানুষেরে করে মানুষে সদাই
অযাচিত অপমান ?
কণ্ঠে আমার দেহো সঙ্গীত,
গাহি তব জয়গান।

ক্যানো কুসুমের 'পরে কীটের পরশ
শোভা তা'র করে নাশ ?
ক্যানো চাঁদের আলোক মুছি' ঢাকি' ছায়
কৃষ্ণ মেঘের রাশ ?
ক্যানো কুরুবক-শাখে পিক দিবারাতি
নাহি তোলে কলতান ?
কণ্ঠে আমার দেহো সঙ্গীত
গাহি তব জয়গান।

ক্যানো মানুষে মানুষে ভেদ কোলাহল
তোলে দুর্জ্জয়ধ্বনি ?
ক্যানো হিংসার ঘাতে কাতর রোদন
সকল বিশ্বে শুনি ?
ক্যানো রোহি রোহি শান্তির বুকে
ওঠে প্রলয়ের বান ?
কণ্ঠে আমার দেহো সঙ্গীত,
গাহি তব জয়গান।
ক্যানো হীন প্রতারণা গোপনে গহনে
ছুরির আঘাত করে ?
ক্যানো পাপ হয় জয়ী, পুণ্যের ফুল
অকালে ঝরিয়া পড়ে ?
ক্যানো মরণের দূত নির্ম্মম করে
প্রণয়ের অবসান ?
কণ্ঠে আমার দেহো সঙ্গীত,
গাহি তব জয়গান।
—যতোই সেদিকে দেখি
বিহ্বল ততো বিমূঢ় হইয়ে
নির্বাক্ হোয়ে থাকি ;
তোমার সোণার কাঠিটি ছুঁইয়ে
করো মোরে আঁখি দান,

কণ্ঠে আমার দেহো সঙ্গীত,
গাহি তব জয়গান।
শূন্য মহান্ মিশেছে কোথায়
কহো প্রভু তা'ই মোরে,
অসীমের রূপ কিবা অপরূপ
দাও মোরে দেখিবারে ;
এসেছি কোথায়, যাইব কোথায়,
জনম মরণ কিবা ?
কিবা মোর কাজ, অথবা বিরাম
সেও প্রভু তব সেবা ?
সত্যই কিবা বিশ্ব বিশাল
ঘুরিতেছে অবিরাম ?
কোন পথে কহো চলিছে সকলে,
কিবা তার পরিণাম ?
আলোক ছড়ায়ে, তিমির ঘুচায়ে,
চক্ষু করো হে দান,
কণ্ঠে আমার দেহো সঙ্গীত,
গাহি তব জয়গান।

(২৭)

বিদায় যে দিতে হ'বে, হায়,
আমার এ লেখনীরে, ভাষা যবে হয়ে যা'বে
শেষ, অর্থহীন চোখে রবো চাহি'। কতোদিন
পরিচয় উভয়ের, কতো কথা কয়েছি দু'জনে
সঙ্গোপনে, স্মৃতি ভারে ভরা দিনগুলি কতো
গ্যালো কাটি'। সব যা'বে অস্তাচলে হায়!
বিদায়!

নীরবে নিশীথে যবে চাঁদ ছায় আঁকি'
প্রণয়ের পরিচয় ছবি রক্তাধরে কমলের,
আরক্তিম হয় গণ্ড তা'র, লাজে নত হোয়ে
আসে আঁখি, সুখের তরঙ্গ আনে শিহরণ
বুঝি সারা অঙ্গে তা'র, উল্লাসের রেখা
কভু ফোটে কভু ডোবে নয়নের কোণে।
ক্যানো হায় যায় মুছে সব নিশি অবসানে?
বিদায়!

ক্যানো বিদায়ের ব্যথা, বিরহের ক্ষোভ
দহে চিত্তে মানুষেরে? ক্যানো হয় মিলনের
অবসান হেন? বিদায়ের ক্যানো তাপ অ্যাতো?
প্রতিদিন প্রতিক্ষণ বিদায়ের সুর বাজে
কোনোখানে; পুষ্প ঝোরি' যায় বৃক্ষ হোতে;

পিতামাতা হারায় সন্তান ; মানুষ হারায়ে
ফ্যালে জীবনের আদর্শ আপন, হোয়ে যায়
বিভীষিকা আপনার কাছে ; ভূষণ, সম্মান
কা'রো যায় পোড়ি' খোসি' ; কেহ ত্যায়
চিরদিন তরে বিসর্জ্জন আশা ; যৌবন
চলিয়া যায়, জরা আসি' করে গ্রাস ; কে
ঠেকাইবে দুর্নিবার-গতি মহাকালে ?

বিদায় !

কেহ যদি নাহি চায় তোমা, ক্যানো তবে
ফিরে ফিরে আসো, আসো বারবার ?

(২৮)

পিউ-পিয়া, পিউ-পিয়া, পিউ-পিয়া পাখী গায়,
নাহি শেষ, নাহি ছেদ, সুরগুলি ভেসে যায়।
ঘূ-উ, ঘূ-উ, ঘূ-উ, ডাকে কেউ,
থরে থরে বাতাসের রাতি দিন ওঠে ঢেউ।
কলো-কল, কুলু-কুল নদীজল বোহি' যায়,
দিন আসে দিন যায়, বিরাম তো নাহি হায়।
"চ—লো, চ—লো," কেবা মোরে কহে পিছে,
"চলিতেই হ'বে তোমা, দাঁড়ায়ে থাকাতো মিছে।"

যা'রে চাহি সেই কহে সময় যে নাহি মোর,
দেখিতে দেখিতে দিন হোয়ে আসে রাতি ঘোর।
পিউ-পিউ, পিউ-পিয়া, পিউ-পিয়া পাখী গায়,
পাখী মরে গান তবু শেষ কভু নাহি হয়।

(২৯)

ও আকাশের মেঘ!
তুমি সত্যি কোরে বলো,
দেবে কি গো তুমি মোরে
বাসতে তোমায় ভালো?
রইবে তুমি অতো দূরে,
আসবে না মোর কাছে,
হেঁসে হেঁসে ছুটবো আমি
তোমার পাছে পাছে।
ধোরতে যদি নাই বা পারি
কিবা তা'তে দুখ?
তুমি শুধু হেঁসো চেয়ে
ফিরিয়ো নাকো মুখ।
ঐ যে হাওয়া পাখা-ম্যালা
মৃদু মৃদু চলে,

ওম্নি গাছের পাতাগুলো
কী যে কথা বলে !
ওগো পাতা তোমার কথা
বোলবে কি মোরে ?
পরাণ ভোরে তবে ভালো
বাসবো তোমারে ।
দুটো কথা বলার তরে
মানুষ নাহি পাই,
সবাই যে যা'র ব্যস্ত কাজে,
সময় কা'রো নাই ।

(৩০)

যাহা হয় তাহা, যাহা আছে তাহা, তাহারই ইচ্ছাধীন ।
পাপ ও পুণ্য নহে তো ভিন্ন, অ্যাক অপরেতে লীন ।
অণু পরমাণু নড়িতে না পারে কভু তা'র অগোচরে,
হত ও হন্তা উভয়েই তা'র আজ্ঞায় কাজ করে ।
পিপীলিকা যদি অনুমতি বিনা অ্যাক তিল কভু সরে,
আদেশ তাহার হেলা করিবার তবে সে শক্তি ধরে ।
সৃষ্টিতে কিবা অর্থ নিহিত মঙ্গল কিবা ইথে,
সংশয় জাগে, কেবা কোথা আছো,ধরো আসি মোরে হাতে

(৩১)

সকল হারায়ে হয়েছি রিক্ত, নাহি মোর কোনো ভয়,
পরাজয় কতো সহিয়াছি, তা'ই নাহি মোর পরাজয়।
যশের মুকুট উজ্জ্বল সদা শোভিছে যাহার শিরে,
সদা ভয় তা'র পাছে অপযশ পরশ তাহারে করে।
ভালো বোলি' সদা লোকে যা'রে বলে কঠিন তাহার চলা,
শুধু কিসে তা'রে লোকে বলে ভালে, এই তা'র জপমালা।
উন্নতশির জয়ের শিখরে সদা যেই জন বসে,
নিদ কভু নাই, মনে শুধু ভয়, পরাজয় ঐ আসে।
নাহি মোর সেই জ্বালা, নাহি মোর কোনো ভয়,
পরাজয় কতো সহিয়াছি, তা'ই নাহি মোর পরাজয়।

(৩২)

আকাশ ঢালিছে প্রেম অযাচিত
তুচ্ছ করিয়ে তা'য়
মানুষের আশে বোসি' পথপাশে
দিন মোর চোলি' যায়
ক্ষুদ্র বলিয়া ক্ষুদ্রের দিকে
মন বুঝি মোর ধায়,
তোমার প্রেমেরে রাখিব ধরিয়া
পাত্র না পাওয়া যায়।

কামাদি রিপুর পরশে তোমার
দেহ তো নহে মলিন,
তা'ই বুঝি তুমি শুভ্র উজল,
অ্যাতো নির্ম্মল নীল !
মোহের জালেতে বাঁধি' মন মোর
দিনগুলি চোলি' যায়,
আকাশ ঢালিছে প্রেম অযাচিত
তুচ্ছ করিনু তায়।

(৩৩)

অঞ্জলি মোর পূর্ণ হোয়েছে
ভাবি' মুদিলাম আঁখি,
নয়ন মেলিয়ে পুন চাহি' মোর
হস্ত শূন্য দেখি।
অঞ্জলি মোর পূর্ণ কখনো
কখনো নাহি তো হ'বে,
কুসুম-চয়ন এই মোর কাজ,
চিরদিন ইহা রবে।

(৩৪)

আকাশ ডাকিছে কাহারে আজিকে
আকাশ ডাকিছে কা'রে ?
ডাকিছে আকাশ যাহারে কখনো
রহিতে সে পারে ঘরে ?
আকাশের ডাকে অন্তর হোতে
বাহিরে এসেছে আলো;
দ্যাখা নাহি যায় কেবা য্যানো কয়,
"আলোর পিছনে চলো।"
কোথা যেতে হ'বে শেষ কোথা এর,
ইহা বলা আছে মানা,
আলোর পিছনে হইবে চলিতে
এইটুকু শুধু জানা।
ছাড়ি' ঘর বাড়ী দিতে হ'বে পাড়ি,
কা'র বুকে জাগে ভয় ?
আকাশের ডাক নহে তা'র তরে,
কভু তা'র তরে নয়।

(৩৫)

চাহি আরও, আরও চাহি,
আরও অনেক দূরে,
নীল আকাশের নীল কোরি' ভেদ
চাহি চাহিবারে।
দেহ ঝুঁকি' পোড়ি' চরণে ছাড়ায়,
মন ছুটে সবা আগে,
আঁখি খুঁজি' খুঁজি' করে সন্ধান
চিনে না যাহারে তা'কে !
দিনে দিনে দূর চোলি' আসে কাছে,
কাছ চোলি' যায় দূরে,
দূরের পিছনে নিকটের ছুটা—
শেষ না নয়ন হেরে।

(৩৬)

নবনীর মেঘ সোরি' সোরি' যায়,
গলিয়া মিশিয়া যায়,
চোখ চায় যা'রে ধরিবারে
তা'য় ধরিবারে নাহি পায়।
বজ্র মুষ্টি করিনু সৃষ্টি
জল বাঁধিবার তরে,

জল গোলি' গ্যালো, বদ্ধ রহিল
মুষ্টি আপন করে।
কতো পিঞ্জর করিনু রচনা
মাণিক মুকুতা ভরা,
কতো আশা মনে, তব তরে তাহা
রহিবে মোহন কারা,
সৌরভ তব পদ্মের মতো
তুলিবে পবন ভোরি,'
উতলা হইয়া আপনা হারাবো
তোমার মূরতি স্মরি'।
—মোর আশা নিষ্ফল—
যতো সুখ-স্মৃতি শৃঙ্খলে বাঁধা
মনে র'বে চিরকাল,
স্মরণের সাথে অনুভূতি আসি'
জাগাবে উন্মাদনা,
বর্ত্তমানের চিত্র মুছিয়ে
করিবে অন্যমনা।
নবনীর মেঘ সারি সারি যায়
গলিয়া মিশিয়া যায়,
প্রাণ চায় যা'রে ধরিবারে·
তারে ধরিবারে নাহি পায়।

(৩৭)

বরষার বর্ষণ ভরিয়াছে মন মোর
নীরবে রয়েছি তা'ই চেয়ে,
আঁধারেতে কুলে কুলে নদী ওঠে ফুলে ফুলে
নীরবে চলেছি ধীরে বেয়ে।
ঝিল্লি ভেকের রব কাণে আসি' পরশয়,
শুনি কিবা নাহি তাহে শুনি,
আকাশে আগুন খ্যালে ক্ষণে নাচি' নাচি' চলে,
চিনি তা'রে কিবা নাহি চিনি ;
মৃদু শীত সমীরণ থরথরি' বহমান
ঝোরি' যায় বরষার ধার,
ঝির ঝির ঝির কোরি' ঝোরে গ্যাছে ব্যথা মোরই
শূন মনে ঘিরেছে আঁধার।
চলেছি চলেছি তা'ই, চলিব চলিব তা'ই,
আঁধারেতে তরণী বেয়ে,
বরষার বর্ষণ ভরিয়াছে মন মোর
নীরবে রয়েছি তা'ই চেয়ে।

(৩৮)

কোথায় ছিঁড়েছে তার,
যন্ত্রী বাজায় যন্ত্র তথাপি নাহি ওঠে ঝঙ্কার।
প্রথম অরুণ পরশে গগন লাজে রক্তিম য্যানো,
বক্ষ আমার নাচিয়া উঠিয়া থেমে যায় পুন ক্যানো ?
শ্রাবণের ধারা ঝির ঝির ঝির শির্ শির্ শির্ নামে,
হাঁসিয়া তাহারে বলিতে "স্বাগত" মুখ যায় ক্যানো থেমে ?
কথা ভুলে যাই, শূন্য নয়নে দূর পানে থাকি চেয়ে,
বরষার মেঘ আলোক নিবায়ে ফেলেছে আমারে ছেয়ে।

(৩৯)

আপনারে ফ্যালো বিস্তার কোরি'
বিশ্বের মাঝে ছড়ায়ে,
সকল যন্ত্র যেই সুরে বাঁধা
সেই সুরে রহো মিলায়ে।
ছড়ায়ে পড়িছে রাতের কুসুম
রাতের অন্ধকারে,
ছড়ায় পাপিয়া কাকিল ডাহুক
বাতাসের সুরে সুরে ;
আলোর মুষ্টি রাখিতে ধরিয়া
নাহি পারে কোনো জন,

মেঘ নাহি থাকে আকাশের বুকে
থির হোয়ে কদাচন।
—ছড়াইব দিকে দিকে,
যেদিকে চাহিব সেদিকে তখনি
পরশিব আপনাকে।
যেথায় যখন বিজলীর তারে জ্বলিয়া উঠিবে আলা
তিমির নাশিয়া, মুকুরে আমার লাগিবে তাহার দোলা।

(৪০)

রচেছি অমরাবতী, আমি রচেছি ইন্দ্রপুরী,
নন্দনবন রচিয়াছি আমি পারিজাত সারি সারি।
ছন্দের তালে দুলিতেছি দোল, কিবা দুখ কিবা ভয় ?
বাহিরে অনল ঘটাক প্রলয়, হোক বিশ্বের লয়।
আসুক যতোই আঘাত আসিবে সঘনে আমার দ্বারে,
জানিবনা কভু, শুনিবনা কিছু, রহিব ঘুমের ঘোরে।
ঊর্ণনাভের স্বর্ণের জাল রেখেছে আমায় ঘিরে,
ঝঞ্ঝা দহন তাহারে কখন পরশ করিতে নারে।

(৪১)

আলোক যেদিন লাগবে আমার দ্বারে,
সেদিন কভু পারবো নাকো রইতে ঘুমের ঘোরে।
পরশ কাঠির ছোঁয়ায় সেদিন উঠবে জ্বোলে সোনা,
রঙিন হাওয়া বাতায়নে কোরবে আনাগোনা,
উঠবে ডেকে পাখীরা সব, তুলবে কলতান,
গহন বনের বীণার তারে উঠবে জেগে গান।
অবাক্ হোয়ে রইবো আমি চেয়ে,
কী কথা কয়, কোন দেশে যায়, নতুন বা এই নেয়ে!
জোয়ার যখন করে পরশ নদীর খোলা বুকে,
নৌকা দোলে তালে তালে, যায় বা সে কোন দিকে!
তারই টানে চোলবে আমার হিয়া আপন-ভোলা,
ঢেউয়ের সাথে ধেয়ে ধেয়ে খা'বে সে তো দোলা।
আমায় সেদিন পারবে না কো রাখতে তো কেউ ধোরে,
আলোক যেদিন লাগবে আমার দ্বারে।

(৪২)

রুদ্র! তোমার সংহার রূপে করি তব আরাধনা,
দানব যখন দম্ভের ভরে স্বর্গেতে ছায় হানা।
সুকুমার-তনু কুসুমেরে কীট চাহে করিবারে নাশ,
ধ্বংস তাহার আশু প্রয়োজন, নতুবা সর্ব্বনাশ;

নির্ব্বল 'পরে সবল দর্পে করিছে অত্যাচার,
নির্ম্মম করে ধরিয়ে বজ্র ছাড়ো ছাড়ো হুঙ্কার ;
দ্বিধা নাই সেথা, ভয় নাই সেথা, চাহি যে রক্তপাত,
অন্যায় যেথা ন্যায়ের বক্ষে করিতেছে পদাঘাত ;
রক্তে রাঙায়ে মুক্ত কৃপাণ শক্তির করি বন্দনা,
রুদ্র ! তোমার সংহার রূপে করি তব আরাধনা ।

(৪৩)

সুখী সেই জন যাহার বুকেতে লাগেনি ঝড়ের দোলা,
রবির কিরণ যেথায় পেতেছে শান্ত মুখর ম্যালা ।
বলিবার কথা যেথায় জমিয়া তুষার রচিয়া নাই,
কুলু কুলু ধারা স্রোতস্বিনী সম বহিছে সেথা সদাই ;
সংশয় যা'র চিতে কখনও ফ্যানে নি করাল ছায়,
বিনা সহায়তা পরিচিত পথ ধোরি' দিন চোলি' যায় ;
ব্যাধির দানব যাহার দেহেরে করেনি কখনো ক্ষীণ,
পরশ যাহারে করেনি কখনো খল কপটতা হীন ;
নিজ সামর্থ্যে আপন জীবিকা অর্জ্জন যেবা করে,
সুখী সেইজন, কোন জন তা'রে ঈর্ষা নাহিক করে ?

(৪৪)

বরষা-গগনে আর মানুষের মনে
বিশ্বাস রাখিতে পূর্ণ ভয় হয় প্রাণে।
হাসিছে আকাশ এই আলোকেতে ভরা,
কোথা হোতে কালো মেঘ আসি' ঢালে ধারা!

(৪৫)

অন্তরে যবে জ্বলিবে আলো,
বাহির তখন হ'বে উজল,
অন্তরে সুর বহিলে ধারায়
বাহিরে তখন হবো উছল!
——
চেয়ে আছি পথ চেয়ে,
কখন তোমার পরশ রতন
ফেলিবে চিত্ত ছেয়ে।
সেদিন কখনো আপনার মাঝে
রাখিতে নারিব মোরে,
করবী কুসুম বরষায় য্যানো
অ্যাকে অ্যাকে যা'বে ঝোরে;
ছন্দের তাল তুলি' তুলি' নাচি'
গাহিবে আপন বাণী,

আমায় ভোলায়ে বাঁশরী বাজায়ে
বহিবে সে সুরধুনী ;
নয়নের পথে খেলিবে বর্ণ
অ্যামন দেখিনি কভু,
স্বপনের ঘোরে রহিব ডুবিয়ে
জাগ্রত রোহি' তবু।

——— সেদিন গাহিব গান,
পথ-হারা জনে দেখাইয়ে পথ
নিয়ে চলো ভগবান্।

(৪৬)

দূরের কুয়াশা কোরি' ভেদ যদি
নাহি পারি দেখিবারে,
সামনের পথ দেখিবার মতো
আলো জ্বালি' দেহো মোরে।
রবি সম আলো আমার ভাগ্যে
নাহি যদি আছে, ধাতা,
জোনাকির মতো আলোটুকু দিতে
করিবে কি কৃপণতা ?

(৪৭)

দূরের বাঁশরী বাজে ক্ষীণ সুরে,
কখনো মিলায়ে যায়,
দূরের তারকা জ্বোলি' মিটি মিটি
আঁধারে পুন লুকায়।
সেই ছ্যাখা আর সেই শোনা ক্যানো
নাহি থাকে হায় জিয়ে?
আঘ্রাণ আর পরশ ক্যানো বা
থাকে না অমর হোয়ে?
চক্রের মধু চিরদিন ক্যানো
নাহি থাকে মধুচক্রে?
ঝঙ্কার ক্যানো জড়ায়ে অমর
রহে না বীণার তারে?
অনুভূতি, হায়, সঞ্চিত হোয়ে
থাকিবারে নাহি চায়,
দূরের বাঁশরী বাজে ক্ষীণ সুরে
কখনো মিলায়ে যায়।

(৪৮)

ছোটো পাখী, নাচি' নাচি'
ফুল গাছে ডালে ডালে,
ডাকিতেছো "কুচি" "কুচি"
নাচিতেছো তালে তালে ;
তব মনে শৃঙ্খল
পরায় নি পাখী কেহ,
বন্ধনে বিহ্বল
নহে তব মন দেহ ;
যে গাছেতে যেতে চাও
যখন বা চাও যা'রে,
তখনি উড়িয়া যাও
কখনো মানো না কা'রে ;
রাজ্য তোমার তা'ই
ছড়ায়েছে ভুবনে,
আর কিবা বলো চাই
ক্ষুদ্র এ জীবনে !

(৪৯)

অন্যায় যেথা, শির ! সেথা কভু
নত নাহি হইও,
সুদৃঢ় চরণে সুধীর নয়নে
স্বস্থানে থির থাকিও ।
অন্যায় দাবি আসে যেথা হোতে
বোসি সে উচ্চাসনে,
হইলে আনত নিকটে তাহার
সুখ যশ সব আনে ;
মনোহর তাহা সুখকর তাহা
ভুল কভু নাহি তায় ;
তবু কহি, শির ! থেকো তুমি থির;
নত না হোয়ো সেথায় ।

ধনের দর্পে শক্তি গর্ব্বে
মত্ত মানুষ সবে,
আরো চাহি তা'র চাহিবার আশা
শেষ কভু নাহি হ'বে ;
তুষ্ট তাহারে রাখে যেই জন
বুদ্ধি সে জন ধরে,
স্রোতের বিরূপে চাহে যেই জন
দাঁড়াতে সে জন মরে ;

এ হেন মরণে সুখ নাহি কিছু
লাভ নাহি কিছু ঠিক,
তবু কহি, শির ! দাঁড়াইও থির,
রোয়ো সেথা নির্ভীক।
ধর্ম্মের জয় কদাচিৎ হয়,
ইহা তো সত্য বাণী,
জয়লাভ করে অন্যায় যাহা,
মিথ্যা যাহা তা' মানি ;
মানুষ টানিয়া ছিঁড়িয়া ফেলেছে
দেবতা আপন মাঝে,
সমাজ-শাসনে নিষ্পাপ শিশু
ক্রমে সাজে ভীম সাজে ;
ঊষার রঙিন ছবিগুলি ক্রমে
ভেঙে চূরে হয় লয়,
তবু কহি, শির ! রোয়ো তুমি থির,
নাহি কোরো কোনো ভয়

(৫০)

সূর্য্যেরে চাহি' কহিছে কুন্তী,
"তোমার পরশ তরে
"দিবানিশি কতো জপিয়াছি, আজি
"পরশ কোরোনা মোরে

"নয়নের যাহা মনোহর ক্যানো
"নয়ন বিঁধিছে বাণে ?
"প্রাণ যাহা করে দান তাহা ক্যানো
"সংহার করে প্রাণে ?

"পতঙ্গ বা যদি অন্ধ আশায়
"হুতাশন পানে ধায়,
"হুতাশন ক্যানো অ্যাতো নির্ম্মম
"ধ্বংস করিছে তায় ?

"দেহ ছুটি' যায় দেহের পিছনে
"মিলন লাভের তরে,
"ক্যানো অবসাদ ফ্যালে কালো ছায়া
"উভের মিলন 'পরে ?

"ঝড় ক্যানো সাজে প্রকৃতির মাঝে
"ক্যানো বা দ্বন্দ্ব হয় ?
"মিলনের সুরে শ্যামের বাঁশরী
"শুধু ক্যানো নাহি গায় ?"

অঙ্গ তাহার ভাদর পরশে
ভরিয়াছে কূলে কূলে,
বিজলী মাখানো নয়নেতে আজি
সলিল বিন্দু জ্বলে।

(৫১)

ডাকবে যেদিন পারের মাঝি,
কইবো নাকি অবাক্ হোয়ে চেয়ে,
"তৈরি মোটেই নৈকো আমি,
একটুখানি সবুর করো, নেয়ে ?"
দিনের পরে দিন যে নেচে যাচ্ছে কুল কল,
সবুর করা একটু কি গো মুখের কথা বল ?
আমার পানে সবাই সেদিন হাঁসবে চেয়ে চেয়ে।
তৈরি আমি নৈকো মোটেই, নেয়ে।
হয়তো সেদিন আধেক গাওয়া গান
কণ্ঠে আমার আটকে যা'বে থেমে,
হয়তো সেদিন আধেক বলা কথা
চোখের কোণে আসবে ভিজে নেমে,
কবিতা কোন হয়তো সেদিন
রোয়ে যা'বে চরণ অ্যাক হীন,
হয়তো বা কোন আঁকা ছবির হৃদয় র'বে বাঁকি,
সেদিন বুঝি প্রথম চেয়ে দেখবো সবি ফাঁকি।
দিনের পরে দিন কেটে যায়, থাকি অবাক্ হোয়ে চেয়ে।
তৈরি আমি নৈকো মোটেই, নেয়ে !

(৫২)

গুঞ্জরে অলি ডুবায়ে আপনা করবী কুসুম মাঝারে,
"আরো চাই তোমা, আরো চাই আমি
আপনারে ডোবাবারে।
"যতো যাই দূরে ততো ডুবে যাই, ততো মোর প্রাণ চায়,
"পরশের স্বাদ চাই মোর আরো, শেষ ক্যানো হয় তায় ?
"শকতি তো আমি নাহি কোনো ধরি
ফেরাতে স্রোতের টানেরে,"
গুঞ্জরে অলি ডুবায়ে আপনা করবী কুসুম মাঝারে।

---

(৫৩)

ফাগের মতন আপনা ছড়াও, আলোক ! ভুবন মাঝে ;
ছড়াও আলোক গভীর গহনে
ছড়াও আলোক মানুষের মনে,
ছড়াও আঁধার ছলনা যেথায় রয়েছে গোপন লাজে ;
ফাগের মতন আপনা ছড়াও, আলোক ! ভুবন মাঝে।
আকাশ-চুম্বী শিখরে তোমার লাগুক স্বর্ণ রেখা,
ক্রোশ ক্রোশ তলে সাগরের জলে পড়ুক তোমার লেখা,
বর্ত্তিকা চাহি' যে জন কাঁদিছে জ্বলিও সেথায় সাঁঝে,
ফাগের মতন আপনা ছড়াও, আলোক ! ভুবন মাঝে।
সব ওঠো ভেসে আছো যে যেথায় ক্লেদ পাপ হীন গ্লানি,
অথবা নিজন কাননের মাঝে উজল হীরক খনি,

ভ্রম আবরণ সত্য গোপন সব খুলি' যাক ছ্যাখা,
রাতের আঁধার করুক পরশ রবির অমর রেখা ;
উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক যা' কিছু যেথায় আছে,
ফাগের মতন আপনা ছড়াও. আলোক ! ভুবন মাঝে।

---

(৫৪)

সকল হারায়ে পেয়েছি বিশ্ব সকল আপন মাঝে,
আপনা হইতে দূরে আসি' সোরি' এসেছি সবার কাছে।
দূরে ছুটে যাই যেথা চোখ যায়, নাহিক আমার মানা,
যেথা যাহা আছে যেথা যাহা নাই হোতেছে সকলি জানা
পাহাড়-শিখরে গিরির গুহায় যেতে নাই কোনো বাধা,
যেই সুর চায় সাধিবারে মন সেই সুর হয় সাধা।
ছুটে যাই তা'ই-যেথা প্রাণ চায় যাই সবাকার কাছে,
সকল হারায়ে পেয়েছি বিশ্ব সকল আপন মাঝে।

(৫৫)

শক্তির রথ ঘর্ঘর রব চলি'ছে, শূন্য ঢুলি'ছে,
ঝঞ্ঝা হানিছে শন শন স্বনে, অভ্র তীব্র জ্বলি'ছে।
ঝন ঝন ধ্বনি ধ্বনি'ছে খড়্গ,
থরথর কাঁপি' উঠিছে স্বর্গ,
মর্ত্ত্য পাতাল সম্বিৎ হীন রোহি' রোহি' টোলি' পড়ি'ছে ;
শক্তির রথ ঘর্ঘর রব চলি'ছে, শূন্য ঢুলি'ছে।

শক্তি আপন গন্ধ ছড়ায়ে ভোরেছে পবনে পবনে,
আপন বীণায় ঝঙ্কার তুলি' মাতায়েছে সব ভুবনে,
আপন রূপের রশ্মি ছড়া'য়ে,
আপন জীবন দিয়া বিলাইয়ে,
ছুটি'ছে প্রলয় ছুটি'ছে ;
শক্তির রথ ঘর্ঘর রব চলি'ছে, শূন্য তুলি'ছে।
শক্তি, তুমি সুন্দর অতি, সুন্দর তব গতি,
সুন্দর তব কণ্ঠমাল্য, সুন্দর তব গীতি,
অজর অমর দেবগণ সদা তোমার ভয়েতে ভীত,
রক্ষঃ দানব কিন্নর আদি তোমার পূজায় রত,
নদী তবাদেশে আপনা ভুলিয়া সাগর বক্ষে পড়ে,
সূর্য্য চন্দ্র গ্রহ তারকারা আপন কক্ষে ঘোরে,
তরু ফুটে ওঠে কুসুমের রূপে, আলোক ছড়ায় রবি,
তোমার উৎস ঝরিছে সেথায়, সকলি তোমার ছবি,
বাঁধিয়া রেখেছো আপনারে তুমি কঠিন পাষাণ বুকে,
পরমাণু মাঝে কী গোপন সাজে বসতি করি'ছ সুখে,
কলকল ধ্বনি উঠি' চরাচরে তব জয়গান গাহিছে।
শক্তির রথ ঘর্ঘর রব চলি'ছে, শূন্য তুলি'ছে।

---

(৫৬)

পরশের সাথে যায় গোলি' যাহা পরশ কোরোনা তাহে,
মরমের যাহা প্রিয় সদা তাহা মরমে মিলায়ে রহে।

সাগরের জল আপনা করিতে কলসে ভরিনু তুলি,'
কোথা সে সবুজ শ্যামল বরণ, লবণ তিক্ত বালি।
উর্ব্বশী যবে ধরা দিলো তা'র পক্ষ পড়িল খোসি,'
নয়নে নিবিল স্বরগের আলো মাটিতে রহিল মিশি'।
যা'রে চাই তা'রে করিলে পরশ শূন্যে মিলায়ে যায়,
প্রেমের বাঁশরী বাজে দূর হো'তে, চিরদিন দূরে রয়।

---

(৫৭)

কাশের গুচ্ছ বাতাসের দোলে য্যামন দুলি'ছে তেম্নি দুলি,
প্রাণ-স্পন্দন করি অনুভব, আর সব য্যানো যাই গো ভুলি'।
কিবা করি, আর, কিবা নাহি করি, যায় আসে তাহে কিবা ?
আগে আর পিছে চেয়ে দ্যাখা মিছে, চলাই জীবন-সেবা।
রবির কিরণ অস্তের ব্যালা পড়েছে দীঘির জলে,
চিক চিক কোরি' জ্বোলি' জ্বোলি' উঠি' সেও এই কথা বলে;
বৃক্ষের পাতা নাহি জানে নিজ জীবন মরণ কথা,
আকাশের পাখী উড়ে নাচি' নাচি', মনেতে নাহিক ব্যথা।
বীণার তারেতে উঠুক রাগিণী, আর সব যাই ভুলি,'
কাশের গুচ্ছ বাতাসের দোলে য্যামন দুলি'ছে তেম্নি দুলি।

(৫৮)

তৃণের মুখের বাণী শুনিবারে চাই,
পাতিয়া রেখেছি কাণ তা'ই।

যা'রা নাকি মূক জড়, কিবা ভাষ তা'রা ভণে ?
যা'রা নাকি প্রাণহীন, কী ব্যথা তা'দের প্রাণে ?
মেঘের ঐ কালো বুকে কখনো কি মায়া জাগে ?
পাহাড়ের প্রাণ কাঁপে প্রথম অরুণ রাগে ?
কিবা ভাষা কিবা শোনা,
ঠিক ঠিক নাহি জানা ;
কাণ নাহি হায় তা'ই
শুনিতে যে নাহি পাই।
কিছু বুঝি জানা মোর এ ভুবনে নাই.
পাতিয়া রেখেছি কাণ তা'ই।

---

(৫৯)

ধীরে ধীরে গুমরি' কাঁদে ঢেউ,
"আমারে চাহেনা কেউ।
"নীল আকাশের বুক থেকে ঐ ছুটিয়া আসে বাতাস,
"আঘাত করিয়া ভাঙিবারে চায় পরাণে জাগায় ত্রাস ;
"ঠেলে দিতে চায় নীল গহিনের অন্ধ কারার তলে,
"কেহ মোরে, হায়, বাঁচাতে না চায়, এই ছিল মোর ভালে ?"

---

(৬০)

সীমাহীনের আতঙ্ক করে আরষ্ট সাগরের উর্ম্মি আনে ভয়,
জনহীন সৈকতের 'পরে দাঁড়ায়ে
আঁখি ক্যানো গৃহপানে ফিরে চায় ?

শূন্যের 'পরে রহিয়াছি দাঁড়ায়ে
এ ভাবনা সহিবারে নারি,
পৃথিবীরে রচিলাম মনে মনে,
পদ য্যানো রাখিবারে পারি
বুদ্বুদের মতো দেহ ফাটে মরণেতে
এ ভাবনা দহে মোর চিত,
রচিলাম তা'ই পরলোক সযতনে,
মন য্যানো নাহি রয় ভীত।

(৬১)

বিশ্রামহীন অজানার বাণী
ডাকে মোরে ঐ ডাকে আমায়,
পরশিতে তা'রে আগু সরি যতো
দূরে ততো সোরি' দূরে সে যায়।
দূরে যায় সোরে তবু ডাকে মোরে,
তবু মোর প্রাণে জাগে পিয়াস,
পরশেতে যা'র মিটিবে পিপাসা
ভাবি মনে, হায়, মেটে না আশ।
যায় দূরে সোরি' ; আসে কাছে ফিরি,
ধরা বুঝি মোরে দিল শেষে !
যবনিকা বুঝি ! কোথা সব মিছে !
ঐ পুন ডাকে নব বেশে।

মোর যাহা নাই তা'ই আমি চাই,

তা'ই মোর তাহা কভু নহে, হায় ;

বিশ্রামহীন অজানার বাণী

ডাকে মোরে ঐ ডাকে আমায়।

(৬২)

মুক্ত আমার শ্রবণের দ্বার মুক্ত চক্ষু মুক্ত প্রাণ,
চলেছি তা'ই চলেছি আজ চলেছি গাহি নূতন গান।
তা'ই তো কাহারে নয়নে জড়ায়ে রাখিতে বাঁধিয়া রচেছি কারা,
তা'ই তো কাহারো বাণী শুনিবার করিয়ে মিনতি হোতেছি সারা ;
কেবা ও বাহিরে ডাকিছে আমায়, কাহার পিছনে চলেছি ছুটে ?
কাহার চরণে বিলায়ে আপনা, আপনা ভুলিয়ে পড়ি'ছি লুটে ?
পবনের পথে ছড়ায়ে অমৃত কেবা ও কোথায় গাহি'ছে বোসি',
পরাণ ভরিয়া ওঠে ঝঙ্কার, সত্যই বুঝি তা'রে ভালোবাসি।

(৬৩)

যতো দেখি ততো দেখিবারে চাই,

যতো শুনি ততো শুনিবারে,

যতো করি পান কমেনা পিয়াস,

আশা নহে কভু মিটিবার এ।

আমার কুঞ্জে কতো রজনীতে

কতো পাখী আসি' গ্যাছে গান গাহি,

নিমীলিত চোখে পিপাসিত বুকে
মোর আঁখি পানে রয়েছে চাহি' ;
কতো দিন সাঁঝে আকাশের পটে
দেখিয়াছি কতো চিত্র আঁকা,
বালুকার বুকে বাতাসের কতো
দেখিয়াছি নব প্রণয় লেখা ;
কামিনীর চোখে কতোই তড়িৎ
পরশ আমার করেছে বুকে,
কতো নদ নদী গিরি কান্তার
লঙ্ঘন কোরি' চলেছি সুখে ;
কিবা সুখ, কোথা তৃপ্তি আমার ?
স্থান কোথা মোর দাঁড়াবারে ?
যতো দেখি ততো দেখিবারে চাই,
যতো শুনি ততো শুনিবারে।

---

(৬৪)

সব ঘরে মোর ঘর, তাই আমি ঘর নাহি রচিয়াছি,
সবারে দেখেছি আপন তাই তো আপনা বিলায়ে দিয়েছি।
যেথা যাই সেথা লভি আশ্রয়,
কোথা যেতে মোর নাহি কোনো ভয়,
আপনা ভুলিয়ে, আপনা বিলায়ে, আপনা ফিরায়ে পেয়েছি
কেবা ও কোথায় তুলেছে প্রাচীর চক্ষে দিয়েছে ঠুলি,

আপনারে বোসি' ভাবিবার ছলে আপনা গিয়েছে ভুলি,'
তা'র 'পরে চাহি' করুণার ভরে বারেক গোপনে হেঁসেছি।

---

(৬৫)

কিবা ক্ষণেকের কিবা শাশ্বত, উভে উভে গ্যাছে মিলে,
জোছনার ছায়ে দেখিলাম যা'রে দিবালোকে গেছি ভুলে।
ক্ষীণ প্রাণ ঐ সলিতার মতো নদী যায় হোথা বোয়ে,
ভীম গর্জ্জনে ছুটে যায় নদ দুই কূল ফ্যালে ছেয়ে ,
উভয়েই মেলে সাগরের জলে অ্যাক হোয়ে যায় মিলে,
কিবা ক্ষণেকের কিবা শাশ্বত, সে কথা গিয়েছি ভুলে।
দিন দিন ধোরি' তিল তিল কোরি' সূর্য্য হোতেছে ক্ষয়,
দিন দিন ধোরি' তিল তিল কোরি' দেহ হয় অপচয় :
মনের তুলিতে যাহারে আঁকিনু মুছে গ্যালো তাহা জলে,
কিবা ক্ষণেকের কিবা শাশ্বত, সে কথা গিয়েছি ভুলে।
পিউ-পিয়া তা'ই আপনারে ভুলি' পিয়ারে বক্ষে ধরে,
তা'ই প্রজাপতি চোখে দিলে ঠুলি নাচি' চলে ঘুরে ফিরে ;
মানুষ গড়ি'ছে সৌধ, ভাবিছে "ফাঁকি দিব মহাকালে।"
কিবা ক্ষণেকের কিবা শাশ্বত, সে কথা গিয়েছি ভুলে।
অধরেতে তা'র অমৃতের কণা পরশ করিনু যাহে,
নয়ন তাহার আবেশে অবশ আমার নয়ন চাহে,
উভয়েরে দৃঢ় রেখেছে বাঁধিয়া আগুনের শিখা জ্বোলে ;

কিবা ক্ষণেকের কিবা শাশ্বত, সে কথা গিয়েছি ভুলে।
ক্ষণেকের মাঝে হেরি চির যাহা, চির কিবা নাহি জানি,
হেরি যাহা তাহা ঠিক জানি শুধু, আর কিছু নাহি মানি ;
কাল চোলি' যায় ? কী বলিতে চায় ?
যাক না তো সেই চোলে !
কিবা ক্ষণেকের কিবা শাশ্বত, সে কথা গিয়েছি ভুলে।

(৬৬)

যে চোখে চাহি'ছে নীল আকাশ, সে চোখ মোর কোথায় ?
তা'ই চাহি' রহি নিস্ফল চোখে, তা'ই চাহি অসহায়।
গাছে গাছে গাছে জাগে কম্পন, কা'রে য্যানো তা'রা ডাকে,
পাতা ফলে ফুলে জীবনের দোলা রবির কিরণ মেখে,
পবন আসিয়া প্রেম গুঞ্জন কোরি' যায় কাণে কাণে ;
সব তো বিফল ; তাহাদের মাঝে মোর ঠাঁই কোন কোণে ?
সাগর ডাকিয়া পরাণের কথা কহি'ছে মরুর সাথে,
গ্রহ তারা সব বাঁধা অ্যাক সুরে চলিয়াছে হাতে হাতে,
সকলের যাহা ভাষা তাহা ক্যানো অজানা আমার, হায় ?
যে চোখে চাহি'ছে নীল আকাশ, সে চোখ মোর কোথায় ?

---

(৬৭)

"সৃষ্টের মাঝে সৃষ্টির বীজ স্রষ্টা দিতেছে ঢালি",
রক্ত অধরে কোরি' চুম্বন কুসুমেরে কহে অলি।

তখন পলাশ বনের গহনে হেঁসেছিলো মৃদু মৃদু,
তখন হরিণী নয়নের কোণে বারেক চাহিল শুধু,
তখন সরমে আপন বসনে জড়ায়ে বুকেতে বালা
চাহে আপনারে দূরে সরাবারে, বাড়ে ক্যানো ততো জ্বালা ?

(৬৮)

কেশেতে তোমার আছিল কুসুম, নয়নে আছিল নেশা,
বক্ষ তোমার ছিল উদ্বেল, নাহি ধরে ভালোবাসা।
চরণে তোমার ধরিয়া পথের ধূলি কণা নাহি ছাড়ে,
মাতোয়ারা বাস জড়ায়ে তোমারে ঘুরিয়া ফিরিয়া মরে ;
তোমার দৃষ্টি লভিয়া স্বর্গ লভিতেছে যাহা কিছু,
প্রেমেতে তপ্ত পবন তোমার ছুটিতেছে পিছু পিছু ;
পাওয়ার বাহিরে, নির্ব্বাক্, তবু আমারে দিয়েছো ভাষা,
কেশেতে তোমার আছিল কুসুম নয়নে আছিল নেশা।

---

(৬৯)

আপনার মাঝে আপনারে চাহি লুকায়ে রাখিতে গোপনে,
পরাণের সাথে পরাণের কথা কহিবারে খনে খনে।
চলিতে চলিতে রাজপথ ধারে,
আমি নাহি জানি ক্যানো বারে বারে,
ঘিরে' আপনারে চাহি রচিবারে অগ্নিধূমের বনে,
আপনার মাঝে চাহি আপনারে লুকায়ে রাখিতে গোপনে।

মানুষের ভাষা যাক সব থামি,'
স্মৃতি মানুষের মনে নাহি মানি,
শুধু চেয়ে থাকি কী য্যানো কী ভাবি নীল গগনের পানে ;
আপনার মাঝে চাহি আপনারে লুকায়ে রাখিতে গোপনে।
অতীতের যাহা ভার যতো আছে,
ফেলে যেতে চাই সব য্যানো পিছে,
আপনারে য্যানো হারায়ে ফেলিয়ে ভাবি আপনার মনে ;
আপনার মাঝে চাহি আপনারে লুকায়ে রাখিতে গোপনে।

---

(৭০)

বুদ্বুদ যবে হোয়ে যায় জলে লীন,
সাগরে তখন জাগে না কি আলোড়ন,
বাতাসে তখন ওঠেনা কি স্পন্দন,
আঘাতে ধ্বনিয়া কাঁপে না কি মৃদু বীণ,
বুদ্বুদ যবে মিশে যায় জলে লীন ?
জলের পরীর নয়নেতে তবে ভুলে
অশ্রু-মুকুতা কভু কি তখন জ্বলে ?
কেহ কি তখন পাসরি' আপন কথা
অতীতেরে স্মরি' গাঁথিবে শোকের গাথা ?
কোনোখানে কেহ হইবে সঙ্গীহীন,
বুদ্বুদ যবে হোয়ে যা'বে জলে লীন ?

(৭১)

অন্তর-মুকুর পরে পড়ে মোর প্রতিচ্ছায়া, চেয়ে রহি
রহি চেয়ে তা'র পানে,
কলুষের পাছে কালিমা কখনো করে তা'রে পরশন,
মুছি তা'রে সযতনে।
বাহিরে যাহারা দাঁড়ায়ে তাহারা যদি বোঝে মোরে ভুল,
কিবা যায় আসে তাহে ?
কিবা যায় আসে ভুল কোরে যদি কুলিশ হানিয়ে তা'রা
ব্যথায় আমারে দহে ?
উজল করিয়ে কুটির আমার প্রভাত অরুণ খ্যালে,
পূজা করি আমি তায়,
ভুল কোরে কভু হেলা করি তাহে, করি কভু অপমান,
মনে সদা তা'ই ভয়।

(৭২)

আপনার মনে বোসি' নিরজনে গাঁথিতেছি ফুল মালা,
বাহিরে বাদল ঘন মেঘ দল, কুটিরে আমার আলা।
সুবাস ভরেছে চিত্ত আমার করেছে বিভোর মোরে,
হস্তে তোমার তারের যন্ত্র সুর-ঝঙ্কার ঝরে।
কী কথা বলি'ছ, কী সুরে গাহি'ছ, শুধু জানি মোরা দোঁহে,
আমি যাই শুনে, আমি যাই গেঁথে, তোমার নয়ন চেয়ে।

(৭৩)

চিরদিন র'বে তোমার দুয়ার আমার তরেতে খোলা,
চিরদিন ফুটি' রঙিন কুসুম ভ্রমরেরে দিবে দোলা ।
হে প্রিয়, হে প্রিয়, হে প্রিয় আমার, হে মোর প্রাণের রাণী,
আমারে চাহিয়ে দুয়ারে দাঁড়ায়ে আছো তুমি তাহা জানি;
তোমারে ভুলিয়ে আনমনে ভ্রমি কতো দূর দূর দেশে,
কখনো কি ভ্রমে অভিমান ব্যথা তোমার পরাণে পশে ?
তব শত প্রিয় অনুরোধ ভুলি' করি তোমা অবহেলা,
চিরদিন তবু তোমার দুয়ার আমার তরেতে খোলা।
কুড়ায়ে চলেছি দিবানিশি শুধু উপল পথের ধারে,
সম্বল তা'র মাণিক মুকুতা নাহিক যাহার ঘরে ;
প্রদীপ যাহার আঁধার কুটিরে রজনীতে নাহি জ্বলে,
চাঁদের জোছনা অমিয়ার সমা কভু কি সে জন ভোলে ?
দিন যায় তবু অভাবের ব্যথা নাহি যায় কভু মুছে,
স্রোত যায় চোলি' পিছনের টান সদা টানে তা'রে পিছে ;
তোমারে স্মরিয়ে গাঁথিতেছি বোসি' শুষ্ক কথার মালা,
চিরদিন র'বে তোমার দুয়ার আমার তরেতে খোলা।

———

(৭৪)

অজানা অন্ধকারে
অ্যাকেলা পথের পরে,
চলেছি, চলেছি, চলেছি দেখিয়া

দু'পাশে আলোর সারে।
চলেছি দেখিয়া মোরে নাহি ছাখে কেহ,
শুনি যা'র বাণী মোরে নাহি শোনে সেহ,
নিজ মনে ফুল
হাঁসিয়া আকুল,
সে হাঁসিতে মোর চিত্ত দোছুল,
আপনা পাসরি' ভুলে চেয়ে রহি'
হাঁসিতে পরাণ ভরে ;
চলেছি, চলেছি, চলেছি দেখিয়া
দু'পাশে আলোর সারে।
জীবন ফুটেছে কতো রং তা'র,
কতো বীণা তোলে কতো ঝঙ্কার,
কতো পাখী গান গাহি মোহে প্রাণ,
কতো রবি ওঠে, কতো অবসান,
মধুকর উড়ি' মানা যায় ভুলি'
প্রিয়ারে পরশ করে ;
চলেছি, চলেছি, চলেছি দেখিয়া
দু'পাশে আলোর সারে।
আকাশ কোথাও জ্বালিয়াছে আলো
কোথাও অন্ধকার,
গাহিতেছে কোথা বাঁধহারা বায়ু
হেথা কালো কারাগার,

রঙ্গমঞ্চে নরনারী খ্যালে,
আসি' দিয়া ছাখা পুন যায় চোলে,'
কী কাজ করিতে কী কথা বলিতে
কী কোরি' কী বোলি' ফ্যালে,
দিবসের শেষে ক্লান্তি পরশে
গৃহহারা নুয়ে পড়ে ;
চলেছি, চলেছি, চলেছি দেখিয়া
ছু'পাশে আলোর সারে।

---

(৭৫)

বসন্ত মোর এলো বুঝি আজ শুষ্ক বনানী তলে !
চাহি' দূর পানে ফিরাই নয়ন,
সংশয়ে য্যানো ছুলে ওঠে মন,
মরীচিকা দূরে টানে না তো মোরে মিথ্যা আশার ছলে ?
ও কী ঐ দূরে, ঐ কি সবুজ ? না মোর আঁখির ভুল ?
পাখী গাহে নাকি ? নহে বুঝি হোথা বেদনার কলরোল
ওঠে নাচ গান,
মুখর শ্মশান,
ফুরিয়া উৎস ভেদিয়া পাষাণ ছোটে বুঝি কল কলে !
বসন্ত আজ এলো নাকি মোর শুষ্ক বনানী তলে ?
দীনের কুটিরে উৎসব কভু চিরদিন নাহি রয়,
নব বধূটিরে করিতে বরণ কতো তা'র প্রাণ চায় !

প্রদীপ জ্বালিব,
পরাণ ঢালিব,
যাহা আছে মোর সব সোঁপি দিব তাহার চরণতলে,
বসন্ত বুঝি এলো মোর আজি শুষ্ক বনানী তলে!

(৭৬)

ও—য়ী অনাগত কাহিনী!

ধীরে ধীরে দ্রৌপদীর গাত্রবস্ত্র যেতেছে
খসিয়া, চারণের কণ্ঠে কণ্ঠে যেতেছে গ্রথিয়া
ছিল যাহা কল্প্যলোকে ; ধীরে ধীরে আসে
স্রোত দূর হ'তে কাছে, অতি কাছে, যায় পুন,
যায় চোলি' পুন সেই দূরে, স্মরণের অন্তরালে।
হে অঙ্কুর! স্বপ্নোত্থিত ভ্রমরের
মতো উঠি গুঞ্জরিয়া আপনারে ফেলিয়ে
ছড়ায়ে রঙে রঙে গন্ধে গন্ধে, চাহ পুন
আপনারে করিতে গোপন আপনার রূপে।
কী অতীত? কী বা ভবিষ্যৎ? উভ যায়
মিশে গর্ভে উভয়ের। কে সন্তান, কেই বা
জনক তা'র? নাহি ছিল যাহা তাহা কভু
নাহি আছে আজ ; আছে যাহা আজ তাহা
নাহি থাকা নাহি হবে কোনো দিন। ক্ষীণ

সেই রেখা, অতি ক্ষীণ রয়েছে দাঁড়ায়ে এপার ওপার মাঝে, লজ্জাবতী অতি আপনাবে করিতে গোপন সততই করি'ছে প্রয়াস, যায় বুঝি মিশে কুজ্ঝটিকা অন্তরালে!

শূন্য পটে কিবা আছে লেখা কে পাবে পড়িতে? ঘটনা তারকা কক্ষে কক্ষে চলি'ছে ঘুরিয়া, কে পারে গণিতে? তবে, ক্যানো দোলে মন তবু সংশয়েব দোলে, ক্যানো চাহে সম্মুখের পানে হো'য়ে ভীত কভু, কভু বা উৎসাহে? ক্যানো চাহে পিছনের পানে বারবার?
ও-যী অনাগত কাহিনী!

দিকে দিকে তব জয়ধ্বনি; তব অর্চ্চনার তরে গৃহে গৃহে উঠিয়াছে কোলাহল; তব তুষ্টি লাগি গড়িয়াছে ভগবানে মানুষের মন। তোমার আসন বহিয়াছে শূন্য চিবদিন!

হে অদৃশ্য দেবতা! তুচ্ছ তোমা পাবে করিবাবে হেন স্পর্দ্ধা রাখে কোন জন? স্পর্দ্ধা? কোথা স্পর্দ্ধা? কেবা তুমি? কিবা পরিচয় তব? যতো যাই দূরে অন্বেষণে, ততো তব হাবাই সন্ধান। ততো হয় মনে তুমি নাই। তবু তুমি মোব, মোর তুমি শতবার; তোমারে

যে করেছি সৃজন নিজের জীবন সাথে;
অ্যাক সাথে যাবো দোঁহে অস্তাচলে।

(৭৭)

অপ্সরা লাগি নিষ্ফল প্রেম ভিখারীর বুকে জাগে,
কোথা সে মাণিক রাখিবে না জানি' মনের আড়ালে রাখে।
সেথায় রহিয়া গোপনে লুকায়ে দহিতেছে দেহ খানে,
কাহারে বেদনা জানাবে তাহা তো ভিখারী নাহিক জানে।
স্বর্গের সিঁড়ি খোলা হ'বে শুনি' ভিখারী কহিল কাঁদি,'
"হায়, মোর পথ ছিল যাহা খোলা তাহাও দিতেছ রুধি'।"

---

(৭৮)

চামেলীরে চাহি' কহিল কিশোর, লাজেতে আনন রাঙা,
"কতোখানি তোমা ভালোবাসি তাহা নাহি কি তোমার জানা?
"তব আশে আশে রোহি' পথ পাশে দিন মোর যায় কেটে,
"তবু কি আমায় ছলনা করার আশ তব নাহি মেটে?"
কহিল চামেলী হাঁসি' মৃদু মৃদু, অধর উঠিল কাঁপি,'
"আমারে পাওয়ার অ্যাখনো তোমার অনেক কিছু তো বাকি!
"যেদিন তোমায় দেখিব আমার চাওয়ার সমান উঁচু
"আপনি যাইয়া দিব তবে ধরা, বাধা না মানিব কিছু।
কিশোরের মাথা হোয়ে গ্যালো হেঁট, মুখেতে কথা না সরে,
"কী গুণ তাহার আছে যে চামেলী লইবে বরণ কোরে?

"চামেলীরে যেই চায় তা'র চাই কঠোর সাধনা অতি,
"বিভীষিকাময় গিরি মরু যথা সেথায় তাহার গতি ;
"ভয় দ্বেষ রিপু কখনো তাহারে পরশ নাহিক করে,
"আপনারে বলি দিতে সে কখনো পিছনে নাহিতো সরে।"
—কিশোর করিল পণ,
"উঠিব তথায় যেথা চায় মোর প্রেয়সীর ছুনয়ন।"
ভুলিয়ে আপনা ঢালিল পরাণ ধ্যানের জাগ্রত ঘুমে,
দিন যায় ঘুরে, রাত যায় পরে, টলেনা কভু সে ভ্রমে।
চামেলীর মুখ জ্বলে তা'র বুকে শুভ্র তারকা সম,
চেয়ে তা'র পানে ভেদে প্রাণপণে তুস্তর গিরি বন।
ক্লান্তি আসিয়া চক্ষে তাহার যদি বা কখনো নামে,
ঠেলে ছায় ফেলে, চামেলীর কথা নাহি কি তাহার মনে ?
দিন যায় চোলি,' মাস যায় চোলি,' বৎসর যায় ঘুরে,
চোলেছে কিশোর কঠোর কর্ম্ম জীবনের প্রান্তরে।
সাধনার মাঝে গ্যাছে ডুবে আজ ভুলি' সব কিছু আর,
ভুলি' যায় ক্রমে কীসের কারণে সাধনা তাহার সার।
বিশ বৎসর গ্যালো তা'র কাটি' কঠোর ব্রতের পথে,
ব্রত আজ সাথী র'বে চির সাথী, কিবা ভুল আছে ইথে ?
—সেদিন শ্রাবণ সন্ধ্যা ;
আপনারে ভুলি' দিতেছিল ঢালি' আঁধারে রজনী গন্ধা ;
কুলায় নীরবে প্রিয় প্রিয়া দোঁহে দোঁহারে জড়ায়ে ধরে ,
যা'র কেহ নাহি তা'রে মেঘ চাহি' অশ্রু বরষ করে ;

নির্জন কুটিরে বসিয়ে কিশোর ভাবিছে আপন মনে,
কা'র নয়নের জল দিতে মুছি' পারে সে অ্যামন খনে ?
সহসা দেখিল দূরে য্যানো কে ও রাতের অন্ধকারে,
বিপন্ন বুঝিবা অতিথি কোনও আসিল তাহার দ্বারে !
দূরের যে জন আসে ক্রমে কাছে, রমণী এ য্যানো কোনো,
লাজ বা শঙ্কা নাহি তা'র কিছু মনে বোধ হয় হেন ;
দুয়ারে আসিয়ে দাঁড়াল রমণী হাঁসিতে নয়ন ভাসে,
"এসেছি হে মোর প্রিয়তম আজ, এসেছি তোমার কাছে।'

সহসা পড়িল বাজ,
কিশোরের য্যানো কণ্ঠ চাপিয়া ধরিয়াছে কেহ আজ !
স্মরণবারিধি মন্থন কোরি' বুঝি বা ঠিকানা মেলে,
বুঝিবা অলোক যায় নিভে ঐ, বুঝিবা আবার জ্বলে।
মূঢ়ের মতন চাহিল কিশোর চামেলীর আঁখি পানে,
"তোমারে তো য্যানো চিনি চিনি আমি হেন হয় মোর মনে।"

(৭৯)

আজি এ প্রভাতে এ কী এ সূর্য্য উদিল আমার গগনে,
যাহা ছিল তা'রে খুঁজিয়া খুঁজিয়া নাহি পাই কোনো খানে।
পরশের তরে যাহা কিছু তা'রে পরশ করিতে নারি,
গাহিবার যতো গান আজ সব লুকায়ে যেতেছি সোরি,'
কহিবার কথা লুকালো মরমে, নয়ন আসিল মুদি,'
কমল আপন গন্ধ হারায়ে সরমে মরিল কাঁদি'।

হে বিরাট্! হে সত্ত্বা মহান্! তুমি আছো, আর, জানি
তোমারে রাঙায়ে রেখেছে সদাই তব কল্পনা-খনি।
তুমি মোর, প্রভু! খুলে দিলে আজ সহসা হৃদয়-দ্বার,
জ্বালা ভয় যতো ঘুচে গ্যাছে সব, ঘুচে গ্যাছে ব্যথা ভার
যতো দূর চাহি তুতোদূর হেরি নাস্তি নাহিক নাহি,
ইন্দ্রিয়পথে করে যে আঘাত ভুল কথা যায় কোহি';
মনের তন্তু গড়েছে যাহারে নাহি তা'র কোনো দেহ,
জাগ্রত স্বপনে সৃষ্টি তাহার, স্বপনে তাহার গেহ।
হে বিবাট্! হে সত্ত্বা মহান্! তুমি আছো, আর, জানি
তোমারে রাঙায়ে রেখেছে ভরিয়ে তব কল্পনা-খনি।
এ নহে সৃষ্টি, শুধু কল্পনা, মানস কুসুম কলি,
যে তুলি এঁকেছে যাহা কিছু আঁকা, সে শুধু মনের তুলি,
আপনাব মনে আপনা লুকায়ে রেখেছে পুরুষ কোনো,
মূর্ত্তি কোনও গড়েনি সে জন, তবে মিছে ভুল ক্যানো?
স্বপনেব রাজা মিছে কেঁদে সারা হারায়ে প্রণয় জনে,
এ প্রণয় জন মিছে যে স্বপন জানে না ব্যথিত মনে।
হে বিরাট্! হে সত্ত্বা মহান্। তুমি আছো, আর, জানি
তোমারে ঘিরিয়ে তোমাতে মিলায়ে তব কল্পনা-খনি।
নিত্য নূতন ক্রম বিবর্ত্তন অথবা চিরন্তনী—
সারহীন এই সংশয় আজ মনে নির্ভুল মানি;
চন্দ্র তারকা মিশে গ্যাছে আজ, মিশে গ্যাছে স্থল জলে,
দৃষ্টি আড়ালে গ্যাছে সব আজ ঘন কুয়াশার জালে;

গতি কা'রে কয় স্থিতি বা কোথায় কোথা বা অসীম সীমা ?
ছায়া হ'াসি' বলে, "একথা আমাব চিরদিন আছে জানা।"
হে বিরাট্! হে সত্ত্বা মহান্! তুমি আছো, আর, জানি
তোমাকে ছড়ায়ে তোমাতে লুকায়ে তব কল্পনা-খনি।

(৮০)

যে যে ফুল করেছিনু ঘ্রাণ আজিও কি আছে তা'রা ফুটে ?
যে পথেতে গিয়েছিনু দোলি' পদ ধূলি আছে সেথা লুটে ?
দূর হো'তে দূরে আসি সোরি' চেয়ে দেখি পিছনের পানে,
সাগর, পাহাড়, কতো নদী ছেয়ে আছে পোড়ে মাঝখানে ;
কতো মালা নাহি হওয়া গাঁথা, কতো কাজ নহে সমাপিত,
কতো গান আধখানা গাওয়া, কতো বৃথা চাওয়া শঙ্কিত,
পটে আঁকা ছবি সম দূরে পোড়ে আছে কোথা নিরালায়,
সমুখে যাওয়ার ভীড়ে কেবা ফিরে তা'ব পানে চায় ?
ফিরে তবু চাই বারবার, প্রাণের শিকড় সেথা গাঁথা,
যে পথেতে আসিয়াছি চোলি' বালুর 'পরেতে চিন আকা ;
চেয়ে চেয়ে দেখি তা'র পানে যতোদূর যায় মোব আখি,
ঢেউয়ে ঢেউয়ে মুছে যাওয়া-যাওয়া,
তব আজো আছে কিছু বাকি ;
আছে যাহা বাকি তা'ব পানে ফিবে ফিরে চাহি বারবার,
সেই সুবে পাতি রাখি কাণ দিই ঢালি' বীণে ঝঙ্কার ;

অতীতের লিপি আছে লেখা শোণিতের গতি যেই পথে,
থেমে যা'বে গতি যেই দিন মুছে যা'বে লিপি সাথে সাথে ;
যায় যবে স্রোত বোহি' তা'ই পুছি তায় বোসি' তা'র তটে,
"যে যে ফুঁল করেছিনু ঘ্রাণ আজিও কি আছে তা'রা ফুটে ?"

---

(৮১)

"আমার ঝুড়িতে মাণিক মুকুতা কে নিবি কে নিবি আয়,
"বিনা পণে এসে নিয়ে যাবি কেরে," ফেরিওলা হেঁকে কয়।
"কতো ব্যথা পেয়ে করি সংগ্রহ তণ্ডুল কণা সম,
"কতো দাহে জ্বোলে পেয়েছি প্রবাল মণি এই নিরুপম ;
"দুখে দিন গ্যালো সুখ-উপচার জোগার করিতে ঘুরি',
"পেয়েছি রতন, সে রতনে আর করিবারে ভোগ নারি ;
"ব্যাকুল হইয়ে দিতে চাই তায় বিশ্ব-জনার মাঝে,
"হেন কোনো দীন নাহি হেরি আজ আসি' মোর কাছে যাচে ;
"প্রাণ বিনিময়ে কয় ফোঁটা জ্ঞান করিয়াছি সঞ্চয়,
"আমার ঝুড়িতে মাণিক মুকুতা, কে নিবি কে নিবি আয়।"

(৮২)

কাননের কোলে দোলে যেই পাখী কে তা'রে বাঁধিল জালে ?
যে হাঁসি ছড়ায় ঝর্ণা ধারায় কে তা'রে জড়ালো ছলে ?
হে মোর অপরিচিতা !

সেদিন আছিল ফাগুনের হাওয়া,
তরু দিল পাতি' পথে পথে ছায়া,
দোলে দোল দিল চাওয়া আর পাওয়া,
বাঁধনের ভয়ে ছিলে না ভীতা।
সেদিন তোমার আঁখির পরশ খুলি' দিল কোন তোরণের দ্বার,
সে পথে আসিয়া গেনু ভুলি পথ,
কোথা ছুটি' যায় বোধ হারা রথ,
আমারে টানিয়া চলেছে সতত এ কোন গহন পার?
দুর্ব্বল ক্ষীণ ছিল যেই সুর নাহি-জানা কোন কোণে,
সহসা উঠিল ঝড়ের পাথায় দিকে দিকে য্যানো চির-পরিচয়,
আপনারে আজ হারাবারে চায় নাহি জানে কোন খানে।
কানন আমারে দিল ডাক তা'র নিভৃত নিপুণ কুঞ্জে,
গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটেছিল ফুল,
গন্ধের বানে পবন আকুল,
তালে তালে নাচে পত্র দোদুল ভ্রমর পুঞ্জে পুঞ্জে।
—সেদিন জানিনু মনে,
যেবা জাল রচে সেও পড়ে বাঁধা জালে সেই সেই খনে।
তা'ই তা'রে চায় ছিঁড়িতে সদাই,
সব পথ যেথা সেথা পথ নাই,
কাঁদিয়া আকুল কোথা হা উপায় বিভীষিকাময় স্বপনে।
কানন আমারে দিল বুঝি ডাক আপন মাঝে!
কানন আমারে দিল বুঝি ধরা সবুজ সাজে।

কহিছে সে বুঝি, "আয়, আয়, আয়,
"ব্যাড়ার আড়াল নাহি তো হেথায়,
"সেই তাহা পায় যাহা যেই চায়,
"বাঁধনের ব্যথা হেথা না বাজে।"
সে ডাকের সুরে সাধিনু বাঁশরী আপনা ভুলে,
যে হাঁসি ছড়ায় ঝর্ণা ধারায় কে তারে রুধিল ছলে ?

(৮৩)

কুলায় ছাড়িয়া একদা ভ্রমিয়া গেনু দূরে বহু দূরে,
থমকি' চাহিয়া দেখিনু চমকি' ঠাঁই নাই দাঁড়াবারে।
যাহা কিছু মোব ছিল,পরিচিত অ্যাকে অ্যাকে সবে ছাড়ি'
কীসের আশায় আপনা ভাসায়ে দিলাম সাগরে পাড়ি ?
দেখিনু চাহিয়া পিছনে টানিয়া কে য্যানো বেখেছে মোরে,
সকল প্রয়াস হোলো নিঃশেষ বিফলে আসিনু ফিরে।
—তবু মন নাহি মানে,
ছুটে যেতে চায় ব্যাকুল সদাই নিস্ফল অভিযানে।
আকাশের গায়ে অলখ লেখায় গণ্ডি রয়েছে টানা,
তা'র পরপারে, হে মোর হংস ! ক্যামনে মেলিবে ডানা ?
দুই জনে তা'ই রহি দুই পারে মাঝেতে তিমির ঘেরা,
চাহিবার মোর পালা কভু জানি নাহি নাহি হবে সারা।

(৮৪)

দেউল দুয়ারে দাঁড়ায়ে পথিক, ভিতরে প্রবেশ মানা,
নয়ন ভরিয়া হেরে তা'ই শুধু প্রাচীরের আলপনা।

অরুণ পরশে প্রথম যে পাখী জাগে
প্রেয়সীর তা'র তপ্ত তনুটি মাগে,
কহে কাণে কাণে, "হে মোর প্রিয়!

"গোপন কথাটি আমারে কহ,
"ক্যামনে আমার ছোঁয়ায় তোমায় করে অ্যাতো আনমনা।

দেউল দুয়ারে দাঁড়ায়ে পথিক, ভিতরে প্রবেশ মানা।

আপনার পানে চাহিল সরলা বালা,
ভাবিল, ক্যামনে অন্ধ পাঁজরে শিশু কোন করে খ্যালা।

প্রিয়তমে চাহি' কহিল লাজেতে রাঙা,
"কী যাদু মন্ত্র তোমার ছিল গো জানা?

"ধরি তব পায, চুপি চুপি দাও কোহি,"
দেউল দুয়ারে দাঁড়ায়ে পথিক, ভিতরে প্রবেশ নাহি।

সাঁঝের তারকা ফুটিল গগন-পারে
শাঁখের ধ্বনিতে প্রাণে যে ক্যামন করে,
কী বুঝিতে চাই
বুঝিয়া না পাই,
আকাশের পানে ক্যানো বা তাকাই,

কার তরে মিছে সাধি বোসি অ্যাতো সাধা ?
দেউল দুয়ারে দাঁড়ায়ে পথিক, প্রবেশ দ্বারেতে বাধা।

---

(৮৫)

"হে পান্থ ! তুমি তো নহ ক্লান্ত, তোমার ভুবনে শ্রান্তি নাহি।"
পথ গ্যাছে বোহি', বাতায়ন-পথে যতোটুকু ধরা রয়েছি চাহি'।
ক্ষণে ক্ষণে ভেসে আসে সুগন্ধ, ক্ষণে উড়ে আসে ভাষা,
ক্ষণে ক্ষণে যাওয়া দূর অতি দূরে, ক্ষণে বুঝি ফিরে আসা ;
কভু অকারণে কভু কী কারণে স্রোত যায় বোহি' বোহি'।
"হে পান্থ ! তুমি তো নহ ক্লান্ত, তোমার ভুবনে শ্রান্তি নাহি।
"মনে কভু হয় তব সাথে মোর পরিচয় কিছু আছে,
"কভু মনে হাঁসি, ছুটিতেছি মিছে ভুল আলেয়ার পিছে,
"রচিয়াছে বাধা তব মম মাঝে লৌহ দণ্ড রোহি,'
"হে পান্থ ! তুমি তো নহ ক্লান্ত, তোমার ভুবনে শ্রান্তি নাহি।"
অতি ছোটো, হায়, বাতায়ন-পথ, কতোটুকু যায় ছাখা,
বাকিটুকু সব নিজের মনেতে রঙিন তুলিতে আঁকা ;
কিবা ছাখা যায়, কিবা নাহি যায়, ভুল হয় রোহি' রোহি'।
"হে পান্থ ! তুমি তো নহ ক্লান্ত, তোমার ভুবনে শ্রান্তি নাহি।"

---

(৮৬)

কর্ম্ম নিরত তুমি, চেয়ে রই শুধু আমি,
চেয়ে চেয়ে দেখি তোমার তনুটি তোমার আনন খানি।

স্বেদের বিন্দু উঠিছে ফুটিয়া গণ্ড 'পরে.
তারকার মতো অ্যাকে অ্যাকে য্যানো সাঁঝের গগনপারে
ক্যানো মিছে তা'রে মুছিবারে চাও ?
এসেছে যে তা'রে থাকিবারে দাও,
জানো না তো তুমি মোর তরে তা'রা
কহিছে কতো যে বাণী :
চেয়ে চেয়ে দেখি তোমার তনুটি তোমার আনন খানি।
কভু দক্ষিণে কখনো বা বামে পড়িছো হেলিয়ে হেলিয়ে,
কুন্তল রাশি হারায়ে বাঁধন পড়িছে এলায়ে এলায়ে,
গুছায়ে গুছায়ে তাদের দু'হাতে
চাহো আরবার বাঁধিয়া রাখিতে,
নিষেধে যাহারে দাও ফিরাইয়ে
ফিরে সেই আসে মানা না মানি,'
চেয়ে চেয়ে দেখি তোমার তনুটি তোমার আনন খানি।
অঙ্গে অঙ্গে তোমার তনুতে লহরী করিছে খ্যালা,
নাচিয়া নাচিয়া নাচিয়া চলেছে গতির ছন্দ মালা,
কথা নাহি কোয়ে কী কথা কহিছো,
প্রাণের তুলিতে কী ছবি আঁকিছো,
কী য্যানো কবিতা চলেছো রচিয়া
মনেতে কভু না জানি,'
চেয়ে চেয়ে দেখি তোমার তনুটি তোমার আননখানি।
দিবা অবসানে হবে কিগো তব কর্ম্মের অবসান ?

যে নির্ঝরেরে রেখেছো বাঁধিয়ে বহিবে সেথায় বান ?
যে আড়াল খানি রেখেছো টাঙায়ে
ঝড়ের আঘাতে উড়াইবে তাহে,
মনের দেউলে উঠিবে জ্বলিয়ে
প্রেমের পূজার ধ্বনি ?
চেয়ে চেয়ে দেখি তোমার তনুটি তোমার আনন খানি

---

(৮৭)

কথা কও, কথা কও, হে আকাশ, কথা কও।
হে বনানী, জানো তুমি কতো প্রেম, কতো বাণী,
কও, কও, কথা কও।
যে কথারে দেছো রেখে শিকলে খাঁচাতে ভোরি,
যে বারতা রাখিয়াছ বুকের পাঁজরে পূরি,
আজ তা'রে মিছে দ্বার খুলে দাও, কথা কও।
তোমারেই শুধু চিনি, তা'ই তোমা পূজা করি,
তোমারেই দেখি শুধু তা'ই তোমারেই বরি,
তব রূপ বেদি মূলে
মোরে ডালি দিতে দাও, কথা কও।
তোমারে ছাড়ায়ে বলো মিছে আর কারে খুঁজি ?
তোমারে সরায়ে বৃথা ক্যানো আর কারে পূজি ?
তুমি যেথা সেথা মোর আছে সব, কথা কও।

(৮৮)

আমি চলেছি ছড়ায়ে ছড়ায়ে,
তুমি আসিও কুড়ায়ে কুড়ায়ে
আমি যে গান গাহিছি ভুলে
তুমি হৃদয়ে রাখিও জড়ায়ে।
আমি যেই সুর সাধনার পথে
চলিয়াছি অ্যাকা নিজ মনোরথে,
তুমি সেই সুর লোয়ো য্যানো চিনে,
থেকো মোর সাথে সাথে
থেকো তুমি সাথে অলখে আমার
গোপন হাঁসিটি হাঁসিয়ে।
কভু মনে মোর আসে যদি ভয়
সরে বুঝি গ্যালো চোলে,
পাতার আড়ালে গেয়ে ওঠো তুমি,
নেচে ওঠো তালে তালে ;
যতো ভাবি নাই, ততো দেখি তুল
রেখেছে আমারে ভুলায়ে,
যতো গাহি' যাই ততো দেখি গান
রয়েছে ছড়ায়ে ছড়ায়ে।

(৮৯)

যদি বসন্ত যায় চোলে—

যদি রজনীর শেষে পড়ে চোলে চাঁদ,
পত্রগুলি মর্ম্মরিয়া করিয়া ক্রন্দন পড়ে
ধূলি 'পরে, স্রোত যায় কাল যায় বোহে
অনন্ত আঁধার গ্রাসে, যদি তপ্ত শ্বাস দোহি'
দোহি' শুকায় হৃদয় নির্ম্মল কুসুম সম— কেবা
য্যানো কহে কাণে কাণে, "আবার আসিব
ফিরে।" আবার আসিও ফিরে, আবার দিইও
ঢালি' সুধারস ভারে ভারে, দিও জ্বালি'
আলো নির্বাপিত দীপে দীপে, দিও আশা
যেথা ওঠে হতাশার ব্যাকুল রোদন।
আবার আসিও ফিরে যে পথেতে গ্যাছো
চোলি, যে তরুরে গ্যাছো দোলি' নির্ম্মম
পদের ভরে আবার জাগায়ো তা'রে, আবার
জাগায়ো তারে যে তোমারে বেসেছিলো
ভালো যে তোমারে চেয়েছিলো দিতে অনন্ত
জীবন, অনন্ত জীবন তা'রে কোরো তুমি দান।
ভ্রান্তি অতি, ভ্রান্তি অতি যদি ভাবি মনে
গত রজনীর যতো সুখতান ভেসে যাহা
এসেছিলো চাঁদের চাঁদিনী সাথে গ্যাছে মুছে
অ্যাকেবারে অ্যাকেবারে গ্যাছে অস্তাচলে

রজনীব সাথে। কোথা যা'বে ? কেবা তা'রে
করিবে গ্রহণ, কেবা তাহা করিবে গ্রহণ
যাহা তা'র নাহি ছিলো কভু ? কোন পথে
যা'বে তাহা চোলি' ?
যদি বসন্ত যায় চোলে, যদি কণ্ঠে কণ্ঠে
থেমে যায় ভাষা, যদি প্রেম ত্যাগ ভালো-
বাসা যায় ভেসে না পারি' রুধিতে দুর্দ্দম
চলার গতি, কহিবে কি ফিরে ফিরে
চাহি', "আবার আসিব ফিরে ?"

---

(৯০)

সে কোন ভুবনে বসতি তোমার,
অপরিচিতা ওগো তারকা !
আপনার আলো আপনি জ্বালিয়ে,
সবাকার হোতে আপনা সরায়ে
আপন মনেতে ভুবন রচিয়ে
আপনা দিতেছো ছ্যাখা ?
যে পথেতে চলে তব অভিযান
সেথা আছে দিবা রাতি ?
সেথা কিবা আছে বিরোধের জ্বালা,
প্রেমে ভরে কারে কেহ ছ্যায় মালা,
সাজায় কি কেহ আরতির ডালা

সাঁঝেতে জ্বালিয়ে বাতি?
'ওয়ি গগন-বিহারী মোহিনি!'
ক্ষণে মনে হয় চিনি য্যানো তোমা,
ক্ষণে মনে হয় মরীচিকা সমা;
ক্ষণে মনে হয় মিছে আনাগোনা
তোমার যামিনী যামিনী।'
গগনে গগনে যে গোপন কথা
রয়েছে লুকায়ে লুকায়ে,
তাহাদের সাথে তব পরিচয়
আছে কি গো কই, হে রহস্যময়!
তাহাদের সাথে দ্যাখা কি গো হয়
তোমার নয়নে চাহিয়ে?

(১৯১)

যখন পাখীরা যায় কুলায়,
আঁধার আসে নেমে,
দিবসের চলা শেষ হোয়ে যায়,
নয়ন মুদে ঘুমে,
পথের প্রান্তে শ্রান্ত চরণে কাঁদিতেছে পথহারা,
"পথ দ্যাখাও, পথ দ্যাখাও হে আকাশের তারা!"
যতো কিছু ছিলো জানা আজ সব অজানার সাথে মেলা,
যতো কিছু হোলো বলা আজ জানি সুব হায় মিছে বলা,

যতো দূর যাওয়া সব হোলো মিছে,
পুনঃ অভিযান, পুনঃ যাওয়া পিছে,
কী গান গাহিবে কী কথা বলিবে আজি যে কণ্ঠহারা ?
পথ দ্যাখাও, পথ দ্যাখাও, হে অ্যাকাশের তারা !

(৯২)

বরষায় তমসা দিয়েছে মুছি,
তা'ই আজ গিয়েছি বাঁচি,
তা'ই আজ নামাইয়ে হতো বোঝা যতো ভার
কর্ম্মহীন চিন্তাহীন চেয়ে আছি অ্যাকবার।
অ্যাকবার চেয়ে রওয়া;
অ্যাকবার ভুলে যাওয়া
অ্যাকবার মনে হওয়া শুধু আছি আর কিছু নাই,
হোক এই অ্যাকবার শতবার তা'ই আমি চাই।
সাগরের ঢেউ য্যানো কর্ম্মরাশি—কিবা ফলোদয় ?
কিবা ফলোদয় যদি হয় বারবার রবির উদয় ?
জল পড়ে ফুল ফোটে,
রজনীতে চাঁদ ওঠে,
ফিরে আসা চোলে যাওয়া নিরাশে আশায়,
সেই কথা সেই ব্যথা করে হায় হায়।
আজ তুমি কোয়ে দিলে কাণে কাণে,

করিবার কিছু নাই কোনো খানে,
শুধু ভাসা তৃণসম স্রোতে অ্যাকটানা ;
কিবা শোক, কিবা দুখ,
কিবা শ্রান্তি, কিবা সুখ,
আছে মোর শূন্য বুক আর আনাগোনা।

(৯৩)

তুমি তারকার মতো নিজ পথে যাও চোলে,
আমি চেয়ে রবো চিরদিন,
উল্লাস স্রোতে ভেসে যাও সব ভুলে
অমি ধুয়ে মুছে হবো লীন।
মাটির প্রদীপ জ্বলিছে যে ক্ষীণ শিখা
আকাশের চাঁদ ক্যামনে চিনিবে তা'রে ?
যেজন দিয়াছে পরাণের রূপে ছ্যাখা
পরাণ তাহারে ক্যামনে ভুলিতে পারে ?
গোলাপ সেদিন ফুটেছিলো দলে দলে
গন্ধ পাঠায়ে ডেকেছিলো জনে জনে,
সকলের সাথে এসেছিনু পথ ভুলে
আশা নাহি কোরি' চাহিবে আমার পানে।
আমি শুধু চেয়ে রবো ভোরি' ডালি,
তুমি চাহিবে না কভু ফিরে,

তুমি তারকার মতো নিজ পথে যাবে চোলি'
আমি বাঁধিব না বাধা ডোরে।

(৯৪)

বলিতে কী চাই বলিতে না পাই, এ কী মোর দায়!
ভুলিতে যা' চাই ভুলিবারে হায় না পারি তায়!
যতো ফুল আছো ওঠো সব ফুটে,
যতো পাখী অ্যাক সাথে এসো জুটে,
জাগাও তাহারে যে জন লুকায়ে, ক্যানো তা'র ভয়?
বলিতে কী চাই বলিতে না পাই, এ কী মোর দায়!
বলিবার কথা ভুলিয়া যেতেছি সবি,
ভুলিবার কথা কণ্ঠে রোয়েছে চাপি,'
না-বলা কথার বেদনার ভার পীড়িছে ব্যথায়,
বলিতে কী চাই বলিতে না পাই, এ কী মোর দায়!
আজ সব যতো দ্বার যাক খুলি' খুলি',
গন্ধ ছড়ায়ে পবন আসুক তুলি',
না-বলা যা' আছে হোয়ে যাক জানা, না-জানার হোক সায়।
বলিতে কী চাই বলিতে না পাই, এ কী মোর দায়!

(৯৫)

পাষাণে যে ব্যথা জাগে, কুসুমে জাগে যে আশা,
আমারে দিও গো দিও, দিও সে গানের ভাষা।
যে-সুরেতে পাখী গাহিল প্রভাতী সে সুরে মেলাবো সুর,
যে আধেক কথা অলি কয় ফুলে তাহারে করিব পূর;
স্রোতেতে মিলিব আপনা ভুলিব হোয়ে যাবো বানভাসা,
আমারে দিও গো দিও, দিও সে গানের ভাষা।
আগুনের দাহে পাষাণ গিয়েছে পুড়ে,
বেদনার কথা বলিবে সে আর কারে ?
অভিশাপ দিয়ে দেবতারে কহে, "বিধাতা সর্ব্বনাশা",
আমারে দিও গো দিও, দিও সে গানেব ভাষা।

———

(৯৬)

"ক্ষোয়ে ক্ষোয়ে গোলে গোলে যেতেছি চলিয়ে,"
কহে তীর চেয়ে স্রোতপানে,
"মঢ় শক্তিহীন চোখে রয়েছি চাহিয়ে,
ম্লান ব্যথা জেগে রয় মনে।
"মোর প্রয়োজন তব সাথে আপনারে করিবারে নাশ,
"তা'ই রহিয়াছি হাতে হাতে, অ্যাক সাথে করিতেছি বাস।
"হে মম পরাণ-সমা, সর্ব্বনাশা তুমি মোর প্রিয়,
"অমৃত ঢালিয়ে দিই তোমা, গরল ঢালিয়া তুমি দেহ।"

(৯৭)

সৌরভময়ী ছন্দদোদুল ললনা !
বারেক চাহোনা চাহোনা ;
বারেক তোমার নয়নের কোণে
দৃষ্টি দিও, প্রিয়, আমার নয়নে,
তোমার নয়নে আমার নয়ন জানাবে আপন বেদনা,
সৌরভময়ী ছন্দদোদুল ললনা !
তুমি পথে যেতে যেতে কুড়াইয়ে ফুল রাখিও চুলে,
কথার ছলায় হাসিতে গায়েতে পড়িও ঢুলে,
যদি প্রাণ চায়,
কয়ো তব পায়,
"আর তো যাবো না যাবো না."
সৌরভময়ী হাস্যদোদুল ললনা !
তুমি স্রোতেতে দিও গা ঢালি,'
অলক ফেলিও খুলি',
উদাস নয়নে
শিথিল বসনে
অধরে ভরিও কামনা,
সৌরভময়ী লাস্যদোদুল ললনা !
তুমি কহিতে কহিতে কথাটি যাইও ভুলে,
আসিতে আসিতে ফিরে যেয়ো পুন চোলে,
সুরের ছন্দে নাচিয়া

নৃত্যের তালে গাহিয়া
তুমি সাগরের বুকে ঝটিকার মতো জাগায়ে তুলিয়ো বাসনা!
ওয়ি কৌতুকময়ী বাত্যাদোদুল ললনা !

(৯৮)

ক্ষমা করো মোরে নিস্বন রত
পত্রপুঞ্জ বাত্যা-আহত,
তব ভাষ যদি না করে পরশ মোরে,
তুমি যেয়ো না ফিরে গো যেয়ো না,
তুমি আমায় ভুলো না ভুলো না,
বার বার আসি' করিও আঘাত আমার রুদ্ধ দুয়ারে।
আমি কীসের আশার ঘোরে
ঘুরিছি কাহার তরে?
সে তো মোরে দেখি এড়ায়ে চলিছে সদা,
সকলে মাগিছে দর্শন যা'র
তা'র সাথে দ্যাখা হওয়া গুরুভার,
সে পথে রয়েছে বিরাট্ বিপুল বাধা।
আমি চলেছি কীসের ভুলে
সকলি পিছনে ফেলে,
কতো দূর দূরে দৃষ্টি পাঠায়ে দিয়ে!
তা'ই, আমারে ঘিরিয়ে যা'রা

তা' সবা হয়েছি ছাড়া,
আমার যা' কিছু সব গ্যালো চোলে বোয়ে।
তুমি যেয়োনা অ্যামন য্যানো,
কোমল আঘাত হেনো,
বেজে য্যানো ওঠে আমার বীণায় ঝঙ্কার অভিনব,
যবে দিশাহারা হোয়ে কাঁদি
তুমি রেখো য্যানো ফাঁদ পাতি'
টেনে নিও য্যানো ভুলাতে আমায় উদার বক্ষে তব।

———

(৯৯)

"পিপাসা!" কহিল মরুর মাঝারে নদী,
"বুক যায় মোর শুকায়ে!
"যেতে যদি মোরে হবে দূর পথে
"কে রেখেছে বালু সাজায়ে?
"কতো ফুল ফল করিনু সৃজন দুধারে আসিনু যে পথে,
"কতো শ্যামলিমা নয়ন জুড়ানো ছড়ায়ে ফেলিনু দু হাতে,
"সব দেখি মোর হোলো যে বিফল,
"আলোক আসিছে নিবিয়ে,
"মোরে যদি হবে যেতে দূর পথে,
"কে রেখেছে বালু সাজায়ে?
"কতো দুর্গম গিরি গহ্বর ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফিরিনু,
"কতো প্রভাতের অরুণ আলোকে দুলিয়া ফুলিয়া নাচিনু,

"যতো কিছু ছবি আঁকিনু যতনে
"সব গ্যাছে ক্রমে মুছিয়ে,
"মোরে যদি হবে যেতে দূর পথে
"কে রেখেছে বালু সাজায়ে ?
"কে বলিল মোরে আসিতে হেথায় শুষ্ক মরুর দেশে ?
"কারে বা শুধাই, কেউ কোথা নাই, কেহ নাই মোর পাশে ;
"তাই, আপনার মনে আপনারে পুছি
"আকাশের পানে তাকায়ে
"মোঁরে যদি হবে যেতে দূর পথে,
"কে রেখেছে বালু সাজায়ে ?"

---

(১০০)

শেষ কথা চাই বোলতে তোমায়, আবার কথা আসে ;
শেষ চাওয়া চাই চাইতে যতোই, নয়ন রহে আশে।
বক্ষে ছিলো যতোইটুকু দিলাম ঢালি' সকলটুকু,
শেষ কিছু আর রইলো নাকো 'গোণি',
বক্ষ তবু রইলো ভরা,
বইলো স্রোতে তেম্নি খরা,
সকল হারার রইলো সকল খানি।

সমাপ্ত

ব্যাধি-বিলাসী

(ফরাসী নাট্যকার Moliere প্রণীত Le Malade Imaginaire নামক নাটকের মূল ফরাসি ভাষা হইতে বঙ্গানুবাদ।)

ব্যাধি-বিলাসী

চরিত্র

আর্‌গঁ	... ...	জনৈক ব্যাধিবাতিকগ্রস্ত ব্যক্তি।
বেলীন্‌	... ...	আর্‌গঁর দ্বিতীয় পক্ষের পত্নী।
অঁজেলিক্‌	... ...	আর্‌গঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা এবং ক্লেয়াঁতের প্রণয়িনী।
লুইসঁ	... ...	আর্‌গঁর কনিষ্ঠা কন্যা ও অঁজেলিকের ভগিনী।
বেরাল্‌দ্‌	... ...	আর্‌গঁর ভ্রাতা।
ক্লেয়াঁৎ	... ...	অঁজেলিকের প্রণয়ী।
মঃ দিয়াফোয়ারি	...	জনৈক ডাক্তার।
তমা দিয়াফোয়ারি	...	মঃ দিয়াফোয়ারির পুত্র এবং অঁজেলিকের প্রণয়ী।
মঃ পিরগঁ	... ...	আর্‌গঁর ডাক্তার।
মঃ ফ্লারঁ	... ...	ঔষধ-বিক্রেতা।
মঃ বন্‌ফোয়া	... ...	সলিসিটর্‌।
তোয়ানেৎ	... ...	চাকরানী।

স্থান—প্যারী।

ব্যাধি-বিলাসী

প্রথম অঙ্ক*

প্রথম দৃশ্য।—আর্‌গঁ।

আর্‌গঁ, (একাকী নিজের ঘরে উপবিষ্ট। তাঁর সামনে একটি টেবিল। ঔষধের দোকানের হিসাব পরীক্ষা করিয়া দেখিতে দেখিতে নিজের মনে কথা বলিতেছেন—

তিন আর দুই পাঁচ, আর পাঁচ দশ, আর দশ কুড়ি। তিন আর দুয়ে পাঁচ। "এবং চব্বিশ তারিখ, কোষ্ঠস্নিগ্ধকারী, কোষ্ঠশুদ্ধিকারী ডুশ—বাবুর অন্ত্র স্নিগ্ধ, বিশুদ্ধ, সরস করার জন্য।" ফ্লারঁ ডাক্তারের এইটুকু আমার কাছে ভালো লাগে যে, তার হিসেব সব সময়ে বড়োই ভদ্র। "বাবুর অন্ত্র তিরিশ সু।" বেশ; কিন্তু ফ্লারঁ মশাই, খালি ভদ্র হোলেই হয় না, ন্যায্য হওয়াও চাই; রোগীদের গলা কাটা উচিত নয়। তিরিশ সু অ্যাকটা ডুশ! আমি তোমার শ্রীচরণের দাস, তা' তো বলেইছি। তুমি আগে এগুলো বিশ সু ধরোছো, আর ডাক্তারের ভাষায় বিশ সু হোলো দশ সু; ঐ হোলো দশ সু। "এবং ঐ দিন, চমৎকার কোষ্ঠপরিষ্কারক ডুশ, বাবুর নিম্ন পাকস্থলি বিধৌত এবং নির্ম্মল করার জন্য প্রেসক্রিপশন্ অনুযায়ী দ্বিগুণশক্তিধারী বিশ্বরোগৌষধি, রেউচিনি, গোলাপমধু ইত্যাদি সংমিশ্রণে প্রস্তুত,

---

* প্রস্তাবনা এবং বিষ্কম্ভ তিনটির অনুবাদ করা হইল না।

তিরিশ স্যু।” দশ স্যু হোক, কী বলো! “এবং ঐ দিন সন্ধ্যায়, যকৃৎসহায় তন্দ্রাকর্ষক সুপ্তিপ্ররোচক পানীয় ভেষজ—বাবুর নিদ্রাকর্ষণের জন্য প্রস্তুত—পঁয়ত্রিশ স্যু।” এতে আমি আপত্তি কোরছিনে, কারণ, এতে আমার বেশ ঘুম হইছিলো। দশ, পনরো, ষোলো আর সতরো স্যু ছয় দেনিয়ে। “এবং পঁচিশ তারিখ, বাবুর পিত্ত-নিঃসরণ ও নিকাশের জন্য পিরুর্গঁ মহাশয়ের প্রেসক্রিপ্‌শন্ অনুযায়ী তাজা বন্য দারুচিনি, সোণামুখী প্রভৃতি সংমিশ্রণে প্রস্তুত রেচক বলবর্দ্ধক মহৌষধ, চার লিভ্‌র্।” ও—ফ্লাঁর মশাই, এটা ঠাট্টা, রোগীদের সঙ্গে সদাচরণ করা উচিত। পিরুর্গঁ মশায় তোমাকে চার ফ্রঁ ধোরতে বলে নি। ধরো, ধরো তিন লিভ্‌র্, ক্যামন? কুড়ি আর তিরিশ স্যু। “এবং ঐ দিন, বাবুর সুষুপ্তির জন্য বেদনাপনোদক, বলবর্দ্ধক পানীয় ভেষজ—তিরিশ স্যু।” বেশ...দশ আর পনরো স্যু। “এবং ছাব্বিশ তারিখ, বাবুর বায়ু দমনের জন্য বায়ুপ্রশম ডুশ—তিরিশ স্যু।” দশ স্যু, ফ্লাঁর মশাই। “এবং বাবুর ডুশ, পুনরায় সন্ধ্যায়, উপরিউক্ত মতে—তিরিশ স্যু।” দশ স্যু। “এবং সাতাশ তারিখ, দেহের দুষ্ট রস নিঃসরণ দ্রুততর করা এবং নিকাশের জন্য প্রস্তুত মহৌষধি—তিন লিভ্‌র্।” বেশ, কুড়ি আর তিরিশ স্যু, খুব খুশী হলাম ন্যায্য চেয়েছো দেখে। “এবং আঠাশ তারিখ, অ্যাক মাত্রা শোধিত মিষ্ট ঘোল, বাবুর শোণিত স্নিগ্ধ ও সতেজ করার জন্য—কুড়ি স্যু।” ভালো, দশ স্যু। “আর, বারো রতি বেজোয়ার, লেবু ও দাড়িম্বের রস এবং অন্যান্য অনুপান সহ ব্যবস্থানুযায়ী প্রস্তুত ধারক হৃৎশক্তিবর্দ্ধক পানীয়—পাঁচ লিভ্‌র্।” আ, ফ্লাঁর মশায়, একটু ঠাণ্ডা হোয়ে, কিছু যদি মনে না করো। তুমি যদি অ্যামন ধরো কোরতে থাকো, তা' হোলে আর রোগী হোতে ইচ্ছে করে না; চার ফ্রঁ নাও; কুড়ি আর চল্লিশ স্যু। তিন আর দুই পাঁচ, আর পাঁচ

দশ, আর দশে কুড়ি। তেষট্টি লিভ্‌র্ চার সু ছয় দেনিয়ে। তা' হোলে এ মাসে আমি অ্যাক, দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট নম্বর ওষুধ, আর, অ্যাক' দুই, তিন, চার, পাঁচ, ছয়, সাত, আট, নয়, দশ, অ্যাগারো, বারোটা ডুশ নিয়েছি; আর, ও মাসে ছিলো বারোটা ওষুধ কুড়িটা ডুশ। এ মাসে যে গত মাসের মতো সুস্থ থাকিনি তা'তে আশ্চর্য্য হবার নেই। এটা ঠিক্ কোরে দেবার জন্যে আমি পিরগঁ মশাইকে বোলবো। এ সব যাক! কেউ কি নেই? আমি মিছে বোকে মরি, আমাকে সব সময়ে অ্যাকা ফেলে যাবে; এদের এখানে আটকে রাখার উপায় নেই। (ঘণ্টা বাজাইলেন)। এরা শুনতে পায় না আর এই ঘণ্টায় যথেষ্ট আওয়াজও হয় না। ক্রীং, ক্রীং, ক্রীং, কোনো কাজ হবে না! ক্রাং, ক্রীং, ক্রীং, এরা কালা। তোয়ানেৎ! ক্রীং, ক্রীং, ক্রীং। য্যানো আমি ঘণ্টাই বাজাচ্ছিনে! বাঁদরী! পাজি! ক্রীং, ক্রীং, ক্রীং; আমি রেগে যাচ্ছি। (ঘণ্টা বাজানো বন্ধ করিয়া মুখে চ্যাচাইতে লাগিলেন।) কিড়িং, কিড়িং, কিড়িং। হতচ্ছারি জাহান্নমে যাক। এই ভাবে অ্যাকজন অসহায় রোগীকে অ্যাকা ফেলে যেতে পারে! কিড়িং, কিড়িং, কিড়িং; কী দুঃখের কথা! কিড়িং, কিড়িং, কিড়িং। হায় ভগবান্‌; আমাকে এইখানে মরবার জন্যে ফেলে রাখবে। কিড়িং, কিড়িং, কিড়িং।

দ্বিতীয় দৃশ্য।—তোয়ানেৎ, আর্গঁ

তোয়ানেৎ, (ঘরে প্রবেশ করিতে করিতে)—এই যাই।

আর্গঁ—আ বাঁদরী! আ হতচ্ছারী!

তোয়ানেৎ, (মাথায় আঘাত লাগিল এইরূপ ভান করিয়া)—

আপনার অসহ্যপনা চুলোয় যাক। অ্যাতো তাড়াহুড়ো করেন যে, জানলার খড়খড়ির কোণে জোর গুঁতো খেইছি মাথায়।

আর্গঁ, (ক্রুদ্ধ হইয়া)—আ মিথ্যুক......

তোয়ানেৎ, (আর্গঁর কথায় বাধা দিবার জন্য এবং তাঁর চীৎকার বন্ধ করার জন্য ক্রমাগত কাতড়াইতে লাগিল)—উ—ঃ

আর্গঁ—হোলো গিয়ে......

তোয়ানেৎ—উ—ঃ

আর্গঁ—হোলো গিয়ে অ্যাক ঘণ্টা......

তোয়ানেৎ—উ—ঃ

আর্গঁ—তুই আমাকে ফেলে গিইছিস......

তোয়ানেৎ—উ-ঃ

আরগঁ—চুপ কর পাজি, তোকে আমি বোকবো।

তোয়ানেৎ—হ্যাঁ, তা' তো বটেই।

আর্গঁ—তোর জন্যে আমার গলা ধোরে গ্যালো, হতচ্ছাড়ী।

তোয়ানেৎ—আর আপনার জন্যে আমার মাথা ভেঙ্গে গ্যালো; এটা ওটার সমান। কাটাকুটি হোয়ে গ্যালো, কী বলেন?

আর্গঁ—কী পাজি......

তোয়ানেৎ—আপনি যদি বকেন, আমি কাঁদতে থাকবো।

আর্গঁ—আমাকে ফেলে যাওয়া, মিথ্যেবাদী......

তোয়ানেৎ,—(ক্রমাগত বাধা দিবার জন্য)—উ—ঃ।

আর্গঁ—বাঁদরী! তুই চাস......

তোয়ানেৎ—উ—ঃ।

আর্গঁ—কী! তোকে বোকবার আরামও পাবে না ফের?

তোয়ানেৎ—প্রাণ ভোরে বকুনঃ আমি তাই চাই।

আর্‌গঁ—দিচ্ছিস কই বাঁদরী, ক্রমাগত বাধা দিয়ে দিয়ে ?

তোয়ানেৎ—বকার মজাটা যদি আপনি পান, কাঁদার আরামটা আমার পাওয়া উচিত। যে যার নিজের টুকু—বেশি কিছু নয়। উ—ঃ।

আর্‌গঁ—যাক গে, এ সহ্য কোরতেই হবে। আমায় রক্ষে কর, হারামজাদী, আমায় রক্ষে কর। (আর্‌গঁ চেয়ার ছাড়িয়া উঠিলেন।) আমার ডুশে কি আজ ভালো কাজ করেছেঁ ?

তোয়ানেৎ—আপনার ডুশ ?

আর্‌গঁ—হাঁা। আমার পিত্তি ঠিক আছে তো ?

তোয়ানেৎ—ও মা ! আমি ওসব ব্যাপারে নেই। ওসব ফ্লারঁ বাবুর, কারণ, লাভটা তাঁরই।

আর্‌গঁ—এখুনি আর অ্যাকটা ডুশ নিতে হবে, সেই জন্যে যদি কেউ একটু যুষ ঠিক কোরে রাখতো আমার জন্যে !

তোয়ানেৎ—ঐ ফ্লারঁ বাবু আর পির্‌গঁ বাবু, ওঁরাই আপনার শরীরটি নিয়ে পরমানন্দে আছেন ; ওঁরা আপনাকে বেশ দোবার গাই পেয়েছেন। আমি যদি তাঁদের জিগ্যেস করি কী অসুখ আপনার তা' হোলেই অ্যাক গাদা ওষুধ তৈরি হোয়ে যাবে আপনার জন্যে।

আর্‌গঁ—চুপ করো, নির্বোধ। ওষুধের প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের ওপর খবরদারি করা তোমার কম্ম নয়। যদি আঁজেলিক্ মা' কে কেউ ডেকে দিতো, আমি তা' কে অ্যাকটা কথা বোলতাম।

তোয়ানেৎ—ঐ, নিজেই আসছে ; ও আপনার মনের কথা টের পেয়েছে।

তৃতীয় দৃশ্য—অঁজেলিক্, তোয়ানেৎ, আর্গাঁ।

আর্গাঁ—এসো অঁজেলিক্, ঠিক সময়ে এসেছো; আমি তোমার সঙ্গে কথা বোলতে চাই।

অঁজেলিক্—এই যে, বলুন।

আর্গাঁ, (পায়খানার দিকে দৌড়াইতে দৌড়াইতে)—শোনো। আমার ছড়িগাছ দাও! এখুনি আসছি।

তোয়ানেৎ, (বিদ্রূপ করিয়া)—তাড়াতাড়ি আসুন, বাবু, তাড়াতাড়ি! যতো জ্বালা দ্যায় আমাদের এই ফ্লারঁ বাবু।

চতুর্থ দৃশ্য—অঁজেলিক্, তোয়ানেৎ

অঁজেলিক্, (ঢুলুঢুলু নেত্রে চাহিয়া বিশ্রম্ভালাপের স্বরে)—তোয়ানেৎ!

তোয়ানেৎ—কী?

অঁজেলিক্—আমার দিকে একটু চা!

তোয়ানেৎ—বেশ! এই চাইলাম।

অঁজেলিক্—তোয়ানেৎ!

তোয়ানেৎ—বেশ, কী "তোয়ানেৎ"?

অঁজেলিক্—তুই কি মোটেই বুঝছিসনে কী বোলতে চাইছি?

তোয়ানেৎ—যথেষ্ট বুঝছি; আমাদের তরুণ প্রেমিকের সম্বন্ধে। কারণ, ছ দিন ধোরে খালি তা'র কথাই হচ্ছে, আর, সব সময়ে তা'র কথা না বোললে তোমার মোটেই ভালো লাগে না।

অঁজেলিক্—যখন জানিস, নিজেই তা'র সম্বন্ধে কথা পাড়িস না ক্যানো, কষ্টটা বেঁচে যায় আমার?

তোয়ানেৎ—তুমি আমায় সে অবসরই দ্যাওনা, উপরন্তু তোমার ও বিষয়ে ভাবনা অ্যাতো যে তা' আটকানোই দায়।

অঁজেলিক্—মাইরি বোলছি, তা'র সম্বন্ধে কথা বলার অবসর যে তোকে দোবো তা' পারিনা। যখনই মনের কথা খুলে তোকে বোলতে পারি, অ্যাতো ভালো লাগে! আচ্ছা, বলতো তোয়ানেৎ, তা'র প্রতি আমার যে মনের ভাব তা' কি তুই খারাপ বলিস?

তোয়ানেৎ—মোটেই না।

অঁজেলিক্—এই মিষ্টিমধুর ভাবনায় গা ঢেলে দিয়ে কি ভুল করি?

তোয়ানেৎ—তা' তো বলিনে।

অঁজেলিক্—আর, সে যে তা'র এই আবেগভরা প্রেমের সুকুমার উচ্ছ্বাস আমার প্রতি দ্যাখায় তা'তে আমার মনে কোনোই ছাপ না পড়ুক, এই কি তুই চাইতিস?

তোয়ানেৎ—বালাই।

অঁজেলিক্—আচ্ছা, বলতো, এই যে আমাদের হঠাৎ পরিচয় হোয়ে যাওয়ার ব্যাপারটা, এর মধ্যে ভগবানের কিছু হাত অদৃষ্টের কিছু খ্যালা, দেখতে পাস না কি আমার মতো?

তোয়ানেৎ—হ্যাঁ।

অঁজেলিক্—আমাকে না চিনেই এই যে আমার পক্ষ সমর্থন করা, এটা পুরোপুরি অ্যাকজন সজ্জনের কাজ, একি তোর মনে হয় না?

তোয়ানেৎ—হ্যাঁ।

অঁজেলিক্—এর চেয়ে উদার ব্যবহার আর হোতে পারে না, অ্যাঁ?

তোয়ানেৎ—ঠিকই।

অঁজেলিক্—সব জিনিসটা অ্যামন চমৎকার ভাবে কোরলে অ্যাঁ।

তোয়ানেৎ—হুঁ।

অঁজেলিক—তা'র চেহারা খুব সুন্দর লাগে, না ?

তোয়ানেৎ—নিশ্চয়।

অঁজেলিক্—অমোন ভঙ্গী আর কারো হয় না, অঁ্যা ?

তোয়ানেৎ—সন্দেহ নেই।

অঁজেলিক্—তা'র কাজকর্ম্মেও যেম্নি, কথাবাত্রাতেও তেম্নি, অ্যাকটা মহত্ত্বের ছাপ আছে, অঁ্যা ?

তোয়ানেৎ—ঠিক।

অঁজেলিক—সে যে সব কথা আমায় বলে তা'র চেয়ে আবেগময় কিছু শোনা সম্ভব নয়, অঁ্যা ?

তোয়ানেৎ—বাস্তবিক।

অঁজেলিক্—আমাদের পরস্পরের প্রতি স্বর্গীয় অনুরাগের মধুর আবেগের পথ বন্ধ কোরে দিয়ে আমাকে অ্যাকটা বাঁধনের মধ্যে আবদ্ধ কোরে রাখা—এর চেয়ে বিরক্তিকর আর কী হোতে পারে, অঁ্যা ?

তোয়ানেৎ—ঠিক বলেছো।

অঁজেলিক্—কিন্তু, তোয়ানেৎ বে, তোর কি বিশ্বাস হয় যে, ও মুখে যতোটা বলে ততোটা ভালোবাসে আমায় ?

তোয়ানেৎ— ঐ, ঐ, এ সব বিষয়ে সময়ে সময়ে একটু সাবধান হোতে হয়। ভালোবাসার ভান অনেকটা সত্যিকারের ভালোবাসার মতো দেখতে, আমি কয়েকজন ভয়ানক কপট লোক দেখেছি।

অঁজেলিক্—উঃ, তোয়ানেৎ কী বলিস ? হায়, যে ভাবে সে কথা বলে তা'তে কি সম্ভব যে সে আমায় সত্যি কথা বলে না ?

তোয়ানেৎ—যা'ই হোক, এটা শীগগিরই পরিষ্কার হোয়ে যাবে। কাল যে সে তোমায় লিখেছে যে সে তোমায় বিয়ে করার প্রস্তাব নিয়ে আসবে, এর থেকেই সে সত্যি বোলছে কি মিথ্যে বোলছে—তা'

বোঝার সোজা রাস্তা পাওয়া যাবে। ঐ টেই হবে গিয়ে চমৎকার কষ্টি পাথর।

অঁজেলিক্—হ্যাঁ, তোয়ানেৎ, ও যদি আমায় প্রতারণা করে, জীবনে আর কারুকে বিশ্বাস কোরবো না।

তোয়ানেৎ—ঐ তোমার বাবা ফিরে আসছেন।

৫ম দৃশ্য।—আর্গঁ, অঁজেলিক্, তোয়ানেৎ।

আর্গঁ, (চেয়ারে বসিলেন)।—মা, তোমাকে অ্যাকটা নতুন খবর দিচ্ছি, যা' হয়তো তুমি আশা করো না। তোমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে। ও কী? হাঁসছো? মজার কথা বটে, হ্যাঁ, বিয়ের কথা মজার। যুবতীদের পক্ষে অ্যামন মজার জিনিস আর নেই। স্বভাব! স্বভাব! যা' দেখছি, মা, বিয়ে কোরবে কি না অ্যাকবার জিজ্ঞেস কোরলেই হোলো।

অঁজেলিক্—আপনি যা' হুকুম কোরবেন, তা'ই আমার করা কর্তব্য, বাবা!

আর্গঁ—অ্যাতো বাধ্য মেয়ে পেয়ে আমি বড়ো সুখী। তা' হোলে হোয়ে গ্যালো; আমি কথাও দিয়েছি।

অঁজেলিক্—আপনার যা' ইচ্ছে তা'ই অন্ধভাবে করাই আমার কাজ, বাবা!

আর্গঁ—তোমার বিমাতার ইচ্ছা ছিলো যে, তোমাকে আর তোমার ছোটো বোন লুইসঁকেও মঠের সন্ন্যাসিনী কোরে দিই। সব সময়ে তিনি এই মত দৃঢ়ভাবে পোষণ কোরেছেন।

তোয়ানেৎ (অতি নিম্ন স্বরে)—ঐ পাজির মনে উদ্দেশ্য আছে।

আর্গঁ—তিনি এই বিয়েতে কিছুতেই রাজি হোতে চান নি ; কিন্তু আমি তাঁর মত করিয়েছি। আর, কথা দিয়েছি।

অঁজেলিক্—বাবা, আপনি যে আমার জন্যে কী করেন!

তোয়ানেৎ—বাস্তবিক, আমার খুব ভালো লাগছে এতে। এইটে আপনার জীবনের সব চেয়ে বিজ্ঞোচিত কাজে হোলো।

আর্গঁ—পাত্রটিকে আমি আমি অ্যাখনো দেখিনি, কিন্তু শুনেছি যে আমার পছন্দ হবে এবং তোমারও।

অঁজেলিক্—নিশ্চয়, বাবা।

আর্গঁ—কী কোরে! তুমি কি তা'কে দেখেছো?

অঁজেলিক্—আপনি যখন রাজি হেয়েছেন, তখন মন খুলে বোলতে পারি। বোলতে কি, দৈবাৎ আমাদের পরিচয় হোয়ে গিয়েছে এই ছ দিন হোলো, প্রথম দৃষ্টিতেই পরস্পরের প্রতি যে অনুরাগ জন্মেছে, তা'র ফলেতেই আপনার কাছে এ প্রস্তাব এসেছে।

আর্গঁ—আমি সে কথা শুনিনি, কিন্তু আমি খুব খুশী হলাম, এ ভাবে জিনিসটা যে হোলো তা'তে ভালোই হোলো। শুনছি ছেলেটি চমৎকার সুদর্শন যুবক।

অঁজেলিক্—হ্যাঁ, বাবা।

আর্গঁ—গড়নটা সুন্দর।

অঁজেলিক্—নিঃসন্দেহ।

আর্গঁ—মধুর আকৃতি।

অঁজেলিক্—নিশ্চয়।

আর্গঁ—সুদর্শন।

অঁজেলিক্—খুব।

আর্গঁ—বুদ্ধিমান্ এবং সদ্বংশজাত।

অঁজেলিক্—পুরোপুরি!

আর্গঁ—খুব সাধুচরিত্র।

অঁজেলিক্—অ্যাতো সাধু আর কেউ হয় না।

আর্গঁ—ভালো ল্যাটিন ও গ্রীক্ বোলতে পারে।

অঁজেলিক্—তা' জানি না।

আর্গঁ—তিনদিনের মধ্যে ডাক্তার হোয়ে বেরুবে।

অঁজেলিক্—উনি, বাবা?

আর্গঁ—হ্যাঁ; ক্যানো, তোমাকে বলেনি?

অঁজেলিক্—না তো! আপনাকে কে এ কথা বোললে?

আর্গঁ—পির্গঁ মশায়।

অঁজেলিক্—পির্গঁ মশায় কি তা'কে চেনেন?

আর্গঁ—কী কথা! চিনবেন না তো কী, তাঁর যে আপন ভাগ্নে।

অঁজেলিক্—ক্লেয়াঁৎ পির্গঁ মশায়ের ভাগ্নে?

আর্গঁ—কোন ক্লেয়াঁৎ? আমরা তা'র কথা বোলছি যা'র সঙ্গে তোমার বিয়ের প্রস্তাব এসেছে।

অঁজেলিক্—ও—হ্যাঁ।

আর্গঁ—হাঁ, পির্গঁ মশায়ের ভাগ্নে, তাঁর ভগ্নীপতি ডাক্তার দিয়াফোয়ারির ছেলে। ছেলেটির নাম হোলো তমা দিয়াফোয়ারি—ক্লেয়াঁৎ নয়। আজ সকালে আমি, পির্গঁ মশায় আর ফ্লার্ঁ মশায় বোসে এই বিবাহ স্থির করেছি। ভাবী জামাইকে কাল তা'র বাপ সঙ্গে কোরে নিয়ে আসবে আমার কাছে। কী? তুমি যে অ্যাকেবারে স্তম্ভিত হোয়ে গেলে?

অঁজেলিক্—আমি বুঝতে পারলাম, বাবা, আপনি অ্যাকজনের কথা বোলছিলেন, আমি আর অ্যাকজনের কথা মনে কোরেছিলাম।

তোয়ানেৎ—কী! বাবু, আপনি অ্যাকটা হাসির ব্যাপার কোরলেন! আপনার অ্যাতো ধনসম্পত্তি, আর, আপনি মেয়ের বিয়ে দেবেন অ্যাক ডাক্তারের সঙ্গে?

আর্গঁ—হ্যাঁ। তোর তা'তে কী, পাজি, বেয়াদব?

তোয়ানেৎ—আরে বাপ! গোড়াতেই গালাগাল দিতে আরম্ভ কোরলেন! না রেগে গিয়ে কি সবাই মিলে বিচার বিবেচনা করা যায় না? আসুন, ঠাণ্ডা হোয়ে কথা বলা যাক। যদি কিছু মনে না করেন—এই বিয়ের সপক্ষে আপনার কী যুক্তি?

আর্গঁ—আমার যুক্তি হোলো এই যে, আমি যে রকম অশক্ত এবং রুগ্ন তা'তে আমি চাই যে আমার জামাই ও দুচার জন কুটুম্ব ডাক্তার হয়, যা'তে কোরে আমার রোগের প্রতিকারের ব্যবস্থা হয়, আমার পরিবারের মধ্যেই অ্যামন কেউ থাকেন যাঁরা আমার রোগ দূর কোরতে পারেন এবং কন্‌সাল্‌টেশন্ ও প্রেস্‌ক্রিপ্‌শন্ ভালো বাসেন।

তোয়ানেৎ—বেশ, এটা অ্যাকটা কারণ হোলো। পরস্পরকে ঠাণ্ডা হোয়ে জবাব দেওয়ায় আরাম আছে। কিন্তু, বাবু, আপনি বুকে হাত দিন তো! বাস্তবিকই কি আপনার অসুখ?

আর্গঁ—কী, পাজি! আমার অসুখ কি না? আমার অসুখ কি না, বেয়াদব?

তোয়ানেৎ—বেশ, হ্যাঁ আপনি অসুস্থ: এ নিয়ে কোনই বিবাদ নেই। হ্যাঁ, আপনি খুব অসুস্থ; এ বিষয়ে আমি অ্যাকমত; অ্যাতো অসুস্থ যে ধারণা করা যায় না! হোলো। কিন্তু আপনার মেয়ের

চাই স্বামী তা'র নিজের জন্যে, এবং মেয়ে অসুস্থ না হওয়ায় তা'কে ডাক্তারের হাতে দেওয়ার দরকার নেই।

আর্গ—তা'কে ডাক্তারের হাতে দিচ্ছি আমার নিজের জন্যে; সৎ স্বভাবের মেয়ের আনন্দিতই হওয়া উচিত অ্যাগন লোককে বিয়ে কোরে যে তা'র বাপের স্বাস্থ্যের জন্যে কাজে আসবে।

তোয়ানেৎ—বাস্তবিক বাবু, আপনি কি চান যে বন্ধুভাবে আপনাকে অ্যাকটা পরামর্শ দি?

আর্গ—কী পরামর্শ?

তোয়ানেৎ—এ বিয়ের কথা কখনো মনে স্থান দেবেন না।

আরগঁ—কারণ কী?

তোয়ানেৎ—কারণ এই যে, আপনার মেয়ে কখনো রাজি হবে না।

আর্গ—রাজি হবে না?

তোয়ানেৎ—না।

আরগঁ—আমার মেয়ে?

তোয়ানেৎ—আপনার মেয়ে। সে আপনাকে বোলবে যে, সে দিয়াফোয়ারি মশায়কে চায় না, তাঁর ছেলে তমা দিয়াফোয়ারিকেও চায় না, তুনিয়াব কোনো দিয়াফোয়ারিকেই চায় না।

আর্গ—সে আমি বুঝবো। আর, তা' ছাড়া, পয়সা কড়ির দিক্ দিয়ে এ সম্বন্ধটি অ্যাতো ভালো যে তা' ধারণা করা যায় না। দিয়াফোয়ারি মশায়ের এই অ্যাক মাত্র ছেলে, সবই পাবে, তা' ছাড়া পির্গ মশায়ের স্ত্রীও নেই সন্তানও নেই, তিনি তাঁর সব সম্পত্তিই ওকে দেবেন এই বিয়ে হোলে; আর, পির্গ মশায়ের বাৎসরিক আয় পাক্কা আটটি হাজার লিভ্র্।

তোয়ানেৎ—অ্যাতো বড়োলোক হবার জন্যে তাঁকে অনেকগুলি লোককে মারতে হয়েছে নিশ্চয়।

আর্গঁ—আট হাজার লিভ্র্ আয় বেশ কিছু—বাপের সম্পত্তি ছেড়ে দিলেও।

তোয়ানেৎ—বাবু, এ সব বেশ ভালো ; কিন্তু আমার ঐ কথা। নিজেদের মধ্যে কথা হচ্ছে তা'ই বলি, অন্য পাত্র খুঁজুন, ও দিয়াফোয়ারি-গিন্নি হবে না।

আর্গঁ—আর আমি চাই যে তাই হয়।

তোয়ানেৎ—ছি! একথা বোলবেন না।

আর্গঁ—কী! ও কথা বোলবো না!

তোয়ানেৎ—না।

আর্গঁ—ক্যানো বোলবো না?

তোয়ানেৎ—লোকে বোলবে যে আপনি যা বলেন তা' আপনি ভাবেন না।

আর্গঁ—লোকের যা' ইচ্ছে লোকে বোলবে ; কিন্তু আমি তোমায় বোলছি, আমি চাই যে আমি যে কথা দিয়েছি সেই অনুসারে ও কাজ করুক।

তোয়ানেৎ—না ; আমি ঠিক জানি যে ও তা' কোরবে না।

আর্গঁ—আমি বাধ্য কোরবো।

তোয়ানেৎ—ও তা' কোরবে না, আমি আপনাকে বোলে দিচ্ছি।

আর্গঁ—কোরবে, নয়তো ওকে সন্ন্যাসিনী-আশ্রমে রেখে দেবো।

তোয়ানেৎ—আপনি?

আর্গঁ—আমি।

তোয়ানেৎ—ভালো!

আর্গঁ—ভালো মানে ?

তোয়ানেৎ—আপনি ওকে আশ্রমে রাখবেন না।

আর্গঁ—রাখবো না ?

তোয়ানেৎ—না।

আর্গঁ—না ?

তোয়ানেৎ—না।

আর্গঁ—বা:, মজার কথা! আমার ইচ্ছে হোলে মেয়েকে আশ্রমে রেখে দেবো না ?

তোয়ানেৎ—না, বোলে দিলাম।

আর্গঁ—কে আমায় আটকাবে ?

তোয়ানেৎ—আপনি নিজেই।

আর্গঁ—আমি ?

তোয়ানেৎ—হ্যাঁ। আপনার মন সোরবে না।

আর্গঁ—সোরবে।

তোয়ানেৎ—আপনি তামাসা কোরছেন।

আর্গঁ—মোটেই না।

তোয়ানেৎ—পিতৃ-স্নেহ আপনার মন জুড়ে বোসবে।

আর্গঁ—অ্যাকেবারেই না।

তোয়ানেৎ—অ্যাক ফোঁটা কি দু ফোঁটা চোখের জল, হাত দিয়ে গলা জড়িয়ে ধরা, অ্যাকবার মিষ্টি কোরে বলা, 'বাবা! বাবা গো,'—এতেই আপনার মন যাবে গোলে।

আর্গঁ—ও সব কিছুতেই কিছুই হবে না।

তোয়ানেৎ—হ্যাঁ হ্যাঁ।

আর্গঁ—আমি তোমায় বোলে রাখছি, আমি বিন্দুমাত্র বিচলিত হবো না।

তোয়ানেৎ—বাজে কথা।

আর্গঁ—কে বলে বাজে কথা ?

তোয়ানেৎ—আমি আপনাকে চিনি, আপনি মানুষ ভালো।

আর্গঁ, (সক্রোধে)—আমি মোটেই ভালো নই, আমি খুশিমতো দুষ্টু হই।

তোয়ানেৎ—ঠাণ্ডা হোয়ে বোলবেন, বাবু, আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে আপনি অসুস্থ।

আর্গঁ—আমি চূড়ান্ত ভাবে আদেশ দিচ্ছি যে, যে স্বামীর কথা আমি বোলেছি সেই স্বামীকে গ্রহণ করার জন্যে ও প্রস্তুত হোক।

তোয়ানেৎ—আর আমি, আমি তা'কে চূড়ান্ত ভাবে বারণ কোরছি অমন কাজ না কোরতে।

আর্গঁ—ব্যাপারটা কী? অ্যাক চাকরানী হারামজাদীর অ্যাতো দূর আস্পর্দ্ধা যে তা'র প্রভুর মুখের ওপর অ্যামন ধারা কথা বলে !

তোয়ানেৎ—প্রভু যদি বিবেচনা কোরে না দ্যাখেন তিনি কী কোরছেন, তা' হোলে বুদ্ধিমতী চাকরানীর অধিকার আছে তাঁর ভুল শুধরে দেবার।

আর্গঁ, (তোয়ানেতের প্রতি ধাবিত হইলেন)—ও বেয়াদব ! তোকে পিটিয়ে ঠিক করা দরকার।

তোয়ানেৎ, (আত্মরক্ষা করিল)—আপনার সম্মানের হানি হয় অ্যামন জিনিসে বাধা দেবার অধিকার আছে আমার।

আর্গঁ, (ক্রুদ্ধ হইয়া যষ্টি হস্তে চেয়ারের চতুর্দ্দিকে উহার পশ্চাদ্ধাবন

করিতে লাগিলেন)—আয়, আয়, ক্যামন কোরে কথা বোলতে হয় শিখিয়ে দিই।

তোয়ানেৎ, (দৌড়াইয়া চেয়ারের যে দিকে আরগঁ নাই সে দিকে রহিয়া আত্মরক্ষা পূর্ব্বক)—আমার দ্যাখা কর্ত্তব্য যে আপনি বোকার মতো কিছু না করেন, সেইটুকুই দেখছি।

আরগঁ—বাঁদরী!

তোয়ানেৎ—না, এই বিয়েতে আমি কখনই রাজি হবো না।

আরগঁ—লক্ষ্মীছাড়ী!

তোয়ানেৎ—আপনার তমা দিয়াফোয়ারিকে ও বিয়ে করে, এ আমি কখনই চাই না।

আরগঁ—হতচ্ছারী!

তোয়ানেৎ—আর, আপনার কথার চেয়ে আমার কথা ও বেশি শুনবে।

আরগঁ—অঁজেলিক্, তুমি কি এই পাজিটার মুখ বন্ধ কোরবে না?

অঁজেলিক্—বাবা, আপনি অসুখ বাধাবেন না!

আরগঁ, যদি তুমি ওকে চুপ না করাও, তা' হোলে তোমায় অভিশাপ দেবো।

তোয়ানেৎ—আর, আমি কোরবো ওকে ত্যাজ্য যদি আপনার কথা শোনে।

আরগঁ, (উহার পশ্চাতে দৌড়াইতে দৌড়াইতে ক্লান্ত হইয়া বসিয়া পড়িলেন)—উঃ! উঃ! আর পারি না। আমায় শেষ কোরবে।

ষষ্ঠ দৃশ্য—বেলীন্, অঁজেলিক্, তোয়ানেৎ, আর্গঁ।

আর্গঁ—ওগো, কাছে এসো।

বেলীন্—কী হয়েছে গো ?

আর্গঁ—একটু এদিকে এসে আমায় বাঁচাও।

বেলীন্—আহা, হোলো কী গো ?*

আর্গঁ—ও গো !

বেলীন্—ও গো !

আর্গঁ—আমায় রাগিয়ে দিয়েছে।

বেলীন্—হায়, হায় ! ক্যামন কোরে গো ?

আর্গঁ—তোমার ঐ হারামজাদী তোয়ানেৎ দিন দিন অ্যাতো বেয়াদব হোয়ে উঠেছে !

বেলীন্—তুমি এতে রেগে উঠোনা।

আর্গঁ—ও আমায় চটিয়ে দিয়েছে গো !

বেলীন্—আস্তে আস্তে কথা বলো গো !

আর্গঁ—অ্যাক ঘণ্টা ধোরে আমায় বাধা দিয়েছে যা' কোরতে চাই তা'তে।

বেলীন্—আস্তে, আস্তে কথা বলো।

আর্গঁ—আর, তা'র অ্যাতোদূর সাহস যে আমায় বলে যে আমার মোটেই রোগ নেই।

বেলীন্—বেয়াদব।

আর্গঁ—তুমি তো জানো গো !

বেলীন্—হ্যাঁ, গো, ও অন্যায় করেছে।

* যদি কোনও স্বামী-সোহাগিনী সীমন্তিনী mon petit fils কথাটির বঙ্গানুবাদ অনুবাদককে গোপনে জানাইয়া দেন, তাহা হইলে তিনি ধন্যবাদার্হ হইবেন।

আরগঁ—এই হারামজাদী আমায় শেষ কোরবে।

বেলীন্—বালাই, বালাই।

আরগঁ—আমার রাগের কারণটাই ও।

বেলীন্—তুমি অ্যাতো রেগো না।

আরগঁ—কতোদিন যে বলেছি ওকে তাড়িয়ে দিতে!

বেলীন্—আচ্ছা দ্যাখো, চাকর চাকরানীর দোষ থাকবেই, সেই জন্যে সময়ে সময়ে তাদের সদ্‌গুণের কথা ভেবে বদগুণ সইতে হয়। এটা চালাক চতুর, যত্ন করে, পরিশ্রম করে, আর, সব চেয়ে বড়ো গুণ, বিশ্বাসী। জানোই তো, আজকাল খুব সাবধান হোয়ে লোকজন রাখতে হয়। কী-রে, তোয়ানেৎ?

তোয়ানেৎ—মা!

বেলীন্—বাবুকে চটিয়েছো ক্যানো?

তোয়ানেৎ (মিষ্ট কণ্ঠে)—আমি, মা? কী বোলবো! কী বোলতে চাচ্ছ জানিনা। আমি তো সব বিষয়ে বাবুর মন জুগিয়ে চোলতেই চাই।

আরগঁ—মিথ্যেবাদী!

তোয়ানেৎ—উনি বোললেন যে, উনি দিয়াফোয়ারি মশায়ের ছেলের সঙ্গে মেয়ের বিয়ে দিতে চান; আমি বোললাম যে এ বিয়ে ভালোই হবে, কিন্তু তা'র চেয়ে ওকে আশ্রমে রেখে দেওয়া ভালো।

বেলীন্—এতে তো বিশেষ কিছু দোষের নেই; আমার তো মনে হয় ঠিকই বলেছে।

আরগঁ—তুমি ওর কথা বিশ্বাস কোরলে গো! ও হোলো শয়তান, শত রকম বেয়াদবি করেছে।

বেলীন্—আমি তোমার কথা বিশ্বাস কোরছি। তুমি বোসো। তোয়ানেৎ, শোনো; তুমি যদি বাবুকে বিরক্ত করো, তোমায় দূর কোরে দেবো। যাক, ওঁর গরম অলেস্টার্ আর বালিশ দাও, ওঁকে ঠিকমতো বসিয়ে দি চেয়ারে। আর তুমি ক্যামনধারা! টুপি দিয়ে কান ভালো কোরে ঢাকো। কানে হাওয়া গেলে যতো সর্দ্দি হয় অতো আর কিছুতে হয় না।

আর্গঁ—তুমি যে আমার কতো যত্ন করো, তা'র জন্যে আমি যে কতোখানি ঋণী তোমার কাছে!

বেলীন্,(আর্গঁর চারিপাশে বালিশ ঠিক করিয়া রাখিতে রাখিতে)—একটু ওঠো, এইটে তোমার নীচে দিয়ে দি। এইটে দিলাম যা'তে ঠিক হোয়ে বোসতে পারো, ঐঠে ও পাশে দেওয়া যাক। এটা পিঠের দিকে থাক, আর, ওটা মাথাটা ধোরে রাখবার জন্যে।

তোয়ানেৎ, (জোরের সহিত একটি বালিশ তাঁর মাথাব উপর ফেলিয়া পলাইতে পলাইতে)—আর, এটা হোলো সন্ধ্যের ঠাণ্ডা যা'তে না লাগে সেই জন্যে।

আর্গঁ, (ক্রোধে উঠিয়া বালিশগুলি তোয়ানেতের প্রতি নিক্ষেপ করিলেন)—উঃ, পাজি! আমার দম বন্ধ কোরে দিতে চাস?

বেলীন্—আহা, আহা! কী হলো?

আর্গঁ, (হাঁপাইতে হাঁপাইতে দম বন্ধ হইবার উপক্রম হইয়া চেয়ারে ঝপ করিয়া পড়িলেন)—উঃ, উঃ, উঃ, আর পারি নে!

বেলীন্—অ্যাতো রেগে যাচ্ছ ক্যানো? ও তো ভালো মনে কোরেই করেছে!

আর্গঁ—তুমি জানো না গো ঐ হতচ্ছারীর পাজিমি। উঃ, আমার

প্রাণান্ত কোরে দিয়েছে ; আবার ঠিক হোতে আটটা ওষুধ ও বারোটা ড্রুশের চেয়েও বেশি লাগবে।

বেলীন্—যাকগে, যাকগে, ঠাণ্ডা হও গো একটু।

আর্‌গঁ—তুমিই গো আমার অ্যাকমাত্র সান্ত্বনা।

বেলীন্—মোরে যাই গো !

আর্‌গঁ—আমি উইল্ কোরতে চাই ; এ কথা তোমায় বলেছি। এতে তোমার প্রেমের মূল্য স্বীকার করার চেষ্টা করা হবে।

বেলীন্—উঃ, ও কথা বোলো না গো, পায়ে পড়ি। এ চিন্তা সহ্য কোরতে পাববো না, উইলের কথাটি শোনা মাত্র আমার গা কাঁপতে থাকে অসহ্য মনোযন্ত্রণায়।

আর্‌গঁ—তোমার সলিসিটর্ সাহেবের সঙ্গে এ বিষয়ে কথা বোলতে বলেছি তোমায়।

বেলীন্—ঐ যে তিনি ও ঘরে আছেন, সঙ্গে কোরে নিয়ে এসেছি !

আর্‌গঁ—তাঁকে এখানে নিয়ে এসো গো।

বেলীন্—উঃ। স্বামীকে যদি বেশি ভালোবাসা যায় গো, তা' হোলে এসব দিকে মন দেবার মতো অবস্থাই থাকে না।

সপ্তম দৃশ্য।—সলিসিটর্, বেলীন্, আর্‌গঁ

আর্‌গঁ—আসুন, বন্‌ফোয়া মশায়, আসুন। বসুন অনুগ্রহ কোরে। আমার স্ত্রী আমায় বলেছেন যে, আপনি বিশেষ সজ্জন এবং অ্যাকজন প্রকৃত বন্ধু। আমি যে উইল্ কোরতে চাই সে সম্পর্কে কথা বলার জন্যে আমি ওঁকে বলেছিলাম।

বেলীন্—উঃ, এসব বিষয়ে কোনো কথা বোলতে অ্যাকেবারেই পারি না।

সলিসিটর—আপনার উদ্দেশ্য, এবং ওঁর সম্বন্ধে আপনি কী ব্যবস্থা কোরতে চান, সে বিষয়ে উনি আমায় বুঝিয়ে বলেছেন। এ সম্পর্কে বলি, আপনি উইল্ কোরে আপনার স্ত্রীকে কিছুই দিতে পারবেন না!

আর্গঁ—কিন্তু ক্যানো?

সলিসিটর্—ব্যবহার বা স্থানীয় প্রথাগত আইন এই। লিখিত আইন যেখানে চল সেখানে যদি থাকতেন, তা' হোলে পারতেন। কিন্তু প্যারীতে কিংবা যে সব জায়াগায় প্রথাগত আইনের চল, সেগুলির মধ্যে অন্ততঃ অধিকাংশতেই, এ কাজ করা চলে না। ও ধরণের উইল্ অকার্য্যকর হবে। স্বামী বা স্ত্রী কেবলমাত্র জীবিতকালে পরস্পরকে দান কোরতে পারেন; তা'ও যিনি আগে মারা যাচ্ছেন তাঁর মৃত্যুকালে কোনো সন্তান না থাকা চাই, সে সন্তান উভয়েরই হোক বা অ্যাক জনেরই হোক।

আর্গঁ—অতি অসভ্য প্রথা! যে স্ত্রীকে প্রাণভোরে ভালোবাসা যায় এবং যে স্ত্রী অ্যাতোখানি সেবা শুশ্রূষা করে তা'কে কিছুই দিয়ে যেতে পারা যাবে না? কী কোরে পারা যায় এ বিষয়ে আমি আমার অ্যাড্ভোকেটের সঙ্গে পরামর্শ কোরতে চাই।

সলিসিটর্—অ্যাডভোকেট্দের কাছে কখনই যাওয়া উচিত নয়। কারণ, তা'রা এ বিষয়ে কড়া, এবং মনে করে যে, আইনকে ফাঁকি দিয়ে সম্পত্তি দিয়ে যাওয়া মহা পাপ। ওরা হোলো গোলমেলে লোক, বিবেক বাঁচিয়ে চলার পথ জানে না। পরামর্শ নিতে হবে অন্য লোকের, যাঁদের অতো কড়াকড়ি নেই, যাঁরা আইনটি টুপ কোরে টোপকে যাবার ফন্দিটি জানেন, আইনে যা' বারণ ঠিক সেইটির ব্যবস্থা করেন, অসুবিধা দূর কোরে দেবার উপায় জানেন, এবং

প্রথাগত আইন এড়িয়ে পরোক্ষভাবে কোনো ব্যবস্থা কোরে দেবার রাস্তা জানেন। তা' নৈলে আমরা থাকতাম কোথায় ? কাজে দক্ষ হওয়া চাই ; নৈলে আমরা কিছুই কোরতে পারতাম না, ব্যবসা থেকে একটি পয়সা হোতো না।

আর্গঁ—আমার স্ত্রী ঠিকই বলেছেন যে আপনি সুদক্ষ এবং সৎ। আচ্ছা বলুন তো, সন্তানদের বঞ্চিত কোরে আমার সম্পত্তি ওঁকে দিয়ে যেতে পারি কী কোরে ?

সলিসিটর্—কী কোরে পারেন ? আপনার স্ত্রীর একটি অন্তরঙ্গ বন্ধু ঠিক করুন, যা'কে সাধ্যমতো সব কিছু উইল্ কোরে দেবেন নিয়মমাফিক ; আর, ঐ বন্ধু পরে ওঁকে সব দিয়ে দেবে। কিংবা, কয়েকজন মহাজনের বরাবর অনেকগুলি খত তৈরি কোরে ফেলুন, ঠিক য্যানো সত্যিকারের ; এরা হবে আপনার স্ত্রীর বেনামদার। ওঁর হাতে এরা অ্যাকটা স্বীকারোক্তি লিখে দেবে এই মর্মে যে, যা' তা'রা করেছে তা' কেবল ওঁর তুষ্টির জন্যই। কিংবা এও কোরতে পারেন, বেঁচে থাকতে থাকতেই ওঁর হাতে নগদ টাকা বা বেয়ারার্ চেক্ দিয়ে দিতে পারেন।

বেলীন্—ধাগো ! এ সব কোরে তোমায় জ্বালাতন করার মোটেই দরকার নেই। তোমাকে যদি হারাতে হয় গো, আমি অ্যাক দণ্ডও পৃথিবীতে থাকতে চাই না।

আর্গঁ—ও গো !

বেলীন্—হ্যাঁ গো। যদি আমার অ্যাতোই দুরদৃষ্ট হয় যে তোমাকে হারাই...

আর্গঁ—প্রাণেশ্বরি !

বেলীন্—আমার জীবনে আর কিছুই থাকবে না।

আর্‌গঁ—প্রেমি !

বেলীন্—আর, আমি যাবো তোমার পথে, তোমায় ছ্যাখাবো কতোখানি ভালোবাসি।

আর্‌গঁ—ওগো, তুমি আমার মর্ম্মে ঘা দিচ্ছো। শান্ত হও, আমার কথা রাখো।

সলিসিটর্—এ সব চোখের জল ফ্যালার সময় তো হয়নি; এ সব জিনিস অ্যাখনও কিছু ঘটে নি।

বেলীন্—মশায় আপনি জানেন না, সে স্বামী কী জিনিস যা'কে বেশী ভালোবাসা যায়।

আর্‌গঁ—যদি মরি তো আমার একমাত্র দুঃখ থাকবে এইটুকু যে, তোমার গর্ভে আমার কোন সন্তান হোলো না। পির্‌গঁ মশায় আমায় বলেছেন যে, তিনি একটি কোরে দেবেন।

সলিসিটর্—অ্যাখনো হোতে পারে।

আর্‌গঁ—ভদ্রলোক যে ভাবে বোলছেন সেই ভাবে আমার উইল করা চাই, গো। কিন্তু আমি সর্তকতা হিসাবে তোমার হাতে কুড়ি হাজার সোনার ফ্রঁ দিতে চাই; এটা আমার ঘরের দেওয়ালের ভিতর আছে। আর তা' ছাড়া দুখানা বেয়ারার্ বিল্ দিতে চাই যা'র একটি ছ্যাম মশায়ের কাছে পাই, অপরটি জের়ঁং মশায়ের কাছে।

বেলীন্—না, না, আমি ওসব কিছুই চাই না। হ্যাঁ, তোমার ঘরে কতো আছে বোললে ?

আর্‌গঁ—কুড়ি হাজার ফ্রঁ গো।

বেলীন্—টাকার কথা আমায় বোলোনা তা' বোলে দিচ্ছি। হ্যাঁ, বিল্ দুটো কতোর ?

আর্গঁ—অ্যাকটা চার হাজার ফ্রঁর, আর অ্যাকটা ছ হাজার।

বেলীন্—তোমার কাছে, দুনিয়ার সমস্ত সম্পত্তি আমার কিছুই নয়।

সলিসিটর্—তা' হোলে কি অ্যাখন উইল্‌টা করা হবে?

আর্গঁ—আজ্ঞে, হ্যাঁ। কিন্তু ছোটো ঘরটায় যাওয়াই ভালো। ওগো আমায় নিয়ে চলো না গো!

বেলীন্—চলো গো।

অষ্টম দৃশ্য।—অঁজেলিক্, তোয়ানেৎ।

তোয়ানেৎ—ওঁদের কথা হচ্ছে অ্যাকজন সলিসিটরের সঙ্গে, উইলের কথা হচ্ছে শুনলাম। তোমার সৎমা কখনো ঘুমিয়ে থাকে না; ও নিশ্চয় তোমার বাবাকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছে তোমার স্বার্থের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্রের দিকে।

অঁজেলিক্—ওঁর টাকাকড়ি উনি ইচ্ছেমতো দিয়ে দিন, আমার হৃদয়টা না দিলেই হোলো। তুই দেখছিস, তোয়ানেৎ, আমার হৃদয় নিয়ে কী ভয়ানক পরিকল্পনা করা হয়েছে। আমি যে ফাঁপড়ে পড়িছি, আমাকে তুই ছেড়ে যাসনে রে এই আমার অনুরোধ।

তোয়ানেৎ—আমি তোমায় ছেড়ে যাবো? তা'র আগে মোরবো। তোমার সৎমার চেষ্টা ছিলো আমাকে তা'র বিশ্বাসের পাত্র করার, নিজের দলে টানবার, কিন্তু পারে নি; তা'র দিকে কখনো আমার মন যায় নি, সব সময়ে আমি তোমার দিকে আছি। তুমি চুপ কোরে দ্যাখো, আমি তোমার জন্যে সব কোরবো; কিন্তু ফল যা'তে আরো ভালো হয় তোমার পক্ষে সেই জন্যে

ফন্দি বদলাতে চাই, তোমার দিকে যে টান আছে সেটা ঢেকে রেখে তোমার বাবা ও সৎমা'র মতে মত দেবার ভান কোরবো।

অঁজেলিক্—শোনরে, যে বিয়ে ঠিক হয়েছে সে সম্বন্ধে ক্লেয়াঁৎকে একটু খবর দেবার চেষ্টা করনা!

তোয়ানেৎ—এ কাজে লাগাতে পারি কেবল ঐ বুড়ো সুদখোর পলিশিনেল্কে। সে আমায় ভালোবাসে। ক'টা মিষ্টি কথা বোললেই সে এতে রাজি হবে; আর, আমি তোমার জন্যে তা' খরচা কোরতে খুব তৈরি। আজ দেরী হোয়ে গিয়েছে, কাল ভোরে 'তা'কে ডেকে পাঠাবো; সে খুব আনন্দের সঙ্গে·····

বেলীন্—তোয়ানেৎ!

তোয়ানেৎ—ঐ আমায় ডাকছে। চোললাম। আমার উপর বিশ্বাস রেখো।

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—তোয়ানেৎ, ক্লেয়াঁৎ

তোয়ানেৎ—কী চান, বাবু?

ক্লেয়াঁৎ—কী চাই?

তোয়ানেৎ—ও, হো! আপনি! কী আশ্চর্য্য! ভেতরে কী কোরতে এসেছেন?

ক্লেয়াঁৎ—আমার অদৃষ্ট জানাবার জন্যে, স্নেহময়ী অঁজেলিকের সঙ্গে কথা বলার জন্যে, তা'র মনের ভাব বুঝবার জন্যে আর, যে প্রাণঘাতী

বিয়ের কথা শুনলাম সে সম্বন্ধে' তা'র মনের সঙ্কল্প কী জানবার জন্যে।

তোয়ানেৎ—বেশ। কিন্তু অমন হ্যাঁকাদমকাভাবে কেউ অঁজেলিকের সঙ্গে কথা বলেনা। এতে রহস্য থাকা চাই। আপনি শুনেছেন, কী কড়া পাহারায় তা'কে রাখা হোয়েছে—তা'কে বেরুতে দেওয়া হয় না, কেবল অ্যাক বুড়ি খুড়ীর কৌতুহলের ফলেই আমরা কমেডিটা দেখতে যাবার অনুমতি পেয়েছিলাম, যা' থেকে হোলো আপনা'র প্রেমের সুরু। আর, ঐ ঘটনার কথা আমরা খুব গোপন রেখেছি।

ক্লেয়াঁৎ—আমিও ওঁর প্রণয়ী ক্লেয়াঁৎ পরিচয়ে আসিনি, এসেছি ওঁর গানের মাস্টারের বন্ধু সেজে। সে ভদ্রলোকের আমি অনুমতি নিয়েছি এই কথা বলার জন্যে যে, তিনি আমায় পাঠিয়েছেন নিজের বদলে।

তোয়ানেৎ—ঐ যে ওর বাবা। একটু সোরে যান, আপনি যে আছেন এ কথা ওঁকে আমি বোলে নি।

দ্বিতীয় দৃশ্য।—আর্‌গঁ, তোয়ানেৎ, ক্লেয়াঁৎ

আর্‌গঁ—সকাল ব্যালা ঘরের মধ্যে পায়চারি কোরতে বোলেছেন পির্‌গঁ মশায়, বারো বার যাওয়া বারো বার আসা। কিন্তু দৈর্ঘ্য বরাবর না প্রস্থ বরাবর তা' তো জিজ্ঞাসা কোরতে ভুলে গিয়েছি।

তোয়ানেৎ—বাবু, ঐ যে অ্যাকজন...

আর্‌গঁ—চুপ কর, সয়তান। মাথা গোলমাল কোরে দিতে আসিস,

রোগীদের সঙ্গে অ্যাতো জোরে কথা বোলতে নেই, এ খেয়াল থাকে না।

তোয়ানেৎ—আমি বোলছি কি বাবু...

আর্গঁ—আস্তে কথা বল বোলছি।

তোয়ানেৎ—বাবু...(য্যানো কথা বলিতেছে এই ভাবে মুখ নাড়াইতে লাগিল।)

আর্গঁ—অ্যা ?

তোয়ানেৎ—আমি বোলছি কি···(য্যানো কথা বলিতেছি এই ভাবে মুখ নাড়াইতে লাগিল।)

আর্গঁ—কী বোলছিস কী ?

তোয়ানেৎ (জোরে)—বোলছি কি, অ্যাকজন মানুষ আপনার সঙ্গে স্থাখা কোরতে চায়।

আর্গঁ—আসুক।

(তোয়ানেৎ ক্লেয়াঁৎকে আসিবার জন্য ইঙ্গিত করিল।)

ক্লেয়াঁৎ—মশায়...

তোয়ানেৎ, (বিদ্রূপের স্বরে)—অতো জোরে কথা বোলবেন না, বাবুর মাথা ঘুলিয়ে যাবে।

ক্লেয়াঁৎ—মশায়, আপনি দাঁড়িয়ে আছেন ও একটু ভালো আছেন দেখে বিশেষ আনন্দিত হলাম।

তোয়ানেৎ—(রাগের ভান করিয়া)—কী ! ভালো আছেন ! মিথ্যে কথা। বাবুর সব সময়ে শরীর খারাপ।

ক্লেয়াঁৎ—শুনেছিলাম ভালো আছেন, আর, চেহারা ভালো দেখছি।

তোয়ানেৎ—চেহারা ভালো কী বোলছেন ? বাবুর চেহারা অতি খারাপ।

বেয়াদব লোকে আপনাকে বলেছে যে উনি ভালো আছেন। অ্যাতো খারাপ ওঁর আগে আর কখনো হয়নি।

আর্‌গঁ—ঠিক বলেছে।

তোয়ানেৎ—ঠিক আর পাঁচজনের মতো ব্যাড়ান, ঘুমোন, খান দান ; কিন্তু তা' বোলে এ নয় যে উনি খুব অসুস্থ নন।

আর্‌গঁ—ঠিকই।

ক্লেয়াঁৎ—মশায়, আমি ফাঁপরে পড়েছি, আমি এসেছি আপনার কন্যার সঙ্গীত শিক্ষকের কাছ থেকে। তিনি কয়েকদিনের জন্য দেশে যেতে বাধ্য হলেন। তাই, অন্তরঙ্গ বন্ধু হিসাবে আমাকে পাঠিয়ে দিলেন তাঁর জায়গায় গান শেখাতে, কারণ, শেখানো বন্ধ হোলে আপনার কন্যা ভুলে যাবেন যা' শিখেছেন তা'ও।

আর্‌গঁ—বেশ ভালো। অঁজেলিক্‌কে ডাকো।

তোয়ানেৎ—আমার মনে হয়, বাবু, যে এঁকে ওর ঘরে নিয়ে যাওয়া ভালো।

আর্‌গঁ—না, তা'কে নিয়ে এসো।

তোয়ানেৎ—ঠিক য্যামনটি দরকার তেম্নিভাবে শেখানো হবে না যদি না ওঁরা আলাদা জায়গায় বসেন।

আর্‌গ—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

তোয়ানেৎ—বাবু, আপনার কাণে তালা লেগে যাবে। নির্ঘাত আপনাকে অস্থির কোরে তুলবে ও মাথা ঘুলিয়ে দেবে।

আর্‌গঁ—না, মোটেই না। আমি সঙ্গীত ভালোবাসি। আর, আমার খুবই আনন্দ হবে......ঐ যে আসছে। তুমি যাও তো, দ্যাখোগে তোমার মা'র কাপড় পড়া হোলো কি না।

তৃতীয় দৃশ্য।—আর্‌গঁ, অঁজেলিক্‌, ক্লেয়াঁৎ।

আর্‌গঁ—এসো মা। তোমার গানের মাস্টার মশায় দেশে গিয়েছেন, এই ভদ্রলোককে পাঠিয়ে দিয়েছেন তোমায় শেখাবার জন্যে।

অঁজেলিক্‌—আ ভগবান্‌!

আর্‌গঁ—কী? অবাক্‌ হচ্ছো ক্যানো?

অঁজেলিক্‌—এই......

আর্‌গঁ—কী? কীসে অমন বিচলিত হচ্ছো?

অঁজেলিক্‌—এই অ্যাকটা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘোটলো, বাবা, এখানে।

আর্‌গঁ—ক্যামন!

অঁজেলিক্‌—রাতে স্বপ্ন দেখছিলাম, বিষম বিপদে পড়েছি, অ্যামন সময় ঠিক এই ভদ্রলোকের মতো দেখতে অ্যাকজন এলেন, আমি তাঁকে বোললাম আমায় উদ্ধার কোরতে, আর, তিনি আমায় বাঁচালেন। সমস্ত রাত্রি যাঁর কথা মনের মধ্যে ঘুরেছে তাঁকে এখানে এসে অপ্রত্যাশিতভাবে দেখে ভীষণ অবাক্‌ হোয়ে গেছি।

ক্লেয়াঁৎ—ঘুমিয়েই হোক বা জেগেই হোক আপনার চিন্তা অধিকার করাটা অবশ্য কোনো কষ্টের জিনিস নয়। আমার অবশ্য সুখ বেশি হোতো যদি আপনি অ্যামন কোনো কষ্টে পোড়তেন যা থেকে উদ্ধার করার জন্য আমায় উপযুক্ত মনে কোরতেন। অ্যামন কোনো জিনিস নেই যা আমি কোরতে পারিনে......

চতুর্থ দৃশ্য।—তোয়ানেৎ, ক্লেয়াঁৎ, অঁজেলিক্, আর্গঁ

তোয়ানেৎ—(বিদ্রূপস্বরে)—মাইরি বাবু আমি অ্যাখন আপনার দলে, কাল যা' বলেছিলাম সব ফিরিয়ে নিচ্ছি। ঐ যে দিয়াফোয়ারি বাবুরা বাপ বেটায় আসছেন আপনার সঙ্গে দ্যাখা কোরতে। কী সুন্দর জামাই হবে আপনার! ছেলেটিকে দেখবেন, অ্যাতো সুন্দর অ্যাতো ধার্ম্মিক আর হয় না। দুটি কথা মাত্র বলেছে, আমি মুগ্ধ হোয়ে গিয়েছি, আপনার মেয়ে চমৎকৃত হবে।

আর্গঁ, (ক্লেয়াঁৎ প্রস্থান করিতে উদ্যত হওয়ার ভান করিলে)—না, মশায়, আপনি যাবেন না। আমি মেয়ের বিয়ে দিচ্ছি। ও ওর ভাবী স্বামীকে কখনো দ্যাখে নি, তা'কে ওর কাছে নিয়ে আসা হচ্ছে।

ক্লেয়াঁৎ—অ্যাতো সুন্দর দ্যাখাশুনোয় সাক্ষী হোতে অনুরোধ করা হচ্ছে আমাকে, এতে আমি নিজেকে খুবই সম্মানিত মনে কোরছি।

আর্গঁ—এটি অ্যাকজন সুদক্ষ ডাক্তারের ছেলে; চার দিনের মধ্যে বিয়ে হবে।

ক্লেয়াঁৎ—বেশ ভালো।

আর্গঁ—এ কথাটা ওর গানের মাস্টারকে একটু বোলে দেবেন, যা'তে তিনি বিয়ের সময় উপস্থিত থাকতে পারেন।

ক্লেয়াঁৎ—বোলতে ভুলবো না।

আর্গঁ—আপনিও থাকবেন অনুগ্রহ কোরে।

ক্লেয়াঁৎ—আপনি আমায় বিশেষ সম্মানিত কোরছেন।

তোয়ানেৎ—ঠিক হোয়ে দাঁড়ানো যাক, ওঁরা ঐ আসছেন।

পঞ্চম দৃশ্য—মঃ দিয়াফোয়ারি, তমা দিয়াফোয়ারি, আর্‌গঁ, অঁজেলিক্‌, ক্লেয়াঁৎ, তোয়ানেৎ।

আর্‌গঁ, (টুপি না তুলিয়া হাত দিয়া স্পর্শ করিয়া)—পিরগঁ মশায় মাথা খালি কোরতে বারণ করেছেন, আপনিও যখন সমব্যবসায়ী, এর ফল কী হবে আপনিও জানেন।

মঃ দিয়াফোয়ারি—রোগীদের ত্রাণের জন্যেই আমরা সব সময়ে আসি, তাঁদের অসুবিধা করার জন্য নয়।

আর্‌গঁ—আমি গ্রহণ কোরছি······

(উভয়ে অ্যাক সময়ে কথা বলিতে লাগিলেন, পরস্পরের কথার কাটাকাটি ও গণ্ডগোল হইয়া যাইতে লাগিল।)

মঃ দিয়াফোয়ারি—আমরা এখানে এসেছি......

আর্‌গঁ—অতি আনন্দের সঙ্গে······

মঃ দিয়াফোয়ারি—আমার ছেলে তমা আর আমি......

আর্‌গঁ—যে সম্মান আপনি আমায় কোরলেন......

মঃ দিয়াফোয়ারি—আপনাকে দ্যাখাতে......

আর্‌গঁ—আর আমার ইচ্ছে ছিলো......

মঃ দিয়াফোয়ারি—কী আনন্দ আমরা পেয়েছি······

আর্‌গঁ—আপনার ওখানে যেতে পারলে......

মঃ দিয়াফোয়ারি—যে অনুগ্রহ আপনি আমাদের দেখিয়েছেন......

আর্‌গঁ—আপনাকে নিশ্চিত কোরতে······

মঃ দিয়াফোয়ারি—আমাদের প্রদান করায়......

আর্‌গঁ—কিন্তু আপনি জানেন······

: দিয়াফোয়ারি—সম্মান······

আর্‌গঁ—যে আমি একটি দুর্ভাগা রোগী……

মঃ দিয়াফোয়ারি—আপনার সঙ্গে পারিবারিক সম্পর্ক স্থাপনের……

আর্‌গঁ—আমার আর কিছু করার সাধ্য নেই……

মঃ দিয়াফোয়ারি—আর আপনাকে নিশ্চিত জানাতে……

আর্‌গঁ—শুধু আপনাকে এখানে বোল্‌তে পারি……

মঃ দিয়াফোয়ারি—যে আমাদের পেশা সংক্রান্ত বিষয়ে……

আর্‌গঁ—যে সব সময়েই সুযোগ খুঁজবো……

মঃ দিয়াফোয়ারি—ঠিক অন্য সমস্ত বিষয়ের মতো……

আর্‌গঁ—আপনাকে জানাতে……

মঃ দিয়াফোয়ারি—আমরা সব সময়ে প্রস্তুত থাকবো……

আর্‌গঁ—যে আমি সব সময়েই আপনার দাস……

মঃ দিয়াফোয়ারি—আপনাকে আমাদের আগ্রহ দ্যাখাতে, (পুত্রের প্রতি) এসো তমা, এগিয়ে এসো। নমস্কার করো।

তমা দিয়াফোয়ারি, (একটি হস্তিমূর্খ, সম্প্রতি পড়াশুনা শেষ করিয়াছে, সব জিনিষ বেখাপ্পাভাবে ও বেসময়ে করে)—পিতার সঙ্গেই সুরু করা উচিত, নয় কি ?

মঃ দিয়াফোয়ারি—হ্যাঁ।

তমা দিয়াফোয়ারি—মহাশয়, আমি এসেছি আপনাকে দ্বিতীয় পিতৃরূপে নমস্কার কোরতে, স্বীকার কোরতে, ভালোবাসতে এবং ভক্তি কোরতে—দ্বিতীয় পিতা, কিন্তু যাঁর নিকট আমি প্রথম অপেক্ষা অধিক ঋণী। প্রথম আমায় জন্ম দিয়েছেন, কিন্তু আপনি আমায় নির্ব্বাচন করেছেন। তিনি আমায় নিয়েছেন নাচার হোয়ে, কিন্তু আপনি আমায় গ্রহণ করেছেন অনুগ্রহ করে। তাঁর নিকট আমি যে বিষয়ে ঋণী সেটি তাঁর দেহের সৃষ্টি,

আর, আপনার নিকট যে বিষয়ে ঋণী সেটি আপনার কামনার সৃষ্টি ; যে পরিমাণে মানসিক শক্তি দৈহিক শক্তির উর্দ্ধে সেই পরিমাণে আমি আপনার নিকট অধিক ঋণী এবং সেই পরিমাণে এই ভবিষ্যৎ সম্পর্ক মূল্যবান্ মনে করি ; এবং সেই জন্য আজ অতি বিনীত এবং ভক্তিপ্লুত শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদন করার জন্য পূর্ব্বোহ্নে এসেছি।

তোয়ানেৎ—বেঁচে থাক সে কলেজ যেখান থেকে বেড়োয় অ্যাতো যোগ্য পুরুষ !

তমা দিয়াফোয়ারি—বেশ ভালো হয়েছে তো, বাবা ?

মঃ দিয়াফোয়ারি—চমৎকার।

আর্গঁ, (অঁজেলিকের প্রতি)—এসো, ভদ্রলোককে নমস্কার করো।

তমা দিয়াফোয়ারি—চুম্বন দেবো ?

মঃ দিয়াফেয়ারি—হ্যাঁ, হ্যাঁ।

তমা দিয়াফোয়ারি, (অঁজেলিকের প্রতি)—মহাশয়, ভগবান্ আপনাকে সার্থক শ্বশ্রূমাতা নাম দিয়েছেন, কারণ......

আর্গঁ—তুমি যা'র সঙ্গে কথা বোলছো সে আমার স্ত্রী নয়, মেয়ে।

তমা দিয়াফোয়ারি—তা'লে তিনি কোথায় ?

আর্গঁ—তিনি আসছেন।

তমা দিয়াফোয়ারি—তিনি আসা পর্য্যন্ত কি অপেক্ষা কোরবো বাবা ?

মঃ দিয়াফোয়ারি—মেয়েটির সঙ্গে কথা বলো।

তমা দিয়াফোয়ারি—দেবি, মেম্নঁর প্রতিমূর্ত্তি সূর্য্য কিরণে প্রতিভাত হওয়া মাত্র যেরূপ সুরধ্বনি কোরে উঠলো ঠিক সেইরূপ তোমার রূপরশ্মির বিভাসে আমি আনন্দে আত্মহারা হোয়ে গিয়েছি। এবং প্রকৃতিতত্ত্ববিদেরা যেরূপ বোলে থাকেন,

সূর্য্যমুখী নামে কুসুম অবিরত সূর্য্যের পানে ফিরে থাকে, সেইরূপ আমার হৃদয় অ্যাখন থেকে তোমার মোহন নয়নের উজ্জ্বল তারকার পানে ফিরে থাকবে, ঠিক য্যানো মেরুর পানে। অনুমতি করো, দেবি, আজ তোমার রূপের বেদিতে এই হৃদয়ের অঞ্জলি অর্পণ করি। জীবনভোর তোমার অতি বিনীত, অতি বাধ্য, অতি বিশ্বস্ত ভৃত্য ও স্বামী হওয়া ভিন্ন আর কোনো গৌরবের বাসনা বা আকাঙ্ক্ষা আমার নেই।

তোয়ানেৎ, (বিদ্রূপ করিয়া)—এই তো পড়াশুনো কোরে মানুষ সুন্দর কথা বোলতে শেখে।

আর্‌গঁ—ক্যামন মনে করেন, অ্যাঁ ?

ক্লেয়াঁং—চমৎকার বলেছেন ভদ্রলোক। যতো ভালো বক্তা ততো ভালো ডাক্তার যদি হন, তা'হোলে রোগী হওয়া আরামের হবে।

তোয়ানেৎ—নিশ্চয়। য্যামন সুন্দর বক্তৃতা করেন, তেম্নি সুন্দর অসুখ সারাতে পারলে প্রশংসার জিনিস হবে।

আর্‌গঁ—নাও, আমার কৌচ দাও তাড়াতাড়ি, এঁদের সবাইকে বসবার জায়গা দাও। মা, ওখানে বসো। দেখছেন তো সবাই আপনার ছেলের প্রশংসা কোরছে, অ্যামন ছেলে পাওয়া আপনার সুখের।

ম: দিয়াফোয়ারি—আমি ওর বাপ বোলে বোলছিনে, ওকে পেয়ে সুখী হবার কারণ আছে আমি একথা বোলতে পারি, যে কেউ ওকে দ্যাখে সেই বলে যে ওর মধ্যে কোনো বদ বুদ্ধি নেই। ওর যে কোনোদিন খুব প্রখর কল্পনা শক্তি ছিলো তা' নয়, কিংবা যে উচ্ছ্বাস কারো কারো মধ্যে দ্যাখা যায় তা'ও ছিলো না ; কিন্তু এ থেকেই আমি ওর বিচার বুদ্ধির আভাস পেয়েছি—যে গুণ আমাদের

ব্যবসায়ে দরকার। ছোটোব্যালা থেকেই ও কোনো দিন দুষ্টু কি দুরন্ত ছিল না; সব সময়ে প্রফুল্ল, ঠাণ্ডা, চুপচাপ থাকতো, কথাটি বোলতো না, শিশু-সুলভ ছোটো ছোটো খ্যালা কখনো খেলতো না। ওকে লিখতে শেখাতে প্রাণ বেড়িয়ে গিয়েছিলো, ন-বছর বয়সের সময়েও অক্ষর চিনতো না। আমি মনে মনে ভাবলাম, "বেশ, যে গাছ ধীরে জন্মায় সেই গাছেই সব চেয়ে ভালো ফল ছ্যায়। পাথরে খোদাই করা বালিতে খোদাই করাব চেয়ে অনেক বেশি কষ্টসাধ্য, কিন্তু দাগ থাকে অনেক বেশি দিন; এই যে বোধে বিলম্ব, কল্পনার স্থূলত্ব, এটা ভবিষ্যৎ সাধু বিচার-বুদ্ধির পবিচায়ক।" যখন ওকে কলেজে পাঠালাম, ওর অসুবিধা হোতে লাগলো; কিন্তু অসুবিধাগুলোর বিরুদ্ধে ও দৃঢ়পণে রুখে দাঁড়ালো, ওর মাস্টারেবা ওর অধ্যবসায় এবং পবিশ্রমে সব সময়ে সন্তোষ প্রকাশ কোবতেন আমার কাছে। শেষে, অধ্যবসায়ের ফলে, লাইসেন্‌স্ পেয়েছে গৌরবের সঙ্গে; আমি অহঙ্কার না কোরে বোলতে পারি, যে দু'বছর ও আমাদের স্কুলে ছিলো সে সময়ে সেখানকাব সমস্ত আলোচনায় ও যতো নাম করেছে অতো আর কেউ করে নি। ও হোয়ে উঠেছে দুর্জ্জয়, অ্যামন কোনো আলোচনা হয়নি যেখানে ও মরিয়া হোয়ে বিপরীত মতের সপক্ষে তর্ক না করেছে। ও তর্কে দড়, স্বমতে তুর্কির মতো দৃঢ়, কখনও নিজের মত ছাড়ে না, ন্যায়শাস্ত্রের শেষ রন্ধ্র পর্য্যন্ত যুক্তি চালিয়ে যায়। কিন্তু সব বিষয়েই ওর মধ্যে যে জিনিস দেখে আমি খুশী হই সেটা হচ্ছে এই যে, ও ঠিক আমারই মতো প্রাচীনদের মত অন্ধভাবে অনুসরণ করে; আমাদের কালের তথা কথিত আবিস্কার—রক্ত-সঞ্চালন, বা ঐ

জাতীয় অন্য কিছু সম্বন্ধে—এ সব বিষয়ে কোনো যুক্তি বা অভিজ্ঞতার কথা ও কখনও শুনতে বা বুঝতে চায় নি।

তমা দিয়াফোয়ারি—(জড়ানো কাগজে লেখা একটি প্রবন্ধ পকেট হইতে বাহির করিয়া অঁজেলিকের হাতে দিলেন)—আমি রক্ত-চলাচল-মতের বিরুদ্ধে একটি প্রবন্ধ লিখেছি, পিতার অনুমতি সাপেক্ষে এটা উপহার দিতে চাই—আমার হৃদয়ের প্রথম শ্রদ্ধার্ঘ্য নিবেদন।

অঁজেলিক্—এ জিনিস তো আমার কোনো কাজে আসবে না, আমি এ সব বিষয়ে অজ্ঞ।

তোয়ানেৎ—দিন, দিন, ও ছবি ভালোবাসে; এটাতে আমাদের ঘরের শোভা হবে।

তমা দিয়াফোয়ারি—বাবা যদি মত দেন, অ্যাকদিন আমার ওখানে যাবার নেমন্তন্ন রইলো, একটি স্ত্রীলোকের শব ব্যবচ্ছেদ দেখতে, আমোদ হিসেবে। ও বিষয়ে আমায় গবেষণা কোরতে হবে।

তোয়ানেৎ—আমোদটি হবে ভালো। কেউ কেউ প্রাণয়িনীকে হাঁসির জিনিস ছাখায়; কিন্তু মড়া কাটা ছাখানোর মতো অ্যামন রমণীমোহন জিনিস আর হয় না।

মঃ দিয়াফোয়ারি—তা' ছাড়া, বিবাহ ও বংশবৃদ্ধির জন্য যে সব গুণ দরকার, সে দিক্ দিয়ে ও আমাদের ডাক্তারি বিধি অনুসারে বাঞ্ছনীয় এ কথা জোর কোরে বোলতে পারি; বহু জননের গুণ ওর মধ্যে প্রশংসনীয় পরিমাণে আছে, উত্তম সন্তান জনন এবং সৃষ্টির জন্য যে মনোবৃত্তির প্রয়োজন ওর তা' আছে।

আর্গঁ—আপনার কি উদ্দেশ্য নয় ওকে রাজবাড়ীতে নিয়ে গিয়ে অ্যাকটা ডাক্তারি চাকরি জোগাড় কোরে দেওয়া ?

মঃ দিয়াফোয়ারি—সত্যি কথা বোলতে কি, এই বড়ো বড়ো লোকের কাছে ব্যাবসা করা কোনো দিন আমার পছন্দসই নয়,—সাধারণ লোকের সঙ্গেই চলা ভালো এ আমি সব সময়ে দেখিছি। সাধারণ লোক নিয়ে চলা যায়—কারু কাছে জবাবদিহি কোরতে হয় না কাজের জন্যে, আর, শাস্ত্রের গতানুগতিক নিয়মে যদি চলা যায় তো যা'ই হোক কোনো বিপদে পোড়তে হয় না। কিন্তু বড়ো লোকদের নিয়ে মুশকিল হোলো এই যে, তাদের অসুখ হোলে সারিয়ে দিতে হবে ডাক্তারকে, এটি চাই-ই।

তোমানেং—এ মজার! তা'রা চাইবে যে, আপনারা তাদের রোগ সারাবেন, এম্নি বেয়াদবি? সেটা আপনাদের করণীয় নয়; আপনারা খালি টাকা নেবেন আর ওষুধ লিখে দেবেন; তা'রা যদি সেরে উঠতে পারে তো সারুক।

মঃ দিয়াফোয়ারি—ঠিক। নিয়মমাফিক চিকিৎসা কোরতে হবে, এইটুকু বাধ্য।

আর্গঁ, (ক্লেয়াঁতের প্রতি)—মা'কে একটু গাওয়ান।

ক্লেয়াঁং—আমি আপনার আদেশের অপেক্ষা কোরছিলাম। অ্যাকটা জিনিস আমার মনে এসেছে; অল্প দিন হোলো বেড়িয়েছে অ্যাকটা গীতি-নাটিকা, তা'র একটি দৃশ্য আমরা দুজনে গেয়ে শোনাবো উপস্থিত সবারই মনোরঞ্জনের জন্য। (অঁজেলিক্‌কে অ্যাক খণ্ড কাগজ দিয়া) ধরুন, এই আপনার পার্ট।

অঁজেলিক্—আমি ?

ক্লেয়াং, (নিম্ন স্বরে অঁজেলিকের প্রতি)—আপত্তি কোরো না, কথা রাখো,

যে দৃশ্যটা দুজনে গাইব সেটা বুঝিয়ে দেবো। (প্রকাশ্যে) আমার গানের গলা নেই; তবে, আমার কথা শোনা গেলেই চোলবে; আশা করি সবাই আমায় অনুগ্রহ কোরে ক্ষমা কোরবেন, কারণ, এঁকে দিয়ে গান গাওয়াতে হবে আমায়।

আর্গঁ—কবিতাগুলি ভালো?

ক্লেয়াঁং—ঠিক মতো বোলতে গেলে, এটা হোলো অ্যাকটা মুখে মুখে তৈরি ছোটো গীতি নাট্য, গাওয়া হবে কেবলমাত্র ছন্দোবদ্ধ গদ্য কিংবা এলোমেলো কবিতা গোছের ভাবে; ঠিক য্যানো দুজন মানুষ কথা বোলে যাচ্ছে অনুরাগবশে বা কোনো প্রয়োজনে, য্যামন য্যামন কথা মুখে আসছে।

আর্গঁ—বেশ। শোনা যাক।

ক্লেয়াঁং, (পরস্পর সাক্ষাতের সময়াবধি মনে যে প্রেমের উদয় হইয়াছে সে বিষয়ে একটি রাখাল য্যানো স্বীয় প্রণয়িনীর নিকট জানাইতেছে; অবশেষে তাহারা স্বীয় মনোভাব গাহিয়া গাহিয়া পরস্পরকে জানাইতেছে)—দৃশ্যটির বিষয়বস্তু হোলো এই। একটি অভিনয় সবে স্থরু হয়েছে। একটি রাখাল মনোযোগের সঙ্গে উপভোগ কোরছে। অ্যামন সময় পাশে গণ্ডগোল শুনে তা'র দৃষ্টি সে দিকে গ্যালো। সে ফিরে দেখলো যে, অ্যাকটা গুণ্ডা অ্যাকজন গোপিনীকে দুর্ব্বাক্য বোলে পীড়া দিচ্ছে। প্রথমেই সে রমণীটির পক্ষ সমর্থন কোরলো, নারীর সম্মান করা পুরুষের কর্ত্তব্য। গুণ্ডাটিকে দুর্বিনীত ব্যবহারের জন্য শাস্তি দিয়ে সে গোপিনীটির কাছে এলো। দেখলো, গোপিনীটি যুবতী, তা'র চক্ষু দুটির মতো অতো স্থন্দর চক্ষু সে আর কখনো দ্যাখেনি; সে অশ্রুপাত কোরছিলো, এবং

রাখালের মনে হোলো অতো সুন্দর চোখের জলও কখনো হয় না। "হায়," সে মনে মনে বোললো, "অ্যামন মধুর স্বভাবের মানুষের উপরে কেউ অত্যাচার কোরতে পারে! অ্যামন মানুষ, অ্যামন বর্ব্বর কে আছে যে এই চক্ষের জলে বিচলিত না হবে?" সে সযত্নে সেই মনোহর চক্ষুজল থামালো; অপর পক্ষে, মধুর-স্বভাব গোপিনীটি এই সামান্য কাজের জন্য তা'কে ধন্যবাদ দিলো—অ্যাতো মনোরম, অ্যাতো সস্নেহ, অ্যাতো অনুরাগভরা—যে রাখাল নিজেকে আর সামলাতে পারে না, প্রতিটি কথা, প্রতিটি চাউনি আগুনের বাণের মতো তা'র বুকে বিঁধতে লাগলো। সে বোললো, "এ কাজ কি অ্যাতো মিষ্টি কথা বোলে ধন্যবাদ দেবার মতো? কী কোরতে পারা না যায়; কী কাজে কী বিপদের মুখে ছুটে যেতে পারা না যায় সানন্দে, যদি তা'তে কোরে অ্যাক মুহূর্ত্তের জন্য শ্রবণ কোরতে পারা যায় অ্যাতো কৃতজ্ঞ হৃদয়ের মোহন মধু?" অভিনয় হোয়ে যেতে লাগলো, কিন্তু সেদিকে তা'র দৃষ্টি নেই; তার দুঃখ হোলো অভিনয়টি অতো ছোটো বোলে, কারণ, শেষ হোয়ে গেলে তো সুন্দরী গোপিনীর সঙ্গে হবে বিচ্ছেদ। বহু বৎসরের প্রেম থেকে যে উদ্দাম ভাব আসতে পারে, প্রথম দর্শন থেকে প্রথম মুহূর্ত্ত থেকে গোপিনীর প্রতি রাখালের সেই ভাব। বিরহের ব্যথা সে তখুনি অনুভব কোরতে লাগলো, যা'কে অ্যাতো অল্প দেখেছে তা'কে আর কখনো দেখতে পাবেনা এই চিন্তায় ক্লিষ্ট হোয়ে পোড়লো। দিবারাত্র সেই প্রিয়স্মৃতি মনে জাগিয়ে রাখলো, আর অ্যাকবার দ্যাখা পাবার জন্যে প্রাণপাত কোরতে লাগলো। কিন্তু তা'র সব চেষ্টাই হোলো বিফল, কারণ, গোপিনীকে রাখা হোতো

কঠোর অবরোধের ভিতর। সেই মোহিনী সুন্দরীকে না পেয়ে তা'র আর বাঁচা সম্ভব নয়; কামনার আবেগে সে স্থির কোরলো ওকে বিবাহ করার প্রস্তাব কোরবে; এবং এবিষয়ে অ্যাকখানি পত্র পাঠিয়ে সে ওর অনুমতি সংগ্রহ কোরলো। কিন্তু এই সময়ে খবর পেলো যে এই সুন্দরীর পিতা অপর অ্যাকজনের সঙ্গে তা'র বিবাহ স্থির কোরেছেন, এবং এই বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থা হচ্ছে। ভেবে দেখুন, সেই রাখাল বেচারীর মনে কী নিষ্ঠুর আঘাত! মর্ম্মান্তিক কষ্টে সে অভিভূত হোয়ে পোড়লো। তা'র অ্যাকমাত্র প্রেমের আস্পদ হবে অপরের বাহুলগ্ন, এই ভয়াবহ চিন্তা সে সহ্য কোরতে পারলো না। প্রেমের তাড়নায় মরিয়া হোয়ে সে গোপিনীর বাড়ীতে প্রবেশের উপায় বা'র কোরলো, উদ্দেশ্য, গোপিনীর মনের ভাব কী জানা এবং নিজের অদৃষ্টে কী আছে সেটা তা'র মুখ থেকে শোনা। প্রবেশ কোরে সে দেখতে পেলো সেই সব ব্যবস্থা যা' সে ভয় করেছিলো, দেখতে পেলো আগমন সেই অযোগ্য প্রতিদ্বন্দীর—যা'কে খাড়া করেছেন তা'র সুকুমার প্রেমের বিরুদ্ধে গোপিনীর পিতা খামখেয়ালি বশে। সেই আধপাগলা প্রতিদ্বন্দ্বীকে দেখতে পেলো সে তা'র বিনোদিনী গোপিনীর পাশে, দেখে সে বিজয়গর্ব্বে উৎফুল্ল হোয়ে উঠলো, জয় নিশ্চিত, জয় য্যানো হোয়েই গিয়েছে; হোয়ে উঠলো ক্রুদ্ধ, ক্রোধ দমন কোরে রাখা হোলো শক্ত। সে প্রণয়াস্পদের প্রতি করুণ চাহনি চাইলো, চোখে ছাড়া মুখে কিছু বোলতে পারে না, কারণ, তা'র আছে সম্মানবোধ এবং গোপিনীর পিতা উপস্থিত। কিন্তু অবশেষে সে সমস্ত বাধা ঠেলে ফেলে দিলো, প্রেমের আবেগে বোলে উঠলো :

(গাহিলেন)

ফিলি সুন্দরি ! সহিতে না পারি বড়ো মরমের জ্বালা,
ভাঙো নীরবতা কঠোর পাষাণ, খোলো হৃদয়ের তালা,
কহ কহ মোরে কিবা মোর তরে আছে বিধাতার লেখা,
বাঁচিবার কিবা আছে আশা না গো মরণ মিলিবে দেখা ?

অঁজেলিক্ (গাহিয়া জবাব দিলেন)।

বিবাহের যতো আয়োজনে দ্যাখো রয়েছি বিবসবদনা,
চেয়ে দ্যাখো মোরে, তির্সি, নয়নে, হোয়োনা ভীত হোয়োনা ;
নয়ন তুলিনু আকাশের পানে, চাহিনু তোমার নয়নে,
ফেলিনু উষ্ণ নিশ্বাস বায়ু, বুঝে দ্যাখো নিজমরমে ।

আর্গঁ—বাঃ, আমার তো ধারনা ছিলোনা যে, মেয়ে অ্যাতো সুন্দর গাইতে পারে লেখা দেখে বিনা দ্বিধায় !

ক্লেয়াঁৎ।

প্রেমেতে পাগোল তির্সির ভালে
অ্যাতো খানি সুখ হবে কোনো কালে,
তোমার হৃদয়ে অ্যাতোটুকু ঠাঁই
ফিলি সুন্দরি দিবে কি গো তায় ?

অঁজেলিক্।

করিনু স্বীকার, সহিতে পারি না,
তির্সি আমার, ভালোবাসি তো'মা।

ক্লেয়াঁৎ।

শুনিনু বা কিবা মধুময়ী বাণী !
ঠিক মতো শুনি কিবা নাহি শুনি !

কহো আরবার ফিলি গো আমার
সন্দেহ নিরসনি'।

অঁজেলিক্।

হাঁ, তির্সি, ভালোবাসি তোমা।

ক্লেয়াঁৎ।

কহো আরবার, ফিলি, করো মোরে দয়া।

অঁজেলিক্।

ভালোবাসি তোমা।

ক্লেয়াঁৎ।

কহো শতবার, দিয়োনা বিরতি।

অঁজেলিক্।

ভালোবাসি তোমা, ভালোবাসি তোমা,
তির্সি আমার, ভালোবাসি তোমা।

ক্লেয়াঁৎ।

দেবগণ! রাজগণ! সর্ব্ব পৃথ্বী পদতলে তোমাদের;
তবু কহি, কিবা তুচ্ছ সুখ তোমাদের আমার সুখের পাশে।
কিন্তু হায় ফিলি, সর্ব্ব সুখ মাঝে মোর অ্যাক চিন্তা
দহে মোরে—প্রতিদ্বন্দ্বী, প্রতিদ্বন্দ্বী অ্যাক।

অঁজেলিক্।

ঘৃণা করি তা'রে মৃত্যুর চেয়ে বাড়া;
দর্শন তা'র দহে যদি তোমা
দহে মোরে সমতুল
নির্দয় দণ্ড সম।

ক্লেয়াঁৎ।

কিন্তু পিতা হায় করেছেন পণ
বাধ্য তোমা করিবেন তিনি।

অঁজেলিক্।

সম্মতি তবু নাহি দিব তাহে
শতবার যদি মরি, মরি যদি শতবার।

আর্গঁ—এসবে বাপ কী বোললো?

ক্লেয়াঁৎ—সে কিছুই বোললো না।

আর্গঁ—এই সমস্ত পাগলামি সামনের উপর হচ্ছে, অথচ কোনো কথা বলে না, আচ্ছা বোকা বাপ তো!

ক্লেয়াঁৎ।

হায়, মোর প্রেম......

আর্গঁ—না, না, ঢের হয়েছে। এ কমেডিটা খুব খারাপ দৃষ্টান্ত। রাখাল তির্সি বেয়াদব, গোপিনী ফিলি বেহায়া—বাপের সামনে এই ভাবে কথা বলা! কাগজটা দ্যাখাও আমাকে। কই? কই? তোমরা যে সব বোলছিলে সে সব লেখা কই? খালি, কিছু গানের স্বরলিপি লেখা আছে।

ক্লেয়াঁৎ—আপনি কি জানেন না, সম্প্রতি অ্যাক পদ্ধতি বার হয়েছে কথা স্বরলিপিতে লেখা?

আর্গঁ—বেশ। আচ্ছা, নমস্কার! আপনার এই অসভ্য গীতিনাট্যের দরকার নেই।

ক্লেয়াঁৎ—আপনার চিত্তবিনোদন হচ্ছিল মনে কোরছিলাম।

আর্গঁ—পাগলামিতে চিত্তবিনোদন হয় না। ঐ যে উনি আসছেন।

ষষ্ঠ দৃশ্য।—বেলীন্, আর্‌গাঁ, তোয়ানেৎ, অঁজেলিক্,
মঃ দিয়াফোয়ারি, তমা দিয়াফোয়ারি।

আর্‌গাঁ—ওগো, ঐ যে দিয়াফোয়ারি মশায়ের ছেলে।

তমা দিয়াফোয়ারি, (পূর্ব্বকল্পিত অভিনন্দন সুরু করিলেন, কিন্তু ভুলিয়া যাওয়ায় শেষ করিতে পারিলেন না)—মহাশয়া, ঈশ্বর যে আপনাকে শ্বশ্রূমাতা নাম দিয়েছেন তা' ঠিকই হয়েছে, কারণ, আপনার মুখে ফুটে উঠেছে......

বেলীন্—ঠিক সময়ে আপনার দর্শনলাভ হোলো, খুবই আনন্দিত হলাম।

তমা দিয়াফোয়ারি—কারণ আপনার মুখে উঠেছে......
কারণ আপনার মুখে উঠেছে.........আমার কথার মাঝখানে আপনি কথা বলায় সব ভুলে গেলাম।

মঃ দিয়াফোয়ারি—আর অ্যাক সময়ে বোলো, তমা।

আর্‌গাঁ—আর একটু আগে যদি আসতে গো।

তোয়ানেৎ—এঃ, দ্বিতীয় পিতা, মেম্‌নঁর প্রতিমূর্ত্তি, সূর্য্যমুখী নামে ফুল, এসব তো আপনি শুনলেন না!

আর্‌গাঁ—এসো, মা, এই যুবকটিকে স্পর্শ কোরে বিবাহের প্রতিশ্রুতি দাও, এবং ওঁর সতী স্ত্রী হোয়ে থাকবে এ কথা বলো।

অঁজেলিক্—বাবা!

আর্‌গাঁ—কী, বাবা? কী বোলতে চাও?

অঁজেলিক্—আমার মিনতি, তাড়াতাড়ি কোরবেন না। পরস্পরকে চিনবার জন্যে এবং পুরোপুরি মিলন হবার পক্ষে পরস্পরের প্রতি

যে টান দরকার, সেটা জন্মাবার জন্যে একটু সময় অন্ততঃ দিন।

তমা দিয়াফোয়ারি—আমার কথা তোমায় বোলতে পারি, আমার মধ্যে সে টান জন্মে গিয়েছে ; আমার আর সময়ের দরকার নেই।

অঁজেলিক্—আপনার যদি অ্যাতো তাড়াতাড়ি হোতে পারে, আমার হয়নি ; আপনার গুণ আমার মনের উপর অ্যাখনো যথেষ্ট রেখাপাত কোরতে পারেনি।

আর্গাঁ—ও বেশ, বেশ! বিয়ে হবার পর যথেষ্ট সময় থাকবে তা' হবার।

অঁজেলিক্—আপনার পায়ে পড়ি, বাবা, একটু সময় দিন। বিবাহ অ্যামন বন্ধন যা'তে জোর কোরে কাউকে বাঁধা উচিত নয়। আর, ভদ্রলোক যদি ন্যায়নিষ্ঠ হন, তা' হোলে তাঁর অ্যামন কাউকে গ্রহণ করা উচিত হবে না যা'কে জোর কোরে দেওয়া হোলো।

তমা দিয়াফোয়ারি—এ যুক্তি আমি স্বীকার করি না। আমি ন্যায়নিষ্ঠ পুরুষ হোয়েও তোমাকে তোমার পিতার হাত থেকে গ্রহণ কোরতে চাইতে পারি।

অঁজেলিক—কারু উপর জবরদস্তি করাটা তা'র কাছে ভালোবাসা পাবার ভালো উপায় নয়।

তমা দিয়াফোয়ারি—প্রাচীন গ্রন্থকারদের বইএ আমরা পাই যে, সে সময়ে এই প্রথা ছিলো যে যে সব মেয়ে পুনর্বিবাহ কোরতে রাজি হোতো না তাদের জোর কোরে পিতৃগৃহ হোতে হরণ করা হোতো বিবাহের উদ্দেশ্যে।

অঁজেলিক্—প্রাচীনরা প্রাচীন, আর, আমরা হলাম সনাতন। আমাদের যুগে মনোভাব গোপনের দরকার নেই অ্যাকেবারেই, যখন ইচ্ছে হয় তখন স্বেচ্ছায় যেতে জানি বিয়ে কোরতে, টেনে নিয়ে যেতে হয় না। ধৈর্য্য ধরুন; যদি আমাকে ভালোবাসেন, তা' হোলে আমি যা' চাই আপনারও তা'ই চাওয়া উচিত।

তমা দিয়াফোয়ারি—হ্যাঁ, কেবল আমার প্রেমের স্বার্থে যতোটুকু ততোটুকু।

অঁজেলিক্—কিন্তু প্রেমের প্রধান লক্ষণ হচ্ছে প্রেমাস্পদের ইচ্ছায় নিজেকে বিলীন করা।

তমা দিয়াফোয়ারি—তা'তে অবস্থা বিশেষ আছে: যেটা নিজের অধিকার সংক্রান্ত নয়, তা'তে হ্যাঁ; কিন্তু যেটা নিজের অধিকার-সংক্রান্ত, তা'তে না।

তোয়ানেৎ—তুমি বৃথা তর্ক কোরছো। বাবুটি সদ্য কলেজ থেকে বেরিয়েছেন, সব সময়ে তোমাকে দ্যাখাবেন মরণের পর কী তোমার পোড়ে থাকে। ফ্যাকাল্‌টির সঙ্গে সংযুক্ত হবার সম্মান পেতে অ্যাতো আপত্তি বা অনিচ্ছা ক্যানো?

বেলীন্—কারু প্রতি টান বোধহয় ঢুকেছে ওর মাথায়।

অঁজেলিক্—যদি সে রকম টান হোয়ে থাকে, তা' হোলে সেটা বিচার-বুদ্ধি ও শ্লীলতাসম্মত হবে, তা'র বাইরে নয়।

আর্‌গঁ—বাঃ, কী মজার খ্যালাই খেলছি এখানে!

বেলীন্—আমি হোলে গো ওকে মোটেই বিয়ে কোরতে বাধ্য কোরতাম না; কী কোরতাম তা' আমিই জানি।

অঁজেলিক্—আমি জানি তুমি কী বোলতে চাও, আর, কতোটুকু দয়া

আছে তোমার আমার প্রতি, কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে হয়তো তোমার পরামর্শ নেওয়া হবে না।

বেলীন্—তোমার মতো বুদ্ধিমতী ও সচ্চরিত্র মেয়েরা মনে করে বাপের বাঁধ্য হওয়া বাপের কথা শোনা এটা য্যানো অ্যাকটা বিদ্রূপের জিনিস। সেকাল ছিলো ভালো।

অঁজেলিক্—মেয়ের কী কর্ত্তব্য তা'র অ্যাকটা সীমা আছে; সব বিষয়েই কর্ত্তব্যের ধূয়ো তুলতে হবে, এ কথা বিচার বুদ্ধিও বলে না আইনও বলে না।

বেলীন—অর্থাৎ তুমি এ বিয়ে কোরতে চাও না, তুমি চাও তোমার খেয়ালমতো বর।

অঁজেলিক—আমার যা'কে পছন্দ অ্যামন লোকেব সঙ্গে বিয়ে দিতে যদি বাবা রাজি না হন, তা' হোলে তাঁকে বোলবো যে অন্ততঃপক্ষে আমি যা'কে ভালোবাসতে পারি না অ্যামন লোককে বিয়ে কোরতে য্যানো আমায় বাধ্য না করেন।

আর্গঁ—ভদ্রমহোদরগণ, এসবের জন্য আমি আপনাদের কাছে ক্ষমা চাচ্ছি।

অঁজেলিক্—প্রত্যেকের অ্যাকটা উদ্দেশ্য থাকে বিয়ে করার। আমার কথা এই যে, আমি স্বামী চাই বাস্তবিক তা'কে ভালোবাসবো বোলে, আমার জীবনের সমস্ত আকর্ষণ তা'রই জন্যে থাকবে; তাই বোলছি এ বিষয়ে কিছু সাবধান হোতে চাই। কেউ কেউ আছে যা'রা বিয়ে কোরতে চায় বাপ মায়ের বাধা-নিষেধের হাত থেকে নিষ্কৃতি পাবার জন্যে এবং ইচ্ছামতো চোলতে পারে অ্যামন অবস্থায় থাকার জন্যে। আর কেউ কেউ আছে যা'রা বিয়ে করে ব্যাবসা হিসেবে, যৌতুকের লোভে, স্বামীর মৃত্যুর পর

বড়োলোক হবার জন্যে, যা'রা বেপরোয়া ভাবে স্বামীর পর স্বামী গ্রহণ করে তাদের পয়সা হাতাবার জন্যে। সত্যি কথা বোলতে গেলে, এইসব লোক ভালো চেহারাও ত্যামন চায় না, মানুষ ক্যামন তা'ও বড়ো লক্ষ্য করে না।

বেলীন্—আজ যে বড়ো তর্কবাগীশ হয়েছো দেখছি; কী বোলতে চাচ্ছো?

অঁজেলিক্—যা' বোলছি তা' ছাড়া আর কী বোলতে চাইবো?

বেলীন্—তুমি, মণি, অ্যাতোই ন্যাকা যে তোমাকে আর বরদাস্ত করা যায় না।

অঁজেলিক্—তুমি চাচ্ছো, আমায় কোনো বেয়াদবি কথা বোলতে বাধ্য কোরতে, কিন্তু আমি বোলে দিচ্ছি সে সুযোগ তুমি পাবে না।

বেলীন্—তোমার ঔদ্ধত্যের তুলনা হয় না।

অঁজেলিক্—না, তুমি বৃথাই বোলছো।

বেলীন্—আর তোমার আছে অহঙ্কার যা' দেখলে হাঁসি পায়, অ্যাকটা বেয়াদবি হামবরাভাব যা'তে দুনিয়ার সবাইকে তাচ্ছিল্য করো।

অঁজেলিক্—এ সবে কিছুই হবে না, গো! তুমি যা'ই করো, আমি জ্ঞান হারাবো না। তুমি যা' চাচ্ছো তা' হবার আশা শেষ কোরে দিচ্ছি, তোমার দৃষ্টির অন্তরালে চোলে যাচ্ছি।

আর্গঁ—শোনো; এর মধ্যে মাঝামাঝি রাস্তা অ্যাকেবারেই নাই। চারদিনের মধ্যে ঠিক করো, এই বাবুকে বিয়ে কোরবে, না, আশ্রমে যাবে। (বেলীনের প্রতি) তুমি চিন্তা কোরো না, আমি ওকে ঠিক কোরে দেবো।

বেলীন্—আমায় একটু বাইরে যেতে হচ্ছে গো। সহরে আমার একটু কাজ আছে, না গেলে নয়। শীগগির ফিরে আসছি।

আর্‌গঁ—এসো গো। আর, তোমার সলিসিটরের ওখানে যেয়ো, ঐ জিনিসটা য্যানো তাড়াতাড়ি করে।

বেলীন্—আসি গো।

আর্‌গঁ—এসো গো। ভালোবাসে বটে ও আমায়…অবিশ্বাস্য রকম।

মঃ দিয়াফোয়ারি—আচ্ছা, তা'হোলে অ্যাখন আসি।

আর্‌গঁ—আমি ক্যামন আছি একটু বলুন তো।

মঃ দিয়াফোয়ারি, (নাড়ি দেখলেন)—এঁর ও হাতটা ছাখোতো, তমা, এঁর নাড়ি সম্বন্ধে ঠিক জ্ঞান হ'বে কিনা তোমার দেখি! কী বলো?

তমা দিয়াফোয়ারি—আমার মতে, এঁর নাড়ি দেখে বোঝা যায় যে ইনি কখনো ভালো থাকেন না।

মঃ দিয়াফোয়ারি—বেশ।

তমা দিয়াফোয়ারি—ইনি একটু কড়া, নরম ভাষায় বোলতে গেলে।

মঃ দিয়াফোয়ারি—বেশ, বেশ!

তমা দিয়াফোয়ারি—খিটখিটে।

মঃ দিয়াফোয়ারি—বেশ।

তমা দিয়াফোয়ারি—আর, একটু খামখেয়ালি গতিও বটে।

মঃ দিয়াফোয়ারি—চমৎকার।

তমা দিয়াফোয়ারি—যা'তে সূচিত হচ্ছে প্যারঁশিম্ স্প্লেনিক্ অর্থাৎ পীলের গণ্ডগোল।

মঃ দিয়াফোয়ারি—বেশ, বেশ।

আর্‌গঁ—না; পিরগঁ মশায় বোলেছেন যে, রোগটা যকৃতের।

মঃ দিয়াফোয়ারি—অ্যাঁ! হ্যাঁ, প্যারঁশিম্ বোলতে এও বোঝায় ও ও বোঝায়, কারণ, দুটোর মধ্যে পরস্পরের প্রতি খুব সমবেদন-

প্রবণতা আছে, ব্যাব্রেভ্, পিলোর্, ও অনেক সময় মেয়া শ্লডিকের পথে। তিনি নিশ্চয় আপনাকে রোস্ট্ করা মাংস বেশি কোরে খেতে বলেন।

আর্গ—না, সিদ্ধ করা গো-মাংস ভিন্ন আর কিছু নয়।

মঃ দিয়াফোয়ারি—আঁ্যা, হঁ্যা। রোস্ট্ আর সিদ্ধ অ্যাকই জিনিষ। উনি খুব সাবধানে ব্যবস্থা দেন, ওঁর চেয়ে ভালো লোকের হাতে আপনি পোড়তে পারেন না।

আর্গ—আচ্ছা, ডিমে নূনের গুঁড়ো দিতে হয় কী ভাবে?

মঃ দিয়াফোয়ারি—ছয়, আট, দশ, জোর সংখ্যায়, ওষুধে য্যামন বিজোড়ে।

আর্গ—নমস্কার।

সপ্তম দৃশ্য।—বেলীন্, আর্গ।

বেলীন্—বেরুবার আগে গো তোমায় অ্যাকটা কথা বোলতে এলাম, যে বিষয়ে তোমার সাবধান হওয়া উচিত। অঁজেলিকের ঘরের সাম্নে দিয়ে যেতে যেতে তা'র সঙ্গে অ্যাকজন যুবককে দেখলাম, সে আমায় দেখেই পালিয়ে গ্যালো।

আর্গ—আমার মেয়ের সঙ্গে অ্যাকজন যুবক!

বেলীন্—হঁ্যা। তোমার ছোটো মেয়ে লুইসঁ তাদের সঙ্গে ছিলো, সে তোমায় বোলতে পারবে।

আর্গ—তা'কে এখানে পাঠিয়ে দাও গো, তা'কে এখানে পাঠিয়ে দাও। ওঃ! বেহায়া! সে যে আপত্তি কোরছিলো তা'তে আর অবাক্ হচ্ছি না।

অষ্টম দৃশ্য।—লুইসঁ, আরগঁ।

লুইসঁ—কী বোলছো, বাবা? মা বোললো, তুমি ডাকছো।

আর্গঁ—হ্যাঁ। এদিকে এসো। এগিয়ে এসো। ফেরো, চোখ তোলো। আমার দিকে চাও। উঁ!

লুইসঁ—কী, বাবা?

আর্গঁ—উঁ?

লুইসঁ—কী?

আর্গঁ—তোমার কি কিছু বলার নেই আমাকে?

লুইসঁ—যদি শুনতে চাও, তা'হোলে গাধার চামড়ার গল্পটা কিংবা কাক ও শেয়ালের গল্পটা বোলতে পারি; মজা লাগবে। অল্পদিন হোলো এগুলো শিখিছি।

আর্গঁ—তা' চাইনে।

লুইসঁ—তা'হলে কী?

আর্গঁ—হুঁ! চালাকি! ভালো কোরে জানো কী বোলতে চাচ্ছি।

লুইসঁ—না, বাবা!

আর্গঁ—এই ভাবে তুমি আমার কথা শোনো?

লুইসঁ—কী?

আর্গঁ—তোমায় কি বলিনি, যা' দেখবে তা'ই আগে এসে বোলবে আমায়?

লুইসঁ—হ্যাঁ, বাবা।

আর্গঁ—তা'ই কি করেছো?

লুইসঁ—হ্যাঁ, বাবা। যা' দেখেছি সব তো বলেছি তোমায়!

আর্গঁ—আর, আজ কি তুমি কিছুই দ্যাখোনি?

লুইসঁ—না, বাবা।

আর্গঁ—না ?

লুইস—না, বাবা।

আর্গঁ—ঠিক ?

লুইস—ঠিক।

আর্গঁ—হুঁ ! বেশ, আমিই তোমায় কিছু দেখিয়ে দিচ্ছি !

(যষ্টি লইবার উদ্যোগ করিলেন)।

লুইস—উ, বাবা,

আর্গঁ—হুঁ হুঁ, শয়তান, দিদির ঘরে অ্যাকজন লোক দেখেছো একথা আমায় বোলছো না !

লুইস—বাবা !

আর্গঁ—এইভাবে তোমায় মিথ্যে বোলতে শেখানো হচ্ছে !

লুইস, (নতজানু হইয়া)—বাবা ! আমাকে ক্ষমা করো। দিদি বোলতে বারণ কোরেছিল তোমায় ; সব বোলছি।

আর্গঁ—মিথ্যে কথা বলার জন্যে আগে বেত খেয়ে নাও। তা'র পরে অন্য কথা দ্যাখা যাবে।

লুইস—ক্ষমা করো, বাবা।

আর্গঁ—না, না।

লুইস—বাবা গো, মেরো না বেত।

আর্গঁ—খেতে হবে।

লুইস—ভগবান্, মেরো না, বাবা !

আর্গঁ (বেত মারিবার জন্য তাহাকে ধরিয়া)—এসো, এসো।

লুইস—উ, বাবা, লাগিয়ে দিয়েছো আমায়। দাঁড়াও, আমি মোরলাম।

(মৃত্যুর ভান করিল।)

আর্গঁ—হায়! কী হোলো! লুইসঁ! লুইসঁ! হায় ভগবান্! লুইসঁ! আহা, মা আমার! উঃ, কী পোড়া কপাল আমার, মেয়েটা মোরে গ্যালো। কী কোরলাম, ফাটা কপাল আমার! লক্ষ্মী ছাড়া বেতগুলো! মরুক ও-গুলো! আহা, মা আমার, আমার সোনার লুইসঁ!

লুইসঁ—এই যে, এই যে, বাবা, অ্যাতো কেঁদো না। আমি অ্যাকেবারে মরিনি।

আর্গঁ—ছাখোতো ক্ষুদে শয়তানটার রকম! আচ্ছা, বেশ, তোমাকে এইবারকার মতো ক্ষমা কোরছি যদি তুমি সব কথা বলো।

লুইসঁ—বেশ, আচ্ছা বাবা!

আর্গঁ—একটু সাবধান হোয়ো, ক্যানো না এই যে কড়ে আঙুলটি দেখছো এ সব জানে, তুমি মিথ্যে কথা বোললে এ আমায় বোলে দেবে।

লুইসঁ—কিন্তু, বাবা, দিদিকে বোলো না যে আমি তোমায় বলিছি।

আর্গঁ—না, না।

লুইসঁ—হইছিলে! কি, বাবা, দিদির ঘরে আমি রইছি, অ্যামন সময় অ্যাকজন লোক এসে ঢুকলো।

আর্গঁ—তারপর?

লুইসঁ—আমি তা'কে জিজ্ঞেস কোরলাম, কী চাই, বোললো সে ওর গানের মাষ্টার।

আর্গঁ—হুঁ—। বটে! তারপর।

লুইসঁ—দিদি তারপরে এলো।

আর্গঁ—তারপর?

লুইসঁ—দিদি তা'কে বোললো, "যাও, যাও, যাও! মাথা খাও যাও! আমার যে কী কোরতে ইচ্ছে কোরছে!"

আর্গঁ—তারপর?

লুইসঁ—কিন্তু সে যেতে চাইলো না।

আর্গঁ—সে কী বোললো!

লুইসঁ—সে কী সব বোললো!

আর্গঁ—হ্যাঁ তারপরে?

লুইসঁ—এ, ও তা'—দিদিকে সে খুব ভালোবাসে, দিদির মত সুন্দর কেউ পৃথিবীতে নেই।

আর্গঁ—হ্যাঁ, তারপরে?

লুইসঁ—তারপরে সে দিদির সাম্নে হাঁটু গড় কোরে বোসলো।

আর্গঁ—তারপর?

লুইসঁ—তারপর, সে দিদির হাতে চুমু দিলো।

আর্গঁ—তারপর?

লুইসঁ—তারপরে মা দরজার কাছে এলো, আর, সে পালিয়ে গ্যালো।

আর্গঁ—আর কিছুই নয়?

লুইসঁ—না, বাবা!

আর্গঁ—উঁ, কড়ে আঙুলটা তবুও কী বোলছে?

(অঙ্গুলি কাণে দিলেন।) থামো।

আঁ্যা? ও, ও, হ্যাঁ? ও, এই যে কড়ে আঙুল আমায় বোলছে তুমি কিছু দেখেছো অথচ আমায় বোলছো না।

লুইসঁ—বাবা, তোমার কড়ে আঙুল মিথ্যুক।

আর্গঁ—সাবধান!

লুইস—না, বাবা ওর কথা শুনো না! ও মিথ্যে কথা বোলছে, আমি বোলছি।

আর্গঁ—বেশ, বেশ, গ্যাখা যাবে। আচ্ছা যাও, আর, সব বিষয়ে সাবধানে থাকবে। যাও। ছেলেরা সব অ্যাখন বুড়ো। উঃ! কী কাণ্ড! অসুখের কথা ভাববো, এটুকুর অবকাশ পর্য্যন্ত নেই। বাস্তবিক, আর পারি না।

(চেয়ারে বসিয়া পড়িলেন।)

নবম দৃশ্য।—বেরাল্‌দ্‌, আর্‌গঁ।

বেরাল্‌দ্‌—কী, ভাই, ক্যামন আছো?

আর্‌গঁ—বড্ডো খারাপ, ভাই।

বেরাল্‌দ্‌—অঁ্যা? বড্ডো খারাপ?

আর্‌গঁ—হ্যাঁ, অ্যাতো দুর্ব্বল বোধ করি যে, তা' বিশ্বাস করা যায় না।

বেরাল্‌দ্‌—দুঃখের কথা।

আর্‌গঁ—কথা বোলবো অ্যামন শক্তি ও পাই না।

বেরাল্‌দ্‌—আমি এসেছি অঁজেলিক্‌ মার বিয়ের অ্যাকটা প্রস্তাব নিয়ে।

আর্‌গঁ—(চেয়ারে উঠিয়া বসিয়া ক্রোধ ভরে বলিতে লাগিলেন)—ঐ হারামজাদীর কথা আমার কাছে আর বোলোনা, ভাই! ও শয়তান, অবাধ্য, বেয়াদব, দুদিনের মধ্যেই ওকে আশ্রমে রেখে দেবো।

বেরাল্‌দ্‌—বাঃ, বেশ! আমি খুব খুশী হচ্ছি যে তোমার শক্তি একটু ফিরে এলো, আমি গ্যাখা কোরতে আসতে তোমার একটু

ভালো হোলো। তা' যাক, কাজের কথা হবে অ্যাখন। একটু আমোদের ব্যবস্থার সন্ধান পেলাম, এখানে নিয়ে এসেছি, এতে তোমার বিরক্তির ভাব কেটে যাবে ও আমার বক্তব্য শুনতে তোমার মন প্রসন্ন হবে। কয়েকজন মিশরী মূরদের বেশ পোরে নাচ ও সেই সঙ্গে গান কোরবে; আমার সন্দেহ নেই, এতে তুমি আনন্দ পাবে, পির্‌গঁ মশায়ের অ্যাকটা প্রেস্‌ক্রিপ্‌শনের চেয়ে বেশি কাজ দেবে। চলো।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য—বেরাল্‌দ্‌, আর্‌গঁ, তোয়ানেৎ।

বেরাল্‌দ্‌—কী, ভাই, ক্যামন লাগলো? দারচিনির আরকের অ্যাক মাত্রার কাজ হোলো না কি?

তোয়ানেৎ—হুঁঃ! দারচিনির আরক হোলো অ্যাক জিনিস!

বেরাল্‌দ্‌—আচ্ছা, অ্যাখন কি, একটু কথা বোলবে?

আর্‌গঁ—একটু অপেক্ষা করো, ভাই, আসছি।

তোয়ানেৎ—দাঁড়ান, বাবু, ভুলে যাচ্ছেন যে আপনি লাঠি ভিন্ন হাঁটতে পারবেন না।

আর্‌গঁ—ঠিক বলিছিস।

দ্বিতীয় দৃশ্য—বেরাল্‌দ্‌, তোয়ানেৎ।

তোয়ানেৎ—আপনার ভাইঝির কথা কিন্তু ভুলবেন না।

বেরাল্‌দ্‌—সে যা' চায় তা' যা'তে পায়, সেজন্যে আমি যথাসাধ্য কোরবো।

তোয়ানেৎ—এই যে যাচ্ছে তাই বিয়েটার কথা ওঁর মাথায় ঢুকেছে, এটাকে বন্ধ করা অ্যাকদম দরকার। আমি ভেবে দেখেছি যে, আমাদের পক্ষের কোনো ডাক্তার যদি এখানে আনতে পারা যেতো তা' হোলে খুব ভালো হোতো; ওঁর পিরূর্গ মশায় সম্বন্ধে ওঁকে বীতশ্রদ্ধ করবার জন্যে, পিরূর্গ মশায়ের কাজের নিন্দে করার জন্যে ওঁর কাছে। কিন্তু হাতের কাছে এ রকম লোক না থাকায়, আমি ঠিক করেছি মাথার থেকে অ্যাকটা ফন্দি বা'র কোরে দ্যাখাবো।

বেরাল্‌দ্‌—কী কোরে?

তোয়ানেৎ—সে অ্যাক মজার ফন্দি। এতে বুদ্ধির পরিচয়ের চেয়ে মজাটাই বেশি থাকবে। সে আমি কোরবো অ্যাখন। আপনি আপনার দিক্ থেকে চেষ্টা কোরতে থাকুন। ঐ যে আসছেন।

তৃতীয় দৃশ্য।—আরূর্গঁ, বেরাল্‌দ্‌।

বেরাল্‌দ্‌—আমাদের কথাবার্ত্তার সময়ে তুমি আর কিছু না হোক উত্তেজিত হোয়ে উঠবে না, এতে তুমি তা' হোলে রাজি।

আর্গঁ—হ্যাঁ।

বেরাল্দ্—যা' যা' বোলবো তা'তে কোনো রকম বিরক্ত না হোয়ে জবাব দেবে।

আর্গঁ—হ্যাঁ।

বেরাল্দ্—যে সব বিষয় বলার আছে সে সব বিষয়ে দুজনে আলোচনা কোরবো, মন থেকে সমস্ত উগ্র ভাব দূর কোরে।

আর্গঁ—বাপরে, বেশ! গৌরচন্দ্রিকা হোলো মন্দ নয়।

বেরাল্দ্—এটা কী, ভাই, এই যে তোমার অ্যাতো টাকাকড়ি রয়েছে আর একটি মাত্র মেয়ে, কারণ ছোটোটির কথা আমি ধোরছি নে, এটা কী যে তুমি তাকে আশ্রমে রেখে দেবার কথা বোলছো?

আর্গঁ—এটা কী, ভাই, যে যা' আমার ভালো মনে হয় তা' করার আমার অধিকার আছে আমার পরিবারের মধ্যে?

বেরাল্দ্—দুই মেয়ের হাত থেকে এই ভাবে রেহাই পাওয়ার জন্যে তোমার বউ পরামর্শ দিতে কসুর করে না; আমার কোনো সন্দেহ নেই যে, ওদের দুজনেই আশ্রমবাসী হোক এটা যে উনি খুব খুশী মনে চান, তা ধর্মভাবের জন্যে নয়।

আর্গঁ—ও, এই কথা! তা' হোলে প্রথমে সেই বেচারা মহিলাকে নিয়ে পোড়লে। সেই সব কিছু খারাপ করে, আর, সবারই তা'র ওপরে রাগ।

বেরাল্দ্—না, ভাই, ছেড়ে দাও তা'র কথা: তোমার পরিবার সম্পর্কে তা'র অতি সাধু উদ্দেশ্য, সমস্ত স্বার্থ বিষয়ে সে উদাসীন, তোমার প্রতি তা'র আশ্চর্য্য রকমের মায়া আছে, তোমার সন্তানদের প্রতি তা'র স্নেহ ও মমতা ধারণাতীত;

এ সব ঠিক ; তা'র সম্বন্ধে আর মোটেই কথা বলার দরকার নেই ; তোমার মেয়ের কথায় আসা যাক। কী মনে কোরে, ভাই, তুমি তা'কে অ্যাক ডাক্তারের ছেলের সঙ্গে বিয়ে দিতে চাচ্ছো !

আর্গঁ—এই মনে কোরে, ভাই, যে আমার য্যামনটি দরকার তেম্নি একটি জামাই জোগাড় করি।

বেরাল্দ্—এতে কখনো তোমার মেয়ের যে রকম দরকার তা হোতে পারে না ; এর চেয়ে ভালো পাত্র আছে।

আর্গঁ—হ্যাঁ ; কিন্তু এটি, ভাই, আমার পক্ষে বেশি উপযোগী।

বেরাল্দ্—কিন্তু, ভাই, যে স্বামী সে গ্রহণ কোরবে সেটি কি তা'র জন্যে না তোমার জন্যে ?

আর্গঁ—তা'র জন্যেও বটে, আমার জন্যেও বটে : আর, আমি চাই অ্যামন সব মানুষ পরিবার ভুক্ত কোরতে যাদের দিয়ে আমার কাজ হবে।

বেরাল্দ্—ঐ যুক্তি অনুসারে তোমার ছোটো মেয়ে বড়ো হোলে ওষুধের দোকানদারের সঙ্গে বিয়ে দিতে ?

আর্গঁ—ক্যানো নয় ?

বেরাল্দ্—আচ্ছা, তা' হোলে কি তুমি তোমার ঐ ওষুধওয়ালা আর ডাক্তারদের সঙ্গে গলায় গলায় হোয়ে থাকবে, আর, চাইবে অসুস্থ হোয়ে থাকতে মানুষের সঙ্গে প্রকৃতির সঙ্গে আড় কোরে ?

আর্গঁ—তা' কী কোরে বুঝছো, ভাই ?

বেরাল্দ্—আমি বুঝছি, ভাই, এই যে, তোমার চেয়ে কম অসুস্থ মানুষ তো আমি আর দেখি না, আর, তোমার স্বাস্থ্যের চেয়ে ভালো স্বাস্থ্য পাবার ইচ্ছে আমি কোরতে পারি না। তুমি যে ভালো.

আছো, তোমার ধাত যে চমৎকার, তা'র লক্ষণ হচ্ছে এই যে অ্যাতো চেষ্টা সত্ত্বেও তুমি শরীরের সুন্দর বাঁধনটি নষ্ট কোরতে পারো নি, অ্যাতো ওষুধ খাওয়ানো সত্ত্বেও মোটেই অক্কা পাওনি।

আর্‌গাঁ—কিন্তু তুমি কি, ভাই, জানো যে ওতেই টিকে আছি? জানো কি যে, পির্‌গাঁ মশায় বোলেছেন যে মাত্র তিন দিন যদি নিজের সম্বন্ধে যত্ন না নিই তা'হোলে খতম হ'য়ে যাবো?

বেরাল্‌দ্‌—যদি তুমি সাবধানে না হও, তা' হোলে অ্যাতো বেশি যত্ন নেওয়া হোয়ে যাবে যে পরপারে চোলে যেতে হবে।

আর্‌গাঁ—কিন্তু ভাই, একটু আলোচনা করা যাক। তোমার কি তা'হোলে ওষুধে অ্যাকেবারেই বিশ্বাস নেই!

বেরাল্‌দ্‌—না, ভাই; আর, বাঁচবার জন্যে এতে যে বিশ্বাস দরকার, তা'ও তো আমি দেখছি না!

আর্‌গাঁ—অ্যাঁ! তুমি বিশ্বাস কোরো না—দুনিয়াভোর যা প্রমান হোয়ে গিয়েছে, চিরদিন যা'র সম্মান!

বেরাল্‌দ্‌—বিশ্বাস করা তো দূরের কথা, আমার মনে হয়—নিজেদের মধ্যে বোলে বোলছি—যে এটা মানুষের অ্যাকটা বিরাট্ বোকামি, আর, দার্শনিকের দৃষ্টিতে দেখতে হোলে, এর চেয়ে বেশি মজার ভেল্কি তো আর দেখি না! এর চেয়ে বেশি ঠাট্টার জিনিস আর দেখি না যে অ্যাকজন মানুষ আর অ্যাকজনের রোগ সারানো নিয়ে মাথা ঘামাবে।

আর্‌গাঁ—অ্যাকজন মানুষ অপর অ্যাকজনের রোগ সারাতে পারে, একথা তুমি মানতে রাজি নও ক্যানো, ভাই?

বেরাল্‌দ্‌—এই কারণে যে, আমাদের শরীর-যন্ত্রের শক্তির উৎসগুলি আজও রহস্যময় রোয়ে গিয়েছে, মানুষ তা' বিন্দুমাত্র দেখতে পায় না—এই কারণে যে, প্রকৃতি আমাদের চোখের সাম্নে অ্যাতো পুরু পর্দ্দা রেখে দিয়েছে যে কিছুই জানা যায় না।

আর্‌গঁ—তা' হোলে তোমার মতে ডাক্তাররা কিছুই জানে না?

বেরাল্‌দ্‌—বটেই তো, ভাই! সুমধুর পুরা সাহিত্যের বেশির ভাগই তা'রা জানে, সুন্দর ল্যাটিন্‌ বোলতে পারে, সব রোগের গ্রীক্‌ নাম, সংজ্ঞা ও বিভাগ বোলতে পারে; কিন্তু রোগ সারানোর কথা যদি বলো, সে বিষয়ে তা'রা কিছুই জানে না।

আর্‌গঁ—কিন্তু একথা অবশ্য স্বীকার্য্য যে, এ-বিষয়ে ডাক্তাররা অপরের চেয়ে বেশি জানে।

বেরাল্‌দ্‌—ওরা যা' জানে তা' তো, ভাই, বোল্লাম। সারাতে ওরা বিশেষ পারে না, ওদের শাস্ত্রের অ্যাকমাত্র বাহাদুরি হোলো বাগাড়ম্বরে, আপাত-সত্য বকবকানি। তা'রা কারণ বোলবে না, বোলবে কতকগুলি বুলি, ফল পাবে না, পাবে খালি আশ্বাস।

আর্‌গঁ—কিন্তু যা'ই বলো, ভাই, তোমার মতো বিজ্ঞ চালাক চতুর লোক তো আরও আছে; তবু দেখতে পাই যে সবাই ডাক্তারদের শরণাপন্ন হয় অসুখ হোলে।

বেরাল্‌দ্‌—এটা হোলো মানুষের দুর্ব্বলতার লক্ষণ, ওদের শাস্ত্রের সত্যতার চিহ্ন নয়।

আর্‌গঁ—কিন্তু এ কথা ঠিকই যে, ডাক্তাররা নিজেদের শাস্ত্রে বিশ্বাস করে, কারণ, নিজের অসুখে ডাক্তার ডাক্তারের সাহায্য ন্যায়।

বেরাল্‌দ্‌—সেটা হচ্ছে কি, ওদের মধ্যে কয়েকজন আছে যাদেরও এই

সাধারণ ভুলটা হয়, মানুষের যে ভুল থেকে ওদের আয়ের পথ। আর কয়েকজন আছে যারা লাভটি করে কিন্তু ভুলটি করে না। ধরো, তোমার এই পির্গঁ মশায়, কোনো চালাকি জানে না; সে পূরোপূরি ডাক্তার, মাথা থেকে পা পর্য্যন্ত; অঙ্কশাস্ত্রের সমস্ত প্রমাণ ফেলে সে নিজের শাস্ত্রের নিয়মগুলোতে করে বিশ্বাস, সে নিয়মগুলোকে পরীক্ষে কোরে দ্যাখাটাও মনে করে অপরাধ; চিকিৎসা শাস্ত্রের মধ্যে সে কোনো কিছু ঘোরালো, সন্দেহজনক বা শক্ত দেখতে পায় না; সে আছে নিয়ে জোলাপ আর রক্তমোক্ষণ, দুর্দ্ধর্ষ বদ্ধমূল ধারণায়, কাঠ বিশ্বাসে, সাধারণ জ্ঞান ও বিচারবুদ্ধির উপর জবরদস্তি কোরে; সে আর কিছুই ভেবে দ্যাথেনা; সে তোমার উপর যা' প্রয়োগ কোরবে তা'তে তোমার খারাপ হোক অ্যামন যে সে চাইবে তা মোটেই নয়; সম্পূর্ণ সাধু উদ্দেশ্য নিয়ে চোলে সে তোমায় মেরে ফেলবে; আর, তোমায় মেরে ফ্যালাটা অ্যাকটা বেশি কিছু হবে না, নিজের স্ত্রী বা সন্তান বা প্রয়োজন হোলে নিজের সম্বন্ধেও সে এই অ্যাকই কাজই কোরবে।

আর্গঁ—ওর উপর, ভাই, তোমার ছেলেব্যালা থেকে বিরাগ আছে। আচ্ছা, কাজের কথায় আসা যাক। অসুখ হোলে লোকে তা'হোলে কী কোরবে?

বেরাল্দ্—কিছুই না।

আর্গঁ—কিছুই না?

বেরাল্দ্—কিছুই না। শুধু বিশ্রাম দরকার। প্রকৃতি বিকৃতির অবস্থা থেকে নিজেই ধীরে ধীরে শুধরে ন্যায় নিজেকে, যদি আমরা তা'কে ছেড়ে দি এটা কোরতে। আমাদের ব্যস্ততা আমাদের

অধৈর্য্যই সব মাটি কোরে ছায়। প্রায় সবাই মারা যায় চিকিৎসায়, রোগে নয়।

আর্‌গঁ—কিন্তু এ কথা স্বীকার করা উচিত, ভাই, যে, এই প্রকৃতিকে সাহায্য করা যায় কতকগুলো জিনিস দিয়ে।

বেরাল্‌দ্—হা ভগবান! এসব, ভাই, নিছক কল্পনা, এগুলো নিয়ে আমরা পোড়ে থাকতে ভালোবাসি; কতকগুলি মিষ্টি কল্পনা মানুষের মনে অজ্ঞাতা এসে যায়, যেগুলো আমরা বিশ্বাস কোরে ফেলি, কারণ, তা' কোরে আমাদের ভালো লাগে, এবং সেগুলো সত্য হোলে ভালোই হোতো। যখন কোনো ডাক্তার তোমায় বোঁলবে প্রকৃতিকে সাহায্য করা, রক্ষা করা, শান্ত করার কথা, যা' তা'ব অনিষ্ট কোরছে সেটা দূর করাব এবং যা' তা'র অভাব সেটা পূরণ করার কথা, তা'র কার্য্য যা'তে সম্পূর্ণ সহজ ভাবে চোলতে পারে এই অবস্থায় তা'কে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার কথা; যখন সে বোলবে রক্ত শুদ্ধির কথা, অন্ত্র ও মস্তিষ্ক শান্ত করার কথা, পীলে কমানোর কথা, ফুসফুস ঠিক কোরে দেওয়ার কথা, যকৃৎ ঠিক কোরে দেওয়ার কথা, বুকের শক্তি বাড়ানোর কথা, স্বাভাবিক দেহতাপ ফিরিয়ে আনা ও বজায় রাখার কথা, এবং পরমায়ু বহু বৎসর বাড়িয়ে দেওয়ার গুপ্ত উপায় জানার কথা; তখন জানবে সে তোমায় বোলছে চিকিৎসা শাস্ত্রের উপন্যাস অংশটুকু। কিন্তু তুমি যখন বাস্তবে এবং অভিজ্ঞতার পর্য্যায়ে আসবে তখন তুমি এসব কিছুই খুঁজে পাবে না। এ হোলো সুন্দর স্বপ্নের মতো, যা থেকে জেগে উঠে কেবল বিরক্তিরই ভাব মনে আসে সত্য মনে করায়।

আর্‌গঁ—অর্থাৎ, দুনিয়ার সমস্ত বিজ্ঞান তোমার মাথায় পোরা রয়েছে,

বর্ত্তমান যুগের সমস্ত বড়ো বড়ো ডাক্তারের চেয়ে তুমি বেশি জানো, এই কথা বোলতে চাও।

বেরাল্‌দ্‌—তোমার এই বড়ো বড়ো ডাক্তার হোলো কথায় এবং কাজে দুই রকমের মানুষ : তাদের কথা বোলতে শোনো, অ্যাতো সুদক্ষ দুনিয়ায় আর কেউ নেই ; তাদের কাজ দ্যাখো, অ্যামন অজ্ঞ মানুষ আর হয় না।

আর্‌গঁ—বাপ ! তুমি দেখছি অ্যাকজন বড়ো পণ্ডিত ! তোমার এই তর্ক আর বকবকানি ঠাণ্ডা কোরে দিতে পারে অ্যামন অ্যাকজন পণ্ডিত যদি এখানে থাকতো !

বেরাল্‌দ্‌—আমার, ভাই, ডাক্তারি শাস্ত্রের সঙ্গে লড়াই করা তো ব্যবসা নয় ! যা'র যা' খুশি বিশ্বাস করুক, ফলভোগ সেই কোরবে। আমি যা' বোললাম সে কেবল আপনা-আপনির মধ্যে বোলে ; আমি চাচ্ছি তুমি যে ভুল রাস্তায় চলেছো তা' থেকে একটু টেনে নিয়ে আসতে, আর চাই এ বিষয়ে মলিয়েরের অ্যাকটা হাঁসির নাটক তোমায় দ্যাখাতে, তা'তে আমোদ পাবে।

আর্‌গঁ—এই কমেডিওয়ালা মলিয়ের হোলো একটি আস্ত বেয়াদব। ডাক্তারদের মতো ভালো লোকদের সম্পর্কে সে যা' তা' ইয়ার্কি করে।

বেরাল্‌দ্‌—সে তো ডাক্তারদের নিয়ে কখনো ঠাট্টা করে না, ঠাট্টা করে ডাক্তারির, যেটা হোলো উপহাসের জিনিস।

আর্‌গঁ—ডাক্তারির নিন্দে কোরতে যাওয়া চমৎকার কাজ হচ্ছে তাঁ'র পক্ষে। ও হোলো অ্যাকটা ডাঁহা বেকুব, অ্যাকদম বেয়াদব ; নৈলে ডাক্তারের পরামর্শ বা ব্যবস্থা বিদ্রূপ করে, তাঁদের

আক্রমণ করে, তাঁদের মতো মানী লোকদের নাটকের চরিত্ররূপে স্টেজে খাড়া করে!

বেরাল্‌দ্‌—মানুষের ভিন্ন ভিন্ন পেশা ছাড়া আর কোন জিনিস সে স্টেজে দাঁড় করাবে? সব সময়েই তো রাজা-রাজরাদের খাড়া করা হচ্ছে, তা'রাওতো ডাক্তারদের মতোই সৎবংশের মানুষ!

আর্‌গঁ—মাইরি বোলছি, আমি যদি হতাম ডাক্তার তো ওর বেয়াদবির শোধ তুলতাম, ওর অসুখ হোলে ফেলে রেখে দিতাম বিনা চিকিৎসায় মরবার জন্যে। সে যা'ই করুক আর যা'ই বলুক, তা'র একটুও রক্ত মোক্ষণ কোরতাম না, একটুও ডুশ দিতাম না, বোলতাম, "মরো, মরো! চিকিৎসা শাস্ত্র নিয়ে আর অ্যাকবার ঠাট্টা করো গে।"

বেরাল্‌দ্‌—তুমি তো তা'র উপর রেগে গিয়েছো দেখছি।

আর্‌গঁ—হ্যাঁ, সে একটি অর্ব্বাচীন; ডাক্তাররা যদি বুদ্ধিমান্ হয়, তা' হোলে আমি যে রকম বোললাম সেই রকম কোরবে।

বেরাল্‌দ্‌—সে তোমার ঐ ডাক্তারদের চেয়ে চালাক হবে; তাদের সাহায্যই চাইবে না।

আর্‌গঁ—তা'হোলে তো আরও খারাপ তা'র পক্ষে, যদি সে কখনো চিকিৎসা না করায়।

বেরাল্‌দ্‌—চিকিৎসা করাতে সে যে কখনো চায় না ক্যানো তা'র কারণ আছে। তা'র মতে চিকিৎসা তা'রাই করাতে পারে যাদের শরীর সতেজ এবং বলবান্, যাদের বাড়তি শক্তি আছে অসুখের সঙ্গে সঙ্গে ওষুধ সহ্য করার; কিন্তু তা'র নিজের শুধু অসুখটি সহ্য করার শক্তি আছে।

আর্‌গঁ—কী বোকার মতো কারণ! চুপ করো, ভাই, এ লোকটার

সম্বন্ধে আর কথা বলার দরকার নেই, আমার রাগ বেড়ে যাবে আর অসুখ কোরবে।

বেরাল্‌দ্‌—আমি রাজি, ভাই; কথা পাল্টাবার জন্যে বলি, মেয়ের উপর যে একটু বিরক্তি হয়েছে তা'র জন্যে তা'কে সন্ন্যাসিনীদের আশ্রমে রেখে দেবে এ রকম উগ্র সিদ্ধান্ত করা কখনো ঠিক হবে না; জামাই পছন্দ করা ব্যাপারে অন্ধভাবে নিজের খেয়াল মতো চলা তোমার উচিত হবে না, এ বিষয়ে মেয়ের ইচ্ছেতে নিজেকে একটু মানিয়ে নিতে হয়, কারণ, এটা সারা জীবনের কথা এবং এর উপর নির্ভর করে বিয়ের সুখশান্তি।

চতুর্থ দৃশ্য।—মঃ ফ্লার্ঁ (সিরিঞ্জ হস্তে), আর্‌গঁ, বেরাল্‌দ্‌।

আর্‌গঁ—আচ্ছা, ভাই, কিছু যদি মনে না করো!

বেরাল্‌দ্‌—কী? কী কোরতে চাও?

আর্‌গঁ—এই একটু ডুশ নেবো, এখুনি হোয়ে যাবে।

বেরাল্‌দ্‌—তুমি ইয়ার্কি কোরছো। তুমি অ্যাক মুহূর্ত্তও ডুশ কিংবা ওষুধ ভিন্ন থাকতে পারো না, একি? ও আর অ্যাক সময়ে হবে অ্যাখন, অ্যাখন একটু ঠাণ্ডা হোয়ে বোসো।

আর্‌গঁ—ফ্লার্ঁ মশায়, আজ সন্ধ্যেয়, কি, কাল সকালে।

মঃ ফ্লার্ঁ, (বেরাল্‌দের প্রতি)—ডাক্তারি ব্যবস্থায় বাধা দিচ্ছেন ক্যামন

ধারা, ওঁকে ডুশ নিতে দিচ্ছেন না? বেশ মজার লোক তো আপনি, অ্যাতো দুঃসাহস আপনার!

বেরাল্‌দ্‌—যান, মশায়! বেশ বোঝা যাচ্ছে যে আপনি কথা বোলতে জানেন না।

মঃ ফ্লার—ওষুধ নিয়ে এভাবে ঠাট্টা করা বা আমার সময় নষ্ট করানো উচিত নয়। আমি উপযুক্ত হুকুম পেয়েই এখানে এসেছিলাম; পির্‌গঁ মশায়ের কাছে যেয়ে বোলছি যে তাঁর হুকুম তামিল কোরতে নিজের কর্ত্তব্য কোরতে আমি বাধা পেয়েছি। দেখবেন, আপনি দেখবেন......।

আর্‌গঁ—তুমি, ভাই, এখানে অ্যাকটা অমঙ্গলের সৃষ্টি কোরবে।

বেরাল্‌দ্‌—পির্‌গঁ মশায়ের ব্যবস্থা মতো অ্যাকটা ডুশ না নেওয়া, এই না বড়ো অমঙ্গল! আর অ্যাকটা কথা, ভাই! ডাক্তারদের রোগের হাত থেকে তোমায় মুক্ত করার উপায় নেই, চিরজীবন তাদের ওষুধের মধ্যে ডুবে থাকবে, এই কি হবে?

আর্‌গঁ—হা ভগবান্‌! তুমি, ভাই, কথাটি বোলছো সুস্থ মানুষের মতো; কিন্তু আমার জায়গায় যদি তুমি হোতে তা'হোলে বুলি বদলাতে। ভালো স্বাস্থ্য থাকলে ডাক্তারির বিরুদ্ধে কথা বলা সোজা।

বেরাল্‌দ্‌—কিন্তু তোমার অসুখটা কী?

আর্‌গঁ—তুমি আমায় পাগোল কোরবে। আমার অসুখটা যদি তোমার হোতো! দেখতাম তা'হোলে কী কোরে এই রকম ফড়্‌ফড়্‌ কোরতে। ঐযে, পির্‌গঁ মশায় আসছেন।

পঞ্চম দৃশ্য।—মঃ পির্গঁ, আর্গঁ, বেরাল্দ্, তোয়ানেৎ।

মঃ পির্গঁ—নীচে দরজার কাছে মজার খবর শুনলাম। আমার প্রেস্ক্রিপ্শন্ নিয়ে নাকি এখানে ঠাট্টা করা হচ্ছে, আমি যে ব্যবস্থা দিয়েছিলাম সেই অনুসারে নাকি কাজ কোরতে দেওয়া হয় নি!

আর্গঁ—ডাক্তার বাবু, না এ......

মঃ পির্গঁ—চমৎকার দুঃসাহস, ডাক্তারের বিরুদ্ধে রোগীর অদ্ভুত বিদ্রোহ!

তোয়ানেৎ—ভয়ানক ব্যাপার!

মঃ পির্গঁ—যে ড্রুগ আমি নিজে কষ্ট কোরে তৈরি করেছি।

আর্গঁ—আমি নই।

মঃ পির্গঁ—যা' চিকিৎসাশাস্ত্রের সমস্ত নিয়ম অনুযায়ী আবিষ্কার করা এবং তৈরি করা হয়েছে।

তোয়ানেৎ—উনি ভুল করেছেন।

মঃ পির্গঁ—যেটাতে অন্ত্রে অ্যাকটা আশ্চর্য্য ফল দিতো।

আর্গঁ—আমার ভাই...

মঃ পির্গঁ—তাচ্ছিল্যভরে সেটা প্রত্যাখ্যান করা!

আর্গঁ—সেই হোলো গিয়ে...

মঃ পির্গঁ—অ্যাকটা বিচিকিচ্ছি কাজ।

তোয়ানেৎ—ঠিকই।

মঃ পির্গঁ—চিকিৎসাশাস্ত্রের বিরুদ্ধে নিদারুণ অপরাধ।

আর্গঁ—ও হোলো কারণ...

মঃ পির্গঁ—মহান্ শাস্ত্রের বিরুদ্ধে অপরাধ, উপযুক্ত শাস্তি নেই।

তোয়ানেৎ—ঠিক বলেছেন।

মঃ পির্গঁ—আপনার সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন কোরলাম, বোলে দিলাম।

আর্গঁ—আমার ভাই হোলো গিয়ে······

মঃ পির্গঁ—আপনার সঙ্গে আর বৈবাহিক সম্পর্ক চাইনে।

তোয়ানেৎ—ঠিক করা হবে।

মঃ পির্গঁ—বিয়েতে ভাইপোকে যা দেবো বলেছিলাম এই নিন, শেষ বন্ধন ছিঁড়লাম আপনার সঙ্গে।

আর্গঁ—আমার ভাইই সব নষ্ট করেছে।

মঃ পির্গঁ—আমার ডুশ তাচ্ছিল্য করা!

আর্গঁ—আনান, আমি নিচ্ছি।

মঃ পির্গঁ—অল্পেতেই আপনাকে সারাতে পারতাম,

তোয়ানেৎ—উনি এর যোগ্য নন।

মঃ পির্গঁ—আপনার দেহ পরিষ্কার কোরে দিচ্ছিলাম, সমস্ত দুষ্ট রস বা'র কোরে দিচ্ছিলাম।

আর্গঁ—হায় ভায়া!

মঃ পির্গঁ—আর আপনার উদরের তল সম্পূর্ণ বিরেচন কোরে দেবার জন্যে আর মাত্র গোটা বারো ওষুধের দরকার মনে করেছিলাম।

তোয়ানেৎ—আপনার যত্নের যোগ্য উনি নন।

মঃ পির্গঁ—কিন্তু আপনি যখন আমার হাতে ভালো হোতে চান নি...

আর্গঁ—এ আমার দোষ নয়।

মঃ পির্গঁ—নিজের চিকিৎসকের নিকট যে বশ্যতা স্বীকার করা উচিত তা' থেকে যখন আপনি বিচ্যুত হয়েছেন......

তোয়ানেৎ—এর প্রতিশোধ চাই-ই।

মঃ পির্গঁ—যে সব নিরাময়ের ব্যবস্থা আমি দিয়েছিলাম, তা'র বিরুদ্ধে যখন আপনি বিদ্রোহ করেছেন……

আর্গঁ—না, মোটেই না।

মঃ পির্গঁ—আমি আপনাকে বোলতে চাই যে আমি সোরে দাঁড়ালাম। থাক আপনার মন্দ স্বাস্থ্য, আপনার অন্ত্রের শোচনীয় অবস্থা, আপনার রক্তদুষ্টি; আপনার পিত্ত থাক জমা হোয়ে অম্লবৃদ্ধি কোরতে, আপনার দেহের রস থাক কলুষিত হোয়ে।

তোয়ানেৎ—ঠিক হয়েছে!

আর্গঁ—ভগবান্।

মঃ পির্গঁ—আর, আমি চাই যে চার দিনের মধ্যে আপনি আরোগ্যের বাইরে চোলে যান।

আর্গঁ—হায়, দয়া করুন!

মঃ পির্গঁ—আপনার য্যানো অগ্নিমান্দ্য হয়।

আর্গঁ—পির্গঁ মশায়!

মঃ পির্গঁ—অগ্নিমান্দ্য থেকে অজীর্ণ।

আর্গঁ—পির্গঁ মশায়!

মঃ পির্গঁ—অজীর্ণ থেকে অ্যাকেবারে বেহজম।

আর্গঁ—পির্গঁ মশায়!

মঃ পির্গঁ—বেহজম থেকে অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য নিঃসরণ।

আর্গঁ—পির্গঁ মশায়!

মঃ পির্গঁ—অজীর্ণ ভুক্তদ্রব্য নিঃসরণ থেকে আমাতিসার।

আর্গঁ—পির্গঁ মশায়!

মঃ পির্গঁ—আমাতিসার থেকে শোথ।

আর্গঁ—পির্গঁ মশায়!

মঃ পির্‌গঁ—শোথ থেকে মৃত্যু; আপনার নির্ব্বুদ্ধিতার জন্যে ঐ হবে আপনার গতি।

ষষ্ঠ দৃশ্য।—আর্‌গঁ, বেরাল্‌দ্‌।

আর্‌গঁ—হা, ভগবান্‌, আমি তো মরিছি। ভাই, তুমি আমায় খেলে।

বেরাল্‌দ্‌—ক্যানো? কী হয়েছে?

আর্‌গঁ—আমি আর পারি না; এখুনি টের পাচ্ছি, ওষুধ প্রতিশোধ ন্যায়।

বেরাল্‌দ্‌—মাইরি বোলছি, ভাই, তুমি পাগোল। আমি কিছুতেই চাইনা যে কেউ দেখুক তোমার এই আচরণ। আমার কথা শোনো, তুমি নিজকে একটু পরখ কোরে ত্যাখো। প্রকৃতিস্থ হও, অবাস্তব রাজ্যে ঘুরে বেড়িও না অ্যাতো।

আর্‌গঁ—তুমি দেখলেতো, ভাই, যে সব অদ্ভূত রোগের ভয় দেখিয়ে গেলেন!

বেরাল্‌দ্‌—কী বোকা তুমি!

আর্‌গঁ—উনি বোললেন যে, চারদিন যেতে না যেতে আমি চিকিৎসার বাইরে চোলে যাবো।

বেরাল্‌দ্‌—সে যা' বলে, তা'তে কী গ্যালো এলো? ওর কথা কি দৈববাণী নাকি? তোমার কথায় মনে হচ্ছে য্যানো পিরগঁ মশায়ের হাতে তোমার জীবন মরণ, য্যানো তা'র হাতে রয়েছে তোমার জীবন বাড়াবার কমাবার চরম ক্ষমতা। জেনো যে তোমার প্রাণশক্তির উৎস তোমার নিজের মধ্যেই রয়েছে, পিরগঁ

মশায়ের রাগেও তুমি মোরবে না, তা'র ওষুধেও তুমি বাঁচবে না। এই হোলো অ্যাকটা চেষ্টা তোমায় ডাক্তারের হাত থেকে মুক্ত করার; আর যদি তুমি জন্মেই থাকো কোনদিন ডাক্তার না ছাড়ার জন্যে, তা'হোলে অন্য কোনো ডাক্তার অনায়াসে জোগাড় করা যেতে পারে যা হোতে তোমার বিপদের সম্ভাবনা হবে কিছু কম।

আর্গ়—কী বোলবো, ভাই, উনি আমার ধাত পুরোপুরি জানেন, কী ভাবে আমায় চালাতে হয় জানেন।

বেরাল্দ্—তোমার স্বীকার করা উচিত যে, তুমি বদ্ধ মূল ধারণা নিয়ে বড্ডো চলো, সব জিনিস অ্যাকটা অদ্ভুত দৃষ্টি দিয়ে দ্যাখো।

সপ্তম দৃশ্য।—তোয়ানেৎ, আর্গ়, বেরাল্দ্।

তোয়ানেৎ—বাবু, অ্যাকজন ডাক্তার এসেছেন, আপনার সঙ্গে দ্যাখা কো'রতে চান।

আর্গ—কোন ডাক্তার?

তোয়ানেৎ—ডাক্তারির ডাক্তার।

আর্গ—আমি জিজ্ঞাসা কোরছি কে সে?

তোয়ানেৎ—আমি তাঁকে চিনিনে; কিন্তু তিনি ঠিক আমার মতো দেখতে, দু ফোঁটা জল য্যানো! মা'র সতীত্ব সম্পর্কে আমি যদি নিশ্চিত না হতাম, তবে বোলতাম যে তিনি আমার ছোটো ভাই, বাবার মৃত্যুর পর জন্মেছেন।

আর্গঁ—ডেকে নিয়ে আয় তাঁকে।

বেরাল্দ্—যা' চাও তা'ই হোলো। অ্যাক ডাক্তার গ্যালো, আর অ্যাক ডাক্তার এলো।

আর্গঁ—ভয় হচ্ছে, তোমার দরুণ খারাপ কিছু না হোয়ে বসে।

বেরাল্দ্—আবার! খালি ফিরে ফিরে ঐ কথা!

আর্গঁ—দ্যাখো, আমার ভিতরে সেই সমস্ত রোগ আছে যা' আমি জানি ও না, সে গুলো—

অষ্টম দৃশ্য।—তোয়ানেৎ (ডাক্তারের ছদ্মবেশে), আর্গঁ, বেরাল্দ্।

তোয়ানেৎ—যদি কিছু মনে না করেন, আমি এসেছিলাম আপনার মতো রক্তমোক্ষণ ডুশ দরকার সবই কোরে দিতে পারবো আমার ক্ষুদ্র শক্তি মতো, এই কথা নিবেদন কোরতে।

আর্গঁ—আমি আপনার কাছে খুব কৃতজ্ঞ। মাইরি, ঠিক য্যানো তোয়ানেৎ।

তোয়ানেৎ—মাপ কোরবেন, মশায়, চাকোরটাকে অ্যাকটা কথা বোলতে ভুলে গিয়েছি, এখুনি আসছি।

আর্গঁ—অ্যাক্কেবারে ঠিক তোয়ানেৎ বোলে মনে হয় না কি?

বেরাল্দ্—সাদৃশ্যটা খুব বেশি আছে, ঠিক; কিন্তু এ ধরণের জিনিস এই তো প্রথম দ্যাখা হোলো না, ইতিহাসে এ রকম প্রকৃতির খেয়ালের কথা ভূরি ভূরি আছে।

আর্গঁ—আমি তো অবাক্ হচ্ছি, আর—

নবম দৃশ্য ।—তোয়ানেৎ, আর্‌গঁ, বেরাল্‌দ্‌।

তোয়ানেৎ, (অ্যাতো দ্রুত বেশ পরিবর্ত্তন করিয়াছে যে, সেই যে চিকিৎসক বেশে আসিয়াছিল একথা বিশ্বাস করা শক্ত)—কী বোলছেন, বাবু !

আর্‌গঁ—কী ?

তোয়ানেৎ—আপনি কি আমায় ডাকেন নি ?

আর্‌গঁ—আমি ? না !

তোয়ানেৎ—তা'হোলে নিশ্চয় আমায় কাণ স্থব স্থব কোরছে।

আর্‌গঁ—একটু দাঁড়া, দেখতে পাবি এই ডাক্তার কী রকম তোর মতো দেখতে।

তোয়ানেৎ, (বাহিরে যাইতে যাইতে বলিল)—তা'ই তো ! আমার নীচে কাজ আছে। আমি যথেষ্ট দেখেছি ওকে।

আর্‌গঁ—তুজনকেই যদি না দেখতাম তা' হোলে মনে হোতো অ্যাকই লোক।

বেরাল্‌দ্‌—এই ধরনের আশ্চর্য্য চেহারার সাদৃশ্যের কথা পড়িছি ; ওরকম আমাদের এযুগেও দেখেছি, সব্বাই ভুল করে।

আর্‌গঁ—আমি তো ভুল কোরতামই, আমি শপথ কোরে বোলতাম অ্যাকই লোক।

দশম দৃশ্য।—তোয়ানেৎ (চিকিৎসক বেশে), আর্‌গঁ, বেরাল্‌দ্‌।

তোয়ানেৎ—মশায়, আমি আপনার কাছে সর্ব্বান্তঃকরণে মার্জনা চাইছি।

আর্‌গঁ—চমৎকার!

তোয়ানেৎ—আপনার মতন অ্যাকজন প্রসিদ্ধ রোগীকে দেখবার যে কৌতূহল হয়েছে আমার, এটি আপনি খারাপ মনে কোরবেন না আশা করি; আমি যে অনুমতির অপেক্ষা না রেখেই কাজ করেছি, সেটা আপনার দিগন্তপ্রসারী সুনামও নেই।

আর্‌গঁ—আপনার অনুগ্রহ, মশায়।

তোয়ানেৎ—আমি লক্ষ্য কোরছি, আপনি আমায় অ্যাকদৃষ্টিতে চেয়ে দেখছেন। কতো বয়েস আমার বলুন তো?

আর্‌গঁ—আমার বিশ্বাস, বড়ো জোর ছাব্বিশ কি সাতাশ বছর।

তোয়ানেৎ—হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ, হাঃ! নব্বই বছর আমার বয়েস।

আর্‌গঁ—নব্বই?

তোয়ানেৎ—হ্যাঁ। আমার বিদ্যার গুপ্ত রহস্যের অ্যাকটা ফল দেখুন, ক্যামন সতেজ, সবল রইছি।

আর্‌গঁ—মাইরি, সুন্দর জোয়ান বৃদ্ধ নব্বই বছরের!

তোয়ানেৎ—আমি ভ্রাম্যমাণ ডাক্তার, গ্রাম থেকে গ্রামে, প্রদেশ থেকে প্রদেশে, রাজ্য থেকে রাজ্যে, যাই, আমার দক্ষতার উপযুক্ত নামকরা বিষয়বস্তু খুঁজে ব্যাড়াই, আমায় নিয়োজিত রাখতে পারে এরকম রোগীর তালাস করি,—তাদের উপর প্রয়োগ করার জন্যে চিকিৎসাশাস্ত্রের সব প্রগাঢ় সুন্দর সুন্দর গুপ্ত-রহস্য

আবিষ্কার কোরেছি। বাজে সাধারণ সাধারণ রোগ, কচুর বাত কি প্রদাহ, সামান্য জ্বর, স্নায়বিক দুর্ব্বলতার ভুল ছ্যাখা, কি, মাথাধরা—এই সমস্ত নিয়ে খ্যালা কোরতে আমি ঘৃণা বোধ করি। আমি চাই বড়ো বড়ো রোগ, নিরবচ্ছিন্ন কঠিন জ্বর, তা'র সঙ্গে ভুল বকা, ত্বকের নীচে রক্তমোক্ষণের সঙ্গে বেশ জ্বর, বেশ প্লেগ্, ভালোরকমের শোথ, বুক-প্রদাহের সঙ্গে বেশ প্লিউরিসি; এই সব জিনিসেই আমি আনন্দ পাই, এই সব ক্ষেত্রেই আমার বিজয় গর্ব্ব; আর আমি চাই যে এই সমস্ত রোগ যা'র নাম এখুনি কোরলাম এগুলি আপনার হোক, সব ডাক্তার আপনাকে জবাব দিয়ে দিক, আপনি হতাশ হোয়ে যন্ত্রণায় ভুগতে থাকুন, তা' হোলে আমি আমার ওযুধের শ্রেষ্ঠত্ব ছ্যাখাতে পারি আর প্রমাণ কোরতে পারি কী আগ্রহ আছে আমার আপনার সেবা করার জন্যে।

আর্‌গঁ—আপনার অনুগ্রহে অত্যন্ত বাধিত হলাম।

তোয়ানেৎ—দেখি নাড়ী। ছ্যাখা যাক, এ ঠিকমতো চলে কিনা। হুঁ! য্যামন চলা উচিত তেম্নি চলাবো তোমাকে আমি। ও! কথা শোনে না; তুমি অ্যাখনো চেনোনি আমায়। আপনার ডাক্তার কে?

আর্‌গঁ—মঃ পির্‌গঁ।

তোয়ানেৎ—বড়ো বড়ো ডাক্তারদের যে লিস্ট্ আছে আমার কাছে তা'র ভিতর তো নিশ্চয় এঁর নাম নেই। তাঁর মতে আপনার অসুখটা কিসের?

আর্‌গঁ—উনি বোলছেন যে এটা লিভারের দোষ, অন্যেরা বোলছেন পীলের।

তোয়ানেৎ—দুইই কিছু জানে না। আপনার ফুসফুসের অসুখ।

আর্গঁ—ফুসফুসের ?

তোয়ানেৎ—হ্যাঁ। ক্যামন বোধহয় আপনার ?

আর্গঁ—মাঝে মাঝে মাথার বেদনা বোধ করি।

তোয়ানেৎ—ঠিক, ফুসফুস।

আর্গঁ—সময়ে সময়ে চোখের সান্নে য্যানো ঝাপসা ঝাপসা দেখি।

তোয়ানেৎ—ফুসফুস।

আর্গঁ—সময়ে সময়ে বমি বমি বোধ করি।

তোয়ানেৎ—ফুসফুস।

আর্গঁ—সময়ে সময়ে সব অঙ্গ প্রত্যঙ্গ অবশ মনে হয়।

তোয়ানেৎ—ফুসফুস।

আর্গঁ—আর, সময়ে সময়ে পেটে বেদনা হয়, য্যানো শূল বেদনার মতো।

তোয়ানেৎ—ফুসফুস। যা' আহার করেন তা'তে রুচি আছে তো ?

আর্গঁ—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

তোয়ানেৎ—ফুসফুস। একটু মদ খেতে ভালোবাসেন ?

আর্গঁ—হ্যাঁ।

তোয়ানেৎ—ফুসফুস। খাওয়ার পরে একটু ঘুম আসে, আর, ঘুমোতে বেশ ভালোবাসেন ?

আর্গঁ—আজ্ঞে, হ্যাঁ।

তোয়ানেৎ—ফুসফুস, বোলে দিচ্ছি ফুসফুস। পথ্যের কী ব্যবস্থা করেছেন আপনার ডাক্তার !

আর্গঁ—আমাকে যূষ খেতে বলেছেন।

তোয়ানেৎ—মূর্খ !

আর্‌গঁ—মুরগীর মাংস।

তোয়ানেৎ—মূর্খ!

আর্‌গঁ—গোশাবক মাংস।

তোয়ানেৎ—মূর্খ!

আর্‌গঁ—ক্বাথ।

তোয়ানেৎ—মূর্খ!

আর্‌গঁ—টাটকা ডিম।

তোয়ানেৎ—মূর্খ।

আর্‌গঁ—আর, সন্ধ্যায় কিছু ছোটো শুকনো কুল, কোষ্ঠ সরল করার জন্য।

তোয়ানেৎ—মূর্খ!

আর্‌গঁ—আর, সর্ব্বোপরি, মদ বেশ তরল কোরে নিয়ে খেতে।

তোয়ানেৎ—মূর্খঃ, মূর্খা, মূর্খম্। আপনার মদ খাওয়া উচিত নির্জ্জলা; আর, আপনার রক্ত বড়ো পাতলা, ঘনো করার জন্য খাওয়া উচিত বেশ পুষ্ট গো মাংস, পুষ্ট শূকর মাংস, হল্যাণ্ডের তৈরী ভালো পনির, বাচ্চা বকের মাংস, ভাত, বাদাম, পিঠে; এতে রক্তটাকে থকথকে কোরে ঘনো কোরে দেবে। আপনার ডাক্তার হোলো অ্যাকটা ভূত। আমি নিজেই পাঠিয়ে দোবো। আর, যদ্দিন এই গাঁয়ে আছি, মাঝে মাঝে এসে দেখে যাবো আপনাকে।

আর্‌গঁ—আমি অত্যন্ত অনুগৃহীত হবো।

তোয়ানেৎ—এই হাতটা দিয়ে আপনি কী কচ্ছু করেন?

আর্‌গঁ—ক্যানো!

তোয়ানেৎ—আমি আপনার জায়গায় হোলে এখুনি কাটিয়ে ফেলতাম।

আর্‌গঁ—তা ক্যানো?

তোয়ানেৎ—আপনি বুঝতে পারছেন না যে, এতে আপনার সমস্ত পুষ্টি টেনে নিচ্ছে, আর, সেইজন্যে ও দিকটার কোনো উন্নতি হচ্ছেনা ?

আর্গঁ—হুঁ, কিন্তু আমার হাত তো চাই।

তোয়ানেৎ—ঐ রকম আপনার ডান চোখ রয়েছে, আমি হোলে তুলিয়ে ফেলতাম।

আর্গঁ—চোখ তুলে ফেলবো ?

তোয়ানেৎ—দেখছেন না যে, এটা অপর চোখটার অসুবিধা কোরছে, তা'র পুষ্টি কেড়ে নিচ্ছে ? আমার কথা শুনুন, ওটাকে শীগগির তুলিয়ে ফেলুন, তা' হোলে বাঁ চোখে আরও ভালো দেখবেন।

আর্গঁ—এর জন্যে তাড়া নেই।

তোয়ানেৎ—নমস্কার। অ্যাতো তাড়াতাড়ি আপনাকে ছেড়ে যেতে হচ্ছে বোলে আমি দুঃখিত, কিন্তু গত কাল মৃত অ্যাক ব্যক্তি সম্পর্কে জোর কন্‌স্যাল্‌টেশন্ হবে তা'তে আমার উপস্থিত থাকা চাই।

আর্গঁ—কাল মরা লোকের জন্যে ?

তোয়ানেৎ—হ্যাঁ। তা'কে নীরোগ করার জন্যে আর কী করা উচিত ছিলো সে সম্পর্কে বিবেচনা কোরে গ্যাখার জন্যে। আচ্ছা আসি।

আর্গঁ—রোগীরা দরজা পর্য্যন্ত এগিয়ে গ্যায় না, অ্যাঁ ?

বেরাল্‌দ্—বেশ ভালো ডাক্তার মনে হচ্ছে।

আর্গঁ—হ্যাঁ, তবে একটু বেশি তাড়াতাড়ি চলেন।

বেরাল্‌দ্—সব বড়ো ডাক্তারই ঐরকম।

আর্গঁ—আমার অ্যাকটা হাত কাটবে, অ্যাকটা চোখ তুলে ফেলবে, যা'তে অন্যটা ভালো থাকে ? অ্যাতো ভালোয় দরকার নেই

আমার! কী সুন্দর অপারেশন্ আমায় অ্যাকহাত অ্যাকচক্ষু কোরে দেওয়া!

একাদশ দৃশ্য।—তোয়ানেৎ, আর্গঁ, বেরাল্দ্।

তোয়ানেৎ—যান, যান, আমি আপনার চাকবাণী। হাঁসার ইচ্ছে নেই আমাব।

আর্গঁ—কী হোয়েছে?

তোয়ানেৎ—ওমা, আপনার ডাক্তার, নাড়ি দেখতে চায় আমার!

আর্গঁ—দ্যাখো অ্যাকবার, নব্বই বছর বয়সে!

বেরাল্দ্—তা' যাক, ভাই, যখন তোমার পির্গঁ মশাই তোমার সঙ্গে ঝগড়া কোরলে, তখন ভাইঝির যে সম্বন্ধটা এসেছে সে সম্পর্কে কথা বলা যাক, কী বলো?

আবর্গঁ—না, ভাই; আমি তা'কে আশ্রমে দিতে চাই, কারণ, সে আমার ইচ্ছার বিরোধিতা কবেছে। আমি বেশ দেখতে পাচ্ছি, অ্যাকটা কোনো প্রেমেব ব্যাপার আছে এর তলায়; আমি অ্যাকটা গোপন দ্যাখাশুনোর বিষয় জানতে পেরেছি, আমার জানার কথা ও জানে না।

বেরাল্দ্—তা', ভাই, যদি বা মনে একটু আসক্তি এসে থাকে, সেটা কি তুমি অ্যাতোই অপরাধ মনে কোরছো, বা, এতে তোমার বিবক্ত হবার কি কিছু আছে, যখন এটা বিবাহের মতো অ্যাকটা সাধু জিনিসে পরিণত হোতে চাচ্ছে?

আর্গঁ—তা' যা'ই হোক, ভাই, ওকে আশ্রমবাসিনী হোতে হবে ; এ ব্যবস্থা স্থির হোয়ে গিয়েছে।

বেরাল্দ্—তুমি কাউকে খুসী কোরতে চাইছো।

আর্গঁ—আমি বুঝছি তোমার কথা। তুমি বারবার ঐ অ্যাকই জায়গায় যাচ্ছো ; আমার স্ত্রী কিন্তু তোমায় অত্যন্ত স্নেহ করেন।

বেরাল্দ্—তা' বেশ, ভাই, যখন খোলখুলি ভাবেই বলা উচিত, হ্যাঁ, তোমার স্ত্রীর সম্বন্ধেই বোলতে চাই ; ডাক্তারির অনুকূলে তোমার যে অন্ধ মনোভাব তা'ও য্যামন সইতে পারি না, ওঁর প্রতি তোমার অন্ধ আকর্ষণ তা'ও তেম্নি সইতে পারি না ; চাইনা যে, তুমি হুড়মুড় কোরে ওঁর পাতা জালের মধ্যে যেয়ে যেয়ে পড়ো।

তোয়ানেৎ—না, বাবু, মা'র সম্বন্ধে কিছু বোলবেন না ; তাঁ'র সম্বন্ধে কিছছু বলার নেই ; কোনো ছলনা নেই ; আর, তিনি বাবুকে ভালোবাসেন, ওঁকে ভাঁলোবাসেন !...ওকথা বলা চলে না।

আর্গঁ—ওকে জিজ্ঞাসা করো কী আদর আমায় করে !

তোয়ানেৎ—ঠিক।

আর্গঁ—আমার অসুখে কতো ব্যস্ত !

তোয়ানেৎ—নিশ্চয়।

আর্গঁ—আমার কতো যত্ন অ্যাত্যি করে !

তোয়ানেৎ—সত্যি। (বেরাল্দের প্রতি—) দেখতে চান, মা ক্যামন ভালবাসেন বাবুকে ? দেখলে বিশ্বাস হবে। (আর্গঁর প্রতি—) মত করুন, উনি যে জানেন না দেখিয়ে দি, ভুল শুধরে দি।

আর্গঁ—কী কোরে ?

তোয়ানেৎ—মা ফিরে আসছেন। আপনি লম্বা হোয়ে এই চেয়ারে

শুয়ে পড়ুন, মরার মতো ভান কোরে। এই খবর যখন আমি তাঁকে বোলবো, তাঁর যে কী দুঃখ হবে, তা' আপনারা দেখতে পাবেন।

আর্‌গঁ—তা' বেশ তো !

তোয়ানেৎ—হ্যাঁ ; কিন্তু তাঁকে বেশিক্ষণ ঐ হতাশ অবস্থায় রাখবেন না, কারণ, তিনি মারা যেতে পারেন।

আর্‌গঁ—সে আমি দেখবো অখন।

তোয়ানেৎ, (বেরাল্‌দের প্রতি)—আর আপনি, আপনি ঐ কোণায় লুকিয়ে থাকুন।

আর্‌গঁ—মৃত্যুর ভান করায় কোনো বিপদ্ নেই তো ?

তোয়ানেৎ—না, না, কী বিপদ্ থাকবে ? শুধু ওখানে টান হোয়ে থাকুন। (নিম্ন স্বরে) আপনার ভাইকে অবাক্ কোরে দিয়ে ভারী মজা হবে। ঐ মা আসছেন। বেশ ঠিক হোয়ে থাকুন।

দ্বাদশ দৃশ্য।—বেলীন্, তোয়ানেৎ, আরগঁ, বেরাল্‌দ্।

তোয়ানেৎ, (চীৎকার করিয়া)—হায়, ভগবান্, ওমা, একী হোলো ! কী অদ্ভুত অঘটন !

বেলীন্—কী রে তোয়ানেৎ ?

তোয়ানেৎ—উঃ, মা গো !

বেলীন্—কী হয়েছে ?

তোয়ানেৎ—বাবু নেই !

বেলীন্—বাবু মারা গিয়েছে ?

তোয়ানেৎ—উঃ, হ্যাঁ। আমাদের বাবু আর নেই, চোলে গিয়েছে !

বেলীন্—সত্যি ?

তোয়ানেৎ—সত্যি। এই অঘটনের কথা অ্যাখনো আর কেউ জানে

না, আমি এখানে অ্যাকা ছিলাম। আমার কোলের ওপরে হোয়ে গ্যালো। দাঁড়াও, ঐযে চেয়ারে টান হোয়ে পোড়ে রয়েছে।

বেলীন্—ভগবান্ বাঁচিয়েছে! অ্যাক ভার বোঝার হাত থেকে নিষ্কৃতি পেলাম। তুই কী বোকা রে, তোয়ানেৎ, এই মৃত্যুতে কষ্ট পাচ্ছিস?

তোয়ানেৎ—আমার তো মনে হয়েছিলো, মা, কাঁদা উচিত।

বেলীন্—যা, যা, এর জন্যে আর অতো দরকার নেই। ও যাওয়ায় লোকসানটা হোলো কী, দুনিয়ার কী কম্মটা ও কোরছিলো? সব্বারি সঙ্গে অবস্তি, নোংরা, দেখলে ঘেন্না লাগে, সব সময়ে পেটে হয় ডুশ নয় ওষুধ, সব সময়ে নাক ঝাড়ছে, কাশছে আর থুথু ফেলছে, নির্ব্বোধ, অ্যাকঘেয়ে, খিটখিটে, লোককে খালি বিরক্ত কোরে মাবে, আর, চাকোর বাকোরের সঙ্গে দিবারাত্র বকাবকি

তোয়ানেৎ—বেশ তো শোকপ্রকাশের বক্তৃতা!

বেলীন্—তোয়ানেৎ, তুই আমার মতলব হাসিল করার সাহায্য কর দেখি, আমায় সাহায্য কোরলে তোর পুরস্কার নিশ্চিত তা' জেনে রাখিস। ভাগ্যে কেউ যখন অ্যাখনো একথা জানে না, ওকে বিছানার ওপর নিয়ে রাখ, আর, মৃত্যুর কথাটা গোপন রাখিস যতোক্ষণ না আমি আমার কাজ সেরে নি। কতকগুলো কাগজ আছে, কিছু টাকা আছে, সেগুলো হাতে নিতে চাই. আমার জীবনের শ্রেষ্ঠ দিনগুলো ওর সঙ্গে কাটালাম, আর, কোনই লাভ হোলো না, এটা তো ঠিক কথা নয়। আয়, তোয়ানেৎ, আগে সব চাবিগুলো নেওয়া যাক।

আর্গঁ, (তাড়াতাড়ি উঠিয়া)—একটু ধীরে সুস্থে।

বেলীন্, (বিস্মিতা ও ভীত হইয়া)—অ্যাঁ !

আর্গঁ—হ্যাঁ, গো, আমার প্রেয়সি, এই রকমই তুমি আমায় ভালোবাসো ?

তোয়ানেৎ—অ্যাঁ, অ্যাঁ, বাবু তো মরেন নি !

আর্গঁ, (বহির্গমনোদ্যতা বেলীনের উদ্দেশ্যে)—আমি খুব খুশী হয়েছি তোমার প্রেম দেখে, আমার সম্বন্ধে তোমার চমৎকার সপ্রশংস অভিভাষণ শুনে। ন্যাড়া অ্যাকবারের বেশি বেলতলায় যায় না, ভবিষ্যতে সাবধান হোতে পারবো, অনেক কিছু কাজ বর্জন কোরবো।

বেরালদ্, (যে কোণে লুক্কায়িত ছিলেন তথা হইতে বহির্গত হইয়া)—ক্যামন, ভাই, দেখলে তো !

তোয়ানেৎ—মা গো, আমি কখনো বিশ্বাস কোরতে পারতাম না একথা। কিন্তু, আপনার মেয়ে আসছে, আওয়াজ পাচ্ছি ; ষ্যামন ছিলেন তেম্নি হোন ; দ্যাখা যাক, সে আপনার মৃত্যু সংবাদ কী ভাবে ন্যায়। এটা পরীক্ষে কোরে দ্যাখা মন্দ নয়। আর, আপনি যখন মেজাজে আছেন, এতে কোরে আপনি জানতে পারবেন আপনার পরিবারের লোকের মনোভাব কী আপনার প্রতি।

ত্রয়োদশ দৃশ্য।—অঁজেলিক্, আর্গঁ, তোয়ানেৎ, বেরাল্দ্।

———

তোয়ানেৎ—(উচ্চৈঃস্বরে বিলাপ করিয়া)—হা ভগবান্ ! উঃ ! কী দুর্ঘটনা ! কী কুগ্রহের দিন !

অঁজেলিক্—কী রে তোয়ানেৎ, কানছিস ক্যানো ?

তোয়ানেৎ—পোড়া কপাল ! খবর খারাপ !

অঁজেলিক্—অ্যাঁ ?

তোয়ানেৎ—তোমার বাবা মারা গিয়েছেন।

অঁজেলিক্—বাবা মারা গিয়েছেন, তোয়ানেৎ ?

তোয়ানেৎ—হ্যাঁ ঐ ছ্যাখো, এই এখুনি মূর্চ্ছা হোয়ে মারা গেলেন।

অঁজেলিক্—হায় ভগবান্ ! পোড়া কপাল আমার। কী নিষ্ঠুর আঘাত ! হায় ! বাবাই ছিলেন আমার অ্যাকমাত্র সম্বল পৃথিবীতে, তাঁকে হারানো এই ভাবে ! আরও কষ্টের কথা এই যে, তিনি চোলে গেলেন অ্যামন সময়ে যখন তাঁর মন হয়েছিলো বিরূপ আমার প্রতি। পোড়াকপালী আমি, আমার কী হবে, অ্যাতো বড়ো ক্ষতির পর কী যে প্রবোধ দেবো নিজকে ?

চতুর্দ্দশ দৃশ্য।—ক্লেয়াঁৎ, অঁজেলিক, আর্‌গঁ, তোয়ানেৎ, বেরাল্‌দ্।

ক্লেয়াঁৎ—কী হোলো, অঁজেলিক, কানছো ক্যানো ?

অঁজেলিক—উঃ। জীবনে সব চেয়ে মূল্যবান্ ভালোবাসার জিনিস হারিয়েছি, তা'ই কাঁদছি। বাবা মারা গ্যাছেন, তা'ই কাঁদছি।

ক্লেয়াঁৎ—হা ভগবান্, কী দুর্ঘটনা ! কী অপ্রত্যাশিত আঘাত ! আহা ! তোমার কাকাকে আমার হোয়ে তাঁর কাছে বোলতে বোলেছিলাম, তা'রপরে নিজেই এলাম ছ্যাখা কোরতে, ভক্তিশ্রদ্ধা দেখিয়ে, অনুনয় বিনয় কোরে তাঁর মন নরম করার চেষ্টা কোরতে যা'তে তিনি তোমায় আমার হাতে দেন।

অ্জেলিক—আঃ। কোনো বিষয়ে কথা বলার দরকার নেই, ক্লেয়াঁৎ। বিয়ের ভাবনা সব ফেলে রাখো। বাবা যাওয়ার পর আর সংসার করার ইচ্ছে নেই, হ্যাঁ, চিরদিনের মতো সংসার ত্যাগ কোরবো। হ্যাঁ, বাবা, আপনার ইচ্ছার যখন অ্যাতো বিরোধিতা করেছি, তখন অন্ততঃ আপনার অ্যাকটা ইচ্ছা পূরণ কোরতে চাই, আপনার মনে ব্যথা দিয়ে অপরাধী হয়েছি, সে অপরাধ স্খালন কোরতে চাই। অনুমতি করুন, বাবা, এই আমি আপনাকে কথা দিচ্ছি, এই আপনাকে আলিঙ্গন করি, কতো ভালোবাসি আপনাকে দেখুন।

আর্গঁ, (উত্থিত হইলেন)—আ, মা আমার!

অঁজেলিক্, (ভীতা হইয়া) —অ্যাঁ!

আর্গঁ—আয়, ভয় পাসনে, আমি মরিনি। বাঃ, তুই-ই আমার রক্তের রক্ত, আমার মেয়ে বটিস, তোর সৎ প্রকৃতির পরিচয় পেয়ে আমার যে কী আনন্দ!

অঁজেলিক—আঃ, কী মজা বাবা! যখন কপাল খুব জোর বোলে আপনাকে আবার ফিরিয়ে দিয়েছেন ভগবান্, এইটুকু মত করুন, আপনার পায়ে পোড়ে অ্যাকটা জিনিস ভিক্ষা করি। যদি আমার মন যা' চায় তা'তে আপনি রাজি না থাকেন, যদি, ক্লেয়াঁৎকে আমার স্বামী হোতে না দেন, তা'হোলে অন্ততঃ আর কাউকে বিয়ে কোরতে বাধ্য কোরবেন না, এই মিনতি। এইটুকু মাত্র দয়া আপনার কাছে চাই।

ক্লেয়াঁৎ, (নতজানু হইয়া)—ওর মিনতি, আমার মিনতি রাখুন, উভয়ের এই আকর্ষণের আগ্রহে বিরূপ হবেন না।

বেরাল্দ্—এতে কি অমত কোরতে পারো, ভাই?

তোয়ানেৎ—অ্যাত্তো ভালোবাসায় আপনার মন কি টৌলবে না, বাবু?

আর্‌গঁ—যদি ও ডাক্তার হয়, তা'হোলে আমার মত আছে এবিয়েতে।
হ্যাঁ, ডাক্তার হও, আমি মেয়ে দেবো তোমাকে।

ক্লেয়াঁৎ—খুঁব রাজি। যখন ঐটুকুতেই আপনার জামাই হওয়া যায়, তখন আমি ডাক্তারও হবো, ওষুধের দোকানও কোরবো, যদি তা'ই চান। এতো কিছুই নয়, আরো অনেক কিছু কোরতে পারতাম অঁজেলিক্‌কে পাবার জন্যে।

বেরাল্‌দ্‌—কিন্তু আমার ভাই, অ্যাকটা কথা মনে হচ্ছে। তুমি নিজেই ডাক্তার হও। সুবিধেটা আরও অনেক বেশি হবে, যদি তোমার নিজেরও জানা থাকে যা' দরকার।

তোয়ানেৎ—ঠিক। আপনার শীগগির শীগগির সেরে ওঠার ঐটেই হোলো ঠিক উপায়; ডাক্তারের হবে, এ দুঃসাহস কোনো অসুখের নেই।

আর্‌গঁ—আমার মনে হচ্ছে, ভাই, তুমি ঠাট্টা কোরছো। আমার কি পড়ার বয়েস আছে!

বেরাল্‌দ্‌—পড়া? ভালো! তুমি যথেষ্ট পণ্ডিত। ওদের মধ্যে অ্যামন অনেকে আছে যা'রা তোমার চেয়ে দক্ষ নয়।

আর্‌গঁ—কিন্তু ল্যাটিন বোলতে পারা দরকার, কী কী রোগ আছে তাদের কী কী ওষুধ আছে সেগুলি জানা দরকার।

বেরাল্‌দ্‌—ডাক্তারের পোষাক আর টুপি পোরলে ওসব শিখে যাবে, আর তা'র পরে তুমি অ্যামন দক্ষই হোয়ে যাবে!

আর্‌গঁ—অ্যাঁ! ঐ পোষাক পোরলেই রোগ সম্পর্কে কথা বলা যায়?

বেরাল্‌দ্‌—হ্যাঁ। শুধু কথা বোললেই হোলো; পোষাক আর টুপি থাকলে প্রলাপ হয় পাণ্ডিত্য, মূর্খতা হয় জ্ঞান।

তোয়ানেৎ—দাঁড়ান, খালি এই দাড়ি টুকু আপনার হোয়ে নিক, অ্যাখনই অনেক হয়েছে, কারণ, দাড়ি থাকলে মানুষ অর্ধেকের বেশি ডাক্তার হোয়ে যায়।

ক্লেঁয়াৎ—যা'ই হোক, আমি সবেতেই রাজি।

বেরাল্‌দ্‌—এখুনি হোয়ে যাক কাজটা, এই কি চাও?

আর্‌গঁ—অঁ্যা, এখুনি?

বেরাল্‌দ্‌—হ্যাঁ, তোমার বাড়ীতে।

আর্‌গঁ—আমার বাড়ীতে?

বেরাল্‌দ্‌—হ্যাঁ। আমার বন্ধুদের একটি সঙ্ঘ আছে, তা'রা এখুনি আসছে তোমার দালানে অনুষ্ঠানটি কোরে ফেলবে। এতে তোমার কোনই খরচা হবে না।

আর্‌গঁ—কিন্তু আমি কী বোলবো, কী জবাব দেবো?

বেরাল্‌দ্‌—তোমাকে দু কথায় শিখিয়ে দেওয়া হবে; তোমায় কী বোলতে হবে তা' লিখে দেওয়া হবে। তুমি ভব্য পোষাক পড়ো, আমি তাদের ডেকে পাঠাচ্ছি।

আরগঁ—বেশ, দ্যাখা যাক।

ক্লেয়াঁৎ—কী বোলতে চাচ্ছেন? আপনার বন্ধুদের সঙ্ঘ, তা'র মানে?

তোয়ানেৎ—আপনার মতলব কী?

বেরাল্‌দ্‌—আজ সন্ধ্যেয় তোমাদের একটু আমোদ দেবো। একটি ছোট্টো নাচগানের আসর হবে, তা'তে থাকবে অ্যাক ডাক্তারের অভ্যর্থনা। আমি চাই, সবাই মিলে আনন্দটা উপভোগ করি, আর, আমার ভাই নিক প্রধান অংশ।

অঁজেলিক্—কিন্তু, কাকা, আপনি বাবাকে নিয়ে বড়ো বেশি রগড় কচ্ছেন, মনে হচ্ছে।

বেরাল্দ্—কিন্তু, মা, এটা ততোটা রগড় নয়, যতোটা ওর খেয়াল মতো চলা। এগুলো সব নিজেদের মধ্যে হচ্ছে। আমরা সবাই অ্যাক অ্যাকটা পার্ট কোরতে পারবো, তা'হোলে নিজেদের নিজেদের মধ্যে অ্যাকটা নাটক অভিনয় দ্যাখানো হবে। আমোদের জন্যে এটা করা যেতে পারে। নাও, তাড়াতাড়ি সব তৈরি কোরে নাও।

ক্লেয়াঁৎ (অঁজেলিকের প্রতি)—তুমি এতে রাজি তো ?

অঁজেলিক্—হ্যাঁ, কাকা যখন পথ দ্যাখাচ্ছেন।

সমাপ্ত

গ্রন্থকারের প্রণীত অন্য বই

পরীক্ষিত (নাটক)

মূল্য ১॥০ দেড় টাকা

প্রাপ্তিস্থান :—৫৭, ইন্দ্রবিশ্বাস রোড, কলিকাতা—৩৭